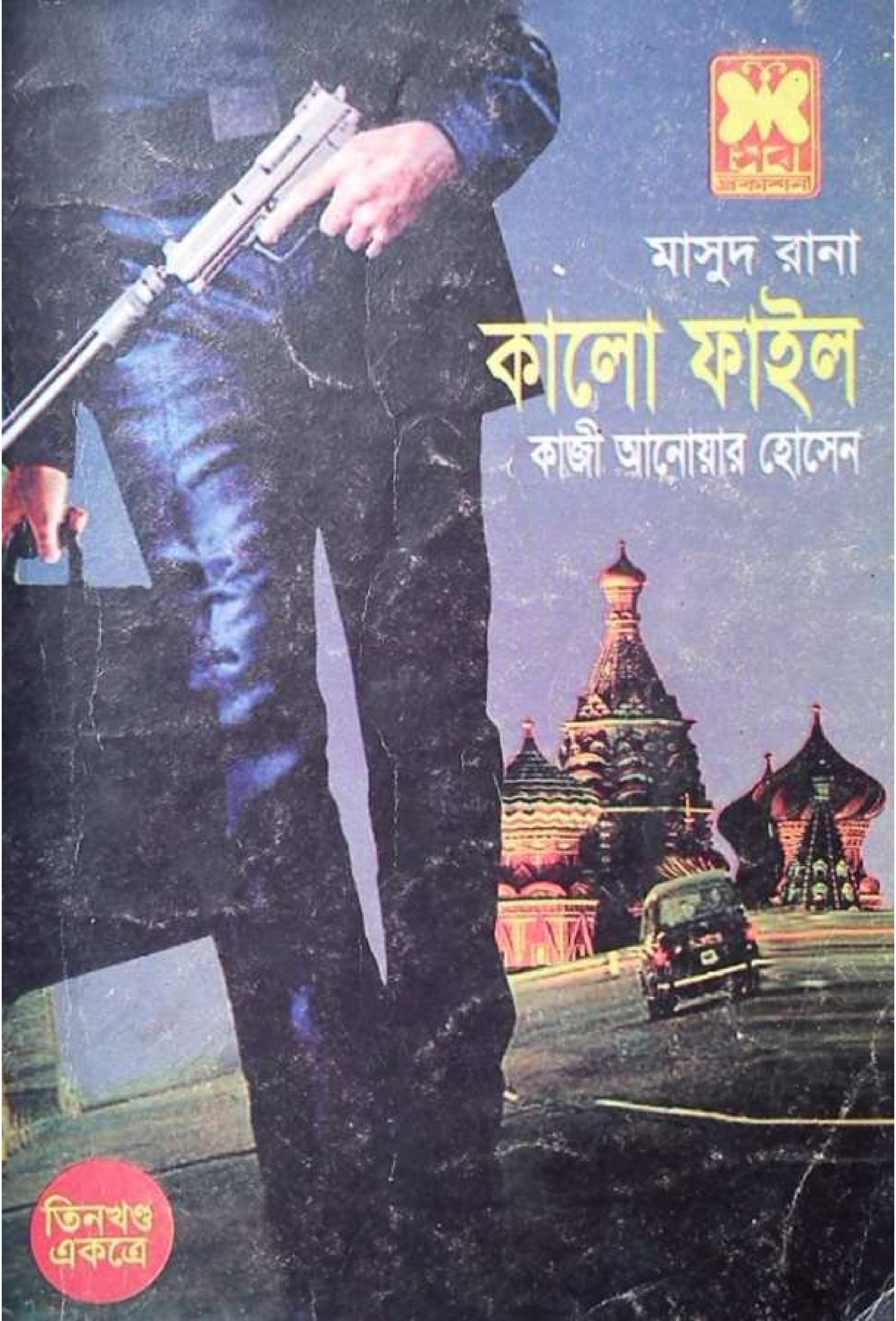

সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
কালো ফাইল
কাজী আনোয়ার হোসেন
তিনখণ্ড
একত্রে

কালো ফাইল-১

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৭

এক

মস্কো, ১৯৯৭। প্রচণ্ড গরম। আগুনের হল্‌কার মত রংহীন, কাঁপা কাঁপা ভাপ উঠছে রাস্তা থেকে, দালান কোঠার দেয়াল-ছাদ থেকে।

কেবিনেট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে নিজের অফিশিয়াল বাহন, দীর্ঘ, কুচকুচে কালো মার্সিডিজ সিক্স হান্ড্রেডে চেপে বসলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্সিম সাবুরভ। আগের প্রায় সবকিছুই বদলে গেছে এ দেশের। *জিল* লিমুজিনের একচ্ছত্র আধিপত্য এখন ইতিহাসের বিষয়, তাদের জায়গায় দাপটের সাথে রাজত্ব চালাচ্ছে বিলাসবহুল জার্মান, আমেরিকান আর ব্রিটিশ গাড়ি। জিলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে '৯৫-তে। *চইকা* আর *পবেদারও* নাভিশ্বাস চলছে এখন, যায় যায় অবস্থা। ফিরেও তাকায় না ক্রেতারা। যার পকেটে পয়সা আছে গাড়ি কেনার, সেই ছোটে বিদেশী সুন্দর সুন্দর গাড়ির খোঁজে। ইতিহাসের ধারক হিসেবে যে সব রুশ গাড়ি এখনও চলছে, তার সবই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে ব্যবহার হয়।

উঁচু খিলানওয়ালা গেট পেরিয়ে *স্টারায়া প্লোশাদে* পড়ল প্রেসিডেন্টের গাড়ির বহর, তারপর হাঁ-হাঁ করে ছুটল শহরতলির দিকে। মার্সিডিজের সামনে পিছনে দুটো চইকা আছে, প্রতিটিতে চারজন করে প্রেসিডেন্সিয়াল বডিগার্ড চলেছে তাঁর সাথে। এদের আরেক জন আছে মার্সিডিজের মিলিশিয়া শোফারের পাশের আসনে। *আলফা* গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য এরা, দলনেতা বসেছে পিছনের চইকার সামনের আসনে। শ্যেনদৃষ্টি লেপ্‌টে আছে তার মার্সিডিজের ওপর।

শরীর ভাল নেই বলে কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। অবসর কাটানোর জন্যে পেরেদেলকিনোর উসভোয় চলেছেন। ওখানে আছে তাঁর সরকারী অবসর যাপন কেন্দ্র, রাজকীয় *দাচা* বা গ্রাম্য বাড়ি। কয়েক একর জমির ওপর সুউচ্চ পাইন, বার্চ আর হাজারো জাতের ফুলের বাগান ঘেরা নয়নাভিরাম *দাচা*। তুলোর মত নরম, মখমলের মত মসৃণ, প্রশস্ত ব্যাকসীটে ভাল করে হেলান দিয়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট সাবুরভ। পা ছড়িয়ে দিলেন যতদূর সম্ভব।

নিয়মমাফিক আজ সকালেই উসভোয় চলে গেছেন তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের প্রায় সবাই। দুই ছেলে, বড় ছেলের বউ, একমাত্র মেয়ে আর তার দু'বছরের ফুটফুটে কন্যাসন্তান, লুদমিলা। প্রেসিডেন্টের একান্ত প্রিয় নাতনী। জামাই ব্যবসার কাজে বিদেশে। সে বাদে অন্য সবাই এ মুহূর্তে প্রেসিডেন্টের প্রতীক্ষায় আছে ওখানে, জানেন তিনি। তাই স্বভাবতই খুশি থাকার কথা।

অথচ উল্টে বেদম ভার হয়ে আছে প্রেসিডেন্টের মন। গভীর দুশ্চিন্তায় ডুবে আছেন ম্যাক্সিম সাবুরভ। দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তায় গত কিছুদিন ধরে ঘুম হারাম হয়ে গেছে তাঁর। কোন দেশে আচমকা অবকাঠামোগত পরিবর্তন এলে কিছু না

কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেবেই, সেটাই স্বাভাবিক। সব সমাজ, সব দেশের ক্ষেত্রেই তা ঘটে থাকে। অনেকটা সৃষ্টির প্রসব বেদনার মত। তবে তারও তো একটা মাত্রা থাকে!

কিন্তু রাশিয়ায় সেই মাত্রাটা নেই, হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। চরম বিশৃঙ্খলার পাঁকে কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে দেশ একটু একটু করে। কারও কোন মাথাব্যথা নেই, কেউ দেখে না মাদার রাশিয়ার চোখের পানি। কি হবে এ দেশের? '৯১ তে রাশিয়ায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করতে গিয়েছিলেন 'গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক', আনাড়ি সাইবেরিয়ান, বরিস ইয়েলতসিন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'অর্থ' হারিয়ে কেবল 'নীতি' আর ডিক্রির পর ডিক্রি জারি করে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার কসরত করতে গিয়ে দেশের বারোটা বাজিয়েছেন তিনি, হাজার বছর পিছনে টেনে নিয়ে গেছেন রাশিয়াকে। যুদ্ধবন্দী নারীর মত বারবার ধর্ষিত হয়েছে এ দেশের অর্থনীতি, তারপর লজ্জায়, ঘৃণায় আর হতাশায় আত্মহত্যা করেছে সে এক সময়। ষাট-পঁয়ষট্টি সালের দিকে নতুন এক রুবলের দাম যেখানে ছিল প্রায় এক মার্কিন ডলারের সমান, ব্যবধান বাড়তে বাড়তে তারই দাম এখন ঠেকেছে এসে এক মিলিয়ন রুবল সমান এক ডলারে। কোন পাগলেও কি তা বিশ্বাস করবে? অথচ এটাই বাস্তব—নির্মম বাস্তব।

দেশজুড়ে আকাল, দুর্ভিক্ষ, সে সব প্রতিরোধ করার উপযুক্ত কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলেন ইয়েলতসিন। আমেরিকা আর ইউরোপের ভিক্ষের সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল কিছুদিন দেশ। ওদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য এক অশুভ শক্তি—রুশ মাফিয়া। যাকে সামাল দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো প্রশাসন, পিছিয়ে গেল অনেকটা 'যা খুশি করুকগে' ধরনের ভাব করে।

চারদিকের হাজারো বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইয়েলতসিন যোগ করলেন আরেক যন্ত্রণা, যার নাম চেচনিয়া। দুর্জেয় চেচেনদের স্বাধীনতার সাধ মিটিয়ে দিতে আক্রমণ করে বসলেন পাহাড় পরিবেষ্টিত প্রায় দুর্ভেদ্য চেচনিয়া। ফল হলো উল্টো, 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' দশা হলো ইয়েলতসিনের। ক্ষমতার দম্ভে তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে চেচেনরাই একমাত্র জাতি, যারা কোনদিনই মস্কোর পুরো আধিপত্য স্বীকার করেনি। অতীতে জারদের কয়েকজন এবং নিষ্ঠুরতম একনায়ক স্ট্যালিন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন তাদের দমন করতে, মস্কোর বশ্যতা স্বীকার করাতে। রুশ সেনা ও বিমান বাহিনী নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করেও যখন বাগে আনতে পারল না বেয়াড়া জাতিটিকে, বরং তাদের পাল্টা হামলায় প্রতিদিন শত শত রুশ সৈন্য মারা যেতে থাকল, গ্রজনি-মস্কো রুটের বিশেষ বিরতিহীন ট্রেন বোঝাই হয়ে ফেরত আসতে থাকল তাদের লাশ, নিদ্রাভঙ্গ হলো রুশ জনগণের।

অবশেষে '৯৫ সালে ইয়েলতসিনের হঠকারিতার জবাব দিল পার্লামেন্টে বা *দুমা*। একের পর এক হার্ট অ্যাটাকের ফলে প্রায় আধমরা, জড়মস্তিষ্কের 'গণতন্ত্র প্রেমিক'কে মুক্তি দিয়ে নির্বাচিত করল যার তেমন একটা আশা ছিল না, সেই ম্যাক্সিম সাবুরভকে। সে নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির গেনাদি জুগানভের সম্ভাবনা ছিল বেশি। আরও এক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সাবুরভের, কট্টর রুশ 'জাতীয়তাবাদী'

নেতা ভ্লাদিমির ঝিরিনোভস্কি। এঁর আবার রঙিন পানি আর যৌন কেলেঙ্কারির হাজারো কেচ্ছা মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

প্রায় তিন বছর হতে চলল ক্ষমতায় বসেছেন সাবুরভ, অথচ কিছুই করতে পারেননি দেশের জন্যে। কিছুতেই শৃঙ্খলার বাঁধনে বাঁধতে পারছেন না তিনি রাশিয়াকে। গত কয়েক মাস ধরে সাহায্যদাতা দেশগুলো, বিশ্বব্যাংক, ইইসি, প্রায় প্রত্যেকে কঠোর ভাষায় ধমকের পর ধমক লাগিয়ে আসছে সাবুরভকে। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর ওপর জোর দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, তবু কিছু করতে পারছেন না তিনি। কিচ্ছু না। ত্যক্ত হয়ে এরমধ্যে একবার পদত্যাগ করার কথাও ভেবেছেন সাবুরভ, পরে মত বদলেছেন।

সেদিনের রুশ জাতীয়তাবাদী দল আজ নাম বদলে হয়েছে ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্স, বা ইউপিএফ। গত দু'বছরে অনেক সুসংগঠিত হয়েছে দলটি। মাতাল ঝিরিনোভস্কিকে সরিয়ে তার পদ দখল করেছে আনাতোলি শেপিলভ নামে এক প্রাক্তন প্রকৌশলী। এই লোকটির জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। সাবুরভ জানেন, তিনি পদত্যাগ করলে শেপিলভই নিঃসন্দেহে রাশিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে। কিন্তু তার ব্যাপারে কিছু কিছু গোয়েন্দা রিপোর্ট সাবুরভের হাতে পৌঁছেছে, ওগুলোয় লোকটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে, তাই মত পাল্টেছেন প্রেসিডেন্ট। শেপিলভের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত রয়েছে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আগে শেপিলভের পরিকল্পনা জানতে হবে ম্যাক্সিম সাবুরভকে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

আনমনে ডানে-বাঁয়ে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। কখন শহর ছেড়ে এসেছে গাড়ি টেরই পাননি। দু'পাশের ফসলহীন ফসলের মাঠ আর গাছপালার দুর্ভেদ্য দেয়াল পিছনে ফেলে আশি কিলোমিটার বেগে ছুটছে মার্সিডিজ সিক্স হান্ড্রেড। প্রচণ্ড উত্তাপে নরম হয়ে ওঠা পীচে চড় চড় আওয়াজ তুলছে টায়ার। আরখানজেলস্কোই পার হয়ে এসে মস্কভা নদী অতিক্রম করল গাড়ির বহর, তারপর নদীর তীরঘেঁষা চওড়া রাস্তা ধরে এগোতে থাকল।

মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ অস্বস্তি লেগে উঠল প্রেসিডেন্ট সাবুরভের। পুরোদমে চালু আছে গাড়ির এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেম, তবু গরম অনুভব হলো। মনে হচ্ছে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাচ্ছে না ফুসফুস। নড়েচড়ে বসলেন তিনি, অটো সুইচ টিপে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলেন খানিকটা। গরম বাতাস ঝাপটা মারল নাকেমুখে। এবার একটু যেন সহজ হলো ফুসফুসের কাজ।

আরও পাঁচ মিনিট পর ডানে বাঁক নিয়ে পেরেদেলকিনো রোডে পড়ল গাড়ি। ওটাকে বাগে এনে অভ্যাসবশে চোখ তুলে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকাল মিলিশিয়া শোফার, পরক্ষণে চোখ কুঁচকে উঠল তার। প্রেসিডেন্ট নেই। দেখা যাচ্ছে না তাঁকে আয়নায়, ব্যাপার কি? পাশের গার্ডকে কিছু বলল সে, ঘুরে পিছনে তাকাল লোকটা বিস্মিত চোখে, পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল। চট্ করে পথের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল শোফার। থেমে গেল সামনে-পিছনের চইকা দুটোও। দুদ্দাড় করে ছুটে এল গার্ড রেজিমেন্টের আট সদস্য, সবার হাতে উদ্যত মিনি উজি। কাছে এসে গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল তারা বৃত্তাকারে। পিছনের দরজা খুলে

আগেই ভেতরে দেহের অর্ধেক গলিয়ে দিয়েছিল হতভম্ব শোফার, কলার ধরে টেনে বের করে আনল তাকে গার্ড বাহিনীর চীফ, *স্পেৎস্নাজ* বাহিনীর প্রাক্তন এক কর্নেল। প্রেসিডেন্টকে সীটের ওপর নিথর পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল সে।

দু'হাতে বুক চেপে ধরে আছেন প্রেসিডেন্ট, চোখ বন্ধ। দম নিচ্ছেন খুব ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত। প্রমাদ গুণল কর্নেল, প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেলেছে কি ঘটেছে প্রেসিডেন্টের। এখনই তাঁকে দেশের এক নম্বর স্টেট ক্লিনিকে নিতে হবে, ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু সে জায়গা বহু মাইল পিছনে ফেলে এসেছে তারা। চিন্তা করার সময় নেই, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কর্নেল, প্রেসিডেন্টের মাথা কোলে নিয়ে দ্রুত গাড়ি ঘোরাবার নির্দেশ দিল শোফারকে।

অনেকটা জায়গা নিয়ে ইউ-টার্ন নিল মার্সিডিজ, তীরবেগে ফিরে চলল মস্কোর দিকে। গন্তব্য স্প্যারো হিলস্, বা এককালের লেনিন হিলস্। ঠিক হয়ে বসে পকেট থেকে পোর্টেবল ফোন সেট বের করে ক্লিনিকের নাম্বারে যোগাযোগ করল কর্নেল, এই মুহূর্তে একটা সর্বাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর নির্দেশ দিল, যাতে মাঝপথে যোগাযোগ হয় দুই গাড়ির, প্রেসিডেন্টকে স্থানান্তর করা যায় ওটায়।

পথে দেরি হয়নি বিন্দুমাত্র, কিন্তু তবু লাভ হলো না। মনিটরের স্ক্রীনে ভেসে ওঠা সরলরেখায় কোন ভাজ পড়ল না, বা তার তীক্ষ্ণ, টানা বাঁশিতে কোন ছন্দপতন ঘটল না। তিন ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে সোজা হলো সিনিয়র ফিজিশিয়ান, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল এপাশ-ওপাশ।

আবার ফোন তুলে নিল কর্নেল, কয়েকটা নাম্বার পাঞ্চ করল ব্যস্ত হাতে। 'প্রাইম মিনিস্টার কোথায় আছেন জানতে চাই না,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'এই মুহূর্তে তাঁর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দাও।'

সন্ধের মধ্যে সারা পৃথিবীতে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল প্রেসিডেন্ট সাবুরভের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ। সন্ধের পর *দুমার* জরুরী অধিবেশন বসল, তাতে সংবিধান অনুযায়ী আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশের সর্বময় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হলো।

ওদিকে প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর খবরে 'ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্সের' নেতা-কর্মীদের মধ্যে বইতে লাগল আনন্দের বন্যা। যদিও দলের প্রেসিডেন্ট, আনাতোলি শেপিলভের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে হবে শেপিলভের বয়স। শক্তপোক্ত গঠন। চাউনি অন্তর্ভেদী, সম্মোহনী শক্তি আছে লোকটার মধ্যে। ভদ্র, মার্জিত রুচির মানুষ।

যখন কোন জনসভায় ভাষণ দেয় শেপিলভ, সাধারণ মানুষ হাঁ করে গেলে তার প্রতিটি কথা। অথচ মাত্র চার বছর আগেও লোকটিকে বলতে গেলে দেশের কেউই চিনত না। শেপিলভের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আর জনপ্রিয়তার সামনে তাসের ঘরের মত উড়ে গেছে ভ্লাদ দা ম্যাড বা ভ্লাদিমির ঝিরিনোভস্কির জনপ্রিয়তা।

অনেকেই জানে না, কট্টর জাতীয়তাবাদী ঝিরিনোভস্কির দ্রুত পতনের জন্যে

দায়ী আসলে আনাতোলি শেপিলভ স্বয়ং। তারই গোপনে ভাড়া করা লোকেরা রাতারাতি অজস্র রাজনৈতিক দল খুলে জনসভার নামে দেশজুড়ে নানান কুৎসা ছড়িয়েছে ঝিরিনোভস্কির নামে। এত দল আর এত কুৎসা, যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা একার পক্ষে সম্ভব নয় কোন মানুষের। শেষ পর্যন্ত '৯৫ সালের শেষদিকে, গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরপরই রণে ভঙ্গ দিল ঝিরিনোভস্কি, পথ খোলাসা করে দিয়ে গেল শেপিলভের। নির্বাচনে যাকে নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় হবে বলে ধরেই নিয়েছিল দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা, সেই লোক স্রেফ কর্পূরের মত উবে গেল রাশিয়ার রাজনীতির অঙ্গন থেকে।

ফলে তার বিকল্প হিসেবে চরম ডানপন্থী, দেশপ্রেমিক শেপিলভকে মাথায় তুলে নিল রুশ জনগণ। এ মুহূর্তে জনগণের বন্ধু বলতে তাকেই বোঝে সবাই, দেশদরদী দল বলতে বোঝে তারই ইউপিএফকে। রাশিয়ার অবিসম্বাদিত নেতা এখন আনাতোলি শেপিলভ।

বক্তৃতায় একমাত্র রুশ ভাষা ব্যবহার করে সে খাঁটি দেশপ্রেমিকের মত। জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই চোখ পানিতে ভরে ওঠে তার, গলা বুজে আসে। ইউপিএফ-র প্রধান অফিস ভবন খুব সাধারণ এক ভাঙাচোরা দালান। স্রেতেন্স্কা স্ট্রীটের ফিস অ্যালিতে, জায়গাটাকে প্রায় বস্তিই বলা চলে। তবে শেপিলভের ব্যক্তিগত অফিসের হদিস তার হাতে গোণা কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ছাড়া কেউ জানে না বলতে গেলে।

টিভি বা পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের সযত্নে এড়িয়ে চলে সে, কারণ টিভিতে এমন কিছু সে প্রদর্শিত হতে দিতে চায় না, যাতে ইউপিএফ প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। পত্র পত্রিকার লোকজনকে এড়িয়ে চলে, কারণ তাদের বেয়াড়া প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে চায় না।

তারপরও টিভিতে রোজই তাকে দেখে জনসাধারণ, কমার্শিয়ালে। নিজের ওস্তাদ ফিল্ম্ মেকিং জিনিয়াস, আইভান মেলেখের নিজ হাতে তোলা এবং এডিট করা ছবি সে সব। টিভির খবরে কখন তাকে দেখানো হবে, তার বক্তব্যের দু'চার লাইন তুলে ধরা হবে, সে জন্যে বসে থাকার মানুষ নয় শেপিলভ। তাই প্রতিদিন কয়েক বিলিয়ন রুবল ব্যয় করে সে টিভির সময় কেনার পিছনে। এত অর্থ তার কোত্থেকে আসে, কেউ সে প্রশ্ন তোলে না। যারা সে প্রশ্ন তুলতে পারে, তাদেরকে তো শেপিলভ ধারেই ঘেঁষতে দেয় না, কাজেই তুলবে কে? তার জনসভায় কোত্থেকে এত শ্রোতা আসে? কেউ জানে না, তার প্রতিটি জনসভায় যে হাজার হাজার মুখ দেখা যায়, তারা প্রত্যেকে ইউপিএফ-এর অন্ধ অনুসারী—বাছাই করা। সবখানে, সব সময় নেতাকে পিঁপড়ের মত ঘিরে থাকে তারা। সাধারণ মানুষ তার ধারেকাছে যাওয়ার সুযোগ না পেলেও, প্রতিনিয়ত তার মুখে নিজেদের মনের কথা—আশার বাণী শুনে, আর তার প্রতিটি জনসভায় 'হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি' এবং তাদের ক্ষণে ক্ষণে গগনবিদারী 'শে-পি-লভ! শে-পি-লভ!' ধ্বনি শুনেই ভারি খুশি তারা।

তবে শেপিলভ যে একেবারেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় না, তা নয়। হয়। তবে দেশী নয়, বিদেশী সাংবাদিকদের। বছরে দু'একবার আমেরিকা ও

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর রক্ষণশীল সাংবাদিকদের বেছে বেছে আমন্ত্রণ জানানো হয় শেপিলভের পক্ষ থেকে। অবশ্য আগে থেকে নির্ধারিত প্রশ্ন করতে হয় তাদের, বাড়তি কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না শেপিলভ, এই যা। সে সময় তার দোভাষীর কাজ করে দলের প্রচার সম্পাদক, আমেরিকান এক আইভি লীগ কলেজ গ্র্যাজুয়েট, তুখোড় নিকোলাই কপিতভ। যারা রুশ বোঝে না, বেছে বেছে তাদেরকেই আমন্ত্রণ জানায় সে। কারণ তাহলে বেফাঁস কথা যদি কখনও আচমকা এক-আধটা বেরিয়েই পড়ে শেপিলভের মুখ থেকে, সময় থাকতে কপিতভ সেটাকে ঘষেমেজে চোখা ইংরেজিতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে, ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যাবে।

সাধারণ রুশদের মত এইসব সাংবাদিকও একমত যে আনাতোলি শেপিলভই একমাত্র পারে রাশিয়াকে আসন্ন ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করতে। ফেস-টু-ফেস ইন্টারভিউ সেরে দেশে গিয়ে যার যার পত্রিকার পাতা ভরায় তারা শেপিলভের গুণকীর্তন করে।

প্রেসিডেন্ট ম্যাক্সিম সাবুরভের মৃত্যু সংবাদে একদিকে যখন ইউপিএফ নেতা-কর্মীরা সম্ভাবনাময় নিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছে, অন্যদিকে সেদিনই গভীর রাতে বলতে গেলে বড়রকম এক দুর্ঘটনাই ঘটে গেল শেপিলভের ব্যক্তিগত অফিসে।

মস্কো কেন্দ্রের উত্তরপ্রান্তে, বুলভার রিংরোডের মধ্যবর্তী কিসেনলি বুলভারের মাঝামাঝি এক সাইড রোড আছে, তার পশ্চিম পারে আধা একর জমি নিয়ে একটা পার্ক। তার পিছনের দিক এবং দুই পাশ ঘিরে রেখেছে জানালাহীন তিনটি আকাশ-ছোঁয়া ভবন। সামনের দিকে রয়েছে দশ ফুট উঁচু সবুজ রঙের পুরু স্টীল শীটের দেয়াল, তার ওপরের কিনারা দিয়ে ভেতরের কয়েকটা কর্নিফার গাছের ডালপালা দেখা যায়। স্টীলের ডবল গেট আছে দেয়ালের গায়ে।

পার্কটা আসলে এক ম্যানসন বা টাউন হাউসের বাগান। কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের আগে নির্মিত। পরে আশির দশকের শেষ দিকে পুরানোটা ভেঙে নতুন এক ম্যানসন গড়া হয়েছে এখানে, এটাই বর্তমানে আনাতোলি শেপিলভের ব্যক্তিগত অফিস। বড় কঠিন জায়গা।

ভেতরে ঢোকার মুখে সবুজ দেয়ালে দুটো ভিডিও ক্যামেরা বসানো আছে। ভিজিটরকে প্রথমে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তার নিচে সেট করা ইন্টারকমের সাহায্যে ভেতরের গার্ডের সাথে কথা বলতে হবে। গার্ড সন্তুষ্ট হলে স্টীলের দেয়ালের ভেতরে পাঁচ কদম এগোবার সুযোগ পাবে ভিজিটর। পাঁচ কদম পরই প্রথম গার্ড হাউস। চব্বিশ ঘণ্টা দুই সশস্ত্র গার্ড পাহারায় থাকে এখানে। ভিজিটরকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরের সিকিউরিটি-ইন-চার্জের সাথে ফোনে কথা বলবে গার্ড। ইন-চার্জ সন্তুষ্ট হলে ম্যানসনের পোর্টিকো থেকে আরও দুই সশস্ত্র গার্ড নিয়ে এগিয়ে আসবে একটা খোলা জীপ। প্রথম গেটের খানিকটা দূরের দ্বিতীয় গেটের সামনে এসে দাঁড়াবে ওটা। ভিজিটরের কাগজপত্র চেক করবে তারা।

সব ঠিকঠাক থাকলে খুলে যাবে বিদ্যুৎচালিত দ্বিতীয় গেট, ভেতরে ঢোকার

অনুমতি মিলবে ভিজিটরের। সোজা পথ ধরে হেঁটে যেতে হবে তাকে ম্যানসনের দিকে। পোর্টিকোয় তাকে রিসেপশন জানাবে ইন-চার্জ স্বয়ং। শেষবারের মত ভিজিটরের কাগজপত্র চেক করবে সে, তারপর মিলবে ভেতরে যাওয়ার চূড়ান্ত অনুমতি।

পার্কের অন্য তিনদিক তিন ভবনের দেয়াল থেকে ছয় ফুট ব্যবধানে মোটা তারের মজবুত বেড়া দিয়ে ঘেরা, যদিও এ বেড়া না থাকলেও চলে। তিনটে ভবনই ত্রিশ তলা এবং তিনটেরই পিছনদিকে স্রেফ মসৃণ দেয়াল। জানালা ভেন্টিলেটর, কিচ্ছু নেই। তারের বেড়ার ওপাশে সারাদিন আটকা থাকে চারটে ভয়াল দর্শন হাউন্ড, সন্ধের সময় ছেড়ে দেয়া হয় ওদের অফিস প্রাঙ্গণ পাহারা দেয়ার জন্যে।

ম্যানসনের পিছনদিকে আছে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল, কিসেনলি বুলভারে গিয়ে মিশেছে। রসদ আনা-নেয়া এবং গার্ডদের ঢোকা-বের হওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় ওই টানেল। তিনটে অত্যন্ত সুরক্ষিত কীপ্যাড গেট আছে ওপথে, প্রথমটা কিসেনলি বুলভারে, টানেলে ঢোকার মুখে, দ্বিতীয়টা মাঝখানে এবং শেষেরটা ভবনের প্রবেশপথে।

সন্ধেয় অফিস কর্মচারীরা বেরিয়ে গেলে কুকুর ছেড়ে দেয়া হয় প্রাঙ্গণে। সেই সাথে দু'জন সশস্ত্র গার্ড থাকে ভবনের পাহারায়। নিচতলায় তাদের জন্যে রেস্টরুম আছে, সেখানে টিভি, স্ন্যাকস ফ্যাসিলিটিজ আছে। তবে কোন বিছানা নেই রেস্টরুমে, চেয়ার আছে কেবল। গার্ডদের কাজ ভবন পাহারা দেয়া, তাই বিছানার আয়োজন রাখা হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে বিশ্রাম নিতে পারে তারা, পান করতে পারে, খিদে পেলে কিছু গিলতেও বাধা নেই, এর বেশি আর কি চাই?

রোজ রাতে বৃদ্ধ এক ক্লীনার আসে অফিস পরিষ্কার করতে, রবিবার ছাড়া। মস্কোয় ক্লীনার সাধারণত মেয়েরাই হয়ে থাকে, কিন্তু শেপিলভের ব্যাপারটা পছন্দ নয়, তাই তার ব্যক্তিগত অফিসের ক্লীনার একজন পুরুষ। লোকটির বয়স সত্তরের মত, নাম ফ্রল কজলভ। রাত দশটার পর আসে সে, ভবনের তিন ফ্লোরের প্রতিটি ঘর সাফ-সুতরো করতে ভোর হয়ে যায় তার।

স্বভাবতই টানেল পথে ভেতরে আসে ফ্রল কজলভ। প্রতিটি কীপ্যাড ডোরে দুটো করে তালা–প্রথমটার দুই চাবি থাকে এক গার্ডের কাছে, শেষেরটার দুটো আরেক গার্ডের কাছে। মাঝেরটার দুটো একটা করে থাকে দু'জনের কাছে। ওটা খুলতে দুই গার্ডেরই প্রয়োজন হয়। চাবি কোন অবস্থাতেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। আলসেমি করে এক গার্ড অন্যজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে, চলবে না–মাঝের গেট পর্যবেক্ষণ করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভিডিও ক্যামেরা চালু থাকে।

শনিবার রাত দশটায় যথারীতি এলো ফ্রল কজলভ। এক সময় যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল মানুষটা, বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে এখন। নিরীহ, গোবেচারা মানুষ। সামনের তিনটে দাঁত বাঁধানো। স্টেইনলেস স্টীলের। বারো মাসই হতচ্ছাড়া চেহারায় পুরানো এক আর্মি গ্রেটকোট পরে থাকে কজলভ। এককালে রেড আর্মির প্রাইভেট সদস্য ছিল বৃদ্ধ, ওটা তার স্মৃতিচিহ্ন। বাকেট, ডাস্টার, ভ্যাকুয়াম ক্লীনার

ইত্যাদি নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। লেগে পড়ল নিজের কাজে। তিনতলার কাজ সেরে দোতলায় এল। এই ফ্লোরে দুটো মাত্র অফিস–একটা পার্টি প্রেসিডেন্ট এ. শেপিলভের, অন্যটা তার পার্সোন্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারি, বরিস নিকিতিনের।

শেপিলভের রুমের কাজ সেরে পরেরটায় এল কজলভ। এই বরিস নিকিতিনকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না সে। যদিও এত বছরে মাত্র একবারই তার সাথে দেখা হয়েছে কজলভের, তাও বছরখানেক আগে। সেদিন হয়তো জরুরী কোন কাজ পড়েছিল, অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে ছিল নিকিতিন। না জেনে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তার রুমে ঢুকে পড়েছিল কজলভ, এই ছিল দোষ। বাপরে! সেই অপরাধে কী দাবড়ানিটাই না লাগাল ব্যাটা! শুধু শুধু! বললেই হোত পরে এসো, বা আর কিছু। সেই থেকে নিকিতিন তার দুই চোখের তো বটেই, কানেরও বিষ। ওর নাম শুনলেও সারা গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যায় ফ্রল কজলভের।

রুমের দরজা বন্ধ করে নিকিতিনের পুরু গদিমোড়া দামী সুইভেল চেয়ারে বসল সে। ওই ঘটনার পর থেকে প্রায়ই কজলভ এ কাজ করে আসছে, আগে কিন্তু কখনও করেনি। বসে থাকল কজলভ, বিশ্রাম নিচ্ছে। সে জানে গার্ডরা নিচে রয়েছে, আসবে না এদিকে। টিভির পর্দায় সেঁটে আছে তাদের নজর। প্রেসিডেন্ট ম্যাক্সিম সাবুরভের ওপর বিশেষ প্রামাণ্য-চিত্র দেখানো হচ্ছে, তাই দেখছে ওরা। এমনিতেও অবশ্য কজলভের কাজের তদারকি করে না কখনও লোকগুলো।

বরিস নিকিতিনের প্রতি গোপন বিদ্রোহের প্রকাশ সেরে সন্তুষ্ট মনে উঠে পড়ল ফ্রল কজলভ। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বসে পড়ল। ডেস্কের তলায় যেখানে পা রাখার স্ট্যান্ড, সেখানে কি যেন পড়ে আছে দেখতে পেয়েছে সে। কালো রঙের ফাইল। একটু-আধটু নয়, বেশ অবাক হলো বৃদ্ধ। চার বছর ধরে এ অফিসের ক্লীনার সে, কারও ডেস্কের নিচে কোনদিন এক টুকরো কাগজও এর মধ্যে চোখে পড়েনি। ফাইল তো অনেক পরের কথা। এখানকার প্রত্যেক কর্মচারীর জন্যে আলাদা আলাদা সেফ আছে, কাজ শেষে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় প্রতিটি কাগজের টুকরো পর্যন্ত ওর মধ্যে নয়তো টেবিলের ড্রয়ারে লক্ করে রেখে যায় তারা। অপ্রয়োজনীয় হলে তা ট্র্যাশ ক্যানে যাবে, এখানে পড়ে থাকবে কেন?

ঝুঁকে ফাইলটা তুলে নিল কৌতূহলী ফ্রল কজলভ। পুরু কালো বোর্ডে স্পাইরাল বাঁধাই করা ওটা। ভেতরে গোটা চল্লিশেক পাতা–টাইপস্ক্রিপ্ট। রুশ ভাষায় ডবল গ্যাপ দিয়ে টাইপ করা ঝরঝরে···যা হোক একটা কিছু। লেখাপড়া তেমন একটা জানে না বৃদ্ধ। ছোটবেলায় কিছু কিছু শিখেছিল পালক মায়ের কাছে। তাই সম্বল। পড়তে গিয়ে বুঝল সে, কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সব না বুঝলেও মোটামুটি ধরতে পারছে ফাইলটার বক্তব্য।

কিন্তু যা পড়ল কজলভ, পছন্দ হলো না। কেমন সব অদ্ভুত কথা। ফাইলের কভার দেখল সে আরেকবার, ওখানে যা লেখা আছে, তার অর্থ: ইউপিএফ ম্যানিফেস্টো। মানে, ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্স দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর ঘোষণা এটা। কিন্তু··· কিন্তু এসব কি পড়ছে কজলভ? উত্তেজনায় শীর্ণ হাত কাঁপতে লাগল তার, এসব···বাজে কথা কেন বলবে শেপিলভের মত এত জনপ্রিয়

এক নেতা? কেন সে কজলভের প্রিয় পালক মাকে, তার ধর্মাবলম্বীদের এভাবে হেয় করবে? তাদের ভবিষ্যতে...

এক ঘণ্টা পর ধ্যান ভাঙল ফ্রল কজলভের। পুরো ফাইল পড়া হয়নি তার, তবে যেটুকু পড়েছে তাতেই বুঝে ফেলেছে এদের ভেতরের কথা। সর্বনাশ! এই যদি হয় শেপিলভের মনের কথা...কিন্তু কেন? সে একজন মহান নেতা, তার ওপর বঞ্চিত, শোষিত রুশ জাতির কত আশা-ভরসা, আর সে-ই কি না...দেয়ালঘড়ির বারোটার ঘণ্টা শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ, ফাইলটা ঝটপট গুঁজে ফেলল শার্টের তলায়, এক মাথা চেপে ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের ভেতর।

কাজ সেরে রাত দুটোয় বের হলো সে। আজ বেশ আগেই কাজ হয়ে গেছে তার। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কিন্তু খেয়াল করল না গার্ডরা, এতই মগ্ন টিভি দেখায়। বেরিয়ে এসে নির্জন কিসেনলি বুলভারের এ মাথা ও মাথায় নজর বোলাল অন্যমনস্ক ক্লীনার, কোনদিকে যাবে ভাবছে। মেয়ে-জামাইর সাথে থাকে কজলভ তাদের দুই রুমের অ্যাপার্টমেন্টে। জামাই ট্রাক ড্রাইভার, এ মুহূর্তে মস্কোর বাইরে আছে। অসময়ে বাসায় গিয়ে মেয়েকে কষ্ট দিতে মন চাইল না তার, অসন্তুষ্ট হতে পারে সে বাচ্চার ঘুম ভেঙে গেলে।

তারচেয়ে বরং হাঁটা যাক, ভাবল বৃদ্ধ, এবং ফাইলের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাক। ভোর সাড়ে তিনটের সময় টের পেল ফ্রল কজলভ ক্রেমলিনের দক্ষিণ সীমানা দেয়ালের কাছে ক্রেমলেভস্কায়া কীর মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে। এখন গরমকাল; তাই বাঁধের কিনারায় সার দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে একদল ছিন্নমূল ভিখিরি। অন্য সময় হলে সে-ও শরীক হয়ে যেত ওদের দলে, কিন্তু ঘুম আসবে না আজ কজলভের। নদীরদিকে মুখ করা একটা বেঞ্চ খালি আছে দেখে এগোল সে, বসে পড়ল। তারপর চিন্তিত মনে অপ্রশস্ত মস্কভা নদীর ওপারের বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়েছে ফ্রল কজলভ। ১৯৪১ সালে। যেদিন জার্মান এসএস প্যাঞ্জার ইউনিট আচমকা হামলা চালায় তার জন্মস্থান সমলেনস্ক গ্রামে। আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তামা করে দিয়েছিল ওরা কজলভের গ্রাম। শিয়াল কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে গ্রামবাসীদের, তার বাবা-মাও ছিল তাদের মধ্যে।

প্রথম জার্মান ট্যাঙ্ক যখন গ্রামে ঢোকে, রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে ছিল কজলভ। আট বছর বয়স তখন তার। প্রায় ওদের বাড়ির মত বড়, সামনে চকচকে লম্বা নলওয়ালা ওটা কি জিনিস, দেখতে গিয়েছিল সে কৌতূহলী হয়ে। টারেটে যে লোক দাঁড়িয়েছিল, তার সাথে খুব কাছ থেকে চোখাচোখিও হয়েছে কজলভের। অদ্ভুত নীল রং ছিল লোকটার চোখের। কজলভের মনে হয়েছে, চোখ নয়, সে যেন তার খুলির ভেতর দিয়ে ওপাশের গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছে। কোন অভিব্যক্তি নেই সে চোখে—না ভালবাসা, না ঘৃণা, কিচ্ছু নেই।

তার পরপরই এলো আরও অসংখ্য ট্যাঙ্ক, গ্রামজুড়ে শুরু হয়ে গেল তাণ্ডবলীলা। প্রাণভয়ে কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলের দিকে ছুটল আতঙ্কিত কজলভ। তাদের গ্রামের বিস্কুটঅলার স্ত্রীর সাথে দেখা হলো তার সেখানে। স্বামীকে গুলি

করে মেরে ফেলেছে জার্মানরা, একমাত্র মেয়েকে নিয়ে সে-ও পালাচ্ছে। ওরা ইহুদী। সেই মহিলাই কজলভের পালক মা। খুব ভালবাসত তাকে মা, নিজের মেয়ে আর কজলভের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না তার কাছে। সেই মার জাতি সম্পর্কে শেপিলভের কেন এসব ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা? তারা ইহুদী বলে?

কি করবে এখন কজলভ? কাউকে দেখাবে এ ফাইল? আলোচনা করবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে? না, কাজ নেই। তারচেয়ে বরং...নদীর ওপারে নজর দিল বৃদ্ধ। পুব আকাশে আলোর আভাস ফুটতে শুরু করেছে। সে আলোয় ওপারের গুরুগম্ভীর চেহারার প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে তাকাল। একদম কজলভের সোজা সফিস্কায়া কী ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। আরেকটু আলো ফুটতে দেখা গেল ওর মাথায় ফ্ল্যাগ পোস্টে ভোরের মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে একটা ফ্ল্যাগ—নীলের ওপর বাঁ দিক ঘেঁষে একটা খাড়া লাল ক্রস, আর দুটো তীর্যক ক্রস, লাল ও সাদার।

কজলভ জানে ওটা ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ। ওটার প্রতি খানিকটা দুর্বলতাও আছে তার। আজ থেকে বেয়াল্লিশ বছর আগে পুব জার্মানির পটসড্যামে পোস্টিং হয়েছিল একবার তার। সে সময় একদিন খুব ভোরে গভীর জঙ্গলে অনুশীলন করার সময় পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল নিজের রেড আর্মি কোম্পানি থেকে। দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়িয়েছে কজলভ, খুঁজে পায়নি পথ। শেষে ওইরকম ফ্ল্যাগ আঁকা এক পেট্রল জীপ সাহায্য করেছিল তাকে তার ক্যাম্পে ফিরে যেতে। রুশ বীয়ারের চাইতে অনেক ভাল বিয়ারও খাইয়েছিল ওকে জীপের চার আরোহী—ব্লাডি ফরেনারস। মাদার রাশিয়ার প্রাণের শত্রু।

সেদিন পর্যন্ত তাই জানত বটে ফ্রল কজলভ। কিন্তু যখন একজন টমিগানধারী রেড আর্মিকে হাতে পেয়েও হত্যা করল না চার লিমি, বরং বিয়ার খাইয়ে খাতির যত্নের সাথে পুব জার্মান বর্ডারে পৌঁছে দিয়ে গেল, ভুলটা কেবল ভাঙলই না, মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিন থেকে ওই ফ্ল্যাগ আর ব্রিটেনের ওপর দুর্বলতার জন্ম কজলভের। ওদেরকেই দেবে সে ফাইলটা, নিশ্চয়ই কিছু একটা বিহিত করতে পারবে ওরা এটার। উঠে পড়ল কজলভ, ধীর পায়ে হেঁটে চলল অনুমান দুশো গজ দূরের স্টোন ব্রিজের দিকে। ওপারে যাবে সে।

দুই

কায়রো, ১৯৮৭। প্রথম রাতে যখন একটু একটু জ্বর, তার সাথে মাথা ব্যথা দেখা দিল ছেলের, খুব একটা গুরুত্ব দিল না তার মা। ভাবল নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে বাচ্চার। দ্বিতীয় রাতে ব্যাপারটা খারাপ দিকে মোড় নিল, প্রায় সারারাত চেঁচিয়ে কাঁদল পাঁচ বছরের শিশুটি, মাথায় নাকি অসহ্য ব্যথা তার। রাতভর ছেলের পাশে

জেগে বসে থাকল উদ্বিগ্ন বাবা-মা।

সকাল হতে ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটল বাবা, স্থানীয় সোভিয়েত দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি (ট্রেড), ইগর বাদানভ। নিজেদের দূতাবাসে কোন ডাক্তার ছিল না তাদের, তাই চেক দূতাবাসের সাহায্য নিতে হলো। রুশ ব্লকের যতগুলো দূতাবাস আছে কায়রোয়, তারমধ্যে ওদেরই কেবল নিজস্ব ডাক্তার আছে, তাকে একাই সামলাতে হয় ব্লকভুক্ত প্রতিটি দূতাবাসের ধাক্কা।

ছেলের অসুখের কথা শুনে ব্যথিত হলো অমায়িক ডাক্তার, দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল তাকে। তারপর অভয় দিয়ে জানাল, ভয়ের কিছু নেই, সামান্য ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে ছেলের। সেরে যাবে। ওষুধ দিল ডাক্তার, কিন্তু সারল না। পরের দু'দিনে অবস্থা আরও খারাপ হলো। জ্বর, কাঁপুনি আর মাথা ব্যথায় ছেলে যায় যায় অবস্থা। পর পর দু'রাত প্রচণ্ড চিৎকারে দূতাবাস কম্পাউন্ডের প্রত্যেককে জাগিয়ে রাখল সে।

অতঃপর মন গলল রাষ্ট্রদূতের, 'নিয়ম ভাঙতে' রাজি হলেন তিনি। ইগর বাদানভ অনুমতি পেল ছেলেকে কায়রো জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার। ওখানকার ফিজিশিয়ান রাশিদ আল তায়িফ চেক ডাক্তারের চাইতে উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ সম্পর্কে স্বভাবতই অনেক বেশি অভিজ্ঞ। শিশুটিকে বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন তিনি। জানালেন, ম্যালেরিয়াই, তবে একটু ভিন্ন ধরনের। সাধারণত আফ্রিকায় খুবই কম দেখা যায় এ রোগ। ইন্দো-চীন, দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় এর প্রকোপ বেশি। এ রোগের বৈজ্ঞানিক নাম 'প্লাসমোডিয়াম ফলসিপ্যারাম'। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, চেক ডাক্তার যে ক্লোরোকুইন বেজড্ ড্রাগ দিয়েছেন, তার সাহায্যে এ রোগ প্রতিরোধ করা যাবে না।

তার বদলে অন্য এক কড়া অ্যান্টিবায়োটিক শিশুটির দেহে ইনজেক্ট করলেন ডাক্তার তায়িফ। কাজ হলো। রোজ একটা করে এক সপ্তাহের কোর্স। সাতদিন ভালই কাটল, কিন্তু যেই কোর্স শেষ হলো, অমনি অবস্থা যে-কে সেই। খেপে গেল বাদানভের স্ত্রী, বিদেশী ওষুধের ওপর আস্থা হারিয়ে ছেলেকে নিয়ে মস্কো চলে এল।

মস্কোর এক এক্সক্লুসিভ কেজিবি ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো শিশুটিকে। এ কাজ সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে ইগর বাদানভ আসলে কেজিবির একজন মেজর, চাকরি তার ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের অধীনে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে রয়েছে এই ক্লিনিকে। যেহেতু রোগী একজন মেজরের ছেলে, তার ওপর শিশু, সরাসরি ডিপার্টমেন্ট হেড কেসটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। নানাভাবে ছেলেটিকে পরীক্ষা করলেন তিনি। যা দেখলেন আলট্রা স্ক্যানারে, তাতে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। পরে ছেলের মাকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠালেন ডাক্তার। নরম, সমবেদনা মাখা কণ্ঠে জানালেন, কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিয়ে বড়জোর এক মাস বাঁচিয়ে রাখা যাবে তার ছেলেকে। তারপর আর কিছু করার থাকবে না।

রাশিয়ায় এর কোন ওষুধ নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এ রোগে খুব ভুগেছে আমেরিকানরা, এবং একমাত্র তারাই এর প্রতিষেধক তৈরি করতে সক্ষম

হয়েছে পরবর্তীকালে। খুবই বিরল রোগ এটা, নাম 'মেলিওডোসিস'। ডাক্তার ব্যাপারটা জানেন, কারণ পশ্চিমা জগতের যাবতীয় ওষুধ সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত পেয়ে থাকেন তিনি।

লং ডিসট্যান্স কলের সাহায্যে স্বামীকে কাঁদতে কাঁদতে দুঃসংবাদটা জানাল স্ত্রী। কাঁপা হাতে রোগটার নাম লিখে নিল বাষ্পরুদ্ধ মেজর বাদানভ। তক্ষুণি দেখা করল কেজিবির হেড অভ স্টেশন, কর্নেল ইয়েরজিনের সাথে। প্রথমে সমবেদনা জানাল কর্নেল, তারপর বাদানভের অনুরোধ শুনে চোখ কপালে তুলল। 'আমেরিকান ইঞ্জেকশন! পাগল হয়েছ নাকি তুমি?'

'কিন্তু কমরেড কর্নেল, এ রোগের ওষুধ একমাত্র ওদেরই আছে।'

'তা থাকুক! তাই বলে আমেরিকানদের সাহায্য চাইতে হবে? এর সাথে আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত, মেজর। কি করে...'

তাকে বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাদানভ। 'কিন্তু এখানে আমার একমাত্র সন্তানের জীবন-মরণের প্রশ্নও যে জড়িত, কর্নেল!'

'শাট আপ্! অ্যান্ড গেট আউট!'

বেরিয়ে এল বটে বাদানভ, কিন্তু হাল ছাড়ল না। চাকরি খোয়ানোর ঝুঁকি আছে জেনেও দেখা করল রাষ্ট্রদূতের সাথে। তার জানা আছে, ফার্স্ট সেক্রেটারি ইউরি আঁদ্রোপভের জন্যে প্রতি সপ্তাহে ওষুধ আসে লন্ডন থেকে। পশ্চিমা ওষুধ খেয়েই এখনও দু'পায়ে খাড়া আছেন তিনি। তাঁর বেলায় জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন আসে না, আসে বাদানভের অবোধ শিশুর বেলায়!

রাষ্ট্রদূত তার আবেদন শুনে রাগলেন না ঠিকই, তবে মৃদু কণ্ঠে যত কঠোর ভাষায় সম্ভব প্রত্যাখ্যান করলেন। রাগে-দুঃখে চোখে পানি এসে গেল তার। একমাত্র সন্তানকে হারাতে হবে, এই দুঃখে সারাদিন ধরে কাঁদল সে, তবু বোঝা হালকা হয় না বুকের। সন্ধের পর দূতাবাস কম্পাউন্ড ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মেজর, আনমনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এল। হুঁশ হতে সামনে আলো ঝলমলে এক রেস্টুরেন্ট দেখে সেদিকে এগোল।

সামনে অনেকটা খোলামেলা জায়গা এদের, তার এখানে-ওখানে মাটিতে পোঁতা রংচঙে প্রকাণ্ড ছাতার নিচে সাজানো আছে টেবিল-চেয়ার। নিরিবিলি এক কোণে একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়ল বাদানভ। কফির অর্ডার দিল। পর পর দু'কাপ কফি খেল মেজর, তারপর ছেলের কথা ভাবতে গিয়ে উদাস হয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল কী সব।

কতক্ষণ পর জানে না, কাছেই কারও সাড়া পেয়ে সচকিত হলো বাদানভ, চোখ তুলল। প্রায় তারই সমান দীর্ঘদেহী, হ্যান্ডসাম চেহারার এক যুবককে দেখতে পেল সে। চমৎকার ছাঁটের দামী সুট তার পরনে। চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখা চেহারা। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি যুবকের, যদিও চোখ কুঁচকে বাদানভকে দেখছে সে। যুবকের চেহারা চেনা চেনা লাগল তার।

কয়েক মুহূর্ত দেখল যুবক মেজরকে, তারপর হাসি প্রসারিত করে ডান হাত সামনে বাড়াল। ভরাট গলায় বলল, 'মাসুদ রানা। আপনি নিশ্চই ইগর বাদানভ? গত সপ্তায় ব্রিটিশ এমবাসির গার্ডেন পার্টিতে দেখেছি আপনাকে।'

শিথিল ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করল বাদানভ। এবার সে-ও চিনেছে যুবককে, দেখেছে বলেই চেনা চেনা লাগছিল। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল সে রানার প্রশ্নের জবাবে, বুঝল না ও। খানিকটা ঝুঁকে ভাল করে মেজরকে দেখল রানা, দৃষ্টিতে সন্দেহ। 'আপনি সুস্থ আছেন, মিস্টার বাদানভ?'

'হ্যাঁ।'

'ইউ শিওর?'

কিছুটা বিরক্ত হলো মেজর। চোখ তুলে সরাসরি তাকাল রানার চোখের দিকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল। 'শিওর।'

'যাক,' সোজা হলো ও। 'অনেকক্ষণ থেকেই একা একা ছেলের অসুখ নিয়ে কারও সাথে ঝগড়া করতে শুনছিলাম আপনাকে।' লোকটার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে হাসল ও। 'মাফ করবেন। আপনার পিছনের টেবিলে ছিলাম আমি, ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হয়েছে সব।'

বিস্ময় মুছে গভীর সন্দেহ ফুটল মেজরের মুখে। চট্ করে পিছনদিকটা দেখে নিল। মাত্র দশ গজ পিছনে আরেকটা টেবিল আবিষ্কার করে যেন আকাশ থেকে পড়ল সে। এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী একা বসে আছে সে টেবিলে, এদিকেই নজর তার। 'আমার বান্ধবী,' বাদানভ ঘুরে বসতে বলল রানা।

'আমি ঝগড়া করছিলাম?' বেকুবের চেহারা করে বলল সে।

'হ্যাঁ।'

'ছেলের অসুখ নিয়ে?'

শ্রাগ করল রানা হাসিমুখে। 'যদি শুনতে ভুল না হয়ে থাকে আমার, হ্যাঁ।'

'আপনি রুশ বোঝেন!' প্রশ্ন নয়, বিস্ময় প্রকাশ করল বাদানভ।

'কাজ চালাবার মত বুঝি।'

'আপনি কোন্ দেশী জানতে পারি?' তিরিক্ষি কণ্ঠে বলল সে, যেন রুশ বোঝে বলে অপরাধ করে ফেলেছে রানা।

'বাংলাদেশী।' বিনা অনুমতিতে বসে পড়ল ও। 'অসুখটার নাম কি যেন বলছিলেন, মিস্টার বাদানভ? মানে, যদি বলতে আপত্তি না থাকে আর কি!'

লোকটা আমেরিকান নয় বুঝতে পেরে গভীর প্রশান্তি বোধ করল মেজর। একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, 'শুনে কি করবেন?'

'কিছু করব কি না, বা করতে পারব কি না জানি না। ইউ নো সামথিং? দুঃখ-কষ্টের কথা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাউকে শুনিয়ে ফেলা ভাল, তাতে বুকের বোঝা হালকা হয়।'

দীর্ঘ সময় ধরে মাসুদ রানাকে পর্যবেক্ষণ করল মেজর বাদানভ। চেনা নেই জানা নেই, অথচ কথা আর চেহারায় সমবেদনার ছাপ দেখে মনে হলো মানুষটা যেন তার হাজার বছরের চেনা, একান্ত আপনজন।

ব্রিটিশ এমব্যাসি, মস্কো। চব্বিশ বছর বয়স সিলভিয়া থর্নের। পিম, সুন্দরী। গত মাসে যোগ দিয়েছে সে এখানকার সহকারী প্রেস অ্যাটাশের পদে। এটাই সিলভিয়ার প্রথম ফরেন পোস্টিং। চাকরির বয়স মাত্র দু'বছরের। ক্যামব্রিজের

গিরটন কলেজ থেকে রুশ ভাষায় গ্রাজুয়েশন করার পর ফরেন অফিসে যোগ দেয় সে।

অফিস ভবনের সামনে, রাস্তার ওপারে, গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো এক বৃদ্ধের ওপর চোখ পড়ল সিলভিয়ার। হাসি পেল এই গরমে লোকটাকে গ্রেটকোট পরে থাকতে দেখে। একদৃষ্টে তাকেই দেখছে যেন বৃদ্ধ। এক নজর তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি। পার্কিং লটে অসংখ্য গাড়ির মধ্যে দাঁড়ানো নিজের উজ্জ্বল লাল রঙের খুদে রোভারের দিকে এগোল ব্যস্ত পায়ে। সাভোদনায়া পত্রিকার এক সাংবাদিকের সাথে আজ লাঞ্চ ডেট আছে তার, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

দু'মিনিট পর 'OUT' লেখা গেট দিয়ে ভোঁ করে সফিস্কায়া কীতে এসে পড়ল সে, তারপর দ্রুত এগোল স্টোন ব্রিজের দিকে। ওপারে যাবে সিলভিয়া থর্ন। যখন বেরিয়ে এসে বাঁক নিচ্ছে সে, অনেকটা কাছে থেকে চোখাচোখি হলো তার বৃদ্ধের সাথে। এখনও তাকেই দেখছে লোকটা একভাবে। মনে হলো যেন কিছু বলতে চায়। পর মুহূর্তে তার কথা ভুলে সামনে নজর দিল সে। মস্কোয় এ ধরনের মানুষ বিদেশীদের দেখলে কি বলতে চায়, সে অভিজ্ঞতা এরমধ্যে বেশ ভালই অর্জন করেছে সিলভিয়া থর্ন। ভিক্ষে চায় এরা। বিদেশী দেখলেই হাত পাতে। মওকামত পেলে ঝাঁক ঝাঁক মাছির মত ছেঁকে ধরে এরা, না দিলে রেহাই নেই।

দিলেও বিপদ। ঝাঁকের মধ্যে একজন বা দু'জনকে ভিক্ষে দিলে অন্যরা রীতিমত দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। মিলিশিয়ার সাহায্য ছাড়া তখন উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। নিজে সে পড়েনি কখনও ওরকম অবস্থায়, তবে সহকর্মীরা যারা অনেকদিন থেকে আছে মস্কোয়, তাদের কেউ কেউ পড়েছে। তাদের সে বিব্রতকর অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে সিলভিয়া। ভিক্ষুক ব্রিটেনেও আছে। নিউ ইয়র্কের অলিগলিতে আছে, দেখেছে সে। আর আছে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশে। সবচেয়ে বেশি ভিক্ষুক আছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়, কিছুদিন আগে এক টিভি ডকুমেন্টারিতে দেখেছে সিলভিয়া।

তবে নিজের চোখে দেখার পর মনে খটকা জেগেছে তার। নিশ্চয়ই সেই ডকুমেন্টারি ফিলম মেকারের ভুল হয়েছে। ঢাকা নয়, বরং মস্কোতেই ভিক্ষুক বেশি। অনেক অনেক বেশি। দুঃখ হয় সিলভিয়ার, কয়েকবছর আগেও এদের কেউ সৈনিক ছিল, গাড়ি কারখানার কর্মচারী-শ্রমিক ছিল, কেরানী ছিল বা দোকান কর্মচারী এমনকি মালিকও ছিল। আজ পথের ভিক্ষুক।

ব্রিজ অতিক্রম করে রোভার বাঁয়ে ঘোরাল সিলভিয়া থর্ন, বরোভিতস্কি স্কয়ারে এসে পড়ল। এরমধ্যে একবারও রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকায়নি সে। তাকালে দেখতে পেত, সেই গ্রেটকোট-পরা বৃদ্ধ ভিখিরি পেভমেন্ট ধরে যথাসম্ভব দ্রুত অনুসরণ করছে তাকে। যদিও অনেক পিছনে পড়ে গেছে সে, কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়েনি। দৌড়ে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। ভোর থেকে এমবাসির সামনে ঠায় বসে ছিল ফ্রল কজলভ। কি করে ফাইলটা ব্রিটিশ অ্যামব্যাসেডরের হাতে পৌঁছানো যায়, ভেবে পাচ্ছিল না।

সামনের দুই গেটে দু'জন করে চারজন রুশ মিলিশিয়া গার্ড রয়েছে,

ওদেরকেই ভয় তার। ওরা যে কোনমতেই তাকে ভেতরে যেতে দেবে না, তা ভালই বোঝে কজলভ। পিছনদিকে আরেক পথ ছিল, যে পথে ভিসা সেকশনে যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যেতে হলে লাইনে দাঁড়াতে হবে, যে লাইন ভোর অন্ধকারেই প্রায় একশো মিটার ছিল দৈর্ঘ্যে। ওতে দাঁড়ালে কম করেও দু'দিন লাগত তার সেকশনে পৌছতে। দশটার খানিক আগে যখন এমব্যাসি অফিসারদের একটার পর একটা গাড়ি ভেতরে ঢুকতে শুরু করল, তখন সুযোগটা নেবে কি না ভেবেছে কজলভ। কোন একটা গাড়ির জানালা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দেবে ফাইলটা। কিন্তু সব গাড়ির জানালা বন্ধ দেখা গেল। সে যদি ঝুঁকি নিয়ে এগিয়েও যায়, তাকে নিশ্চয়ই পিটিশনার ভেবে নেবে অফিসাররা, পাত্তা দেবে না। তাছাড়া কয়েক ফুটের মধ্যেই রয়েছে মিলিশিয়া গার্ড। তাই সাহস হয়নি। অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে ঠিক করেছে কজলভ, ওগুলোর মধ্যে যে গাড়িই প্রথম বের হবে লাঞ্চ আওয়ারে, সেটাকেই পাকড়াও করবে। ফাইলটা ধরিয়ে দেবে আরোহীর হাতে।

কিন্তু পারেনি সে। সাহস হারিয়ে ফেলেছে শেষ মুহূর্তে। দিনে-দুপুরে মিলিশিয়া গার্ডদের চোখের সামনে এরকম ব্যস্ত রাজপথে বিদেশী কোন দূতাবাসের গাড়ি থামানোর মত মনের জোর তার নেই। সেজন্যে পরে মত পাল্টে ওটাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয় ফ্রল কজলভ। লাঞ্চ আওয়ার এক ঘণ্টার, জানা আছে তার, এরমধ্যেই ফিরতে হবে মেয়েটিকে, অর্থাৎ বেশি দূরে যাবে না সে। সেই ভরসায় ছুটছে বৃদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত তার ধারণাই সত্যি হলো। ব্রিজের শেষ মাথায় পৌছে হাঁপাতে হাঁপাতে বাঁয়ে তাকাল কজলভ। পরমুহূর্তে হাসি ফুটল ঘর্মাক্ত মুখে, কড়া রোদ লেগে ঝিলিক মেরে উঠল সামনের তিন স্টেইনলেস স্টীলের দাঁত। বড়জোর পাঁচশো গজ দূরে, বরোভিতস্কি স্কয়ারের শেষ মাথায় অন্ধকারে সার্চলাইটের আলোর মত জ্বলজ্বল করছে টকটকে লাল, খুদে গাড়িটা। দাঁড়িয়ে আছে রোজি ও'গ্র্যাডি রেস্টুরেন্টের নিজস্ব পার্কিং এরিয়ায়। রেস্টুরেন্টের নাম অবশ্য জানে না ফ্রল কজলভ। জেনে কাজই বা কি তার? কপালের ঘাম মুছে জোর পায়ে এগোল সে। এখন আর না ছুটলেও চলবে।

ঠিক একটা পঞ্চাশে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হলো সিলভিয়া থর্ন। একা। গাড়ির পাশেই সেই বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো সে। ওই একবারই, আর তাকাল না লোকটার দিকে। সিলভিয়ার কোন সন্দেহ নেই যে এ লোক পিটিশনার, ব্রিটেন যাওয়ার ভিসা চায়। দীর্ঘ লাইনে যাতে দাঁড়াতে না হয়, তার সহজ পথ ধরার চেষ্টায় ওর পিছু নিয়েছে। পাত্তা না দিয়ে গাড়িতে উঠল সিলভিয়া, দরজা বন্ধ করতে যাবে, এই সময় থপাস্ করে কি যেন পড়ল তার কোলের ওপর।

বিস্ময়ে, ভয়ে সশব্দে আঁতকে উঠল সিলভিয়া। বোমা! ঝট্ করে ভীত চোখ তুলে তাকাল বৃদ্ধের দিকে, তারপর জিনিসটার দিকে। আবার কজলভকে দেখল সে, তার পুরানো আর্মি গ্রেটকোটের ল্যাপেলে আঁটা কয়েকটা পুরানো মেডেল চোখে পড়ল এবার। চারটে নিরেট ধাতব মেডেল। এক পলকেই বৃদ্ধের মুখটা

চেনা হয়ে গেল সিলভিয়া থর্নের। সে যখন কথা বলার জন্যে মুখ খুলল, সামনের বাঁধানো দাঁতগুলোও দেখতে পেল মেয়েটি।

'প্লীজ!' চাপা কণ্ঠে বলল কজলভ, 'এটা আপনার অ্যামব্যাসেডরকে দেবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইল।'

নির্ঘাত পাগল এ লোক, আতঙ্কে জমে গিয়ে ভাবল সিলভিয়া। স্কিজোফ্রেনিক সম্ভবত। যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এরা। ফ্যাকাসে মুখে গাড়ি স্টার্ট দিল সে, কাঁপা হাতে গিয়ার দিয়ে ব্যাক করল রোভার, তারপর এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরে ছুট লাগাল ব্রিজের উদ্দেশে। আতঙ্কে দরজা বন্ধ করার কথাও ভুলে গেছে। স্কয়ারে উঠে বেমক্কা টার্ন নিতে আপনিই ছুটে এসে লেগে গেল ওটা। চোখ নামিয়ে কোলের ওপর পড়ে থাকা জিনিসটা এক পলক দেখল সিলভিয়া, তারপর থাবা মেরে ফেলে দিল। পাশের সীটের ফুটবোর্ডে গিয়ে পড়ল ফাইলটা।

এর ঘণ্টাদুয়েক আগের ঘটনা। নিজের বিলাসবহুল প্রকাণ্ড অফিসরূমে বসে আছে ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্সের প্রেসিডেন্ট আনাতোলি শেপিলভ। মনটা বেশ প্রফুল্ল আজ তার। নিজেকে জনগণের কাছে অপরিহার্য করে তোলার জন্যে আরও দু'বছর সময় ছিল হাতে, কিন্তু ভাগ্যটা এতই ভাল যে প্রেসিডেন্ট আচমকা বিদায় নিয়ে অনেক আগেই তার ক্রেমলিনে প্রবেশের পথটা খুলে দিয়ে গেলেন। নিতান্ত সৌভাগ্যবান না হলে কারও বেলায় এমনটা ঘটে না, জানে সে। ঘটে না মানে, ঘটে, তবে কম। খুবই কম।

কি ভেবে আপনমনে হাসল শেপিলভ। ইন্টারকমের সাহায্যে যোগাযোগ করল তার প্রাইভেট পার্সোন্যাল সেক্রেটারির সাথে। 'বরিস, কাল যে ফাইলটা পড়তে দিয়েছিলাম, পড়েছ?'

'পড়েছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' অত্যন্ত সমীহের সাথে বলল বরিস নিকিতিন। একদিকে পার্টির নির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট, আরেকদিকে রাশিয়ার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট, দুই অর্থেই তাই দলের প্রত্যেকে শেপিলভকে 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট' বলে সম্বোধন করে। 'চমৎকার পরিকল্পনা আপনার, স্বীকার করতেই হবে।'

'ধন্যবাদ। নিয়ে এসো ওটা, প্লীজ!'

ইন্টারকম ডেড হয়ে যেতে উঠল বরিস নিকিতিন। ওয়াল সেফের সামনে এসে দাঁড়াল। খুব দামী সেফ। ওটার কম্বিনেশন ডায়ালটা ডানে-বাঁয়ে ছয়বার ঘোরাল সে, তারপর ডালা খুলে ভেতরে তাকাল। স্পাইরাল বাঁধাই করা কালো ফাইলটা খুঁজল নিকিতিনের বাদামী দু'চোখ। নেই ওটা ভেতরে।

একটু বিস্মিত হলো সে। সেফের তিন তাকে যতগুলো ফাইল ইত্যাদি আছে, সব বের করে ভেতরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল। নেই। হাতের কাজ আগের চেয়ে দ্রুততর হলো নিকিতিনের, ঘন, উষ্ণ হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। এবার প্রতিটি ফাইলের ভেতরে, কাগজপত্রের ভেতরে খুঁজল। নেই! হিমশীতল এক আতঙ্কের ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল তার, কিছু বিস্ময়, কিছু অবিশ্বাসের ভাব ফুটল চিকন ঘামে ভরে ওঠা মুখমণ্ডলে।

ভেতরের সমস্তকিছু কার্পেটে ফেলে হাঁটু গেড়ে বসল প্রাইভেট সেক্রেটারি, আবার লেগে পড়ল নতুন করে। নেই কালো ফাইলটা। এরপর ডেস্কের ড্রয়ারগুলোর ওপর হামলেই পড়ল যুবক। নেই তো নেই-ই। কোথাও নেই। পাগল হয়ে গেল বরিস নিকিতিন। টেবিল সরিয়ে, সারাঘরের কার্পেট তুলে হন্যে কুকুরের মত খুঁজে বেড়াল জিনিসটা। ঝাড়া এক ঘণ্টা পর ক্ষ্যান্ত দিল সে, দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে বসে থাকল। ঘামছে দর দর করে। চাউনিতে রাজ্যের অনিশ্চয়তা। এক সময় হুঁশ ফিরল বরিস নিকিতিনের। জানে এ খবর গোপন রাখার কোন পথই নেই, তাই প্রথমেই যেটা করা উচিত বলে মনে হলো, করল সে। তারপর নিঃসাড়, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শেপিলভের সামনে।

পিঠ খাড়া করে স্তব্ধ হয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখল পার্টির বর্তমান এবং রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট। প্রথমে বিস্ময় ফুটল শেপিলভের চোখে। তারপর ছায়াছবির দৃশ্যপট বদলের মত চট্ করে বদলে গেল তা, দেখা দিল সন্দেহ-অবিশ্বাস, আবার বদল হলো দৃশ্যপট–ফুটল শীতল ক্রোধ। এবং সবশেষে তীব্র আতঙ্ক। অন্যগুলোর চেয়ে শেষেরটা অনেক বেশি স্থায়ী হলো।

ওদিকে নতমুখে ভূমিকম্প, কেয়ামত বা আর যাই হোক, চরমতম কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে বরিস নিকিতিন। সে আনাতোলি শেপিলভের বহুদিনের একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকারী, তার মত ভাল করে লোকটাকে তার স্ত্রীও সম্ভবত চেনে না। বরিস জানে কী অসীম ক্ষমতাধর মানুষ শেপিলভ। কত ভয়ঙ্কর তার ক্রোধ। নিজের গোপন সশস্ত্র ক্যাডার, ব্ল্যাক গার্ডের এক সিনিয়র অফিসারকে গতবছর এই অফিসে, আতঙ্কিত নিকিতিন এবং বাহিনী প্রধান, কেজিবির এক প্রাক্তন কর্নেল, ভাদিম বুদানিনের চোখের সামনে টেলিফোন, ফ্লাওয়ার ভাস, ইঙ্ক স্ট্যান্ড এবং সবশেষে এক আবলুশ কাঠের ভারী রুলার দিয়ে মারতে মারতে একবারে মেরেই ফেলেছিল আনাতোলি শেপিলভ। বরিস তো অনেক পরের কথা, তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সমগ্র রাশিয়ায় তার স্ত্রী ছাড়া একমাত্র ব্যক্তি যে নাম ধরে ডাকে শেপিলভকে, সেই ভাদিম বুদানিন পর্যন্ত শক্ত কাঠ হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে সেদিন। বাধা দেয়া দূরে থাক, একটা শব্দ উচ্চারণ করারও সাহস পায়নি। একটা বিষয়ে শেপিলভের সাথে একমত হতে না পেরে সামান্য তর্ক করেছিল, এই অপরাধে মরতে হয়েছে সেদিন হতভাগ্য অফিসারটিকে।

তবে, টিমটিমে হলেও খানিকটা আশার আলো আছে বরিস নিকিতিনের। শেপিলভ যেমন রাগতে জানে, তেমনি পৃথিবীর সমস্ত সফল রাজনৈতিক নেতার মত নিজেকে সামাল দিতেও পারে প্রয়োজনে। বরিস তার বহু বছরের একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী, দয়া হলে সে তাকে ক্ষমা করতেও পারে। সে ভরসা আছে বলেই সাহস করে সত্যি কথা বলেছে, নইলে পালিয়ে যেত ক-খ-ন!

'বলতে চাইছ ওটা তুমি হারিয়ে ফেলেছ, বরিস ইভানোভিচ?' শান্ত কণ্ঠে, যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে বলল শেপিলভ।

বুকের ভেতর আনন্দের বন্যা বয়ে গেল নিকিতিনের। তার ভরসা ব্যর্থ হয়নি, গলা শুনেই বোঝা গেছে নিজেকে সামাল দিতে পেরেছেন নেতা। 'হারাইনি,

মিস্টার প্রেসিডেন্ট। মিসলেইড হয়েছে ওটা।'

'এতবছর আমার যত ডকুমেন্টস নাড়াচাড়া করেছ তুমি, তার মধ্যে এটা ছিল সবচে' গুরুত্বপূর্ণ এবং হাজার হাজার গুণ গোপনীয়,' তেমনি সহজ কণ্ঠে বলল লোকটা।

'আমি…আমি জানি। বুঝি।'

'পুরো পড়েছিলে তুমি ফাইলটা?'

'জ্বি, পড়েছি,' চকিতের জন্যে চোখ তুলেই নামিয়ে নিল যুবক।

'আমার সেফে ওটার আরও দুটো কপি আছে, বরিস। ওই ফাইলের অস্তিত্বের কথা আমিসহ পৃথিবীতে মাত্র চারজন জানে, তার একজন তুমি। আমি নিজের হাতে ওগুলো টাইপ করেছি, এতটাই কনফিডেন্সিয়াল ওর বিষয়বস্তু। এ থেকে নিশ্চই বুঝতে পারছ তোমাকে আমি কতখানি বিশ্বাস করি।'

'পারছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' লজ্জা রাখার জায়গা পেল না বরিস নিকিতিন।

আবার কিছুক্ষণ একভাবে তাকে দেখল আনাতোলি শেপিলভ। 'শেষ কখন দেখেছ তুমি ওটা?'

'গতকাল রাতে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। একা একা পুরোটা পড়ব বলে কাল বেশ রাত পর্যন্ত অফিসে ছিলাম আমি। হাতের কাজ সেরে ওটা পড়েছি।'

'ক'টায় অফিস থেকে বেরিয়েছ তুমি?'

'আটটায়।'

আনমনে মাথা দোলাল শেপিলভ। ও সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে মেইন গেটের লগ-বুক এন্ট্রি দেখলেই বোঝা যাবে। 'আমার নির্দেশ অমান্য করেছ তুমি। ওটা বাসায় নিয়ে গিয়েছ।'

'আমি কসম করে বলছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, অফিসেই ছিল ফাইলটা। বাসায় নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

'তারপরও বলছ ওটা নেই তোমার সেফে?'

ঢোক গিলল বরিস নিকিতিন।

'আজ কতবার সেফ খুলেছ?'

'একবারই, আপনি ফাইলটা চাওয়ার পর।'

চোখের কোণে মৃদু কুঞ্চন ফুটল শেপিলভের। 'লকড্ ছিল সেফ?'

'নিশ্চই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' এতক্ষণে ভরসা আরও জোরদার হয়েছে ব্যক্তিগত সচিবের।

'এবং ঘরের সবখানে খুঁজেছ তুমি?'

'রুমের প্রতি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। এন্ড টু এন্ড, টপ টু বটম।'

'কেউ সেফ খোলার চেষ্টা করেছে কি না…'

মাথা দুলিয়ে বাধা দিল বরিস। 'না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। তেমন কোন লক্ষণ চোখে পড়েনি।'

কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল শেপিলভ। ভেতরের আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে তার। অসহ্য হয়ে উঠছে চাপ। ঝুঁকল সে, নিচের সিকিউরিটি-ইন-চার্জের সাথে যোগাযোগ করল ইন্টারকমে। 'বিল্ডিং সীল করে দাও, আমার ব্যক্তিগত নির্দেশ

ছাড়া কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারবে না। কর্নেল ভাদিম বুদানিনকে খবর দাও। সে যেখানে থাকুক, যা-ই করুক, ফেলে চলে আসতে বলো। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার সাথে দেখা করতে বলো তাকে।' ইন্টারকমের সুইচ থেকে তর্জনী তুলল আনাতোলি শেপিলভ। বরিসের দিকে তাকিয়ে বলল। 'নিজের অফিসে যাও। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। পরে কথা বলব এ নিয়ে। যাও।'

কায়রো, ১৯৮৭।

সুদূর ওয়াশিংটনে চাপা 'বরররপ্! বরররররপ্!' শব্দে বাজছে মাসুদ রানার প্রার্থিত নাম্বারের টেলিফোন। ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির এককালের বায়োলজি ফ্যাকাল্টির জিনিয়াস, বর্তমানে ওয়াল্টার রীড আর্মি হসপিটালে কর্মরত, ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ওপর পিএইচডি অর্জনকারী ডক্টর ফ্রেডারিক স্টেইনের নাম্বার ওটা। ওর বিশিষ্ট বন্ধু স্টেইন। একবার সিআইয়ের হয়ে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় দু'জনের। সে মিশনে স্টেইনও ছিল তার সহকারী হিসেবে।

'ইয়েস?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জবাব দিল ডক্টর স্টেইন।

'হাই, ফ্রেড! আমি মাসুদ রানা।'

'রানা?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে?' হাই তুলল লোকটা।

'কায়রো।'

'গ্রেট! কয়টা বাজে ওখানে?'

'দুপুর দেড়টা।'

'ওয়েল, এখানে ভোর চারটা বাজে কেবল, আর আমার ঘড়ির অ্যালার্ম সেট করা ছিল সাতটায়, রানা। রাত বারোটায় বাসায় ফিরেছি আমি।'

'দুঃখিত, ফ্রেড,' ও প্রান্তের কণ্ঠ ক্রমেই চড়ছে শুনে দ্রুত বলল রানা। 'খুব দুঃখিত। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই...'

'কাট ইট! কি প্রয়োজনে ফোন করেছ, তাড়াতাড়ি বলে রেহাই দাও।'

'মেলিওডোসিসের প্রতিষেধক সম্পর্কে জানতে চাই আমি।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'কেন?'

আগে থেকে বানানো একটা গল্প বলল ও। জানাল, যদি ওর একটা কোর্স সে রানাকে কোনরকমে জোগাড় করে দিতে পারে, তাহলে খুব উপকার হয় ইত্যাদি।

'দিল ব্যাটা ঘুমের বারোটা বাজিয়ে,' বিড় বিড় করে আপনমনে বলল ফ্রেডারিক স্টেইন। বুঝল না রানা।

'কি বললে?'

'বলছি আমার মুণ্ডু! ফোন নাম্বার দাও তোমার, আমি পরে যোগাযোগ করব। বিকেলের দিকে।'

কায়রো সময় বিকেল পাঁচটায় বাজল রানার ফোন। 'ওই রোগের যে প্রতিষেধক' আমরা আবিষ্কার করেছি, তা সম্পূর্ণ রেভোলুশনারী, রানা। প্রোটোটাইপ স্টেজে আছে এখনও। টেস্টের ফলাফল বেশ আশাব্যাঞ্জক, তবে

এখনও আমাদের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্টিফাই করেনি ওটাকে। তুমি জানো, ওদের সার্টিফিকেট ছাড়া এদেশে কোন ওষুধ বাজারজাত করা হয় না।'

'জানি,' বলল ও।

'ওর এমনকি নামও ঠিক হয়নি এখনও। আমরা কেবল সি জেড-ওয়ান বলে অ্যাড্রেস করে থাকি।'

'বুঝেছি। কিন্তু টেস্ট রেজাল্ট যেহেতু পজিটিভ, মনে হয় ওতেই কাজ চলবে, ফ্রেড।'

'কিন্তু ওটা অ্যাপ্লাই করলে সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে, রানা,' সতর্ক করল ওকে ডক্টর স্টেইন।

'কতদিন সময় লাগবে সাইড ইফেক্ট ডেভেলপ করতে?'

'নিশ্চিত বলতে পারি না।'

খানিক ভাবল রানা। 'তিন সপ্তার মধ্যে যদি মারাই যায় ছেলেটা সত্যি সত্যি, কী-ই বা আসবে যাবে, ফ্রেড?'

ভারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ডক্টর। 'ওকে, রানা। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হলে আমি মুশকিলে পড়ে যাব।'

'প্রশ্নই আসে না জানাজানি হওয়ার। আর এ মুহূর্তে যদি হাতের কাছে থাকতে, এমন এক ছেলেমানুষী সন্দেহ প্রকাশের অপরাধে চড়িয়ে তোমার কান গরম করে দিতাম আমি।'

হাজার মাইল দূরে মেরিল্যান্ডের শিভি চেজে বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ডক্টর ফ্রেডারিক স্টেইন। 'ঠিকানা বলো,' হাসি দমন করে বলল সে।

বলল রানা। নীরব হয়ে গেল লাইন। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর স্থানীয় বিসিআইয়ের অফিসে একটা পার্সেল পৌছল ওর নামে। ভেতরে আছে খুদে এক ভ্যাকিউয়াম ফ্লাস্ক, যার মধ্যে শুকনো বরফ দিয়ে মুড়ে প্যাক হয়ে এসেছে দুটো শিশি। তক্ষুণি ফোন করল রানা সোভিয়েত দূতাবাসে, সেকেন্ড সেক্রেটারি (ট্রেড) ইগর বাদানভকে। সন্ধের পর সেদিনের সেই রেস্টুরেন্টে ওর সাথে দেখা করতে বলল তাকে।

এল মেজর বাদানভ। মাসুদ রানাকে কথার ফাঁকে প্যাকেটটা সামনে বাড়িয়ে ধরতে দেখে শক্ত হয়ে গেল সে, চোরাচোখে দ্রুত নিজের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। নিজ দূতাবাসের কেউ যদি দেখে ফেলে, সর্বনাশ ঘটে যাবে। 'কি ওটা?'

'মেলিওডোসিসের প্রতিষেধক। একমাত্র ওষুধ।'

'হোয়াট!' চোখ কপালে উঠল মেজরের। 'ও জিনিস কোথায় পেলেন?'

'সেটা জানা কি খুবই জরুরী?'

'না, তা নয়!' আমতা আমতা করতে লাগল বাদানভ। 'কিন্তু বিনিময়ে…মানে, কত দাম এর?'

মাথা দোলাল ও। 'এক পয়সাও না। নিন, ধরুন। তাড়াতাড়ি ছেলের দেহে ইঞ্জেক্ট করার ব্যবস্থা নিন, আশা করা যায় ভাল হয়ে যাবে।'

নিল ওটা মেজর, থর থর করে সারা গা কাঁপছে তার। অসহ্য আবেগে গলা

বুজে গেছে। 'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে!'

'তারও কোন প্রয়োজন নেই।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'চলি।'

'সে কি! এখনই যাবেন?'

'হ্যাঁ। একটু তাড়া আছে।'

'তাহলে...তাহলে কাল আসুন না একবার। একসাথে ডিনার...'

'সরি। আজ রাতেই এ দেশ ত্যাগ করছি আমি। আগেই যাওয়ার কথা ছিল, ওষুধটা পৌছার অপেক্ষা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে। সো লং। নাইস টু মীট ইউ, মেজর।'

হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ইগর বাদানভ। চোখের কোণে অল্প অল্প বাষ্প জমেছে। বিড় বিড় করে বলল সে, 'গুড বাই, *স্পাসিবো* (বন্ধু)।'

পরমুহূর্তে কি ভেবে থমকে গেল বাদানভ। চোখ কুঁচকে তাকাল গমনরত উপকারী মানুষটির প্রশস্ত পিঠের দিকে। কি বলে সম্বোধন করল সে তাকে? মেজর? সে কি করে...

বিকেল চারটায় নিশ্চিত হলো কর্নেল ভাদিম বুদানিন যে অফিস বিল্ডিঙে নেই সে ফাইল, এমনকি অফিস প্রাঙ্গণেরও কোথাও নেই। ওটা খুঁজতে গিয়ে ভবনের তিনটি ফ্লোরের কেবল ইঁট খোলা বাকি রেখেছে শেপিলভের গোপন বাহিনী প্রধান। বাগানের প্রতি ইঞ্চি জমিও চষে তছনছ করেছে সে। বাগানের এমন অবস্থা করেছে, যা ঠিকঠাক করতে কম করেও এক মাস লাগবে।

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা কর্নেল। সেই তুলনায় চওড়ায় একটু বেশিই হবে। চৌকো মুখ, মাথায় জং ধরা লোহা রঙের ক্রু কাট্ চুল। সারাদেহে পোকার মত কিলবিল করে পেশী। চেহারা সব মিলিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত। আনাতোলি শেপিলভের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। মশা-মাছির মত মানুষ মারতে অভ্যস্ত কর্নেল বুদানিন, এবং চাকরি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই করে এসেছে সে। লুবিয়াঙ্কার পুরানো রেকর্ড রুম ঘাঁটলে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাবে।

দেশ এবং পার্টির প্রতি চিরকালই একান্ত বিশ্বস্ত ছিল ভাদিম বুদানিন। '৯১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাই ছিল। কিন্তু ওই সময় গর্দভ গরবাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নের অহঙ্কার, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইন্টেলিজেন্স নেটওয়র্ক কেজিবিকে বিশ্ববাসীর সামনে এমনভাবে উলঙ্গ করে ফেলল যে আর টেকা গেল না। তবু দাঁতে দাঁত কামড়ে আরও তিন বছর পড়ে ছিল বুদানিন, আশা ছিল মেজর জেনারেল হবে। হলো না।

না কমিউনিস্ট, না ক্যাপিটালিস্ট, কোন সিস্টেমই ছিল না সে সময় রাশিয়ায়। সমগ্র রাশিয়া জুড়ে বিরাজ করছিল অবিশ্বাস্য নৈরাজ্য, যে যেভাবে পারে লুটেপুটে খেয়েছে দেশটাকে। ওরকম এক ভজকট সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেমেটিক প্রক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করার কোন মানে হয়? হয় না। তাই ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, উচ্চাভিলাষী আনাতোলি শেপিলভের আমন্ত্রণে চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছে সে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রধানের পদে। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল শেপিলভের পার্টি মেনিফেস্টো। ওটা পড়ে খুব প্রভাবিত হয়েছে ভাদিম বুদানিন।

কারণ ওই চল্লিশ পাতার টাইপ করা মেনিফেস্টোর প্রতি লাইনে লাইনে সে তার পুরানো রাশিয়া, থুড়ি, সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেছে দিব্য চোখে। তার চাইতে বহু বহুগুণ প্রতিশ্রুতিশীল সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেছে, যেখানে বুদানিনের মত দেশপ্রেমিক পাবে যথাযোগ্য মর্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি। আর তার দেশ পাবে পৃথিবীর সেরা ক্ষমতাধর দেশের মর্যাদা। সারাবিশ্ব সসম্ভ্রমে সালাম ঠুকবে তাদের উঠতে-বসতে।

নিজের ক্ষেত্রে ভাদিম বুদানিন চিরদিনই অত্যন্ত সফল। গত চার বছরে শেপিলভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে গড়ে তুলেছে সে ছয় হাজার তরুণের চৌকষ এক যোদ্ধা বাহিনী, যার নাম ব্ল্যাক গার্ড। এরা প্রত্যেকে দলের নেতা ও তার প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে নিবেদিতপ্রাণ। হুকুম পেলে কাতারে কাতারে মরতেও প্রস্তুত। মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদেরকে 'উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদের' অনুসারী করে তুলেছে কর্নেল বুদানিন। চলন্ত বোমা একেকটা, সশস্ত্র ফ্যানাটিক বাহিনী।

ব্ল্যাক গার্ডের সহযোগী আরেক বাহিনীও গড়েছে সে, যার নাম এলওয়াইসি বা লীগ অভ ইয়াং কমব্যাট্যান্টস। এদের সংখ্যা বিশ হাজার। প্রত্যেকে অল্পবয়সী এরা, টীন এজেড। দুই বাহিনীর প্রত্যেকেই সবধরনের হালকা, অত্যাধুনিক অস্ত্র চালনায় পারদর্শী। এই মুহূর্তে শেপিলভের অফিসে তার মুখোমুখি বসে আছে কর্নেল বুদানিন।

'ওটা তাহলে নেই এ বিল্ডিঙে?' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল শেপিলভ।

মাথা দোলাল কর্নেল। 'প্রশ্নই আসে না, আনাতোলি। বিল্ডিং আর প্রাঙ্গণের এক সুতো পরিমাণ জায়গাও খুঁজতে বাদ রাখিনি আমি। প্রতিটা সেফ, প্রতিটা লকার, ড্রয়ার, কাবার্ড...' বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল সে, কাঁধ ঝাঁকাল। 'সেফ প্রস্তুতকারী কোম্পানির এক্সপার্ট এইমাত্র কাজ শেষ করেছে তার। জোর করে নিকিতিনের সেফ খোলার কোন চেষ্টা করা হয়নি বলে মত দিয়েছে সে। এর অর্থ হচ্ছে, হয় যে ওটার কম্বিনেশন জানে, সে-ই খুলে বের করে নিয়েছে ফাইলটা, আর নয়তো ওটা ভেতরে ছিলই না। গতকালকের গারবেজও পরীক্ষা করে দেখেছি আমি, নেই ও জিনিস। লগ-বুক পরীক্ষা করেছি, কোন অসামঞ্জস্য নেই। সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে ডগ হ্যান্ডলারকে ডেকে কুকুর সামলানোর অর্ডার দিয়েছে নিকিতিন, এবং ঠিক আটটায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে সে। বক্তব্য ঠিকই আছে ছোকরার।'

'তো?'

'গতরাতের দুই গার্ডকে ধরে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এসে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে। আজ সকালে যে দুই গার্ড ডিউটি টেক ওভার করেছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি আমি। দু'জনই কসম খেয়ে বলেছে, সকালে পৌঁছার পর প্রতিটি রুমের দরজা যথারীতি তালা বন্ধ পেয়েছে ওরা।'

টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসল উদ্বিগ্ন আনাতোলি শেপিলভ। এরইমধ্যে মুখ শুকিয়ে গেছে তার দুশ্চিন্তায়। 'তোমার কি মনে হয়?'

'হয় নিকিতিনই নিয়ে গেছে ও ফাইল, নয়তো নাইট গার্ডদের কেউ। ওদের কাছে প্রতিটি অফিসের মাস্টার চাবি আছে।'

'নিকিতিনকে তাহলে সন্দেহ করছ তুমি?'

'অবশ্যই! সে-ই প্রথম সাসপেক্ট। তবে ওর অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করেছি আমি, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে। পাইনি।'

'তার মানে…বরিস!'

'হয়তো। তবে একটা কথা আছে এখানে, আনাতোলি। সে-ই যদি কাজটা করে থাকে, তাহলে আজ স্বাভাবিক নিয়মে অফিসে কেন এল? ধরা দেয়ার ঝুঁকি কেন নিল? বারো ঘণ্টা সময় ছিল বরিসের হাতে, যদি কোন বদমতলব থাকত, পালিয়ে গেল না কেন ওটা নিয়ে? ভাবছি ওকে আরও ভাল করে, সময় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। প্রয়োজনে…' বন্ধুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কর্নেল বুদানিন। '…বুঝতে পারছ কি বলতে চাই আমি?'

মাথা দোলাল আনাতোলি শেপিলভ। 'অনুমতি দেয়া হলো।'

ধরে আনা হলো হতভম্ব দুই নাইটগার্ডকে। জেরার এক পর্যায়ে তাদের মুখেই বুদানিন প্রথম ফ্রল কজলভ নামে এক বুড়ো ক্লীনারের অস্তিত্বের কথা জানতে পারল। জানল, গতরাতেও যথারীতি একা একা প্রতিটি অফিসরূম পরিষ্কার করেছে লোকটা, গার্ড দু'জন তখন টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা, অন্য দিনের তুলনায় কাল বেশ আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল বুড়ো।

'পাওয়া গেছে ফাইল চোর,' শেপিলভকে জানাল বুদানিন। 'সম্ভবত।'

'কে!'

'অফিস ক্লীনার। ফ্রল কজলভ।'

'সে কি করে…?'

'খুব সম্ভব বরিস ভুল করে ফাইলটা টেবিলেই ফেলে রেখে গিয়েছিল, বুড়ো সেই সুযোগটা নিয়েছে।'

'কিন্তু…আমি যতদূর জানি, মানুষটা আধাশিক্ষিত। সে ওই ফাইল দিয়ে কি করবে?'

'জানি না। জানতে হবে।'

অনেকক্ষণ পর আফসোস প্রকাশ করল শেপিলভ মাথা দুলিয়ে। 'বরিস খুবই বিশ্বস্ত সেক্রেটারি ছিল, ভাদিম।'

'জানি। কিন্তু কি আর করা? এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঢিলেমি, মানে, ঘটনা যদি তাই হয়ে থাকে, দ্রুত রিপ্লেসমেন্ট প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ। তা ঠিক।'

'তুমি চলে যাও, আনাতোলি,' বলল কর্নেল। 'আমি আছি অফিসে। দেখি আজ সময়মত আসে কিনা তোমার ক্লীনার। যদি না আসে, সে ক্ষেত্রে আমি যাব ওর ঠিকানায়।'

এল না সে রাতে কজলভ। রাত একটার সময় এক ডজন ব্ল্যাক গার্ড সদস্য নিয়ে তার জামাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে রেইড চালাল ভাদিম বুদানিন। বৃদ্ধের মেয়ে আর নাতীকে ভয় পাইয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন লাভ হলো না তাতে। আগের রাতে সেই যে বেরিয়ে গেছে কজলভ, জানা গেল তারপর আর ফেরেনি।

পরদিন ভোর হওয়ার আগে ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর দুই হাজার সদস্যকে মস্কোর পথে ছেড়ে দিল বুদানিন। ফ্রল কজলভকে খুঁজতে লাগল তারা। কারও কাছে তার ছবি নেই বটে, তবে তার প্রয়োজনও নেই। বৃদ্ধের চেহারা-সুরত, আর সামনের তিনটে বাঁধানো দাঁতই তাকে সনাক্ত করতে যথেষ্ট।

সমস্যা একটা অবশ্য আছে। সেটা হলো মস্কো অনেক বড় শহর। ভিক্ষুক আর ছিন্নমূল মানুষের কোন সীমা-পরিসীমা নেই আজকাল, সেটাই বুদানিনের বড় দুশ্চিন্তার বিষয়।

তিন

মেয়েটিকে দেখলেন রাষ্ট্রদূত, পিটার ওয়েইন। ভদ্রলোক ষাটোর্ধ্ব। দীর্ঘদেহী। অনেক ঘা খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ। পাঁচ বছর হতে চলল এ দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের। মেয়েটির চেহারা খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হলো ওয়েইনের। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে।

আধখানা চাঁদের মত সোনালী রিডিং গ্লাসটা নেড়েচেড়ে ঠিকমত বসালেন তিনি নাকের ওপর, তারপর নজর দিলেন সামনের কালো ফাইলটার ওপর। 'তোমার গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে মেরেছে সে এটা?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সিলভিয়া থর্ন। 'বলেছে, "প্লীজ! এটা আপনার অ্যাম্বাসাডরকে দেবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইল"।'

'তারপর?'

'ঘটনার আকস্মিকতায় আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কোন প্রশ্ন করিনি তাকে।'

মাথা দোলালেন রাষ্ট্রদূত। 'খুব স্বাভাবিক। তারপর কি হলো?'

'অফিসে ফিরে ওটা নিজের রুমে নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ভিসা প্রার্থনার পিটিশন ভেবে গুরুত্ব দেইনি। পরে, চারটের দিকে হাতে কাজ নেই বলে ভেতরে কি আছে দেখতে গিয়ে দেখি পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো ধরনের কিছু। ভেতরের টাইটেল পেজে প্যাট্রিয়াটিক কোর্সের লোগো স্ট্যাম্প আছে। আর "আমার পার্টি" বা "আমার অনুসারী" ইত্যাদি উত্তম পুরুষের ব্যবহার দেখে সন্দেহ হলো এসব হয়তো আনাতোলি শেপিলভের বক্তব্য।'

'রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট? অস্বাভাবিক। অল রাইট, মিস। থাকুক এটা আমার কাছে, অবসরমত দেখব।'

'থ্যাঙ্কস, স্যার।' বেরিয়ে গেল সিলভিয়া। সন্ধে হয়ে গেছে তখন।

সে রাতে ফর্মাল এক ডিনার পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল মস্কভা হোটেলে, এড়ানোর পথ না থাকায় যেতে হলো পিটার ওয়েইনকে। পার্টি শেষ হতে দ্রুত অফিসে ফিরে এলেন কালো ফাইলটার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে না পেরে। বসলেন তিনি ওটা নিয়ে, ধীরেসুস্থে পড়তে শুরু করলেন। পিটার ওয়েইন দ্বিভাষী, রুশ ভাষায় চমৎকার দখল তাঁর।

পড়তে পড়তে একসময় হুঁশ হলো, ঘড়ি দেখলেন রাষ্ট্রদূত। মাই গড বারোটা! তাড়াতাড়ি বাসায় ফোন করে স্ত্রীকে জানালেন, হঠাৎ করে খুব জরুরী কাজ পড়ে গেছে বলে আজ আসছেন না তিনি রাতে। তারপর আবার পড়লেন ফাইল নিয়ে। মোট চল্লিশ পাতার ফাইল ওটা, সাবজেক্ট হেডিং আছে এক কুড়ি। পড়তে পড়তে যতই ভেতর দিকে এগোচ্ছেন রাষ্ট্রদূত, ততই বাড়তে থাকল বিস্ময়। এ ফাইলের বক্তব্য বিন্দুমাত্র সত্যি হওয়ার চান্স আছে, বিশ্বাসই হচ্ছে না তাঁর। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করতে পারছেন না বলে ভীষণরকম অস্বস্তি বোধ করছেন ওয়েইন।

এর মূল যে বিষয়গুলো তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশে আবার নতুন করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, বন্ধ করে দেয়া সমস্ত পেভ লেবার ক্যাম্প নতুন করে চালু এবং আরও ক্যাম্প নির্মাণ, দেশের ইহুদি ও মুসলিম অধিবাসীদের বিষয়ে 'চূড়ান্ত সমাধান' নির্ধারণ, চেচেনদের 'উচিত শিক্ষা' দেয়া ইত্যাদি। এসব সমস্যার নিষ্পত্তির পর আছে আরও বড় ধাপ–যে সব স্টেট নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে আলাদা হয়ে গেছে রাশিয়া থেকে, সেগুলোকে আবার দখল করে ক্রেমলিনের নতুন রং করা পুরানো শেকলে বাঁধা। এবং তারপর রুশ অর্থোডক্স চার্চ ও অন্য সব ধর্মীয় উপাসনালয়ের উপযুক্ত বিহিত ব্যবস্থা করা।

ম্যানিফেস্টোয় স্পষ্ট করে বলা আছে, চরম লজ্জাজনক পরিণতি মেনে নিতে বাধ্য হওয়া রুশ আর্মড ফোর্সের তিনটি শাখাকেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে, নতুন করে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যন্ত্রপাতিসজ্জিত করা হবে তাদের। কেবল দেশ রক্ষার জন্যে নয়, বরং 'তথাকথিত স্বাধীন' বেলারুশ, বাল্টিক স্টেটসমূহ এবং ইউএসএসআরের দক্ষিণাঞ্চলীয় সমস্ত প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও মলদোভা প্রভৃতি পুনরুদ্ধারের জন্যে। নিষ্ক্রীয় পারমাণবিক কেন্দ্রগুলো চালু করা হবে ফের, নতুন নতুন নিউক্লিয়ার মিসাইল ইত্যাদি স্থাপন করা হবে পুরানো মঞ্চ পুনর্নির্মাণ করে।

পুনর্দখল করা রাষ্ট্র আর প্রজাতন্ত্রগুলোকে বাধ্য করা হবে তাদের রুশ প্রভুর জন্যে খাদ্য উৎপাদনে। জাতীয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কর্নেল ভাদিম বুদানিনের নেতৃত্বাধীন ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বর্তমানের ছয় হাজার থেকে বাড়িয়ে দুই লাখে উন্নীত করা হবে। যে সব 'সমাজ বিরোধী গোষ্ঠি' আছে, যেমন মুক্ত চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ধর্মযাজক, ইহুদি, মুসলমান প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এ বাহিনী।

ওটা পড়ে নিজের এবং আরও অনেকের বহুদিনের পুরানো এক প্রশ্নের জবাবও পেলেন পিটার ওয়েইন। ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্স দলের যে অকল্পনীয় খরচ, এত বিপুল অর্থ কোত্থেকে জোগাড় হয়, অনেক চেষ্টা করেও জানা সম্ভব হয়নি এতবছর। আজ অনায়াসেই তা জানা গেল। আনাতোলি শেপিলভের ফান্ড জোগায় মস্কোর মাফিয়া গ্রুপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ক্ষমতাধর *দোলগোরুকি* মাফিয়া।

'৯০ সালের পর ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য মাফিয়া গ্রুপের জন্ম হয়

রাশিয়ায়। নিজেদের মধ্যে এলাকা ও বখরা ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে প্রায় নিত্য ঝগড়া-ফ্যাসাদ, সশস্ত্র মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত দলগুলো। তাদের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকেই সর্ববৃহৎ ছিল *দোলগোরুকি* মাফিয়া। পিটার ওয়েইনের সামনে যে খোলা ফাইলটা আছে, ওটা যদি মিথ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে এই দলটিই অর্থ জুগিয়ে আসছে শেপিলভকে। ভবিষ্যতে তার দল ক্ষমতায় বসার পর এর প্রতিদান দিতে হবে তাকে, বাকি সব মাফিয়া গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করে *দোলগোরুকিকে* একচ্ছত্র আধিপত্য দিতে হবে।

পঞ্চমবারের মত পড়া এবং ওটার যাবতীয় বক্তব্য অনুধাবন করার কাজ সেরে ফাইল বন্ধ করলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। তখন ভোর পাঁচটা বাজে। তারপর হেলান দিয়ে ক্লান্ত, লাল চোখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অপলক। অন্যমনস্ক। উদ্বিগ্ন এবং উৎকণ্ঠিত। বৃদ্ধের কথা ভাবলেন তিনি, কে মানুষটা? এ ফাইল কি করে হাতে এল তার? সিলভিয়াকেই কেন দিল সে এটা? অনেক বছর হলো ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন ওয়েইন, কিন্তু ভাবছেন এই মুহূর্তে একটা সিগারেট পেলে হত, জড় চিন্তার গোড়ায় খানিকটা ধোঁয়া দেয়া গেলে মন্দ হত না।

আধঘণ্টা পর উঠলেন রাষ্ট্রদূত, ফাইলটা নিজের সুরক্ষিত সেফে লক করে বেরিয়ে এলেন এমব্যাসি থেকে। আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে তখন। পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে ওপারের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ক্রেমলিনের দিকে তাকালেন ওয়েইন। অপূর্ব, মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য। নিচ থেকে ছোঁড়া তীব্র নীলচে আলোর বন্যায় ঝলমল করছে ওটার প্রতিটি অনিয়ন-ডোম। প্রাসাদটিকে ঘিরে স্কয়্যারে যতগুলো ক্যাথেড্রাল আছে, সেগুলোর ডোমও জ্বলছে। কোন তুলনা হয় না এই নয়নাভিরাম দৃশ্যের।

পিটার ওয়েইন জানেন না, তিনি যেমন ক্রেমলিনের দিকে তাকিয়ে আছেন, তেমনি ফ্রল কজলভও ওপার থেকে এদিকেই তাকিয়ে আছে। জানার কথাও নয় অবশ্য তার। সিলভিয়া থর্নের হাতে ফাইলটা গছিয়ে দেয়ার পর সেই যে ওখানে গিয়ে বসেছে সে, আর নড়েনি।

স্টোন ব্রিজের দিকে পা বাড়ালেন রাষ্ট্রদূত। রাস্তার পাশে, ব্রিজের পেভমেন্টে ঘুমিয়ে আছে কয়েকশো ছিন্নমূল মানুষ। ভাগ্য ভাল যে ঘুমিয়ে আছে, নইলে হাঁটার কথা ভাবাই যেত না। ব্রিজ পার হয়ে লুবিয়াঙ্কা স্কয়ারে এসে পড়লেন ওয়েইন, আগে এর নাম ছিল দযেরঝিনস্কি স্কয়ার। তার এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বিশাল, প্রাচীন ভবনের একটা ব্লক–মস্কো সেন্টার নামে পরিচিত। ওটা কেজিবির হেডকোয়ার্টার ছিল অতীতে।

ওই ব্লকের পিছনেই লুবিয়াঙ্কা কারাগার। তার পিছনে আছে দুটো রাস্তা–বিগ লুবিয়াঙ্কা ও লিটল লুবিয়াঙ্কা। পরেরটা ধরে এগোলেন ওয়েইন। মাত্র দশ গজ দূর থেকে পেভমেন্টে তন্দ্রাচ্ছন্ন ফ্রল কজলভকে অতিক্রম করে গেলেন তিনি। লিটল লুবিয়াঙ্কার মাঝামাঝি জায়গায় সুপ্রাচীন সেইন্ট লুইস চার্চে এসে ঢুকলেন। একই সময়, তাঁর একশো গজ পিছনে, পেভমেন্ট ঘেঁষে দাঁড়াল দুটো মস্কভিচ। সাত আটজন ব্ল্যাক গার্ড সদস্য বের হলো ওটা থেকে, ঘুমন্ত ছিন্নমূলদের ভিড়ে নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজছে তারা।

মস্কো সেন্টার ভবনের আড়ালে বলে দৃশ্যটা দেখতে পেলেন না রাষ্ট্রদূত। কিছু সময় খোঁজাখুঁজির পর, ইউরোপের সবচেয়ে বড় খেলনার দোকান *দেতস্কি মির* বা শিশুদের ভুবনের সামনে থেকে কজলভকে পাকড়াও করল তারা। ওদিকে চার্চের বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে নিচু কণ্ঠে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছেন তখন পিটার ওয়েইন। বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে বলে চলেছেন, 'ও ডিয়ার গড! ওটা যেন সত্যি না হয়। ওটা যেন জাল হয়। হে ঈশ্বর! যদি তা না হয়, তোমার কাছে এ দেশের হতভাগ্য, ক্ষুধার্ত জনগণের সুখ-শান্তি ভিক্ষে চাইছি আমি। মানবতার এত বড় শত্রুকে একমাত্র তুমিই পারো প্রতিহত করতে। যদি ওকে ঠেকানো না যায়, তাহলে...তাহলে...' তাহলে যা হবে, তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেলেন না রাষ্ট্রদূত। ওদিকে তখন টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা হলো কজলভকে। তন্দ্রার ঘোরে মুখ হাঁ করে বসে ছিল সে দেতস্কি মিরের দেয়ালে হেলান দিয়ে। চকচকে আয়নার মত সামনের তিনটে দাঁত দেখা যাচ্ছিল তার।

পিটার ওয়েইন যখন বের হলেন চার্চ থেকে, তখন হাওয়া হয়ে গেছে মস্কভিচ দুটো। অফিসে ফিরে এলেন তিনি। অফিস আওয়ার শুরু হতে তখনও অনেক বাকি। সারারাত দূতাবাস প্রধান ঘুমাননি, বাসায়ও যাননি, কেউ জানল না তা গার্ডরা ছাড়া। জরুরী প্রয়োজনের জন্যে সবসময়ই অফিসরুমের লকারে এক সেট করে নতুন সুট, টাই, শার্ট, জুতো ইত্যাদি মজুত থাকে তাঁর। শেভ সেরে ভাল করে চোখমুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টালেন তিনি।

তারপর তাঁর ডেপুটি, জর্জ গিটন ও টিমোথি চার্লটনের ঘুম ভাঙালেন ফোনে, দু'জনকেই ন'টার মধ্যে অফিসে আসার অনুরোধ জানালেন। প্রথম জন দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি (কালচার), এবং স্থানীয় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসেরও সেকেন্ড ম্যান। পিটার ওয়েইন স্বয়ং তার স্টেশন হেড। পরেরজন দূতাবাসের নিরাপত্তা প্রধান।

ঠিক ন'টায় রাষ্ট্রদূতের অফিসরুমে মীটিং বসল তিনজনের। তার আগে ডিটেক্টরের সাহায্যে রুমে কোন 'ছারপোকা' বা লিসনিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করা হয়েছে কি না, খুঁজে দেখা হয়েছে তন্নতন্ন করে। 'আমাদের নতুন কোলিগ, অ্যাসিসটেন্ট প্রেস অ্যাটাশে, মিস থর্ন মারফত একটা ফাইল হাতে পড়েছে আমার,' বললেন রাষ্ট্রদূত। 'ফাইলের বিষয়বস্তু তোমাদের জানার প্রয়োজন নেই। যদিও ব্যাপারটা, আই মীন ফাইলের বিষয়বস্তু, যদি সত্যি হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে খুব বড় ধরনের এক বিপদে পড়তে যাচ্ছে এ দেশ। যার সাথে ব্রিটেনসহ ইউরোপের প্রায় সব দেশ, আমেরিকা, সবাই বিপদে পড়বে।'

ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিয়ে আবার শুরু করলেন রাষ্ট্রদূত, 'তোমাদের কাজ হচ্ছে যে লোক ফাইলটা দিয়েছে সিলভিয়াকে, তাকে খুঁজে বের করা। সম্ভব হলে আর কি! সে কে, জানতে চাই আমি। কি করে এমন এক হাইলি ক্লাসিফায়েড ফাইল তার হাতে পড়ল, এবং কেন সে ওটা সিলভিয়াকেই দিল, জানা গেলে ভাল হয়। আমাদের এমবাসিতে এমন কেউ আছে যে ড্র কর পারে?'

'ড্র?' জর্জ গিটন প্রশ্ন করল।

'মানে ছবি আঁকতে পারে কি না। পোর্ট্রেট।'

'ভিসা সেকশনের একজনের স্ত্রী পারে,' বলল অন্যজন। 'লন্ডনে নিজের আর্ট স্কুল ছিল তার, ইলাস্ট্রেটর।'

'গুড! সিলভিয়াকে তার সাথে ভিড়িয়ে দাও। আমার হয়ে মহিলাকে অনুরোধ করবে যেন সে সিলভিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী মানুষটির পোর্ট্রেট এঁকে দেয়। যদি পাওয়া যায় ছবি, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে তোমাদের। মেরিনদের বলবে সামনের রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখতে। বলা যায় না, সে নিজেই আসতে পারে। যদি আসে, ব্যাকডোর দিয়ে ভেতরে ঢোকাতে হবে তাকে। মিলিশিয়া গার্ডরা যেন না দেখে। আমি কয়েকদিনের জন্যে লন্ডন যাচ্ছি।'

'কখন?' খানিকটা বিস্মিত হলো গিটন। নিঃসন্দেহে বুঝেছে, ও ফাইলের বক্তব্য যা-ই হোক, মিথ্যে হওয়ার চান্স প্রায় নেই-ই। থাকলে হুট্ করে লন্ডন ছুটতেন না পিটার ওয়েইন।

চোখের কোণ চুলকালেন রাষ্ট্রদূত। 'দুপুরের ফ্লাইটে।' চার্লটনের দিকে ফিরলেন। 'লোকাল পুলিসে তোমার যে কন্ট্যাক্ট, কি যেন তার নাম?'

'নিকোলাই বেরদেনিকভ। পেত্রোভকা হেডকোয়ার্টার্সে অফিস তার, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে।'

'লোকটার পোর্ট্রেট আঁকা যদি সম্ভব হয়, ওটা তাকে দেখিয়ো। হয়তো চিনতেও পারে সে বুড়োকে। কিন্তু ছবি হাতছাড়া কোরো না।'

দশটায় অফিসে পৌঁছল সিলভিয়া থর্ন। সিঁড়িগোড়ায় ঠেকাল তাকে টিমোথি চার্লটন, নিচুকণ্ঠে রাষ্ট্রদূতের অনুরোধ জানাল। পৌঁছে দিল জায়গামত। মহিলার আঁকার হাত চমৎকার। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে চারকোল আর রং পেন্সিল দিয়ে ফ্রল কজলভের স্কেচ এঁকে ফেলল সে। সবশেষে তার ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতর দৃশ্যমান কয়েকটা দাঁতের মধ্যে তিনটের চেহারা চকচকে করে তুলল সিলভার টিপেক্স ব্যবহার করে। হাতের কাজ শেষ হতে পিছিয়ে গেল মহিলা, ছবিটার দিকে বিমোহিতের মত তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া থর্ন। 'দ্যাট'স হিম!'

লাঞ্চের পর ওটা দেখলেন পিটার ওয়েইন। সন্তুষ্ট হয়ে তুলে দিলেন চার্লটনের হাতে। 'আগে আমার জন্যে সাইড-আর্মের ব্যবস্থা করো, প্লীজ,' বললেন তিনি। 'পৌঁছে দাও আমাকে শেরেমেতিভো।' ফাইলটা ব্রীফকেসে ভরে তৈরি হলেন। বাঁ কবজিতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তার সাথে জুড়ে নিলেন ওটার হাতল।

একটু পর দূতাবাস প্রাঙ্গণ ত্যাগ করল রাষ্ট্রদূতের জাগুয়ার। পিছনেই আরেক গাড়ি, যাতে রয়েছে তাঁর এসকর্ট–টিমোথি চার্লটন ও রয়্যাল ব্রিটিশ নেভির তিন সশস্ত্র মেরিন। গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় খানিকটা তফাতে, পথের পাশে দাঁড়ানো এক কালো চইকার ওপর চোখ পড়ল তাদের সবার। ওটার মধ্যে রাষ্ট্রদূতের গাড়িকে অনুসরণ করার কোন লক্ষণ না দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করল চার্লটন, ভুলে গেল ওটার কথা।

পিটার ওয়েইনের গাড়ি ওটার আরোহীদের লক্ষ্যবস্তু নয়, তারা বসে আছে আসলে একটা লাল রোভারের ে.র হওয়ার অপেক্ষায়। ঠিক দুটোয় মস্কোর মাটি

ত্যাগ করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিশাল ডাবল ডেকার, এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সীটে হেলান দিয়ে বসলেন পিটার ওয়েইন। হৃষ্টচিত্তে টনিক ও জিনের অর্ডার দিলেন।

মস্কো, ১৯৮৭। কুটুজভস্কি প্রসপেক্টের বাংলাদেশ দূতাবাস ভবন। বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান চলছে এখানে আজ। প্রচুর অতিথির আগমন ঘটেছে, গমগম করছে দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্রথমে ভূরিভোজ, তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওপর প্রামাণ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রতিবছর এ দিনে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দৃঢ় সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতার কথা স্মরণ রেখে বিশেষ করে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশ দূতাবাসে এ দিনের উৎসব ব্যাপকভাবে পালন করা হয়ে থাকে। এবারও তাই হচ্ছে।

এ অনুষ্ঠানে কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, তার জন্যে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই, যেমনটা অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এতে এদেশের মন্ত্রী থেকে শুরু করে চাকরিরত, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার বা ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারদেরও আমন্ত্রণ করা যায়, এবং করা হয়েও থাকে। সাথে প্রচুর বিদেশী ও বাংলাদেশী তো আছেই।

রুশ আমন্ত্রিতদের মধ্যে এক ডাক্তার আছেন। ভদ্রলোক বেশ বয়স্ক। প্রফেসর মিলোভিদভ। মস্কোর এক্সক্লুসিভ কেজিবি ক্লিনিকের ডিপার্টমেন্ট হেড। এই ভিড়ের মধ্যে রাষ্ট্রদূতকে কি করে একটু নিভৃতে পাওয়া সম্ভব, দুটো কথা বলা সম্ভব তাঁর সাথে, ভেবে পাচ্ছেন না প্রফেসর। প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার। তবু যে করে হোক, এরইমধ্যে দেখা করতে হবে তাঁকে ভদ্রলোকের সাথে। করতেই হবে।

মরিয়া হয়ে উঠলে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। মিলোভিদভও সক্ষম হলেন। অন্তত রাষ্ট্রদূতের দু'ফুটের মধ্যে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াবার এবং তাঁর সাথে হাত মেলাবার সুযোগ শেষ পর্যন্ত করে নিতে পেরেছিলেন তিনি। হ্যান্ডশেকের সময় রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোকের হাসির আচমকা হোঁচট খাওয়া, আর চেহারার বিমূঢ়ভাব লক্ষ করেছেন প্রফেসর। এরপর আর দাঁড়াননি তিনি, সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে তার আগে নিশ্চিন্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদূতের ডান হাতটাকে দ্রুত তাঁর কোটের সাইড পকেটে ঢুকে যেতে দেখে। ওইটুকুই কাজ ছিল প্রফেসরের, বাকি কাজ করবেন রাষ্ট্রদূত।

অনেক রাতে, আমন্ত্রিতদের বিদেয় করে দ্রুত নিজের অফিসে এসে দরজা বন্ধ করলেন রাষ্ট্রদূত, শামসুল হক। পকেট থেকে বের করলেন প্রফেসরের দেয়া জিনিসটা। দলা পাকানো মুখ বন্ধ একটা খাম ওটা। ভেতরে চিঠি হয়তো। ওপরে ইংরেজিতে লেখা: মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, ঢাকা ঠিকানায় দ্রুত পাঠিয়ে দেবেন এটা দয়া করে। অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরী।

পরদিন, ১৭ ডিসেম্বর ঢাকার উদ্দেশে উড়াল দিল সে খাম।

দু'দিন পর মাসুদ রানার হাতে পড়ল ওটা। খাম ছিঁড়ে ভেতরে যা আছে বের করল ও–দুটো চিঠি। একটা লিখেছে মেজর ইগর বাদানভ, অন্যটা তার স্ত্রী,

ইয়েলিনা বাদানভ। বেশ অবাক হলো রানা। ওকে কি এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ল বাদানভের যে দূতাবাসের মাধ্যমে চিঠি পাঠাতে হলো? সে কি করে জানল ওকে কোন ঠিকানায় চিঠি দিতে হবে? অবশ্য একটু পরই জবাবটা পেয়ে গেল রানা, এবং বজ্রাহতের মত বসে থাকল। এত বড় একটা দুঃসংবাদ, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ওর।

কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। ইগর বাদানভের চিঠির ডেট লাইন, আর অনেক কষ্টে লেখা আঁকাবাঁকা হাতের লেখার মধ্যেই আছে তার সত্যতার প্রমাণ। প্রথম থেকে আবার পড়তে শুরু করল ও চিঠিটা। ওটা এরকম:

নিঝনি তাগিল লেবার ক্যাম্প
সেপ্টেম্বর, '৮৭

প্রিয় বন্ধু মাসুদ রানা,

যেদিন তুমি আমার একমাত্র ছেলের প্রাণ রক্ষাকারী ওষুধটি একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে তুলে দিয়ে গেলে আমার হাতে, সেদিন থেকে তোমাকে আমার এবং আমার ছেলের নব জন্মদানকারী বন্ধু হিসেবে নিয়েছি আমি, তাই বন্ধু বলে সম্বোধন করলাম। সেদিন যাওয়ার সময় তুমি আমাকে মেজর সম্বোধন করে চমকে দিয়েছিলে, যা সাধারণ কারও জানার কথা নয়। তাই পরে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি তোমার ব্যাপারে, জেনেছি যে তুমি সাধারণ নও, যে কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার আসল পরিচয় বের করে ফেলেছ তুমি। আমিও জেনেছি তুমি কে।

আমি জানি না এ চিঠি কোনদিন তোমার হাতে পড়বে কি না। যদি পড়ে, নিশ্চিত জেনো, ততদিনে এ গ্রহের সমস্ত দেনা-পাওনা সময় হওয়ার অনেক আগেই মিটিয়ে দিয়ে চিরবিদায় নিতে হয়েছে আমাকে। তাই বিদায় বার্তা পাঠাচ্ছি তোমাকে।

গত তিন মাস এই লেবার ক্যাম্পে আছি আমি। তার আগে একমাস থাকতে হয়েছে মস্কোর লেফোরতোভো কারাগারে। তোমার দেয়া ওষুধ নিয়ে মস্কো এসেছিলাম আমি তিনদিন পর, এক মাসের ছুটিতে। সেখানে এক দিন পর গ্রেফতার করা হয় আমাকে। সৌভাগ্য যে তার আগেই ওষুধটা ছেলেকে ইঞ্জেক্ট করাতে পেরেছিলাম আমি গোপনে। আমার ছেলের নাম রোমানভ। শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত ও সুস্থ ছিল বলে জানি। তারপর তিন মাসে আর কোন খবর পাইনি। আফসোস! মৃত্যুর আগে যদি একবার জেনে যেতে পারতাম ও কেমন আছে। রোমানভের জন্ম বিদেশে, জন্মের পর ছুটি-ছাটায় দেশে ওর মার সাথে বেড়াতে যেতে দেয়া ছাড়া কখনও আমার কাছছাড়া করিনি ওকে। আমার ভারী ন্যাওটা। আমি বিছানায় না যাওয়া পর্যন্ত রাতে ঘুম হত না রোমানভের। সেই ছেলে এখন প্রতিদিন আমাকে ছাড়া কি করে ঘুমায় তাই ভাবি।

থাক সে সব কথা। কায়রোয় আমার যে স্টেশন হেড ছিল, কর্নেল ঝাকারোভিচ ইয়েরজিন, তার সাথে রোমানভের অসুখ আর তার প্রতিষেধক নিয়ে সামান্য তর্ক হয়েছিল আমার, যেদিন তোমার-আমার প্রথম দেখা হয়,

সেদিন। ওইদিন থেকেই আমার পিছনে লোক লাগিয়েছিল কর্নেল। আমাদের কথা বলতে দেখেছে তার চর, দুদিনই। তবে আমার সৌভাগ্য যে সে আমাদের ওষুধ দেয়া-নেয়ার বিষয়টা ওরা দেখতে পায়নি। তাহলে কোন সান্ত্বনাই আজ থাকত না। আমার বিরুদ্ধে ইয়েরজিনের অভিযোগ, কেজিবির এক সময়ের কর্নেল, আইভান গরস্কির হত্যাকারীর সাথে হাত মিলিয়ে তার মাধ্যমে আমি নাকি দেশের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য পাচার করছি।

কয়েক বছর আগে আইভান গরস্কি মস্কোয় তোমাকে গ্রেফতার করে বলে শুনেছি আমার ইন্টারোগেটরের মুখে। লুবিয়াঙ্কা থেকে তোমাকে পটমা কমপ্লেক্সের সার্বস্কি ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরের সময় তুমি নাকি কর্নেলের সাথে আরও দুই অফিসারকে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিলে। আমার ইন্টারোগেটর কর্নেল গরস্কির কাজিন। এ-ও এক কর্নেল, নাম ভাদিম বুদানিন।

কর্নেল গরস্কির মৃত্যুর খবর আমি জানতাম, কিন্তু সে জন্যে যে তুমিই দায়ী, তা এই প্রথম শুনলাম। তবে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কি জবাব দেব বলো! আমি তো জানি, স্রেফ তর্ক করার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই আমাকে ফাঁসিয়েছে ইয়েরজিন। যে জবাব দিয়েছি, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি কর্নেল বুদানিন। অবশ্য শত নির্যাতনের মুখেও তোমার দেয়া ওষুধটির কথা বলিনি আমি। তাহলে ওটা যে ইঞ্জেক্ট করেছে রেমানভের দেহে, কেজিবি ক্লিনিকের হেড, প্রফেসর মিলোভিদভ, তিনিও বিপদে পড়তেন। মানুষটি খুবই ভাল, অনেকভাবে সাহায্য করেছেন আমাকে গোপনে। আমার দেশে এ খুবই বিরল এক ঘটনা।

লেফোরতোভোর আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে কী ধরনের নির্যাতন চালানো হয় এত বছর জানতাম না আমি। এবার জেনেছি, তাও আমাকে দিয়েই। প্রকাশ্যে কোনদিন ধর্ম পালন করিনি আমি। ঈশ্বরকে ডেকেছি মনে মনে, কে কোন ফাঁকে শুনে রিপোর্ট করে, সেই ভয়ে। কিন্তু লেফোরতোভোয় রোজ রাতে যখন মুক্তি পেতাম বুদানিনের হাত থেকে, নির্ভয়ে চেঁচিয়ে তাঁকে ডেকেছি আমি, প্রতিমুহূর্তে নিজের মৃত্যু কামনা করেছি। আসেনি মরণ। এখনও বেঁচে আছি আমি, রক্তমাংসের এক দলা হয়ে। আমার স্ত্রীও আজ আমাকে চিনতে পারবে না। মাথায় চুল নেই আমার, সব উপড়ে ফেলেছে বুদানিন। সত্যি কথা বলছি না কেন, এই রাগে দিনের পর দিন ক্রমাগত ঘুসি মেরে প্রতিটি দাঁত ভেঙে ফেলেছে। দেহের অসংখ্য ক্ষতে পুঁজ জমে এমন হয়েছিল যে শুতেও পারতাম না।

এক মাস পর ওখান থেকে আমাকে এই লেবার ক্যাম্পে যাবজ্জীবন নির্বাসন দেয়া হয়েছে। এখানে খাবার খুব কম, কাজ অনেক বেশি। কাঁধে করে লগ টানতে হয় আমাকে এখানে। এই করতে গিয়ে দুই কাঁধেরই কলার বোন ভেঙে গেছে আমার, তারপরও রেহাই নেই। ভাঙা কাঁধে করেই লগ টানতে হয়। এখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, অবস্থা যাই হোক, বন্দীদের জন্যে কোন ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ভাঙা হাড়ে ঘষা লেগে লেগে যে অবস্থা হয়েছে, তার বর্ণনার ভাষা আমার নেই।

জানি, খুব অল্পদিনের মধ্যে মারা যাচ্ছি আমি, কিন্তু সে জন্যে দুঃখ করি না। আমার রোমানভ তো বেঁচে থাকবে। ওর জীবন রক্ষা করার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সে বার না চাইতেই অনেক বড় সাহায্য করেছিলে আমাকে, যার কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। তাই আজ নিজে থেকে নতুন আরেক সাহায্য চাইতে দ্বিধা হচ্ছে। তবু আমি নিরুপায়, না চেয়ে উপায় নেই। যদি কোনদিন এ চিঠি তোমার হাতে পড়ে, আমার স্ত্রী আর ছেলেকে সম্ভব হলে এ দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেয়ো। আমি জানি তুমি তা পারবে। ইয়েলিনা উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে, সুযোগ পেলে অন্য যে কোন দেশে নিজেদের পেট চালানোর একটা ব্যবস্থা ও নিজেই করে নিতে পারবে। আমি চাই না এ দেশের নষ্ট সিস্টেমে বড় হোক আমার ছেলে।

এই ক্যাম্পে আমার এক সহবন্দী, একজন নামকরা লেখক, আগামী মাসে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন, এ চিঠি তিনি পৌঁছে দেবেন প্রফেসর মিলোভিদভের হাতে। তারপর, হয়তো কোনদিন তোমার হাতে পৌঁছবে, সেই আশা বুকে নিয়ে বহুদিন ধরে একটু একটু করে লিখলাম এ চিঠি। গত কিছুদিন থেকে প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছি। হতে পারে এটাই হয়তো শেষ ধাক্কা। সবশেষে, বিদায় স্পাসিবো। ভাল থেকো। তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

তোমার অযাচিত ভালবাসাধন্য
ইগর বাদানভ

চিঠিটা বারবার ভাঁজ করতে লাগল মাসুদ রানা, বারবার খুলে চোখের সামনে মেলে ধরতে লাগল। নিজেকে সংবরণ করার কোন চেষ্টাই করল না ও, বাধা দিল না লবণ পানির স্রোতকে। ওরই মাঝে দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল। ছোট্ট চিঠি এটা। ইয়েলিনা লিখেছে:

জনাব মাসুদ রানা,

আমার স্বামীর সহবন্দী, লেখক ভদ্রলোক মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন। প্রফেসর মিলোভিদভের সহায়তায় তাঁর সাথে দেখা হয়েছে আমার। আপনাকে লেখা চিঠি শেষ করার চারদিন পর, ৮ নভেম্বর রাতে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে বাদানভের। তখন থেকেই এ চিঠি লেখক ভদ্রলোকের কাছে ছিল। আমি বর্তমানে '—' মস্কো, ঠিকানায় আছি।

ইয়েলিনা পেত্রোভনা

অফিসরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে কাঁদল সেদিন মাসুদ রানা। ফুলে ফুলে ছোট্ট শিশুর মত কাঁদল অঝোরে। অসহ্য দুঃখে, বেদনায় বুকের ভেতরটা ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে গেল ওর সেদিন।

কে জানত, ছেলের জীবন রক্ষার জন্যে সাহায্য করতে গিয়ে সেদিন ও অজান্তে বাদানভের মৃত্যুকেই পথ দেখাতে যাচ্ছে? এমন দীর্ঘ যন্ত্রণাময়, অসহনীয়,

কষ্টকর মরণ ডেকে আনছে তার?

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো মাসুদ রানার। প্রকাশ না করলেও ওর ওপর কতবড় এক ভুল ধারণা বুকে পুষে চিরতরে চলে গেল ইগর বাদানভ, ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার দশা হলো। সে জানল না, রানা হত্যা করেনি কর্নেল গরস্কিকে, নিজের দোষে মারা গেছে সে। নিজের বোকামিতে মরেছে। গাড়ি করে যখন ওকে সার্বস্কি ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে ড্রাইভারকে আঘাত করে ও, ফলে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে তুষারমোড়া রাস্তায়।

এক পর্যায়ে গাড়ি উল্টে যাওয়ার সামান্য আগে পিছনের ভাঙা ফোকর গলে বেরিয়ে পড়ে রানা। ওকে ধরার জন্যে এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিল গরস্কি যে গাড়ি যে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে, খেয়াল করেনি। দরজা জ্যাম হয়ে যাওয়ায় জানালা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল সে। যেদিক দিয়ে বের হতে চাইছিল গরস্কি, সেদিকেই কাত হয়ে পড়ে গাড়ি, ফলে কোমর ভেঙে মৃত্যু হয় তার।*

অনেকক্ষণ কেঁদে শান্ত হলো মাসুদ রানা। প্রতিজ্ঞা করল, প্রথম সুযোগেই বাদানভ হত্যার প্রতিশোধ নেবে ও।

তার শেষ অনুরোধ ভোলেনি রানা। দু'মাসের মধ্যে ইয়েলিনা ও রোমানভকে বের করে এনেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। নিউ ইয়র্কে আছে এখন ওরা। চাকরি করছে ইয়েলিনা, ভাল আছে। বাদানভের আদরের ধন রোমানভ লেখাপড়া শিখছে।

ছেলে বুদ্ধিমান। বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই মাকে আড়ালে-আবডালে চোখ মুছতে দেখেছে সে অনেকদিন। তাই এখন আর ও কথা মুখে আনে না। প্রিয় বাবার কথা মনে পড়লে কোথায় যেন হারিয়ে যায় সে।

আমেরিকা গেলে ওদের সাথে দেখা করা রানার রুটিন কাজ। যতবারই মা-ছেলের সাথে দেখা হয়, ততবারই বুদানিনকে হত্যা করার শপথ নতুন করে নেয় ও।

চার

মারা যাচ্ছে ফ্রল কজলভ। তার সারাদেহ জুড়ে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহের মত বয়ে চলেছে তীব্র বেদনার ঢেউ, উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বিরতিহীন–কেবলই পা থেকে মাথা পর্যন্ত উঠছে আর নামছে, নামছে আর উঠছে। এত যন্ত্রণা, এত বেদনা, তবু চিৎকার দূরে থাক, গোঙাতেও পারছে না বৃদ্ধ। শক্তি নেই। স্বর ফোটাতে পারছে না সে গলায়।

হিউম্যান অ্যানাটমি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখে কর্নেল ভাদিম আন্তনোভিচ

* অগ্নিশপথ

বুদানিন। কোথায় মারলে সবচেয়ে বেশি ব্যথা পায় মানুষ, অথচ চেঁচাতে পারে না, খুব ভাল জানে সে। সঠিক স্থানে প্রয়োগ করা গেলে এ ওষুধ যে কত কার্যকর বোঝে। কর্নেল যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে কাউকে পরপারে পাঠাতে হবে, তখন তার ওপর এ ওষুধ ব্যবহার করে সে নিপুণ শিল্পীর মত। পরিমিত মাত্রাবোধ রেখে, যাতে ফট্ করে মরে না যায় অপরাধী। যেন যাওয়ার আগে হাজারবার নরক দর্শন করে যেতে পারে সে। কজলভের বেলায়ও তাই করছে সে এ মুহূর্তে। একই কাজ এখানেই, গতকালও করতে হয়েছে তাকে বরিস নিকিতিনের জন্যে।

আজ ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সে কজলভকে। লোকটাও ভাল মানুষের মত তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে গড় গড় করে। মিথ্যে বলেনি কিছু, যা সে করেছে, স্বীকার গেছে অপকটে। পুরোটা সময় কজলভের মুখোমুখি বসে, নরম গলায় প্রায় বন্ধুর মত জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কর্নেল। একা। সে সময় কোন ব্ল্যাক গার্ড সদস্যকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি, কারণ তার ইচ্ছে নয় খোয়া যাওয়া কালো ফাইলটার খবর ওদের কানে যাক।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই প্রশ্ন বহুবার করেছে কর্নেল, প্রতিবার একই উত্তর দিয়েছে বৃদ্ধ ক্লীনার। যেহেতু সত্যি সত্যি যা ঘটেছে তাই বলে গেছে, সেহেতু কোন হেরফের হয়নি তার জবাবে। অবশেষে, দুপুর পেরিয়ে যাওয়ার পর সন্তুষ্ট হলো কর্নেল, বুঝল এর পেট থেকে নতুন আর কিছু বের হওয়ার নেই।

তবে একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লেগেছে বুদানিনের, তা হলো ওই ফাইল ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেয়ার কারণ হিসেবে বৃদ্ধের ব্যাখ্যা। কবে কোন আমলে পথহারা কজলভকে সাহায্য করেছে চার লিমি সৈন্য, বীয়ার খাইয়েছে, অমনি ওই জাতির প্রতি দুর্বলতা জন্মে গেল তার! আর, কবে একদিন তাকে ধমকেছে নিকিতিন, তাই তার ওপর রাগ করে…কী আশ্চর্য! এ কোন জাতের দুর্বলতা? কোন পদের রাগ? তবে ওসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেনি কর্নেল। চার ব্ল্যাক গার্ডকে দ্রুত পাঠিয়ে দিয়েছে সে ব্রিটিশ এমবাসির লাল গাড়িটার ওপর নজর রাখতে।

তারপর একটার দিকে বাকি চারজনের ওপর ছেড়ে দিয়েছে ক্লীনারের ভার। বসে বসে তাদের হাতের কাজ দেখেছে। দু'জন দুদিক থেকে ধরে খাড়া রেখেছে কজলভকে, বাকি দু'জন দু'হাতে পিতলের পাঞ্জা পরে আসল কাজ সেরেছে, একজন সামনে, অন্যজন পিছন থেকে। ব্যস্ততা নেই, কাজেই ধীরে সুস্থে কাজ সেরেছে তারা। একের পর এক ঘুসিতে প্রথমে ছিন্নভিন্ন হয়েছে বৃদ্ধের কিডনি, তারপর লিভার এবং প্লীহা।

এর মধ্যে তিনবার জ্ঞান হারিয়েছে কজলভ, যদিও অল্পক্ষণের মধ্যে বালতি ভর্তি ঠাণ্ডা পানির ঝাপটায় ফিরেও পেয়েছে। বাতাসে ভেসে থাকা বেলুনের মত সামনে থেকে ঘুসি খেয়ে একবার পিছনে, পিছন থেকে ঘুসি খেয়ে পরক্ষণেই সামনের দিকে ঝাঁকি খেয়েছে তার শীর্ণ দেহ, অজস্রবার। মুট্ মুট্ শব্দে নিজের পাঁজরের হাড় ভাঙার আওয়াজ একদম পরিষ্কার কানে গেছে কজলভের। চিৎকার করতে চেয়েছে সে বহুবার, কিন্তু গলার মধ্যে গরম, মিষ্টি আর আঠাল মণ্ডের মত কি যেন একটা আটকে ছিল, আওয়াজ বের হওয়ার পথ পায়নি ওটার জন্যে।

অবশেষে মুক্তি পেল ফ্রল কজলভ। রিব কেজের দুটো হাড় ভেঙে দুমড়ে ফুসফুসে সেঁধিয়ে যেতেই অসীম শূন্যে ডানা মেলে দিল তার প্রাণপাখি।

দুটোর খানিক পর নিজের গোপন আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে এলো কর্নেল বুদানিন। সে যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, মাথার ওপর দিয়ে কানে তালা লাগানো বিকট আওয়াজ তুলে, ঠিক কর্নেলের পায়ের কাছে মাটিতে নিজের দৈত্যাকার দেহের ছায়া ফেলে উড়ে গেল টেইল ফিনে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ছাপ মারা এক এয়ারবাস এ-৩০০। মুখ তুলে এক পলক দেখল ওটাকে কর্নেল। তির্যক এক রেখা ধরে খাড়া উঠে যাচ্ছে বিমানটা, সেই সাথে কাত হয়ে পশ্চিমদিকে ঘুরে যাচ্ছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাঁক ঘোরা সম্পন্ন করল ওটা, তারপর ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল দিগন্তে। পিছনে রেখে গেল হালকা ধূসর ধোঁয়ার মোটা, দীর্ঘ একটা রেখা।

জানতে পারল না কর্নেল, ওটায় চড়ে উড়ে যাচ্ছে তার আর শেপিলভের ধ্বংসের বীজ। তাদের সমাধিস্থলের নামফলক—ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো।

লন্ডন। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হেড অফিস। চীফ মারভিন লংফেলোর মুখোমুখি বসে আছেন ক্লান্ত, শ্রান্ত পিটার ওয়েইন। জবা ফুলের মত লাল, গর্তে বসা চোখে চীফের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। নিজ দেশের মাটিতে পা রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি ভদ্রলোক, তাই সন্ধে হয়ে গেছে দেখে হিথ্রো থেকেই ফোনে চীফকে অফিসে অপেক্ষা করতে বলেছেন তিনি, তারপর চেপেছেন বিএসএস-এর ছাপহীন বুলেটপ্রুফ গাড়িতে। ক্যামব্রিজে একই সাথে পড়াশুনা করেছেন লংফেলো আর ওয়েইন। লংফেলো অবশ্য দু'বছরের সিনিয়র। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওঁরা পরস্পরের।

রাষ্ট্রদূতের রওনা হওয়ার খবর যদিও পেয়েছেন বিএসএস চীফ, কিন্তু সে অন্যের মুখে। তিনি মস্কো ত্যাগের পর জর্জ গিটন ফোনে খবরটা জানিয়েছে। তখন থেকেই চাপা উদ্বেগের ভেতর আছেন তিনি। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে যে এত হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসতেন না ওয়েইন, কে না বোঝে।

'ড্রিঙ্ক?' ঠোঁটের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকা প্রশ্নটাকে ক্ষণিকের জন্যে দমন করে বললেন লংফেলো।

মাথা দোলালেন ওয়েইন। 'গুড আইডিয়া। তবে কড়া চাই। স্কচ।'

উঠে গিয়ে কেবিনেট থেকে বন্ধুর জন্যে বরফ ছাড়া ডবল ম্যাকালান নিয়ে এলেন চীফ। 'গিটনের মুখে শুনেছি তোমার আসার খবর।'

বড় এক ঢোক পানীয় গলায় ঢেলে মুখ বিকৃত করলেন রাষ্ট্রদূত। 'আমি নিজেই করব ভেবেছিলাম। কিন্তু নানান ঝামেলায় পারিনি।'

'ঠিক আছে। এবার বলো, কেন এসেছ।'

বললেন রাষ্ট্রদূত।

'ওটা নিশ্চই ভুয়া, পিটার,' দীর্ঘ সময় পর মন্তব্য করলেন চীফ। যা শুনলেন, হজম হতে চাইছে না।

'অবস্থাদৃষ্টে সে রকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরনের ভুয়া পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টোর কথা বাপের জন্মেও শুনিনি আমি, লংফেলো। দেখা

তো দূরের কথা। বাই দা ওয়ে, ভুয়া যদি হয়েই থাকে, এ কার তৈরি চিত্রনাট্য হতে পারে বলে ভাবছ তুমি?'

'শেপিলভের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কারও, খুব সম্ভব।'

'হ্যাঁ, প্রতিদ্বন্দ্বীর তার অভাব নেই। কিন্তু তাই বলে এইভাবে ওটা উপস্থাপন করে তার বা তাদের কি লাভ? শেপিলভ এতই জনপ্রিয়, ওই ফাইলের বিষয়বস্তু জনসমক্ষে ফাঁস করলেও কেউ তা বিশ্বাসই করবে না। অ্যান্ড রিমেমবার, ওদেশের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের পুরো তিন মাসও আর বাকি নেই এখন।'

ঠোঁট মুড়ে ভাবলেন লংফেলো। 'হুঁমম! পড়ে দেখতে হয় তাহলে! তুমি পড়েছ নিশ্চই?'

'কাল সারারাত ধরে পড়েছি। পাঁচবার।'

'রাশান ভাষায় লেখা?'

'হ্যাঁ।'

'মঁম্‌ম্‌ম্! তাহলে অনুবাদ করাতে হবে। চর্চার অভাবে আমার রুশ ভাষাজ্ঞানে ছাতা পড়ে গেছে।'

'ও কাজটা নিজহাতে করতে চাই আমি, লংফেলো।'

'বেশ। এখন তাহলে বিশ্রাম করো, ঘুম দাও হোটেলে গিয়ে। কাল...'

এপাশ-ওপাশ মাথা দোলালেন রাষ্ট্রদূত। 'কোথাও যাচ্ছি না আমি। বিশ্রাম কাল নেব। তোমার রুমে বসে কাজ করতে চাই আমি, প্রয়োজনে সারারাত। অবশ্য ফ্রেশ হয়ে খাওয়া-দাওয়া করব আগে, তারপর।'

'অলরাইট। সিকিউরিটিকে বলে যাব আমি।'

পরদিন সকাল দশটায় মারভিন লংফেলো যখন অফিসে এলেন, পিটার ওয়েইন তখন তাঁর অফিস সংলগ্ন খুদে রেস্টরুমের ডিভানে গভীর ঘুমে মগ্ন। তাঁর মাথার কাছের এক টিপয়ে রাখা আছে একগাদা টাইপ করা শীট এবং কালো একটা ফাইল। তাঁর ঘুম ভাঙাবার কোন ইচ্ছে ছিল না চীফের, কিন্তু তিনি রুমে পা রাখামাত্র আপনাআপনি জেগে গেলেন রাষ্ট্রদূত।

'এই যে তোমার অনুবাদ করা কপি,' শীটগুলো দেখালেন তিনি। 'শুরু করে দাও। ডিস্কটা তোমার কম্পিউটর পটে আছে, বের করিনি আমি। সেফে ভরে রাখো ওটা এখনই।'

কয়েক পাতা পড়তেই চেহারা থমথমে হয়ে উঠল বিএসএস প্রধানের। 'লোকটা বদ্ধ উন্মাদ দেখছি!' মুখ তুলে বন্ধুকে দেখলেন তিনি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

'আমি একমত,' ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিলেন পিটার ওয়েইন। 'কিন্তু পড়া শেষ করো আগে।'

পুরো দু'ঘণ্টা লাগল লংফেলোর ওটা শেষ করতে। হতভম্বের মত তাকালেন তিনি। 'এসব কি করে জেনুইন হয় বুঝতে পারছি না। এ লিখে রাখার মত কোন জিনিস হলো?'

'আমিও ভেবেছি। যদি কারও মনে সত্যিই এ জাতীয় ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গজায়, আর যদি সে বোঝে যে তা লিখে রাখলে নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ দোসরদের ছাড়া অন্য কারও হাতে এ জিনিস পড়ার কোন চান্সই নেই,

তাহলে···ওই যে কথায় বলে না, পাগলে কি না করে? আমার মনে হয়, এক ধরনের অতি আত্মতুষ্টি থেকে এ কাজের আইডিয়া এসেছে শেপিলভের মাথায়।'

'তাহলে সেই বুড়ো এটা চুরি করেছে?'

'হয়তো।'

জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক চোখে বাইরে তাকালেন লংফেলো। 'কিন্তু ওরকম এক লোক···কি করে···' গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন বৃদ্ধ। এ জিনিস যদি জাল, ভুয়া হয়ে থাকে, তাহলে এর বক্তব্যকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা বা পাল্টা কিছু করতে যাওয়া হবে চরম গাধামি। পরে দুঃখের অন্ত থাকবে না। আর যদি সত্যি হয়ে থাকে এর বক্তব্য, এবং যথাযথ গুরুত্ব দেয়া না হয়, তাহলেও একই দশা হবে। দুঃখের, ভোগান্তির সীমা থাকবে না। শাঁখের করাত।

না কেন? ভাবলেন লংফেলো। মনের কথা, যে সব মানুষ কখনও কাউকে বলে না, বলার মত কথা নয়, সে কি সে সব তার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লিখে রাখে না? এই যেমন তার সংস্থা, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, চুরি হওয়ার বা অনাহূত কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত হাইপার-সেনসিটিভ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে না? করে। কেন? কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সব কারও চোখে পড়বে না। তাই করে। সবার বেলায়ই এ কথা খাটে। অতএব শেপিলভের বেলায় কেন তা ঘটতে পারে না? তারও দৃঢ় আস্থা ছিল এই কালো ফাইল সে এবং তার একান্ত বিশ্বস্তদের ছাড়া আর কারও চোখে পড়বে না। অথচ পড়েছে যে করেই হোক।

না হয় ধরে নেয়া গেল এ জিনিস ভুয়া নয়, কিন্তু সত্যিই কি আনাতোলি শেপিলভের তৈরি এটা? এতে যে সমস্ত অবিশ্বাস্য, ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা বলা আছে, ক্ষমতায় গেলে সে এগুলোকে সত্যে পরিণত করবে? হয়তো তারই করা, এবং হয়তো সে এসব করবে, যদি কখনও সে সুযোগ আসে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভিখিরি গোছের সেই বৃদ্ধের হাতে এ ফাইল এল কি করে? সে কি শেপিলভের 'বিশ্বস্ত' কেউ? হতে পারে না। তাহলে? অফিস স্টাফ? অসম্ভব! অফিস গার্ড? তাও না।

এ যে জিনিস, চুরি হয়ে থাকলে হয়েছে শেপিলভের প্রাইভেট অফিসরুম থেকে, অথবা তার···সে যে-ই হোক, একান্ত ঘনিষ্ঠ কারও অফিস থেকে। সেখানে বুড়ো গেল কি করে? লোকটা কি পেইন্টার, কার্পেন্টার, নাকি তালার মেকানিক? সেফের তালা মেরামত করার সময়···ধ্যাত্তেরি! বিরক্ত হলেন লংফেলো। কেবল যদি শেপিলভের প্রতিক্রিয়াটা জানা যেত এখন।

'আমি বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে যেতে চাই, চীফ,' বললেন ওয়েইন।

'ননসেন্স! দু'রাত ঘুমাওনি তুমি। আজ বিশ্রাম করো, কাল যেয়ো। তাছাড়া তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই বিষয়টা নিয়ে।'

ওদের চমকে দিয়ে বেজে উঠল লাল রঙের স্ক্র্যাম্বল টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে 'ইয়েস!' বলে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনলেন সংস্থা প্রধান, তারপর ওটা বাড়িয়ে দিলেন পিটার ওয়েইনের দিকে। 'তোমার ফোন।'

সাড়া দিলেন তিনি। আধ মিনিট পর চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও মাই গড! তারপর, এখন কি অবস্থা ওর?' নীরবতা। 'ওকে ওকে, খেয়াল রেখো। আমি আসছি।'...'হ্যাঁ, আজই আসছি।' রিসিভার রেখে দিলেন পিটার ওয়েইন।

'কি হয়েছে?'

'সিলভিয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়েছে কারা যেন।'

'সেই মেয়ে?'

'হ্যাঁ, সেই মেয়ে। কাল রাতে ডিনার খেয়ে ফেরার পর নিজ অ্যাপার্টমেন্টের লিভিংরূমে আক্রান্ত হয়েছে সে। অন্ধকারে আক্রমণকারীদের দেখতে পায়নি। আগে থেকেই ভেতরে ছিল লোকগুলো, সিলভিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট তছনছ করেছে তারা কিছু একটার খোঁজে।'

দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন দুই বন্ধু। 'কি বুঝলে?' ভুরু নাচালেন পিটার ওয়েইন।

সশব্দে দম ছাড়লেন লংফেলো। 'আরও নিশ্চিত হতে চাই আমি, পিটার।'

'সেজন্যেই আমার আজই যাওয়া উচিত, চীফ। দেখি গিয়ে সে বুড়োর খোঁজ বের করতে পারল কি না ওরা। তাছাড়া...'

'বুঝেছি।'

বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত অফিসেই কাটালেন মারভিন লংফেলো। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা খাটালেন প্রচুর। সিলভিয়া থর্নের বিষয়টা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হওয়া অসম্ভব নয়। আসলে কেন কি ঘটেছে, কাল-পরশুর মধ্যে জেনে যাবেন তিনি। তারপর যদি বোঝা যায় যে ঘটনাটা এই ফাইলকে কেন্দ্র করেই ঘটানো হয়েছে, তাহলে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যাবে। এর মধ্যে যদি ফাইল চোর সেই বুড়োর পরিচয় জানা যায়, যদি তা ইতিবাচক কিছু হয়, তাহলে কাজ শুরু করতে কোন বাধা থাকবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কি করবেন মারভিন লংফেলো? কাজটা কি তাঁর? কোনখান থেকে, কি ভাবে শুরু করবেন?

ওদিকে মস্কো ফিরেই সিলভিয়াকে দেখতে হসপিটালে এলেন পিটার ওয়েইন। তখন গভীর রাত, সে জন্যে অবশ্য অসুবিধে হলো না তাঁর। এসব বাধা কূটনৈতিক পরিচয়পত্রধারীদের জন্যে নয়। মাথা, নাক-মুখ প্রায় হারিয়ে গেছে তার পুরু ব্যান্ডেজের তলায়। চোখ দুটো কেবল দেখা যায়। জানা গেল, আগের রাতে কানাডিয়ান এমব্যাসির এক মেয়ে কর্মকর্তার সাথে ডিনারে গিয়েছিল সিলভিয়া।

রাত দশটার দিকে ফিরে সে যখন ফ্ল্যাটে ঢোকে, বুঝতেই পারেনি ভেতরে লোক আছে। হলরূমের আলো জ্বালামাত্র কালো মুখোশধারী দু'জনকে দেখতে পায় মেয়েটি। তাদের একজনের হাতে ছিল ছোট পাথরের একটা মূর্তি, সিলভিয়া থর্নের বেড সাইড টেবিলে থাকত। ওটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে লোকটা ভীষণ জোরে। তার পর আর কিছু মনে নেই তার।

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পায় সিলভিয়া, ক'টার দিকে জানে না। গড়িয়ে গড়িয়ে কোনরকমে ফোনের কাছে যায় সে, ঘটনা জানায় প্রতিবেশী একজনকে।

তারপর আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরেরবার জ্ঞান ফিরেছে হাসপাতালে, আজ সকালে। এ মুহূর্তে সিলভিয়া থর্ন আশঙ্কামুক্ত, জানাল ওয়ার্ড সিস্টার। পরদিন সকালে তার অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে এলেন পিটার ওয়েইন।

ব্রিটিশ দূতাবাসের অফিসারদের অফিশিয়াল ভবন এটা, গেটে চব্বিশ ঘণ্টা অস্ত্র হাতে পাহারায় থাকে দুই মিলিশিয়া। অথচ কথা বলে জানা গেল, তারা সে রাতে অপরিচিত কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেখেনি। ওদিকে সিলভিয়ার ফ্ল্যাটের তালাও ভাঙা হয়নি। অর্থাৎ যারা এসেছে, নকল চাবি নিয়েই এসেছে।

নিয়ম অনুযায়ী রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে তাঁর সরকারের হয়ে প্রতিবাদ জানালেন রাষ্ট্রদূত। এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ। সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ জরুরী নির্দেশ গেল মস্কো প্রসিকিউটর'স অফিসে, তাদের সেরা দুই ডিটেকটিভকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে বলা হলো। ঘটনা তদন্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখিত রিপোর্ট পেশ করতে বলা হলো তাদেরকে নির্দেশে। ততক্ষণে পিটার ওয়েইন প্রায় নিশ্চিত বুঝে ফেলেছেন যে ওই ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো বা এজেন্ডা যা-ই হোক, ভুয়া নয়। ওটাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে এ আক্রমণ। যে মূর্তিটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে সিলভিয়াকে, সেটা যথেষ্ট ভারী। আঘাত আরেকটু জোরে লাগলে মেয়েটার মৃত্যুও হতে পারত। তদন্ত কাজ সেরে পরদিন বিকেলে রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করতে এল দুই ডিটেকটিভ।

মিস সিলভিয়ার ওপর কেন আক্রমণ হয়েছে, সে সম্পর্কে নিজেদের ধারণার কথা জানাল তাঁকে। তাদের মতে হার্ড কারেন্সির লোভে মেয়েটির ফ্ল্যাটে এসেছিল চোর, নইলে কী এমন খুঁজবে তারা হন্যে হয়ে? কেন সারাঘর তছনছ করবে?

সে সম্ভাবনার কথা এমনকি ভাবলেন না পর্যন্ত পিটার ওয়েইন। ফ্রল কজলভের পরিচয় দ্রুত জানার একটা উপায় ভেবে বের করেছেন তিনি আজ, সে জন্যে গল্পও একটা ফেঁদেছেন। ডিটেকটিভ দু'জন যখন পরিচয় বের করা গেলেই 'দুই চোরকে' পাকড়াও করা হবে বলে আশ্বস্ত করতে চাইল, সুযোগ বুঝে বলে উঠলেন তিনি, 'এ ব্যাপারে আমি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারব আপনাদের।'

এক ভুরু তুলে রাষ্ট্রদূতকে দেখল তাদের একজন, ইন্সপেক্টর সুরায়েভ। 'তাহলে বড় কৃতজ্ঞ হব, মিস্টার অ্যাম্ব্যাসাডর।'

'আজ লাঞ্চ আওয়ারে আমি আবার গিয়েছিলাম সিলভিয়া থর্নকে দেখতে। সে বলল, আক্রমণকারীদের একজনকে নাকি মোটামুটি দেখতে পেয়েছিল সে স্টেয়ার কেসের আবছা আলোয়।'

'কিন্তু কাল আমাদের উনি বলেছেন কাউকেই দেখতে পাননি!' বিস্মিত দেখাল সুরায়েভকে। তার সঙ্গীও অবাক হলো।

'জানি। আসলে হয়েছে কি, মাথায় আঘাতের ব্যাপার তো! এসব ক্ষেত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রয়োজনের সময়ে মনে থাকে না। মনে হয়...'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন।'

'আমার দূতাবাসে এক মহিলা আছেন ভাল আর্টিস্ট। মিস থর্নের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেই লোকের এক স্কেচও এঁকেছেন।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই অফিসারের। 'চমৎকার!' বলল দ্বিতীয়জন। 'তাহলে তো হয়েই গেল।'

ড্রয়ার থেকে কয়েকদিন আগে আঁকা ফ্রল কজলভের স্কেচটা বের করে দিলেন পিটার ওয়েইন। 'এই যে সেটা।'

বৃদ্ধের চেহারা ভাল করে দেখল দুই গোয়েন্দা। মাথা দোলাল সুরায়েভ। 'দারুণ, মিস্টার অ্যাম্বাসাডর। আজই এ ছবি বার্গলারি স্কোয়াডের হাতে তুলে দেব। এত বয়স্ক চোর যখন, নিশ্চই ওদের কাছে এর রেকর্ড আছে। ভাববেন না, ব্যাটা ধরা পড়ল বলে।'

'ধন্যবাদ, অফিসার। ধরা গেলে জানাবেন দয়া করে।'

'অবশ্যই।'

ধরা গেল না বটে, তবে মস্কোর প্রায় প্রতিটি বড় মিলিশিয়া স্টেশনের নোটিস বোর্ডে স্কেচের একটা করে রঙিন ফটোকপি ঝুলিয়ে দেয়া হলো। ওটার নিচে সবার প্রতি ছবির লোকটিকে দেখামাত্র নিকটস্থ স্টেশনে খবর দেয়ার জরুরী অনুরোধ।

চারদিন পর মস্কোর কয়েক মাইল পশ্চিমে, ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের সুপ্রশস্ত মিনস্ক হাইওয়ের কাছে গভীর বনের মধ্যে পাওয়া গেল ফ্রল কজলভের দেহ। খুব ভোরে এক মাঝবয়সী মাশরুম পিকার বনের মধ্যে মাশরুম তুলতে গিয়ে আবিষ্কার করল ওটা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে বৃদ্ধ–মুখ খোলা, চোখও খোলা। তবে আই বল খেয়ে ফেলেছে সম্ভবত পাখিতে। মুখের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার তিনটে বাঁধানো দাঁত, শিশির জমে আছে ওগুলোর ওপর। লাশের পাশে একটা পুরানো আর্মি গ্রেট কোট পড়ে আছে।

লোকাল কাউন্সিল অফিস *সেলসোভিয়েত* থেকে সেন্ট্রাল মিলিশিয়া কন্ট্রোল রুমে ফোন করল লোকটা। জায়গাটা ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের অধীনে বটে, তবে মস্কোর জুরিসডিকশনে পড়ে ওটা। আধঘণ্টা পর *উঝগোরোদ* জীপে করে এক তরুণ হোমিসাইড ইন্সপেক্টর আর দুই মিলিশিয়া এল লাশ তুলে নিয়ে যেতে।

সেলসোভিয়েতে ওটার আবিষ্কর্তার সাথে কথা বলল ইন্সপেক্টর। 'ওটার সন্ধান আপনি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

নোট বই খুলল সে। 'নাম?'

'কি মুশকিল!' বিস্মিত হলো মাশরুম পিকার। 'জীবনে যাকে দেখিনি কোনদিন, তারওপর মরা, তার নাম আমি কি করে বলি?'

'তোমার নাম জানতে চেয়েছি আমি, গাধা! নাম-ঠিকানা রেকর্ডে থাকতে হবে।'

বলল সে তার নাম-ঠিকানা। টুকে নিয়ে নোট বই পকেটে পুরল ইন্সপেক্টর। 'চলুন, লাশটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিন।'

জায়গামত নিয়ে এল সে তাদের। কাছে এসে নাকে রুমাল ধরে লাশটা দেখল ইন্সপেক্টর। মিলিশিয়াদের একজনের উদ্দেশে বলল, 'লোকটার ট্রাউজারের

পকেটে কিছু আছে কি না দেখতো! আর তুমি গ্রেটকোটের পকেটগুলো দেখো,' বলল অন্যজনকে। দুই মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ফিরে এল তারা। 'পেলে না কিছু?'

'না।'

'কিছুই নেই?'

'না। আইডি, কয়েন, রুমাল, কিছুই নেই।'

অন্যজন বলে উঠল, 'মনে হয় হিট অ্যান্ড রান কেস হবে।'

'ঠিক বলেছ,' চোখ গরম করে দেখল তাকে অফিসার। 'মেইন রোড একশো মিটারেরও বেশি দূরে এখান থেকে। ওখানে গাড়ি চাপা খেয়ে যাওয়ার আর জায়গা পায়নি লোকটা, মরার জন্যে ছুটে এসেছে এই জঙ্গলে।'

মাথা চুলকাল লোকটা। 'যে ড্রাইভার চাপা দিয়েছে, সেই হয়তো এখানে এনে ফেলে গেছে।'

ভাবল অফিসার। দূরত্ব সে ক্ষেত্রেও একটু বেশিই হয়ে যায়, তবু আইডিয়াটা একেবারে ফেলনা নয়। 'ঠিক আছে। তোমরা দু'জন হাইওয়ের আশেপাশে খুঁজে দেখো কোন ভাঙা গাড়ি বা সাইকেল পাও কি না। আর দেখো, অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছল কি না।'

আধঘণ্টা পর এল অ্যাম্বুলেন্স। পুলিস ফটোগ্রাফার, ডাক্তার এলো ওটায় চড়ে। কজলভের দেহ দ্রুত পরীক্ষা করে বলল ডাক্তার, 'খুব সম্ভব পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে মানুষটিকে। এখানে নয়, আর কোথাও করা হয়েছে এ কাজ, হয়তো।' বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে লাশের কয়েকটা ছবি তোলা হলো, তারপর বডিব্যাগে ভরে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানো হলো ওটাকে। দুই ঘণ্টা পর মস্কোর প্রাণকেন্দ্রে, সেকেন্ড মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে পৌঁছল কজলভের মৃতদেহ। এখানে ময়না তদন্ত হবে।

কিন্তু ফরেনসিক প্যাথলজিস্টের সংখ্যা এখানে অপ্রতুল, তারওপর খুন-খারাপির সংখ্যা মস্কোয় অনেক বেশি এখন। অতএব সিরিয়াল অনুযায়ী কয়েকদিন সময় লাগবে কজলভকে কাটা-ছেঁড়ার কাজে হাত দিতে। তাই ট্যাগ লাগিয়ে তুলে রাখা হলো দেহটা ফ্রিজিং চেস্টে। তার ট্যাগ নাম্বার ১৫৮।

সাত দিন পর ময়না তদন্ত সম্পন্ন হলো তার, এবং তদন্তের রিপোর্ট পৌঁছল মস্কো হোমিসাইড ডিভিশনের ইন্সপেক্টর পাভেল আদ্রিয়ানভের টেবিলে। ওটা পড়ে যেমন বিস্মিত হলো সে, তেমনি রাগও হলো ফরেনসিক প্রফেসরের ওপর। কজলভের (রিপোর্টে অজ্ঞাতপরিচয়) মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রফেসর যা লিখেছেন, তার মানে বোঝা দুষ্কর। কেন যে এরা সহজ কথাটা সহজ শব্দে লেখে না, ভেবে পেল না সে। খানিক আপনমনে গজ গজ করে টেলিফোন তুলল আঁদ্রিয়ানভ, রিং করল সেকেন্ড মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রধান, প্রফেসর রকসোভস্কির নাম্বারে। এ রিপোর্টে তিনিই সই করেছেন। দ্বিতীয় রিঙে সাড়া দিল ও প্রান্ত। 'দা?'

'প্রফেসর রকসোভস্কি?'

'দা।'

নিজের পরিচয় দিয়ে ফোন করার কারণ ব্যাখ্যা করল ইন্সপেক্টর।

'বলুন, কি জানতে চান?'

'মৃতের দুই বাহুর ভেতরদিকে যে মারাত্মক জখমের চিহ্ন আছে বলেছেন, তার কারণ কি হতে পারে বলবেন দয়া করে?'

'ওগুলোর কারণ মানুষের হাতের আঙুল, ইন্সপেক্টর।'

হতভম্ব দেখাল আঁদ্রিয়ানভকে। 'বুঝলাম না, প্রফেসর।'

'অর্থাৎ দু'দিক থেকে দুই শক্তিশালী মানুষ তাকে ধরে বলতে পারেন ঝুলিয়ে রেখেছিল, মাই ডিয়ার ইন্সপেক্টর। এবং ওই অবস্থায় পেটানো হয়েছে তাকে।'

'আপনি বলতে চাইছেন এ সবই মানুষের কৃতিত্ব? কোন মেশিনারীর সাহায্য নেয়া হয়নি এক্ষেত্রে?'

'বলতে চাইছি না, বলে ফেলেছি। মৃতের পা দুটোর অবস্থাও যদি হাতের মত হত, তাহলে ভাবতাম কোন হাই-ফ্লায়িং কপ্টার থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তাকে কংক্রিটের ওপর। অথবা ট্রাক চাপা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার কোনটাই এর বেলায় ঘটেনি, ঘটলে খুলি আর হাত-পায়ের হাড় আস্ত থাকত না।'

'তাহলে?'

'ওই যে বললাম, পেটানো হয়েছে। সামনে-পিছনে দু'দিক থেকে, ঘাড় আর হিপ জয়েন্টের মাঝখানে ধাতব কিছু দিয়ে নির্দয়ভাবে মারধর করা হয়েছে লোকটাকে। বুকের প্রতিটি হাড় ভেঙে গেছে তার, কোন কোনটা একাধিক জায়গায়। তার দুটো ঢুকে গিয়েছিল ফুসফুসে।'

'কিন্তু এখানে যে বলেছেন, কজ অভ ডেথ···অ্যাজফিক্সিয়া, সেটা কি?'

'ইন্টারনাল হেমোরেজের ফলে শ্বাস নালীতে রক্ত জমে দম বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অ্যাজফিক্সিয়েশন বলে।'

'ও, বুঝেছি। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, প্রফেসর। আমি এখানে নতুন, তাই···'

'আর আমি এখানে ক্ষুধার্ত। লাঞ্চ আওয়ার পেরিয়ে যাচ্ছে। গুড ডে টু ইউ, ইন্সপেক্টর।'

ফোন রেখে আরেকবার রিপোর্টটা পড়ল আঁদ্রিয়ানভ। তার সাথে পিন আপ করা হতভাগ্য মৃতের ছবিটা দেখল অনেকক্ষণ। পুলিস ফটোগ্রাফারের তোলা এটা। শাটার টেপার আগে দয়া করে চোখের পাতা বুজে দেয়া হয়েছিল কজলভের, মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে সে হাঁ করে।

এরকম এক বয়স্ক মানুষকে কেন এভাবে হত্যা করবে কেউ? এমন নির্মমভাবে? এ নিয়ে তার এক বন্ধু, ইন্সপেক্টর বেরেদেনিকভের সাথে কথা বলতে হবে, ভাবল আঁদ্রিয়ানভ। নিকোলাই বেরেদেনিকভ পেত্রোভকা হেডকোয়ার্টার্সে আছে। অনেক অভিজ্ঞ বেরেদেনিকভ। সে হয়তো কোন পথে এগোতে হবে, বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করতে পারবে তাকে। তখনই ছুটল আঁদ্রিয়ানভ। বন্ধুর সাথে আলোচনা এবং ওদের ক্যান্টিনে বসে লাঞ্চ, দুটোই এক সাথে সারা যাবে।

পেত্রোভকা হেডকোয়ার্টার্স কাছেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল আঁদ্রিয়ানভ। গাড়ি পার্ক করে দ্রুত পায়ে প্রশস্ত, টানা বারান্দায় উঠে এল সে। বেরেদেনিকভের খোঁজে ওখান থেকেই উঁকি দিয়ে তাকাল তার কিউবিকলের

দিকে। নেই সে ভেতরে। তাহলে হয়তো ক্যান্টিনেই গেছে, ভেবে ঘুরে দাঁড়াতে গেল আঁদ্রিয়ানভ, এবং নোটিস বোর্ডে টাঙানো ছবিটা দেখে থমকে গেল। আপনাআপনি চোখ পিট্‌পিট্‌ করে উঠল তার।

পিছন থেকে ঘাড়ে বেরেদনিকভের থাবড়া পড়তে চমক ভাঙল আঁদ্রিয়ানভের। 'চেহারা অমন করে তাকিয়ে আছ যে?' প্রশ্ন করল বন্ধু। 'ভূত-টূত দেখছ নাকি?'

'ওই ছবিটা···নোটিস বোর্ডে···ওটা হাতে আঁকা?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। কেন?'

'ওই লোককে খুঁজছ তোমরা?'

'ওই হলো আর কি! দু'সপ্তা হতে চলল টাঙানো হয়েছে ছবি। আজও পর্যন্ত খোঁজ পাইনি বুড়োর।'

'আমি জানি এর খোঁজ,' শান্ত কণ্ঠে বলল আঁদ্রিয়ানভ।

'মানে!'

'মানে আমি জানি এ লোক কোথায় আছে।'

'কোথায়?' খুশি হয়ে উঠল বেরেদেনিকভ। তার সহকর্মী, বার্গলার স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর সুরায়েভকে ওই ছবি দিয়েছেন এখানকার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। কেন, তাও জানা আছে তার। যদি এর খোঁজ জানিয়ে রাষ্ট্রদূতের সুনজরে পড়া যায়···।

'সেকেন্ড মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের মর্গে।'

ওইদিনই বিকেলে খবরটা জানা হয়ে গেল মস্কোর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত পিটার ওয়েইনের। আঁদ্রিয়ানভ বেরেদনিকভকে জানাল বিস্তারিত, বেরেদনিকভ সে খবর গোপনে জানিয়ে দিল তার ব্রিটিশ দূতাবাসের 'দরাজদিল বন্ধু' টিমোথি চার্লটনকে। ফোকটে 'টু পাইস' আসতে পারে সেই আশায়। সুরায়েভও রাষ্ট্রদূতকে জানাল বটে সে খবর, কিন্তু আগেই যে তা পৌঁছে গেছে জায়গামত, টেরও পেল না।

রাষ্ট্রদূত জানলেন বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ। গোপনে আঁদ্রিয়ানভের কাছ থেকে মৃত বৃদ্ধের ছবিটা নিয়ে চার্লটনের মাধ্যমে সেটা সিলভিয়াকে দেখাল বেরেদনিকভ। এবং সন্ধের পর ওয়াদা অনুযায়ী 'বন্ধুর' কাছ থেকে পাওয়া কড়কড়ে পাঁচশো পাউন্ডের অর্ধেক গুঁজে দিয়ে গেল আঁদ্রিয়ানভের পকেটে। সাথে ফেরত আনা ছবিটাও বুঝিয়ে দিল। ওদিকে সিলভিয়া থর্ন রাষ্ট্রদূতের অফিসে ছবিটা দেখল। জানাল, হ্যাঁ, এই লোকই। ছবিটা যদিও অন্যরকম লাগছে, কিন্তু সেই চেহারা, স্টীলের দাঁত—কোন সন্দেহ নেই। এই সেই বৃদ্ধ।

'কি দাঁড়াল তাহলে?' সন্ধের পর নিজের অফিসে মুখোমুখি বসা চার্লটনের উদ্দেশে বললেন পিটার ওয়েইন। 'সন্ধান পাওয়ার আগে তিন-চারদিন জঙ্গলে পড়ে ছিল হতভাগ্য বৃদ্ধের লাশ। এবং এ মাসের সতেরো অথবা আঠারো তারিখে মৃত্যু হয়েছে তার। ওদিকে ফাইলটা সে মিস থর্নকে দিয়েছিল ষোলো তারিখ দুপুরে, প্রেসিডেন্ট সাবুরভের মৃত্যুর পরদিন। ওটা নিয়ে লন্ডন যাই আমি সতেরো তারিখ। অর্থাৎ, বৃদ্ধের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি ওরা।'

'ওরা কারা, চীফ?'

'কর্নেল ভাদিম বুদানিনের ব্ল্যাক গার্ড খুনীর দল।'
'শেপিলভের সিকিউরিটি প্রধান?'
'হ্যাঁ। ওর নামে আমাদের যে ফাইল আছে, পড়েছ?'
'না, চীফ।'
'পড়ে দেখো। পড়া উচিত। এক্স-সেকেন্ড চীফ ডিরেক্টরেট ইন্টারোগেটর, রুথলেস এক বাস্টার্ড ছিল কর্নেল লোকটা।'
'বুঝলাম। কিন্তু সে কেন হত্যা করবে মানুষটিকে?'
'কারণ সে ফাইলটা চুরি করেছে অফিস থেকে।'
'অর্থাৎ বৃদ্ধ ওই অফিসেরই কোন স্টাফ?'
'নিঃসন্দেহে। তবু, আরও শিওর হওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের। তুমি এক কাজ করো, ইন্সপেক্টর বেরেদনিকভকে বড় অঙ্কের লোভ দেখাও। ওকে বলো, বৃদ্ধের পূর্ণ পরিচয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের করতে।'

পরদিন পেত্রোভকা হেডকোয়ার্টার্সে একটা কেস ডিভিশন বদল করল। ছবিওয়ালা বৃদ্ধের কেস যেহেতু হত্যাকাণ্ড বলে প্রমাণ হয়েছে, সেহেতু ফাইল চলে এল হোমিসাইড ইন্সপেক্টর বেরেদনিকভের হাতে। খুশিতে আটখানা হলো সে। ওদিকে ফ্রল কজলভের মৃতদেহ উদ্ধারের একদিন পর মস্কোর অদূরে, লিতকারিনো নামে এক জায়গায় মস্কভা নদীতে ভাসমান এক যুবকের লাশ পাওয়া গেল। ফুলে ঢোল হয়ে ছিল ওটা। একটা আন্ডারশার্ট ছিল কেবল যুবকের পরনে। সিরিয়াল অনুযায়ী পরদিন লাশটার ময়না তদন্ত করা হয় সেকেন্ড মেডিকেলে। সেই প্রফেসর রকসোভস্কির তত্ত্বাবধানে।

সৌভাগ্যই বলতে হবে, হাতে একটা আংটি ছিল যুবকের। আঙুল প্রায় কেটে বের করতে হয়েছে ওটা। আংটির ভেতরে খোদাই করা ছিল একটা নাম: বি. আই. নিকিতিন। তদন্তের রিপোর্ট পৌঁছল আঁদ্রিয়ানভের অফিসে। যুবকের মৃত্যুর কারণ হিসেবে তাতে বলা হয়েছেঃ পানিতে ডুবে মৃত্যু।

যুবকের পুরো নাম জানার জন্যে মস্কো পুলিসের এমপি বা 'মিসিং পারসন'স শাখায় ফোন করল আঁদ্রিয়ানভ। যদি তার আত্মীয়স্বজন ঘটনা পুলিসকে জানিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তার পুরো নাম জানানো হয়েছে ওদের। সত্যিই তাই। জানা গেল, বরিস ইভানোভিচ নিকিতিন নামে এক যুবক গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। যুবক ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্স দলের প্রেসিডেন্ট মিস্টার শেপিলভের একান্ত ব্যক্তিগত সচিব। গত মাসের সতেরো তারিখ নিখোঁজ হয় যুবক, পর পর দু'দিন অফিসে না যাওয়ায় তার স্ত্রী এমপিকে ঘটনা অবহিত করেন।

খবরটা কথায় কথায় বেরেদনিকভকে জানাল আঁদ্রিয়ানভ। সেদিন রাতে চার্লটনের সাথে দেখা করার কথা বেরেদনিকভের। কি এক দরকারে ডেকেছে সে। শহরের প্রান্তে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা হলো দু'জনের। প্রথমেই সরাসরি কাজের কথায় এল টিমোথি চার্লটন। 'তোমার জন্যে দু'হাজার পাউন্ড স্টার্লিং ভর্তি একটা খাম আছে আমার পকেটে।'
'কত পাউন্ড?' হাঁ হয়ে গেল বেরেদনিকভ।

'দুই হাজার। তবে ও টাকা পেতে হলে খানিকটা কষ্ট করতে হবে।'

মহাবিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে চার্লটনকে দেখল সে। অঙ্কটা রুবলের সাথে মেলাতে গিয়ে শুকনো গলায় বিষম খেল। প্রায় তার দু'বছরের বেতন! ওরে বাপ্‌রে! 'কাজটা কি?'

বলল চার্লটন। ধীরে সুস্থে, পরিষ্কার করে। শেষে বলল, 'তুমি একজন পুলিস অফিসার, তদন্তের স্বার্থে যে কোনখানে যেতে পারো। এখানেও পারবে।'

খানিক আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেল ইন্সপেক্টর। 'বেশ।'

পাঁচ

রুশ বলায় যত ওস্তাদ মাসুদ রানা, পড়ায় ততটা নয়। তবু মোটামুটি পড়তে এবং বুঝতে সক্ষম হলো ও ইউপিএফের ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো। বড় বড় শব্দগুলোর অর্থ অবশ্য পিটার ওয়েইনের অনুবাদ থেকে দেখে নিতে হয়েছে। এক সময় পড়া শেষ হলো, কালো ফাইলটা ডেস্কে রেখে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল রানা।

বার্লিনে এক অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে দেশে ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ও, এই সময় ঢাকা থেকে 'রেড মেসেজ' এল মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের। ওতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডন রওনা হতে বলা হয়েছে মাসুদ রানাকে, দেখা করতে বলা হয়েছে বিএসএস প্রধানের সাথে। আজই পৌঁছেছে রানা এখানে।

'কি ভাবছ, রানা?' বললেন লংফেলো কিছু সময় পর।

'ভাবছি এর বক্তব্য সত্যি হওয়ার আদৌ কোন চান্স আছে কি না, এ ফাইল জেনুইন কি না।'

'জেনুইন, রানা,' মাথা দোলালেন তিনি। 'একদম খাঁটি। আর বক্তব্য সত্যি না মিথ্যে, জানতে হলে...' থেমে শ্রাগ করলেন। 'বুঝতেই পারছ, সে জন্যে অপেক্ষা করার অর্থ কি হবে!'

সিগারেট ধরাল রানা। 'এর খাঁটিত্বের কি প্রমাণ আছে?'

'তিনটে প্রমাণ আছে। তিনটেই নিরেট। এক নম্বর সেই বৃদ্ধ, ফ্রল কজলভ নাম, যে ফাইলটা গছিয়ে দিয়েছে আমাদের হাতে। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। জঙ্গলে ফেলে রেখে যাওয়া হয় বেচারীর লাশ। ইউপিএফ হেড অফিসের ক্লীনার ছিল সে। দু'নম্বর, শেপিলভের একান্ত ব্যক্তিগত সচিব বরিস নিকিতিন। তাকেও হত্যা করা হয়েছে, পানিতে চুবিয়ে। আমার মস্কো ডেস্কের অনুমান, নিকিতিন মনের ভুলে এটা লক্ আপে না রেখেই অফিস ত্যাগ করেছিল গত মাসের পনেরো তারিখ রাতে। এবং পরে ওটা খোলামেলা পড়ে আছে দেখতে পেয়ে গায়েব করে দেয় ক্লীনার। রাত দশটায় ডিউটি শুরু হত তার।

'নিকিতিনের পরিচয় জানার ব্যাপারে কোন অসুবিধে হয়নি। কারণ তার হাতে আংটি ছিল, ওতে খোদাই করা ছিল তার নাম। সমস্যা দেখা দিয়েছিল

ক্লীনারের নাম-পরিচয় নিয়ে। আইডি কার্ড ইত্যাদি কিছুই ছিল না তার সাথে, মানে মৃতদেহের সাথে। পয়সার বিনিময়ে মস্কো হোমিসাইড ডিভিশনের এক পুলিস অফিসারকে দিয়ে তার পরিচয় বের করতে হয়েছে। আমাদের এক সহকর্মীর বুদ্ধিতে ক্লীনারের মৃত মুখের তোলা ছবি নিয়ে পার্টি অফিসের এক গার্ডকে দেখায় সেই অফিসার।

'বলে যে চুরির দায়ে বৃদ্ধকে খুঁজছে পুলিস। সে বৃদ্ধকে চেনে কি না বা কখনও দেখেছে কি না। তখনই জানা গেছে তার পরিচয়। গার্ড বলেছে সে তাদের অফিস ক্লীনার ছিল। গত মাসের পনেরো তারিখ শেষ ডিউটি করেছে লোকটা, তারপর আর আসেনি। আর নিকিতিন তার পরদিন থেকে লাপাত্তা হয়ে যায়। এবং সেই দিনই এ ফাইল আমাদের এক মেয়ে অফিসারের হাতে তুলে দেয় বুড়ো ক্লীনার।

'গার্ডের পরামর্শে পার্টি অফিসে যে সমস্ত লো-ক্লাস স্টাফ আছে, তাদের নিয়োগকর্তা, পার্টির ডিরেক্টর অভ স্টাফ অ্যান্ড পার্সোনেলের সাথে দেখা করে এরপর সেই অফিসার। তাকেও একই কাহিনী শুনিয়ে বৃদ্ধের ঠিকানা জানতে চায় তার বাসা সার্চ করবে বলে। ঠিকানাটা এনে আমাদের সহকর্মীকে দেয় সে। এরপর ওরা নিজেরা খোঁজ-খবর নেয়। মেয়ের সাথে থাকত ক্লীনার।

'তার মেয়ে বলেছে, ষোলো তারিখে অনেক রাতে কালো ড্রেস পরা একদল ডাকাত আসে তার ফ্ল্যাটে। সবার হাতে বন্দুক ছিল। তার বাবাকে খুঁজছিল তারা, না পেয়ে তার ফ্ল্যাট তছনছ করেছে কিছু একটার খোঁজে। জিনিসটা কি, তাকে বলেনি ওরা।

'আর...বরিস নিকিতিন মোটামুটি পরিচিত ফিগার। তার ঠিকানা বের করা গেছে সহজেই। তার স্ত্রী বলেছে, ষোলো তারিখ দুপুরের পর তার বাসায়ও কারা যেন এসেছিল। সেখানেও একই কাজ করেছে তারা।'

'ব্ল্যাক গার্ড!' আনমনে বলল মাসুদ রানা।

'অফ কোর্স, রানা। ওদের নেতৃত্বে ছিল...'

'ভাদিম বুদানিন।'

হাসলেন লংফেলো। 'একবার পড়েই সবার নাম মুখস্থ করে ফেলেছ দেখছি!'

'ও নাম অনেক আগে থেকেই মুখস্থ আমার,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও। 'রক্তে মিশে আছে।'

'কিছু বললে, রানা?' শেষ বাক্যটা নিচু কণ্ঠে বলেছে রানা, বুঝতে পারেননি বৃদ্ধ।

'না। তিন নম্বর প্রমাণটা কি?'

'এ মাসের তিন তারিখে মস্কোয় এক নামকরা ব্রিটিশ সাংবাদিক খুন হয়েছে শুনেছ?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'পত্রিকায় দেখেছি কেবল। পড়িনি।'

'ওটাই সেই তিন নম্বর।'

'কি রকম?'

'ডেইলি টেলিগ্রাফের স্টার পলিটিক্যাল ফিচার লেখক ছিল মানুষটা। মার্ক

হেন্ডারসন। টেলিগ্রাফ কনজারভেটিভ পত্রিকা। শেপিলভ সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ দিতে চায় না, যা মাঝেমধ্যে এক-আধটা দেয়, এইসব রক্ষণশীল পত্রিকাদেরই দেয়। তাই...' চোখের কোণ চুলকালেন লংফেলো, '...বলে-কয়ে ওটার সম্পাদককে রাজি করিয়েছিলাম তার এক সাংবাদিককে মস্কো পাঠাতে। শেপিলভকে পরোক্ষে খানিকটা খোঁচা দিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম তাকে দিয়ে। কিন্তু সে এত খেপে যাবে, জানে শেষ করে দেবে হেন্ডারসনকে, এতটা আশঙ্কা করিনি।'

'ঘটেছিল কি?'

'সম্পাদককে দিয়ে শেফিলভের প্রেস সচিবকে একটা ফ্যাক্স মেসেজ পাঠাবার ব্যবস্থা করি আমি, ওতে ডেইলি টেলিগ্রাফকে একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দেয়ার অনুরোধ করা হয় শেপিলভকে। ওদেশের প্রেসিডেন্টের মৃত্যু, আসন্ন নির্বাচন, তার পার্টির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম লোকটা রাজি হবে না, কারণ এ ধরনের একক ইন্টারভিউ, তাও কোন পত্রিকার আমন্ত্রণে, এ পর্যন্ত কখনোই দেয়নি শেপিলভ। কিন্তু টেলিগ্রাফের অনুরোধ রক্ষা করল সে। ডেকে পাঠাল তাদের সাংবাদিককে, নাম মেসেজে উল্লেখ ছিল তার।

'মস্কো রওনা হওয়ার আগে সম্পাদকের মাধ্যমে মার্ক হেন্ডারসনকে বিশেষ একটা প্রশ্ন মুখস্থ করিয়েছিলাম আমি, বলে দিই প্রশ্নটা যেন অবশ্যই করে সে শেপিলভকে।'

'প্রশ্নটা কি?' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'শোনাচ্ছি। প্রশ্নটা এই ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টোরই এক জায়গায় উল্লেখ করা বিশেষ একটা কথার সরাসরি ইংরেজি অনুবাদ।' ড্রয়ার থেকে একটা মিনি টেপ রেকর্ডার বের করলেন মারভিন লংফেলো। ওকে দেখালেন। 'ঠিক এরকমই একটা রেকর্ডার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল হেন্ডারসন, শেপিলভের বক্তব্য ধারণ করার জন্যে। সেটা নেই, বরবাদ হয়ে গেছে। এটা আরেকটা। তবে এর ভেতরে যে ক্যাসেটটা আছে, সেটা আসল। এর মধ্যে ধরা আছে শেপিলভের পুরো সাক্ষাৎকার। 'এই যে,' রেকর্ডারের প্লে বাটন টিপে দিলেন লংফেলো। 'শোনো।'

ঝুঁকে বসল ও। মৃদু শোঁ শোঁ আওয়াজ করল খানিক টেপ, তারপর কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, হাউ ডু ইউ ইনটেন্ড টু সিকিওর দ্য রিবার্থ টু গ্লোরি অভ দ্য রাশান নেশন'? চট্ করে অফ বাটন টিপলেন লংফেলো, খানিকটা রিওয়াইন্ড করে পিছিয়ে নিলেন টেপ। তারপর টেনে নিলেন শেপিলভের ম্যানিফেস্টো। মুখস্থ নাম্বারের পাতাটা বের করে এক জায়গায় টোকা দিয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'এই দেখো, সেই কথাটা। *"ভজরোঝদেনিয়ে ভো পাভু রাসকোগো নারোদা"*। যার সরাসরি ইংরেজি হচ্ছে, "দ্য রিবার্থ টু গ্লোরি অভ দ্য রাশান নেশন"।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'যা সে লিখেছে, ঠিক সে কথারই অনুবাদ হেন্ডারসনের মুখে শুনে শেপিলভ ধরেই নিয়েছে যে তার চুরি যাওয়া ফাইল সে দেখেছে। বৃদ্ধ ক্লীনারকে হত্যার

আগে সে তো জেনেই গেছে ফাইলটা কোথায়, কাদের হাতে তুলে দিয়েছে সে।'

'বুঝেছি। তারপর?'

'হেন্ডারসনের এ প্রশ্নের জবাব দেয়নি শেপিলভ। খানিকপর অফ হয়ে যায় রেকর্ডার। কতক্ষণ অফ ছিল জানার উপায় নেই। খুব সম্ভব রাগ করেই রুম ছেড়ে চলে যায় শেপিলভ। টেপ যখন পরে "প্লে" করা হয়, তখন অন্য একজনের গলা শোনা গেছে। আমেরিকান অ্যাকসেন্টেড ইংরেজিতে সে বলেছে, "আ'য়্যাম শিওর, দ্য প্রেসিডেন্ট উইল নট বি লং"। এতে তাই বোঝায়। শুনবে পুরোটা?'

'পরে। আগে আপনার কথা শেষ হোক।' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিয়ে গা এলিয়ে বসলেন বিএসএস প্রধান। 'তারপর নিশ্চই আর ফেরেনি শেপিলভ। টেপ শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাঙ্ক পাওয়া গেছে। ঠিক কি ঘটেছিল সেখানে জানার উপায় নেই, রানা। হোটেল থেকে নিজেদের গাড়িতে করে হেন্ডারসনকে নিয়ে যাওয়া হয়, অথচ ফেরার সময় গাড়ি দেয়া হয়নি। হেঁটে একশো গজমত পেরিয়ে কিসেনলি বুলভারে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে, নিশ্চই ট্যাক্সির আশায়। ওখানে হত্যা করা হয় হেন্ডারসনকে।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'আমারই দোষ। ওই প্রশ্ন করার জন্যেই প্রাণ দিতে হলো মানুষটাকে।'

'এই ক্যাসেট আপনার হাতে এল কি করে? শেপিলভের খুনীরা সার্চ করেনি নাকি হেন্ডারসনকে?'

'অবশ্যই করেছে, রানা। একটা গুলি সরাসরি হেন্ডারসনের বুক পকেটে রাখা রেকর্ডারে লেগে বরবাদ করে দিয়েছে মেশিনটা। ওর ভেতরে কোন ক্যাসেট পাওয়া যায়নি পরে। এটা পাওয়া গেছে তার প্যান্টের পকেটে। খুব সম্ভব শেষ সময় শেপিলভের আচরণে কিছু সন্দেহ জন্মায় হেন্ডারসনের, তাই পথে বেরিয়ে পুরনো ক্যাসেট বের করে নতুন আরেকটা ভরে রেখেছিল সে মেশিনে। সেটাই নিয়ে গেছে খুনীরা। ওর মধ্যে যদি কোন ক্যাসেট না পেত ওরা, তাহলে অবশ্যই সার্চ করা হত হেন্ডারসনকে। সেক্ষেত্রে তার পকেটে এটা থাকত না।'

কফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না মাসুদ রানা। ওকে লংফেলোর এসব বলার কারণ বুঝে ফেলেছে যদিও আগেই। 'এ ব্যাপারে আমার কি করার আছে, স্যার?'

'এ এমন এক সমস্যা, রানা,' যেন ওর প্রশ্ন শুনতে পাননি, এমনভাবে বললেন বৃদ্ধ। 'কূটনৈতিক পর্যায়ে যার কোন সমাধান হবে না। হোত, যদি ইউপিএফ ক্ষমতায় থাকত। শেপিলভকে হেয় করার জন্যে যদি এই ম্যানিফেস্টো আমরা ফাঁস করি, কাজ হবে না। বরং জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে তার। এ-ধরনের যে কোন প্রচেষ্টাকে সে সরাসরি 'পশ্চিমা ষড়যন্ত্র' বলে উড়িয়ে দেবে। শেপিলভের প্রত্যেকটা জনসভার মূল আকর্ষণই হচ্ছে যত কঠোর ভাষায় সম্ভব তার পশ্চিমকে, আমেরিকাকে আক্রমণ করে রাখা বক্তব্য। রুশ জনগণ সে সব বিনাদ্বিধায় গিলে খায়।

'বোসো। তোমাকে তার একটা প্রমাণ দেখাই।' ঝুঁকে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন লংফেলো। 'মিস ডেলফি, চার্লসকে বলো প্রজেক্টর মেশিনটা নিয়ে

আসতে।' হাত টেনে নিলেন তিনি, হাসলেন রানার দিকে তাকিয়ে। 'ছবিটা দেখলেই বুঝবে শেপিলভ কত উচ্চ মার্গে আছে এখন।'

দু'মিনিট পর হাতে ছোট একটা পোর্টেবল প্রজেক্টর মেশিন নিয়ে ভেতরে ঢুকল খাটোমত এক লোক। রানার মুখোমুখি দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে বসানো হলো ওটা লংফেলোর টেবিলে। ড্রয়ার থেকে একটা স্পূল বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। ওটা মেশিনে সেট করে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল লোকটা। ঘুরতে শুরু করল স্পূল। ঘুরে কাত হয়ে বসলেন বিএসএস প্রধান।

দেয়ালে ভেসে উঠল বিশাল এক জনসভার দৃশ্য। 'ছবিটা সাম্প্রতিক,' মৃদু গলায় বললেন তিনি। 'তুখোভো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই র‍্যালি।'

প্যান করল ক্যামেরা। হাজার হাজার বাদামী, সোনালী, লাল আর সাদা মাথা। গরম কাল, কাজেই টুপি নেই কারও মাথায়। ধীর গতিতে জনসভার এক প্রান্তের বড় এক মঞ্চের ওপর এসে স্থির হলো ক্যামেরা, তারপর জুম করল। পোডিয়ামে দাঁড়ানো মাঝবয়সী, গাট্টাগোট্টা একজনের ছবি ভেসে উঠল ক্লোজ শটে। মানুষটার দাঁড়ানোর মধ্যে, চাউনির মধ্যে ফুটে আছে কর্তৃত্বের, দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ। কথা নয়, যেন অনর্গল বোমা উগরে চলেছে সে। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে চিনল মাসুদ রানা—আনাতোলি শেপিলভ।

বজ্রের মত হুঙ্কার ছাড়ছে সে। 'প্রিয় ভাই ও বোনেরা! তোমরা কি রাতের বাতাসে তোমাদের গর্ভধারিণী জননীর করুণ বিলাপ শুনতে পাও না? তার আহ্বান শুনতে পাও না? শুনতে পাও না আমাদের প্রিয়তম মাদার রাশিয়ার কলজে চেরা কান্না?

'আমি শুনতে পাই, বন্ধুরা! বাতাসে মায়ের করুণ আর্তি, বরফে তার দীর্ঘশ্বাস আর বিলাপ শুনতে পাই আমি প্রতিদিন। মা আমাকে কি প্রশ্ন করে জানো?'

নীরবতা। আবার প্যান করল ক্যামেরা। স্তব্ধ হয়ে আছে জনতা। সবার দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে আছে শেপিলভের মুখের ওপর, হাঁ করে দেখছে তারা প্রিয় নেতাকে। একটা পিন পড়লেও বুঝি শোনা যাবে, এমন অবস্থা অডিয়েন্সের।

'সে আমাকে প্রশ্ন করে, কেন তোমরা আমাকে এখনও শাস্তি দিচ্ছ? কেন অবহেলা করছ? আমি কি বহুবার, বহুভাবে প্রতারিত হইনি? লাঞ্ছিত হইনি? তোমাদের জন্যে আমি কি অসংখ্যবার ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত হইনি? তবু কেন আমার প্রতি দয়া হয় না তোমাদের?

'কেন তোমরা বারবার বিদেশীদের হাতে তুলে দাও আমাকে বেশ্যার মত? কেন আমার নিপিড়ীত, রোগাক্রান্ত দেহটাকে নিয়ে ইচ্ছেমত খেলা করতে দাও ওদের? কেন বাধা দাও না? তোমাদের পেটে ধরে আমি কি অপরাধ করেছি? প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি জানি তোমরা মায়ের এ সব আর্তি আর প্রশ্ন নিশ্চই শুনতে পাও। তোমরা জানো ওরা, বিদেশীরা, আমার জননীর পবিত্র দেহ নিয়ে নোংরা খেলা অতীতেও খেলেছে, আজও খেলছে। ওরা আমাদের ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করতে চায়, ওদের সরবরাহ করা অস্ত্র হাতে, ওদেরই ট্রেনিং পাওয়া অপরাধীচক্র আজ আমাদের গরীব, অসহায় ভাই-বোনের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। তোমাদের প্রতি আমারও প্রশ্ন, আর কত?'

আবার থেমে গেল শেপিলভ। জনতার আবেগ উথলে ওঠার অপেক্ষায় আছে। প্যান করতে লেগেছে তখন আবার ক্যামেরা। এইবার ব্যাপারটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার। জনসভায় কম করেও দশ-বারো হাজার মানুষ হয়েছে, তার প্রায় আটানব্বই ভাগই তরুণ। সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, এমন কিশোরদের সংখ্যা বেশি। আর সবই যুবক বয়সী। সাধারণ বয়স্ক নারী-পুরুষ যা আছে, তার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। ওরা নিশ্চয়ই শেপিলভের ইয়াং কমব্যাট্যান্ট আর ব্ল্যাক গার্ড সদস্য, ভাবল রানা।

হঠাৎ করে ইনসেটে ভেসে উঠল এক যুবতী মায়ের ছবি। কোলের শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে সে, মুখ তুলে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যে কেউ ভাববে শেপিলভকেই দেখছে সে। ফেড হয়ে মিলিয়ে গেল সেটা, পরক্ষণে পর্দার আরেক মাথায় দেখা দিল এক চমৎকার চেহারার সৈনিক। ফুল ইউনিফর্মড। এ-ও তেমনি মুখ তুলে তাকিয়ে আছে, দু'গাল বেয়ে দরদর করে পানি ঝরছে। সবশেষে ভেসে উঠল এক কৃষকের ছবি—কাঁধে কাস্তে নিয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বয়সের ভারে কুঁজো লোকটা। চাউনিতে তার গভীর প্রত্যাশা।

বোঝারই উপায় নেই এসব শেপিলভের ফিলম মেকিং জিনিয়াস আইভান মেলেখের হাত সাফাই। আলাদাভাবে নিজের স্টুডিওতে তুলেছে সে এসব ছবি। এবং এই তিনজন সৌখিন, অখ্যাত অভিনেতা-নেত্রী।

'না, আর নয়!' হুঙ্কার ছাড়ল শেপিলভ। 'প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আর নয়। আর সহ্য করা যায় না মায়ের এ অবহেলা। তাই আর কেউ না আসুক, আমি তোমাদের সামনে এসেছি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে। তোমরা আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের সে দান তুলে দেব মাদার রাশিয়ার হাতে। ফিরিয়ে দেব মায়ের লুণ্ঠিত মর্যাদা।'

নড়ে উঠল জনতা। আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল জনতার মুহুর্মুহু 'শে-পি-লভ! শে-পি-লভ!' বজ্র নিনাদে। দু'হাত মাথার ওপর তুলে জনতার ভালবাসার প্রতিউত্তর দিতে থাকল ইউপিএফ প্রেসিডেন্ট। শেষ হয়ে গেল ছবি। আলো জ্বেলে স্পূলটা মারভিন লংফেলোর হাতে তুলে দিল লোকটা। 'ধন্যবাদ, চার্লস।'

লোকটা প্রজেক্টর নিয়ে বেরিয়ে যেতে গাল চুলকালেন তিনি। 'এই হলো শেপিলভ, রানা। প্রত্যেকটা জনসভায় একই মুখ দেখা যায় প্রতিবার, টিভি কমার্শিয়ালে তাই দেখে রুশরা। দেখে না, গেলে। এ ছাড়া নিজের দুটো পত্রিকাও আছে তার। একটা সাপ্তাহিক, অন্যটা পাক্ষিক। এসব ছাপে সে নিজের অত্যাধুনিক প্রেসে। আমেরিকার মেশিন। হট কেকের মত বিক্রি হয় শেপিলভের পত্রিকা। তাই পড়ে পাগল তারা। সাধারণ মানুষের চোখে শেপিলভ এখন এক আইকন। গণদেবতা।

'ও দেশে ডিক্রি জারি করার যে রেওয়াজ চালু করে গেছে ইয়েলতসিন, তা আজও বহাল আছে। পাইকারী ডিক্রি জারি করার অধিকার প্রেসিডেন্টদের ছিল, আগামীতেও থাকবে। ওদের *দুমার* হাতে এখন বলতে গেলে কোন ক্ষমতাই নেই। প্রায় আশি পার্সেন্ট ক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের হাতে। বাকিটা, শেপিলভ যদি ক্ষমতা পায়, অবশ্যই নিজের ঝোলায় ভরবে। কাজেই, সমগ্র বিশ্বের স্বার্থে

লোকটাকে ঠেকানো প্রয়োজন, রানা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এ জন্যে তোমার সাহায্য চাইছি আমি।'

'অ্যাসাসিনেশন?'

'ও লর্ড, না! তাতে সমস্যা বরং আরও বাড়বে।'

'কি ভাবে?'

'হত্যা করলে রাতারাতি শহীদের মর্যাদা পাবে শেপিলভ। জাতীয় বীর বনে যাবে, আরও বাড়বে তার দলের জনপ্রিয়তা। তখন শেপিলভের বিকল্প হিসেবে যেই হোক দাঁড়াবে নির্বাচনে। মৃত নেতার প্রতিশ্রুতি পালনের ঘোষণা দিয়ে তাতে জয়ী হওয়া তার জন্যে বরং আরও সহজ হয়ে যাবে।'

অকাট্য যুক্তি, ভাবল মাসুদ রানা। 'তাহলে?'

'সুপরিকল্পিতভাবে, ধীরে ধীরে এমন কিছু করতে হবে, যাতে শেপিলভের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রহণযোগ্যতা কমে যায় তার মানুষের কাছে। সোজা কথায় ওকে ডিসট্যাবিলাইজ করতে হবে।'

'সে ক্ষেত্রে তার বিকল্প, অন্য মেরুর আরেকজনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। এমন একজনকে, যে সহজেই শেপিলভের জনপ্রিয়তায় ভাটা ধরাতে পারে, ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে পারে।'

হাসলেন লংফেলো। 'একদম খাঁটি কথা বলেছ, রানা,' প্রশংসা ঝরল তাঁর কণ্ঠ থেকে।

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তেমন লোক কোথায়?'

'আছে, রানা। কিন্তু তুমি আমার অনুরোধের জবাবে এখনও বলোনি কিছু।'

'ঢাকায় যোগাযোগ না করে কি করে বলি, স্যার?'

'রাহাতের কথা ভাবছ? ওর অমত নেই। দু'সপ্তা আগেই ওর মতামত নিয়েছি আমি। এই ম্যানিফেস্টোর একটা অনুবাদ করা কপিও পাঠিয়েছি রাহাতকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেই সে লন্ডন আসতে বলেছে তোমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আমার কোন আপত্তি নেই।' কর্নেল বুদানিনের কথা ভাবল। 'বরং যেতে পারলে খুশিই হব।'

দাঁত দেখা গেল লংফেলোর। 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা। নিশ্চিন্ত হলাম। এবার বাকিটাও বলি। গত সপ্তায় ওয়াশিংটন ঘুরে এসেছি আমি এই ম্যানিফেস্টো নিয়ে। ওদের জানিয়েছি সব। আমি ওদেশে থাকতে মার্ক হেন্ডারসনের মৃত্যুর খবর আসে। সামান্য একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যাও বা ছিল মার্কিনীদের, ওই খবর পাওয়ার পর ভেসে গেছে। ওরা আমার পরিকল্পনার সাথে একমত।

'যখন যে সাহায্য প্রয়োজন হবে আমাদের এ কাজে, সে টাকা হোক, টেকনিক্যাল সাপোর্ট হোক, যাই হোক, সমস্ত কিছু শেয়ার করতে রাজি ওরা। তবে কাজটা শেষ করতে হবে আমার। যাকে দিয়ে হোক।'

আরেকবার কফির নির্দেশ দিলেন মারভিন লংফেলো। 'এর অনুবাদ সাথে করে নিয়ে যাও তুমি। ভাল করে আরেকবার পড়ে দেখো। এর মধ্যে অর্ধেক শেপিলভ রুশদের স্বার্থের কথা বলেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাকি অর্ধেক? সেখানে আছে অনেক বড়, ব্যাপক ধ্বংসের বীজ, রানা। এটা খোদ নরকের শয়তানের

লেখা ম্যানিফেস্টো। আনাতোলি শেফিলভ সেই শয়তান। হিটলারও বোধহয় লজ্জা পেত এটা দেখলে। তার আক্রোশ ছিল মূলত ইহুদীদের ওপর, আর শেপিলভের খাঁটি রুশ ছাড়া আর সবার ওপর। তার চোখে ইহুদী চেচেনে কোন তফাৎ নেই।'

'কিন্তু, স্যার, শেপিলভের বিকল্প হিসেবে কার কথা ভাবছেন আপনি? আমি তো তেমন কাউকে দেখছি না।'

'আছে, রানা,' রহস্যময় হাসি ফুটল মাস্টার স্পাইর মুখে। 'অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি তাকে। তোমাকে যখন রাজি করাতে পেরেছি, তাকেও পেয়ে যাব অল্পদিনের মধ্যে। ভেবো না।' নাকের ডগা চুলকালেন বৃদ্ধ। 'রাশানদের সেনোফোবিয়া বড় মারাত্মক, রানা। একবার যাকে ওরা ধরে, ভালমতই ধরে। আর যখন কাউকে ছাড়ে, জনমের মত ছাড়ে। এই সুযোগটা নিতে হবে আমাদের।'

'অ্যাজ ইউ উইশ।'

'আজ এ পর্যন্তই, রানা। কাল থেকে ট্রেনিং শুরু হবে তোমার।'

'ট্রেনিং?'

'অফ কোর্স। তোমাকে চলমান তথ্যের ডিপো তৈরি করা হবে আগামী সাতদিনে, তারপর আসল কাজ। ভাল কথা, রানা, মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মস্কোয় থাকতে হবে তোমাকে। এবং অবশ্যই আত্মগোপন করে।'

'সে-ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

কাঁধ শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'দিলাম। ওহ্, গড!' আঁতকে উঠলেন লংফেলো। 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। জলদি চলো, লাঞ্চ খেয়ে আসি।'

'থ্যাঙ্কস, স্যার। আমি আমার অফিসে যাব। ওখানে খাঁটি বাংলাদেশী ডিশ রান্না হয়েছে আজ আমার জন্যে।'

পরের একটা সপ্তাহ কড়া ট্রেনিং চলল মাসুদ রানার লন্ডনের বাইরে এক ভিক্টোরিয়ান ম্যানসনে। প্রথম-চোট গেল ছবি তোলার ওপর দিয়ে। ওর আসল চেহারার; তবে সিঁথি করা চুলের, ছবি তোলা হলো একগাদা। তারপর এক মেকআপ ম্যান বদলে দিল রানার চেহারা, আবার একগাদা ছবি। কাজ শেষ করে লন্ডন ফিরে গেল ক্যামেরাম্যান।

পরের কাজ মস্কোর বড়সড় এক ডিটেইলড ওয়াল ম্যাপ একেবারে মুখস্থ করা। কমিউনিস্ট আমলের সেই পুরানো নাম-ধাম নেই এখন রাস্তাঘাটের। মার্কস, অ্যাঙ্গেলস, লেনিন, কারও নাম নেই—সব নতুন নতুন নাম। যেমন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি নেতার নামে যে রাস্তার নাম ছিল মরিস থোরেয কী, সেটা এখন সফিস্কায়া কী, দযেরঝিনস্কি স্কয়ার হয়েছে লুবিয়াঙ্কা স্কয়ার। সব যার যার বলশেভিক আন্দোলনের আগের নাম ফিরে পেয়েছে। তার সাথে শ'খানেক নাম করা ভবনের নামও মুখস্থ করতে হয়েছে রানাকে।

এরপর পড়াশোনা। বিভিন্ন রাজনৈতিক বই, ওদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা শেপিলভের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের প্রথম থেকে একেবারে সর্বশেষ জনসভা

পর্যন্ত প্রতিটির ভাষণ ইত্যাদি হজম করতে হয়েছে রানাকে। সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে ঝাড়া পঞ্চাশটা টেলিফোন নম্বর ঠোঁটস্থ করা, তাও সাত ডিজিটের। সবগুলো প্রাইভেট। কোনটা কার বাসার, কোনটা অফিসের, মনে রাখার সংগ্রাম করতে গিয়ে জান ভাজা ভাজা হয়ে গেল ওর। এক রুশ ভাষাবিদকে ওর সাথে, ভিড়িয়ে দিয়েছেন লংফেলো, যাতে তার সাথে সারাক্ষণ ওই ভাষায় কথা বলতে পারে মাসুদ রানা।

ওগুলো সারা হতে এক তরুণ 'কমিউনিকেটরের' সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলেন লংফেলো। বিশেষ একটা জিনিস ওকে দিতে এবং তার ব্যবহার শিখিয়ে দিতে এসেছে সে। নাম, ফরব্‌স্।

ওটা সাধারণ বই আকারের একটা ল্যাপ-টপ কম্পিউটার। আড়াই-তিনশো পাতার বইয়ের মতই পুরু। আড়াআড়িভাবে বাক্সের ডালার মত ওপরের ঢাকনা খুললে তার ভেতরদিকে খুদে স্ক্রীন। কী প্যাড আছে ফ্ল্যাট অংশে। এ জিনিস আজকাল হরদম ব্যবহার হয়। দশজন অফিস এগজিকিউটিভের মধ্যে আটজনই সাথে নিয়ে ঘোরে।

'একেবারে অর্ডিনারি কম্পিউটর এটা,' বলল ফরব্‌স্। 'রাস্তায় বের হলে চারদিকে অজস্র দেখতে পাবেন।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'আর এই ডিস্কটা,' সিলিকন চিপসের তৈরি ক্রেডিট কার্ডের মত একটা কার্ড দেখাল যুবক। 'নরম্যাল রেঞ্জ অভ ইনফর্মেশন ধারণ করে এটা। সাধারণ ব্যবসায়িক ডাটা, হিসেবপত্র ইত্যাদি ধারণ করে, যা আপনিও করবেন। কেউ যদি এটার মধ্যে ইন্টারফেয়ার করতে চায়, আই মীন হ্যাকিং, সে-ও তাই দেখবে। সব আগ্রহ উবে যাবে তার মুহূর্তে।'

'বুঝলাম।'

জিনিসটা ল্যাপটপের সাইড পটে ভরে দিয়ে আরেকটা একইরকম কার্ড বের করল ফরব্‌স্। 'এটা কি বলুন তো?'

'ভিসাকার্ড,' বলল মাসুদ রানা।

'হাতে নিয়ে ভাল করে দেখুন।'

নিল ও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। পাতলা প্লাস্টিক শীটের তৈরি এটা। পিছনদিকে আছে এ মাথা ও মাথা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ। 'ভিসাকার্ডের মতনই তো লাগছে।'

'ওয়েল, ওটা তা নয়। তবু, প্রয়োজনে ওটাকে ভিসাকার্ডের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন আপনি। তাই বলে সত্যিই করতে যাবেন না যেন। তাতে ক্ষতি হতে পারে। মানে, মুছে যেতে পারে। আপনি যেখানেই থাকুন, এটা সব সময় কাছে কাছে রাখবেন। লুকিয়ে রাখবেন। কোন কিছুর সঙ্গে যেন ঘষা না খায়, সে দিকে সতর্ক নজর রাখবেন। কেবল প্রয়োজনের সময় বের করবেন।'

'এটার কাজ কি?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'অনেক কাজ। আপনি যখনই হোক, যে মেসেজই পাঠাবার জন্যে টাইপ করবেন এই ল্যাপটপে, এ সেটা সঙ্গে সঙ্গে কোডে রূপান্তর করে দেবে। এ

মুহূর্তে এটার মেমোরিতে একশো ওয়ান-টাইম প্যাড স্টোর করা আছে। যদিও সেসব কি আমি জানি না। মিস্টার লংফেলো জানেন। এর মধ্যে যা-ই স্টোর করা হোক না কেন, সেগুলো আনব্রেকবল। কারও ক্ষমতা নেই সে মেসেজ ব্রেক করে।'

ওপর নিচে মাথা দোলাল ও।

প্রথম কার্ডটা পট থেকে ইজেক্ট করে ভিসাকার্ড ইনসার্ট করল ফরবস্। 'এখন, এই ল্যাপটপের শক্তি হচ্ছে ভেতরে বসানো একটা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। খুবই পাওয়ারফুল, ওর সাহায্যে আপনি স্যাটেলাইটের সাথেও অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারবেন। বিদ্যুতের সাহায্যেও চালান যায়। তবে কাজের সময় ভোল্টেজ যদি সামান্যতম ওঠানামাও করে, মেসেজ পাঠাতে বা রিসিভ করতে অসুবিধে হবে আপনার। তাই ও কাজ ব্যাটারি দিয়েই সারবেন। পরে কারেন্টের সাহায্যে ব্যাটারি চার্জ করিয়ে নেবেন। এবার এটা অন করুন, প্লীজ।'

পাওয়ার/অফ লেখা সুইচটা টিপে দিল মাসুদ রানা। আলো ফুটল পর্দায়। 'এখন যাকে খুশি যে কোন একটা মেসেজ টাইপ করুন এতে,' বলল যুবক। 'পরিষ্কার করে।'

মরভিন লংফেলোর উদ্দেশে বিশ শব্দের একটা বার্তা লিখল ও। মস্কোয় নিরাপদে পৌঁছেছে এবং প্রথম কন্ট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ হয়েছে জানাল তাঁকে রানা। ওপরের সারির একটা কী দেখাল ফরবস্। 'এটা টিপুন। আপনার মেসেজ এনকোড করার নির্দেশ পাঠাবে এটা জায়গামত।' যদিও অন্য কিছু লেখা ওটায়।

টিপে দিল রানা চাবি, কিন্তু কিছু হলো কি না বোঝা গেল না। মেসেজটা আগের মতই ভাসছে পর্দায়।

'এবার সেট অফ করুন।' পাওয়ার/অফ সুইচটা আরেকবার চাপল মাসুদ রানা। মুছে গেল বার্তা। পর্দার আলোও নিভে গেল।

'চিরদিনের জন্যে ভ্যানিশ হয়ে গেল আপনার মেসেজ,' বলল ফরবস্। 'কমপ্লিটলি মেমোরি-ইরেজড্ হয়ে গেছে, কোড হয়ে গেছে ওয়ান টাইম প্যাডের সাহায্যে। সেই ভিসাকার্ড, যেটা আসলে ভার্জিল দ্য ভিসা, ওর ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। অপেক্ষায় আছে ট্র্যান্সমিট হওয়ার। আচ্ছা, এবার আরেকবার অন করুন সেট।'

করল মাসুদ রানা। পর্দা জ্বলে উঠল, কিন্তু কোন লেখা নেই এখন সেখানে। ফাঁকা।

'এখন আপনাকে মেসেজ ট্র্যান্সমিট করতে হলে এই সুইচ টিপতে হবে।' আরেক সুইচ দেখাল ফরবস্। রানা লক্ষ করল, এটাও ওপরের সারির, তবে এনকোডার সুইচের মত এটাতেও অন্য কিছু লেখা। 'মনে রাখবেন, যখন ভার্জিল পটে থাকবে, তখনই কাজ করবে এই গোপন ট্র্যান্সমিট/রিসিভ আর এনকোড সুইচ। সাধারণ ডিস্ক হলে এ দুটোয় যা লেখা আছে, সেই কাজই হবে।'

'তারপর?'

'আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানকার দিগন্তে দিনে দু'বার গিয়ে ঘুরে আসবে একটা হাই-পাওয়ারড্ স্যাটেলাইট। এই ভার্জিলের সাথে প্রোগ্রাম সেট করা আছে.

ওটার, "মাদারের"। স্যাটেলাইট যখন আপনার দিকে এগোবে, "ছেলের" খোঁজে সে তখন একটা বীম মেসেজ ছুঁড়বে। একই ফ্রিকোয়েন্সি দুটোর, অসুবিধে হবে না কোন। তাছাড়া কোডেড মেসেজ, আদান-প্রদানে ন্যানো সেকেন্ড সময় নেবে, কাজেই চিন্তা নেই।

'মেসেজ টাইপ সারা হলেই এই ট্র্যান্সমিট/রিসিভ সুইচ টিপে রাখবেন। "মা" এসে "ছেলেকে" বীম পাঠিয়ে প্রশ্ন করবে, "খোকা, তুমি ওখানে আছ"? তার ডাক শুনবে ভার্জিল, মায়ের ডাক সনাক্ত করবে নিশ্চিতভাবে, তারপর কোডেড মেসেজ ট্র্যান্সমিট করে তার প্রশ্নের উত্তর দেবে। একে আমরা বলি হ্যান্ডশেকিং। মেসেজ রিসিভ হয়ে গেলে এগোনো বন্ধ করে ফিরে যাবে মা।'

'যদি তার কোন মেসেজ থাকে ভার্জিলকে দেয়ার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'সে-ও ওয়ান টাইম প্যাড কোডে পাঠাবে। ভার্জিল তা রিসিভ করবে। অল দ্য সেম।'

'মেসেজ ট্র্যান্সমিট বা রিসিভ করার সময় আমাকে থাকতে হবে এটার কাছে?'

'নাহ্! ওই সুইচ অন করে যেখানে খুশি যেতে পারেন আপনি, তাতে আটকে থাকবে না কাজ। তারপর ফিরে এসে এটা,' তৃতীয় ছদ্মবেশী সুইচটা নির্দেশ করল ফরব্স্, 'টিপে দিলেই পর্দায় ভেসে উঠবে মেসেজ। ডিকোডেড মেসেজ অবশ্যই। এবার বলুন, তিনটে ডিজগাইজড্ সুইচের কোনটার কি ফাংশন, মনে আছে আপনার? কি ভাবে মেসেজ এনকোড করতে হবে, পাঠাতে হবে ইত্যাদি খেয়াল আছে?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আছে।'

'একবার করে দেখান, প্লীজ!'

বাধ্য ছাত্রের মত দেখাল মাসুদ রানা। খুশি হয়ে উঠল ফরব্স্। 'গুড! ভেরি গুড! পারফেক্ট হয়েছে।' পকেট থেকে চার সংখ্যা লেখা একটা কাগজ বের করে ওকে দিল সে। 'এবার শেষ পয়েন্ট। যদি আপনি ভার্জিলের যাবতীয় মেমোরি সত্যি সত্যি ইরেজ করতে চান, মানে, সেরকম প্রয়োজন দেখা দেয় কখনও, এই চার নির্দিষ্ট সুইচ পুশ করবেন। অতএব সংখ্যা চারটার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। প্রয়োজন দেখা দিলে কোন কথা নেই। কিন্তু যদি তা না হয়, আর চাপ পড়ে যায় এগুলোয় পর পর, স্রেফ ভিসাকার্ড বনে যাবে আপনার ভার্জিল।'

নিজের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির জন্যে ফরব্স্কে বসিয়ে রেখে আরও কয়েকবার ব্যাপারটা প্র্যাকটিস করল মাসুদ রানা। এক সময় সন্তুষ্ট হলো। এখন চেষ্টা করলে চোখ বুজেও এটা অপারেট করতে পারবে ও।

এবার মারভিন লংফেলোর সাথে ফাইনাল সেশন বাকি, ওটা সেরেই রওনা হবে মাসুদ রানা। পরদিন শুরু হলো তা লংফেলোর রুদ্ধদ্বার অফিস রূমে। দু'দিন ব্যয় হলো তার পিছনে।

কিসের পিছনে লাগতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ভালই জ্ঞান অর্জন করেছে রানা। এ-ও বুঝেছে, যতই নিজেকে ও গোপন রাখার চেষ্টা করুক, বুদানিন ঠিকই টের পাবে ওর উপস্থিতি। কিন্তু তা ভেবে সময় নষ্ট করতে মন চাইল না। জীবনে

অনেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে ও, কাজেই এসবে এখন আর ভয় পায় না। মনে কেবল একটাই আর্তি, কর্নেল বুদানিনকে যেন নিজ হাতে হত্যা করতে পারে ও। যেন নিরপরাধ মেজর ইগর বাদানভের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে পারে।

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল। এক টুকরো কাগজ রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন বিএসএস প্রধান। 'যদি কখনও কোন কারণে তোমার কমিউনিকেশন সিস্টেম অকেজো হয়ে পড়ে, এই ঠিকানায় যোগাযোগ কোরো। এটা আমার লাস্ট রিসোর্ট। আমি তোমার শুভ কামনা করি, রানা। যাও। খুব শিগ্‌গিরি দেখা হবে।'

ছয়

লন্ডন-মস্কো সরাসরি ফ্লাইটে পাঁচ ঘণ্টা লাগল শেরেমেতিভো পৌঁছতে। সময় দুই ঘণ্টা এগিয়ে ঘড়ি অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা মস্কোর সময়ের সাথে। রানার আমেরিকান পাসপোর্ট-ভিসা অকৃত্রিম, কাজেই ইমিগ্রেশনে এক মিনিটও বাড়তি সময় লাগল না।

এরপর কারেন্সি ডিক্লারেশনের লম্বা ফরম পূরণ করল রানা। নিজের একমাত্র সুটকেস তুলে রাখল এগজামিনেশন কাউন্টারে। আর একটা অ্যাটাশে কেস আছে, হাতে ঝুলছে। সুটকেসের দিকে খুব একটা নজর দিল না অফিসার। চোখ নাচিয়ে অ্যাটাশে কেস ইঙ্গিত করে ইংরেজিতে বলল, 'ওপেন।'

খুলে দিল ওটা রানা। উঁকি মেরে ভেতরের কাগজ-পত্র, শেভিং কিট ইত্যাদি নেড়েচেড়ে দেখল অফিসার। ল্যাপটপটা তুলে নিয়ে খুলে দেখল। তারপর রেখে দিল জায়গামত। 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' চক দিয়ে দ্রুত দুটো ক্রস এঁকে দিল সে রানার দুই লাগেজে। দুটো দু'হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল ও। ট্যাক্সি নিয়ে বলশয় থিয়েটারের উল্টোদিকের হোটেল মেট্রোপলিটানে চলে এল।

ডেস্কে নিজের পরিচয় জানিয়ে পাসপোর্টটা এগিয়ে দিল মাসুদ রানা। লাল রঙের ঈগলের ছাপ মারা বইটা দেখে সম্ভ্রমের চাউনি ফুটল ক্লার্কের চোখে। কম্পিউটর কী বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে ব্যস্ত হয়ে। মুহূর্তখানেক পর পর্দায় ভেসে উঠল রানার বুকিং কনফার্মেশন। তার সাথে পাসপোর্ট আর অতিথির চেহারা মিলিয়ে নিয়ে পেশাদারী হাসি হাসল ক্লার্ক। 'ওয়েলকাম, মিস্টার প্যাটারসন।'

রানার রুমটা আটতলার এক মাথায়। জানালায় দাঁড়ালে সামনের বিশাল স্কয়্যার, দূরের ক্রেমলিন পরিষ্কার দেখা যায়। এ হোটেলের বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি ফ্লোরের পিছনদিকে আছে টানা ব্যালকনি, এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত। সরু গ্রীল দিয়ে সেটা ভাগ ভাগ করা আছে অবশ্য প্রতিটি রুমের প্রস্থের মাপে। তবে ওটা কোন বাধা নয়। ইচ্ছে করলে বাইরের দিক দিয়ে পা ঘুরিয়ে ওপাশে নিয়ে ফেললেই হলো।

সন্ধে পার হয়ে গেছে তখন। অর্ডার দিয়ে রুমে ডিনার আনিয়ে নিল রানা। খাওয়া সেরে রুম অন্ধকার করে ব্যালকনিতে পাতা ইজি চেয়ারে এসে বসল। কমিউনিস্টদের পতনের পর এই তৃতীয়বার এ দেশে আসা, কেমন অন্যরকম লাগছে যেন ওর। পরিবেশে-বাতাসে আগের সেই বদ্ধ, গুমোট ভাবটা নেই। খোলামেলা, মুক্ত লাগছে নিজেকে। মানুষ কত ভাবেই না নষ্ট করে পরিবেশ, ভাবল ও। কোথায় সেই মস্কো, আর কোথায় আজকের মস্কো।

দ্রুত নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ও, সামাজিক বা পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা করুক সে ভাবনা-চিন্তা, তুমি তোমার কাজ করো। এ দেশের ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তার গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির সেকেন্ড চীফ ডিরেক্টরেট বহাল আছে এফএসবি নামে। এখনও সেই আগের কাজই করে সে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কাজ। কর্নেল বুদানিন পদত্যাগ করলেও সেখানে অনেক অনুসারী-বন্ধু অবশ্যই রয়ে গেছে তার। চাইলে সে তাদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাবে। দোলগোরুকি মাফিয়া, ব্ল্যাক গার্ড আর ইয়াং কমব্যাট্যান্টরা তো রয়েইছে।

বরং আগের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এখন কর্নেল ভাদিম বুদানিন। সতর্ক না থাকলে বিপদ কখন কোনদিক থেকে এসে নিঃশব্দে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে, ঠিক নেই। আর যাই হোক, বুদানিন বোকা নয়। খুব শীঘ্রিই টের পেয়ে যাবে সে যে অনাহূত কেউ এসেছে তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে। এবং তা জানা হয়ে গেলে যা ঘটবে··· কল্পনার রাশ টেনে ধরল মাসুদ রানা। অনর্থক চাঁদি গরম করে লাভ নেই। সে যখনকারটা তখন দেখা যাবে। তাছাড়া, অন্তত ওর আগমন সংবাদ যেন কর্নেল জানতে না পারে, সেজন্যেই মার্কিন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে ও। কাজেই দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অন্তত এখনই।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে পড়ল রানা। নিশ্চিন্তে টানা ঘুম দিয়ে ঝরঝরে তরতাজা হয়ে উঠল সকালে। গোসল-শেভ ইত্যাদি সেরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। চোখ তুলে সামনেই দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী, সোনালি চুলের আমেরিকান ব্যবসায়ীটিকে দেখে বিনয়ের হাসি ফুটল ক্লার্কের মুখে। এ আরেকজন, অল্পবয়সী।

'একটা সমস্যায় পড়েছি,' এদিক ওদিক তাকিয়ে ধারে কাছে কেউ নেই দেখে মুখ খুলল রানা।

'বলুন, স্যার! কি ভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?' ঝুঁকে দাঁড়াল যুবক কাউন্টারে কনুই রেখে।

'মানে ছোট্ট একটা কাজ করাবার জন্যে আমার পাসপোর্টটা কয়েক ঘণ্টার জন্যে জমা দিতে হবে ইউএস এমব্যাসিতে,' মধুর হাসি উপহার দিল ও। 'ব্যুরোক্র্যাসি, বুঝতেই পারছেন।'

'কিন্তু, স্যার, গেস্ট চেক আউট না করা পর্যন্ত কারও পাসপোর্ট···' থেমে গেল যুবক। ঢোক গিলল গেস্টের ডান হাতে ধরা একটা একশো ডলারের বিল দেখে।

'বুঝতে পারছি,' অমায়িক কণ্ঠে বলল রানা। 'আসলে সমস্যা হয়েছে মস্কো থেকে ইউরোপের কয়েকটা দেশে যেতে হবে আমাকে ব্যবসার কাজে, অথচ

কয়েকদিনের মধ্যে ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাবে এই পাসপোর্টের। তাই, অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে হলেও ওটা আমার প্রয়োজন।' নোটটা আড়াআড়ি ভাঁজ করল ও অবহেলার সাথে, ওটা ধরে থাকা ডান হাত ছয় ইঞ্চি এগোল যুবকের দিকে।

ততক্ষণে হিসেব কষে ফেলেছে ক্লার্ক মনে মনে, ব্ল্যাক মার্কেটে ওটা বেচলে কত রুবল পাবে, জানা হয়ে গেছে তার। নিজের চারদিকে চকিত নজর বুলিয়ে নিল সে। 'এক্সকিউজ মি, স্যার।' কাউন্টারের পিছনের এক দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল সে। পাঁচ মিনিট পর রানার পাসপোর্ট নিয়ে ফিরল। ত্বরিত গতিতে হাত বদল করল জিনিস দুটো।

'কাজ শেষ হলে দয়া করে ফেরত দেবেন, স্যার,' বলল যুবক।

'অবশ্যই! ভিসা সেকশনের কাজ শেষ হলেই ফিরিয়ে দেব। বাই দ্য ওয়ে, ক'টা পর্যন্ত ডিউটি আপনার?'

'দুটো পর্যন্ত।'

'এর মধ্যে যদি কাজ শেষ না হয়, বিকেলে বা রাতে অন্য যে থাকবে ডেস্কে তার হাতে দিয়ে যাব এটা। ওকে?'

'না, আমাকেই দেবেন, স্যার, কাল সকালে। কেউ যেন না দেখে।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

লাউঞ্জে বসে নাস্তা খেল মাসুদ রানা, ফিরে এল রুমে। দরজার নবে 'ডু নট ডিসটার্ব' বোর্ড ঝুলিয়ে তালা মেরে দিল ভেতর থেকে। তারপর বাথরুমে এসে ঢুকল। ওয়াশকিট ব্যাগ থেকে 'আইওয়াশ লিকুইড' লেবেল সাঁটা ডাই সলভেন্ট বের করে কাজে লেগে পড়ল। আধঘণ্টার মধ্যে আমেরিকান ব্যবসায়ী ফিলিপ প্যাটারসন আদি ও অকৃত্রিম মাসুদ রানায় পরিণত হলো।

কাজ সেরে বেরিয়ে এল ও। অ্যাটাশে কেস খুলে ভেতরের সবকিছু ঢেলে ফেলল বিছানায়। তারপর ওটার তলার ফলস্ কম্পার্টমেন্ট খুলে বের করল নিজের আসল পাসপোর্ট। ওটায় গতকালকের তারিখে হিথ্রো আর শেরেমেতিভো, দুই পোর্ট ইমিগ্রেশন-কাস্টমস অফিসারদের খাঁটি সীল স্ট্যাম্প করা আছে। একটা ফ্লাইলীফের ভেতরে নকল এক কারেন্সি ডিক্লারেশন ফরমও আছে। যদিও ওটাকে নকল বলে সনাক্ত করার সাধ্য নেই কারও। কারণ ওটা যেমন একশো ভাগ নকল, তেমনি একশো ভাগ খাঁটিও বটে। সীল-ছাপ্পড় ওটায়ও আছে।

ফলস্ কম্পার্টমেন্টে আরও কয়েকটা জিনিস আছে। তার একটা ফ্রল কজলভের চুরি করা আসল ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো। সাথে অবিকল একইরকম দেখতে আর একটা নকল ম্যানিফেস্টো—দুটোর কোনটা আসল, কোনটা নকল, রানা আর মারভিন লংফেলো ছাড়া কেউ জানে না। আর আছে ভেরিফিকেশন রিপোর্ট—ওতে আছে ওটার খোয়া যাওয়ার সাথে জড়িত তিন নিহতের পরিচয়, ম্যানিফেস্টোর সাথে তাদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

এগারোটার দিকে রুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা। হাতে কেবল অ্যাটাশে কেস। দরজায় তখনও ঝুলছে 'ডু নট ডিসটার্ব'। বিশাল লাউঞ্জের এক প্রান্তে, রিসেপশন ডেস্ক থেকে অনেকটা তফাতে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ফোন বুদ। হোটেলের বোর্ডাররা ছাড়াও সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে

ওগুলো। তাদের আসা-যাওয়ার জন্যে আলাদা সুইং ডোর আছে বুদের কাছেই, সেই দরজা দিয়ে হোটেল ত্যাগ করল। ট্যাক্সি র‍্যাঙ্কের সারিতে অপেক্ষমাণ প্রথম ট্যাক্সিতে চেপে বসল। 'অলিম্পিক পেন্টা,' গম্ভীর, চোস্ত রুশ উচ্চারণে বলল ও।

মাথা দুলিয়ে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার। পেন্টা হোটেল মস্কোর উত্তর প্রান্তে, সাদোভো স্পাসকোয়ি বা গার্ডেন রিং রোডে জার্মানদের তৈরি বিশাল ফাইভ স্টার হোটেল। '৮০ সালে মস্কো অলিম্পিক উপলক্ষে নির্মিত। ওটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে পুরো অলিম্পিক কমপ্লেক্স। পেন্টার বিশাল প্রবেশপথের সামনে ট্যাক্সি ত্যাগ করল মাসুদ রানা, ভাড়া মিটিয়ে লবির উদ্দেশে পা বাড়াল। ডোরম্যানের লম্বা নডের জবাবে মৃদু হাসল ও, ঢুকে পড়ল ভেতরে। দু'মিনিট পর আবার বেরিয়েও এল, ভেতর থেকে যখন দেখল আরেক প্যাসেঞ্জার নিয়ে হোটেল ত্যাগ করছে ওকে বয়ে আনা ট্যাক্সিটা। এবার হেঁটে এগোল রানা, সিকি মাইল উত্তরে ওর গন্তব্য।

কমপ্লেক্সের সবচেয়ে উঁচু কাঠামো, অলিম্পিক স্টেডিয়াম বাঁয়ে রেখে হাঁটতে থাকল রানা। এদিকে মানুষজন কম। শহরের অন্যান্য অংশের মত তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও নয়। গ্রীষ্মকালীন আবর্জনা, গাছের পাতা, মরা ডাল, ফেলে দেয়া কাগজ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। দুরোভা স্ট্রীটে এসে পড়ল মাসুদ রানা।

সামনেই রেলিং-ঘেরা বড়সড় এক এনক্লেভ। ভেতরের বাড়ি-ঘর, বাগান, সব ঝকঝকে এখানকার। আলাদা এক ঐতিহ্য বহন করছে এগুলো—পুরানো ইসলামী ঐতিহ্য। বড়, চমৎকার কারুকার্যখচিত একটা মসজিদ, একটা স্কুল এবং একটা হোস্টেল রয়েছে এনক্লেভে। ১৯05 সালে নির্মিত হয় এসব। তারপর এক যুগ যাবৎ জমজমাট ছিল। '১৭ সালে লেনিন ক্ষমতায় বসার পর প্রায় থেমে যায় এখানকার ধর্মীয় কার্যক্রম, স্কুল, হোস্টেল।

সাত দশকেরও বেশি একই অবস্থা ছিল, এরপর '৯১ সালে কমিউনিস্টদের পতনের পর সৌদী আরবের বিশাল অঙ্কের অনুদানে নতুন রূপে সাজানো হয় একে। মরচে পড়া তালা ভেঙে খুলে দেয়া হয় স্কুল-হোস্টেলের রূম, নির্ভয়ে নামায পড়ার জন্যে মসজিদে আসতে শুরু করে মুসল্লিরা। হালকা নীল আর সাদা রঙের মসজিদের বাঁধানো চত্বরে উঠে এল রানা। জুতা খুলে লবির বাঁ দিকে নির্দিষ্ট পিজিয়ন হোলে রেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

শান্ত, সমাহিত পরিবেশ। জনাকয়েক মুসল্লী আছে ভেতরে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নামায আদায় করছে। দূরে একজন কোরান তেলাওয়াতও করছে। দরজার কাছেই পুরু, অত্যন্ত মূল্যবান কার্পেটের ওপর বসে পড়ল মাসুদ রানা। বাইরে থেকে টের পাওয়ার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে এর ভেতরটা কী আশ্চর্যরকম ঝলমলে। দেয়াল, পিলার আর অনেক উঁচুতে মসজিদের মূল ডোমের কারুকাজ এক কথায় অপূর্ব। ঝাড়বাতিগুলো একেকটা প্রকাণ্ড। দেয়ালে, কাঠের প্যানেলে খোদাই করা কোরানের উদ্ধৃতিগুলোর ওপর আলো ফেলার ব্যবস্থা আছে ওপর থেকে। সব মিলিয়ে অসম্ভব সুন্দর মসজিদটা।

মস্কোর মুসলমানরা প্রায় সবাই এটায় নামায পড়ে। আরেকটা মসজিদ আছে শহরের অন্য প্রান্তে। অনেক ছোট সেটা। মস্কোয় মসজিদ মাত্র দুটো।

উপস্থিত মুসল্লীদের ওপর নজর বোলাল ও। প্রত্যেকে বৃদ্ধ। আজেরিস, তাতার, ইঙ্গাস, ওসেটিয়ান। সবাই সুট পরা। পুরানো, তবে পরিচ্ছন্ন। আধ ঘণ্টা পর রানার সামনের মুসল্লী উঠল। ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল। তার কোটের ল্যাপেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিনটে মেডাল ঝুলছে দেখা গেল। বাইরের চত্বরে পড়া কড়া রোদের আঁচ থেকে বাঁচার জন্যে চোখ কুঁচকে এগোচ্ছিল লোকটা, রানার ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল। চোখে কৌতূহল ফুটল তার। তামাটে গায়ের রং, কালো চুল আর অ্যাটাশে কেসধারী রানাকে দেখে যে অবাক হয়েছে, তা চেপে রাখার কোন চেষ্টা দেখা গেল না বৃদ্ধের মধ্যে। 'আসসালামু আলাইকুম,' কিছুটা ইতস্তত করে বলল সে।

চোখ তুলল মাসুদ রানা। 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম।'

'নামায পড়তে এসেছেন?' ওর মুখোমুখি হাঁটু মুড়ে বসল লোকটা।

'ইয়ে, এক বন্ধুর খোঁজে এসেছি।'

'আমাদের এখানে ছোট ছোট অনেকগুলো কমিউনিটি আছে। আপনার বন্ধু কোন কমিউনিটির? কতদিনের পরিচয় তার সাথে?'

'চেচেন। পরিচয় কয়েক বছর আগের, তবে মাঝখানে কিছুদিন ধরে যোগাযোগ নেই।'

'বসুন। দেখি।' উঠে পড়ল বৃদ্ধ। বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক পর মাঝবয়সী একজনকে নিয়ে ফিরল সে, ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল আগন্তুককে, তারপর হাসিমুখে ওর উদ্দেশে হাত নেড়ে চলে গেল।

'শুনলাম আপনি আমার এক ভাইকে খুঁজছেন?' নিচু কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?' এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল।

'সম্ভবত। আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব।'

'নিশ্চই! কি নাম তার?'

'উমার গুনায়েভ।'

আগন্তুকের কপালে মুহূর্তের জন্যে অস্পষ্ট কুঞ্চন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'এ নামে কাউকে চিনি না তো!'

'তাহলে তো মুশকিল!' জুলফির গোড়া চুলকাল রানা চিন্তিত মুখে। 'তার জন্যে একটা গিফট নিয়ে এসেছি আমি।'

ওর চোখে চোখ রেখে উঠল লোকটা। 'একটু বসতে হবে। দেখি, খোঁজ বের করতে পারি কি না লোকটার।'

'ধন্যবাদ। আমি ধৈর্যশীল মানুষ। গুনায়েভকে না পাওয়া পর্যন্ত বসতে পারব।'

'ধৈর্যশীলদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন।' মুচকে হেসে চলে গেল লোকটা।

পাক্কা দু'ঘণ্টা পর এল ওরা। তিনজন। আঠারো থেকে বিশের মধ্যে হবে বয়স। সদা সতর্ক, সদা প্রস্তুত। পুরু পার্শিয়ান কার্পেটের ওপর দিয়ে মোজা পরা পায়ে নিঃশব্দে দু'জন এসে বসল রানার দু'দিকে, তৃতীয়জন বসল দরজার মুখে। দু'হাত উরুর ওপর রেখে। একজনও সরাসরি ওর দিকে তাকাল না। দেখামাত্র টের পেল ও, তিনটেরই জ্যাকেটের তলায় ভালমানুষের ছা আছে। ডান দিকের

যুবক কথা বলে উঠল বিড়বিড় করে। বসার ভঙ্গি. ঠোঁট নাড়া দেখলে যে কেউ ভাববে দোয়া-দরূদ পড়ছে বুঝি।

'আপনি রুশ জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'উমার গুনায়েভকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পরিচয় কি আপনার? কোন দেশী?'

'বাংলাদেশী। কোটের ডান পকেটে আমার পাসপোর্ট আছে।'

শক্ত হয়ে গেল প্রশ্নকারী। 'দু'আঙুলে বের করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না।'

তাই করল রানা। ওটা বের করে নিজের সামনে কার্পেটে রাখল। বাঁ দিকের যুবক ছোঁ মেরে তুলে নিল সেটা, ভেতরের ছবি, প্রতিটি পাতা পরীক্ষা করল তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর সন্তুষ্ট চেহারায় মাথা ঝাঁকাল সঙ্গীর উদ্দেশে।

'এটা নকলও হতে পারে,' বলল প্রথমজন।

মাথা দোলাল রানা। 'একদম খাঁটি।'

'আমার ভাইকে কেন খুঁজছেন?'

'সে আমার বন্ধু।'

'হাহ্! উমারের অনেক বন্ধু আছে পথে-ঘাটে। আপনি তার কোন্ গ্রুপে পড়েন?'

'উদ্ধারকারীর গ্রুপে।' বিরক্ত হয়ে উঠল রানা।

'মানে?'

'সে-সব আপনাদের না জানলেও চলবে। উমারের সাথে আমার দেখা হওয়া জরুরী। ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম যদি কখনও মস্কো আসা হয়, ওর সঙ্গে দেখা করব।'

একটু ভাবল যুবক। 'কি এক গিফট্ এনেছেন শুনলাম তাঁর জন্যে?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'কোথায় সেটা?'

'এই কেসের মধ্যে।'

'খুলুন। দেখান আমাকে।'

মাথা দোলাল ও। 'সম্ভব না। জিনিসটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গোপনীয়। উমার ছাড়া আর কারও দেখা নিষেধ।'

'কি করে বুঝব এরমধ্যে বোমা নেই?' এতক্ষণে মুখ খুলল দ্বিতীয়জন। 'খুললেই ফাটবে না বোমা?'

'আমি খুলে দেখাতে পারি,' বলে কেসের দিকে হাত বাড়াল ও। চাবি বের করে তালা খুলল, ডালা একটু খুলেই আবার বন্ধ করে দিল। 'সন্তুষ্ট?'

আরেকবার ওর ওপর দ্রুত নজর বোলাল দুই যুবক। প্রথমজন উঠে পড়ল। 'অপেক্ষা করুন।' বেরিয়ে গেল সে। অন্য দু'জন বসে থাকল যার-যার জায়গায়। দু'ঘণ্টা হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই যুবকের। এদিকে দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে, খিদেয় পেটের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে রানার। আরও এক ঘণ্টা পর খোলা

দরজায় উদয় হলো যুবক। রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'কাম।'

উঠে পড়ল রানা। অন্য দু'জনও উঠল। বেরিয়ে এসে যার-যার জুতো পরল সবাই। পা বাড়াল। ওর দু'দিকে থাকল দুই যুবক, অন্যজন পিছনে। এনক্লেভের বাইরে দুরোভা স্ট্রীটে অপেক্ষমাণ বড় এক বিএমডব্লিউতে চড়তে বলা হলো রানাকে। নীরবে তাই করল ও। দু'জন উঠল রানার দু'পাশে, অন্যজন, যে দরজা আগলে বসে ছিল, ড্রাইভিং সীটে বসল সে। দ্রুতবেগে ছোটাল গাড়ি। বাঁ দিকের যুবককে ওর দিকে কাত হয়ে বসতে দেখে রানা বুঝল, ওকে সার্চ করতে যাচ্ছে সে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমার কাছে অস্ত্র আছে।'

পরিষ্কার ক্রোধ ফুটল যুবকের চোখে। 'এতক্ষণ বলেননি কেন?'

'আপনারা জানতে চাননি, তাই।'

ওদের দু'জনের চোখের সামনে সতর্কতার সাথে দু'আঙুলে ওয়ালথারটা বের করল মাসুদ রানা, ধরে থাকল মরা ইঁদুরের মত। ওর মুখে 'অস্ত্র আছে' শুনে আগেই জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা সুইস সিগ সাওয়ার নাইন এম এম অটোমেটিক বের করে ঠেসে ধরেছিল অন্যজন রানার তলপেটে, কেড়ে নিল সে ওটা। 'আর কিছু?'

মাথা নাড়ল রানা, নেই। মনে মনে বলল, আছে। তবে সেটা খুঁজে বের করা তোমাদের কম্ম নয়। তবু ওরা সার্চ করল রানাকে নিপুণ হাতে, এবং সন্তুষ্ট হলো আর কিছু না পেয়ে।

ততক্ষণে মাইল দুয়েক পেরিয়ে এসেছে বিএমডব্লিউ। চালক পকেট থেকে একটা ঘুটঘুটে কালো র‍্যাপঅ্যারাউন্ড গগলস্ বের করে এগিয়ে দিল কাঁধের ওপর দিয়ে। 'এটা পরে ফেলুন।' নীরবে নির্দেশটা পালন করল রানা, গন্তব্যে পৌছানো পর্যন্ত অন্ধ হয়ে বসে থাকল। শহরের প্রাণকেন্দ্রের এক গলিতে পুরানো এক রেস্টুরেন্টের সামনে থেমে দাঁড়াল গাড়ি। রেস্টুরেন্টের নাম *খাস্তান*। রুশ ভাষায় বাদামের প্রতিশব্দ।

সাধারণ কোন রেস্টুরেন্ট এটা নয়। মার্কা মারা জায়গা। মস্কো মিলিশিয়া *খাস্তানের* ধারেকাছে ঘেঁষে না। গাড়ি থেকে নামার পর চশমা খোলার অনুমতি পেল রানা। দু'জন পথ দেখিয়ে রেস্টুরেন্টের ভেতরে নিয়ে এল ওকে। বার অতিক্রম করে ও-প্রান্তের এক বন্ধ দরজায় টোকা দিল একজন। ভেতর থেকে চেচেন ভাষায় কেউ কিছু বলল, নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলল যুবক। মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে ভেতরে ঢুকতে বলল। পা বাড়াল ও।

এ রুমের সাথেই বোধহয় কিচেন, ভাবল রানা। রসুন, অন্যান্য মশলা এবং কফির গন্ধ পেল ও। ঘরে একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার ছাড়া কিছু নেই। এক চেয়ার দখল করে বসে আছে সেই মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি, বৃদ্ধ মুসল্লী যাকে ওর কাছে নিয়ে এসেছিল। হাসল লোকটা। 'বসুন। কফি?'

'উমার কোথায়?'

'উনি আসছেন। আপনি বসুন, প্লীজ!'

বসল রানা। ওর সঙ্গী দুই যুবক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। কফি এল। চমৎকার কফি। নীরবে কাপ শেষ করল ও। রানা রুমে ঢোকার দশ মিনিট পর

এল উমার গুনায়েভ, একই দরজা দিয়ে। প্রায় রানার সমান দীর্ঘ লোকটা, তবে পাশে বেশি। বয়স পঁয়ত্রিশের মত। চমৎকার হ্যান্ডসাম, মিষ্টি চেহারা। বহু মূল্যবান কমপ্লিট আর হেভি সিল্কের টাইয়ে প্রায় স্বপ্নের রাজকুমারের মত লাগছে তাকে।

ওকে চিনতে পেরে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল গুনায়েভ। প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর চরম বিস্ময় ফুটল তার চোখে। 'ইয়াল্লা! রানা, সত্যি তুমি?' রানা উঠে দাঁড়াতেই দ্রুত এগিয়ে এসে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল সে। 'আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, রানা! সত্যিই তুমি এলে তাহলে?'

'ছাড়ো, ছাড়ো!' ইংরেজিতে বলল রানা। 'তোমার লোকেরা এত ভোগাবে জানলে অন্য পথ খুঁজতাম আমি।'

'সরি, রানা! রিয়েলি সরি! তুমি জানো না আমাকে ধরার জন্যে অসংখ্য চর ঘুরঘুর করছে সারা মস্কোয়।'

'কে বলেছে জানি না?' নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও জোর করে। 'জেনেশুনেই এসেছি আমি, ভায়া!'

তীব্র কৌতূহল ফুটল গুনায়েভের ঠোঁটের কোণে। 'সত্যি? আচ্ছা, সেসব পরে শুনব। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'সেটাই তো বলতে চাইছি। তোমার দেখা পেতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা...'

'আর লজ্জা দিয়ো না, ভাই। চলো আমার অফিসে।' দ্রুত চেচেন ভাষায় দরজায় দাঁড়ানো দুই যুবককে কি যেন নির্দেশ দিল গুনায়েভ। রানাকে সে যে ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, স্বচক্ষে দেখে অনেক আগেই ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে ছিল ওরা, এবার হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল।

ওরাও বের হলো। রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ানো বিএমডব্লিউর পাশে রয়েছে গুনায়েভের দামী মার্সিডিজ লিমুজিন। রুক্ষ চেহারার তিন পেশীবহুল যুবক দাঁড়িয়ে আছে ওটাকে ঘিরে। গুনায়েভের বডিগার্ড। ওটার পিছনে উঠল সে রানাকে নিয়ে। বডিগার্ডদের একজন বসল সামনে। অন্যরা তিন যুবকের সাথে বিএমডব্লিউতে গিয়ে চড়ল। ঘুরে বড় রাস্তার দিকে রওনা হলো মার্সিডিজ, ওটার দশ গজ পিছনে লেগে থাকল অন্যটা।

গুনায়েভের 'অফিস' হেলসিঙ্কি স্টেশনের কাছে এক পাঁচ তারা হোটেলের পুরো টপ ফ্লোর। আমেরিকান এক হোটেল চেইনের সাথে যৌথ উদ্যোগে এটা নির্মাণ করেছে গুনায়েভ। এমন আরও কয়েকটা হোটেল আছে তার। এ দেশের প্রথম শ্রেণীর হোটেল ব্যবসায়ীদের মধ্যে সে একজন।

এক সময় কেজিবির ক্যাপ্টেন ছিল সে, চাকরি করত ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের অধীনে। কমিউনিজমের পতনের পর সাধারণ মানুষের জমি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে সস্তায়, প্রায় পানির দরে শহরের এখানে ওখানে বেশ কিছু প্লট কিনে ফেলে গুনায়েভ। প্রতিটি প্লটই মস্কোর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। এরপর সরকার যখন দেশে বিদেশী টাইকুনদের পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিল, চাকরি ছেড়ে কাজে লেগে পড়ল উমার গুনায়েভ। মস্কোর ছয়টা পাঁচ তারা হোটেলের অর্ধেক মালিক সে।

এই সময়, ১৯৯৪ সালের শেষদিকে, তার জন্মভূমির ওপর বড় ধরনের হামলা চালিয়ে বসলেন ইয়েলৎসিন। রাশিয়ার ওপর যেটুকুও বা আস্থা ছিল চেচেনদের, ভেসে গেল বানের জলে পড়া খড়কুটোর মত। স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে যোগ দিল গুনায়েভ। সরাসরি নয়। লন্ডন চলে গেল সে। ততদিনে কিছু কিছু পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছে গুনায়েভ, তাই দিয়ে অস্ত্র কিনে স্বদেশী যোদ্ধাদের জন্যে পাঠাবে ঠিক করল সে। কিন্তু কাজটা কঠিন হয়ে দেখা দিল তার জন্যে।

মাসুদ রানা তখন লন্ডনে। একদিন দুপুরের দিকে ওখানকার রুশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল প্রবাসী চেচেনরা। গুনায়েভ ছিল তাদের মধ্যে। এক পর্যায়ে দূতাবাস থেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর কে একজন যেন দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে বসল, মারাত্মক আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল গুনায়েভ। মুহূর্তে দূতাবাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিক্ষোভকারীরা, লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল চারদিকে। উন্মত্ত চেচেনদের পায়ের তলায় পড়েই মরার দশা হলো গুনায়েভের।

দূরে দাঁড়ানো অনেক দর্শকের মধ্যে রানাও ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে ছুটে গিয়ে অচেতন গুনায়েভকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল ও, দ্রুত বয়ে নিয়ে গিয়েছিল এক ক্লিনিকে। সেখানে তখনই অপারেশন করা হয় গুনায়েভের, প্রাণে বেঁচে যায় সে। এরপর ক্রমে বন্ধুত্ব হয় দু'জনের। নিজের ইচ্ছের কথা একদিন কথায় কথায় জানায় সে মাসুদ রানাকে। লন্ডনে ডেকে আনে রানা ভিনসেন্ট গগলকে, পরিচয় করিয়ে দেয় গুনায়েভের সঙ্গে। তাকে জানায় গুনায়েভের ইচ্ছের কথা।

শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার লড়াইয়ে বীর চেচেনদের সহায়তা করার জন্যে মোটা অঙ্কের চাঁদাও দিয়েছিল রানা অস্ত্র কিনতে। আজও প্রচুর অস্ত্রের মালিক উমার গুনায়েভ। মস্কোর সবচেয়ে ক্ষমতাশালীদের মধ্যে একজন সে। রাশিয়ায় ওরা, চেচেনরা, বলতে গেলে অপরাধী। ঘৃণিত। তেমনি তাদের কাছে রুশরাও ঘৃণিত। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষমতাধর চেচেনদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপও নিতে পারছে না মস্কো।

এদের সাথে চেচনিয়াতে তো বটেই, খোদ মস্কোতে লড়াই করেও হার স্বীকার করতে হয়েছে ইয়েলতসিনকে। রুশ প্রশাসন চেচেন মাফিয়া নাম দিয়েছে এদের। মেনে নিয়েছে তা এরা। প্রতিবাদ করেনি। নিজেদের স্বার্থে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। রুশ আন্ডারওয়ার্ল্ডে উমার গুনায়েভ হিরো, মহান প্রতিরোধ যোদ্ধা। আর নিজের কমিউনিটিতে সে যে কী, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। চেচেনদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ফোর্ট নক্সের মতই দুর্ভেদ্য। মস্কো প্রশাসন যথেষ্ট সমঝে চলে এদের।

'তারপর, বন্ধু?' ইংরেজিতে বলে উঠল গুনায়েভ। 'কেমন ছিলে এতদিন?'

'ভাল। তুমি?'

'এই তো, চলে যাচ্ছে। তারপর বলো, এ অধমকে স্মরণ করার কি প্রয়োজন পড়ল তোমার?'

'তোমার সাহায্য চাই আমার,' বলল ও। সিগারেট অফার করল গুনায়েভকে, নিজেও ধরিয়ে টানতে লাগল।

'কেন বার বার লজ্জা দিচ্ছ? কি চাই, হুকুম করো।'

'প্রথমে চাই একটা নিরাপদ আশ্রয়। কিছুদিন থাকতে হবে আমাকে।'
'কেউ তোমার পিছু নিয়েছে?'
'নেয়নি এখনও। তবে নেবে খুব শিগ্‌গির।'
'উদ্দেশ্য? তোমাকে হত্যা করা?'
'নিশ্চই!'
'কে সে?'
'কর্নেল বুদানিন।'
'ক...,' বিস্মিত হয়ে থেমে গেল গুনায়েভ। 'কর্নেল বুদানিন?'
'চেনো ওকে?'
নীরবে ওপর-নিচে মাথা দোলাল সে। পরক্ষণে হেসে চোখ টিপল। 'আশ্রয়টা কি সাময়িক হলে চলবে, না চিরদিনের?'
'সাময়িক,' বলে রানাও হাসল।
'এতেই চলবে শুধু?'
'বাঁচতে হলে প্রথমে নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন। এবং আমি বেঁচে থাকতে চাই।'
'ধরে নাও আশ্রয় মিলে গেছে। তারপর?'
'ওয়ান অ্যাট আ টাইম।'
'ওকে, স্যার।'
বিশাল হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে ঢুকে পড়ল ওদের মার্সিডিজ আর বিএমডব্লিউ। গুনায়েভের তিন বডিগার্ড তার ব্যক্তিগত লিফট সার্চ করল। তারপর দুই গার্ড এবং রানা ও গুনায়েভকে নিয়ে টপ্ ফ্লোরের উদ্দেশে স্বাভাবিক লিফটের চার গুণ বেশি গতিতে ছুটল এক্সপ্রেস লিফট। ওপরে পৌঁছে গার্ডদের একজন লিফটের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।
টেনথ ফ্লোর হচ্ছে এর টপ ফ্লোর। বিশাল এক পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট উমার গুনায়েভের 'অফিস'। লবিতে মোট দশজন চেচেনকে দেখল মাসুদ রানা। মার্কা মারা চেহারা-স্বাস্থ্য এদের। নানান অস্ত্রে সজ্জিত। নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় উন্মুখ। গুনায়েভের নির্দেশে সাদা জ্যাকেট পরা এক স্টুয়ার্ড খাবার ও পানীয় সাজাল টেবিলে। তখন সন্ধে ঘনিয়েছে। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, তাই হালকা কিছু মুখে দিল মাসুদ রানা। কফির কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসল দুই বন্ধু।
নেতার তলব পেয়ে ভেতরে এল সেই তিন যুবক। 'এ আমার বন্ধু, মাসুদ রানা।' তাদের উদ্দেশে বলল গুনায়েভ। 'আমার ভাই। একবার এ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সেদিন এই ভাই না থাকলে আজ আমি থাকতাম না। রানা যতদিন এখানে থাকবে, বিশেষ নজর রাখবে তোমরা। কেউ যদি এর সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে, জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবে তার। তোমাদের দেহে প্রাণ থাকতে এর গায়ে যেন একটা আঁচড়ও কাটতে না পারে কেউ।' ওর দিকে ফিরল এবার চেচেন নেতা। 'রানা, ও হচ্ছে উসমানভ,' মসজিদে যে যুবক জেরা করেছিল, তাকে দেখাল সে। 'ও হাশিমভ।' এ দরজা আগলে বসা, বিএমডব্লিউর চালক। 'আর ও হচ্ছে আসলান।'

তিনজনই মুখ কাঁচুমাঁচু করে সালামের ভঙ্গি করল, মাথা দুলিয়ে প্রত্যাভিবাদন করল মাসুদ রানা। উসমানভ নিচু গলায় কি যেন বলে উঠতে হা-হা করে হাসল গুনায়েভ। 'ওরা খুব লজ্জা পাচ্ছে, রানা, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে।'

'ওদের বলো, ওদের কঠোর দায়িত্বশীলতা দেখে আমি বরং খুশি হয়েছি।'

নেতার মুখে রানার মন্তব্যের অনুবাদ শুনে খুশি হলো তিন যুবক, আরেকবার সালাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। 'এবার বলো, দোস্ত,' সিগারেট ধরাল গুনায়েভ। লাইটার এগিয়ে ধরিয়ে দিল রানারটা।

'প্রথমে একটা জিনিস দেখাব তোমাকে,' অ্যাটাশে কেসটা টেবিলের ওপর রাখল মাসুদ রানা। ওপরের কাগজপত্র বের করে তলার ফলস্ বটম খুলল ভেতরে লুকানো দুটো পিনের-মাথা আকারের বোতাম টিপে। গভীর আগ্রহের সাথে রানার হাতের কাজ দেখল চেচেন। ম্যানিফেস্টোর ভেরিফিকেশন রিপোর্টটা বের করল ও প্রথমে। এগিয়ে দিল। 'এটা পড়ো, প্লীজ! খুবই ইন্টারেস্টিং, এবং তোমার জন্যে শিক্ষণীয় কিছু আছে এতে।'

নিল গুনায়েভ। 'পড়তেই হবে?'

'হ্যাঁ। অন্তত চেচেন কমিউনিটির স্বার্থে।'

পড়তে আরম্ভ করল সে। দু'মিনিটের মধ্যে ফাইলের পাতায় আঠার মত সেঁটে গেল তার দৃষ্টি। কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, হাতের সিগারেট পুড়ে নিঃশেষ হলো, খেয়ালই নেই গুনায়েভের। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলল সে, কফির মধ্যে সিগারেট ফেলে দিয়ে ফের ডুবে গেল। বিশ মিনিট লাগল তার ম্যানিফেস্টো শেষ করতে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল উমার গুনায়েভ। 'বুঝলাম ওটা খাঁটি। সিআইএ, বিএসএস ভেরিফাই করেছে ওর খাঁটিত্ব। তারপর?'

'ওগুলো তোমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্টের মনের কথা, গুনায়েভ। ক্ষমতায় গেলে কাজগুলো করবে সে। এবং সে যে ক্ষমতায় যাবে, তা তুমিও জানো।'

'জানি।'

'এবার এটাও পড়ো,' নকল ম্যানিফেস্টো এগিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'আরও ত্রিশ পাতা?'

'চল্লিশ, অ্যাকচুয়ালি।'

প্রথম দশ পাতায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল চেচেন। এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, নিউক্লিয়ার আরসেনাল রিকমিশনিং, হাতছাড়া হওয়া প্রতিটি স্টেট পুনরুদ্ধার, আগেরগুলো চালু করার সাথে আরও নতুন নতুন লেবার ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি পড়ল। তারপর চোখের নড়াচড়ার গতি কমে এল তার। বিড় বিড় করে পড়তে লাগল, 'রাশিয়ার বুক থেকে, চেচনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে সর্বশেষ চেচেনটিকেও...চেচেন বলে কোন জাতির অস্তিত্ব থাকবে না এ দেশে, থাকবে না তাদের কোন ইতিহাস।...ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে চেচনিয়ার সমস্ত স্থাপনা, চিরদিনের জন্যে...যা দেখে পার্শ্ববর্তী ওসেটিয়ান, দাগোমান এবং ইঙ্গাসরা সতর্ক হতে শেখে, রুশ প্রভুদের যথাযথ শ্রদ্ধা, ভয় করতে শেখে...

পড়া শেষ হলো উমার গুনায়েভের। চিন্তিত মুখে ম্যানিফেস্টো বন্ধ করল সে, আলতো করে রানার সামনে রেখে দিল ওটা। 'এ ধরনের বড়াই আগেও অনেকে

করেছে, রানা। জারদের কয়েকজন, স্ট্যালিন, চেষ্টা করেছে প্রাণপণ। পারেনি। পারবেও না কোনদিন।'

'ভুল, গুনায়েভ।'

'কিসের ভুল, রানা? কোথায়?'

'তোমার ধারণায়।'

চাউনি সরু হয়ে উঠল চেচেন নেতার। 'যেমন?'

'তারা চেষ্টা করেছে তরবারি, টমিগান আর রকেট দিয়ে। কিন্তু গামা রে, অ্যানথ্রাক্স, আর নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করা হলে কি হবে ফলাফল? নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আর্ট যে বদলে গেছে, নিশ্চই স্বীকার করো তুমি?'

উঠল গুনায়েভ। কোট খুলে চেয়ারের পিঠে ঝোলাল, তারপর পায়ে পায়ে বিশাল পিকচার উইন্ডোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দু'হাত কোমরে রেখে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকল শিশু রাতের আকাশের দিকে। 'শেপিলভকে হত্যা করতে চাও তুমি, রানা?'

'না।'

ঘুরল গুনায়েভ। উইন্ডো সীলে নিতম্বের ভর রেখে দু'হাত বুকে বেঁধে দাঁড়াল। 'না কেন? সেটাই কি সহজ সমাধান হত না?'

কারণ ব্যাখ্যা করল ও। 'শেপিলভ-বুদানিন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটা মরলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা তার স্থান দখল করবে। সে ক্ষেত্রে একই নীল-নকশা বহাল থাকবে।'

'একটা পশ্ন করি?'

মাথা দোলাল ও। 'করো।'

'এ কাজে তুমি কেন?'

'খুব কঠিন প্রশ্ন করে বসলে, গুনায়েভ। অল্প কথায় তোমাকে বোঝাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

'সুস্থ সমাজবিরোধী, মানবতাবিরোধী যে কোন কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে আমি। তাকে প্রতিহত করতে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব, অতীতে করে এসেছি আমি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন করেও যাব। অন্তত চেষ্টা চালিয়ে যাব। এক্ষেত্রেও তাই আমি।'

'বুঝলাম। কিন্তু এ ধরনের নিবেদিত মানুষের তো অভাব নেই। তাই জানতে চাইছিলাম তুমিই কেন? আর কেউ নয় কেন?'

'দুই কারণে। এক. সিআইএ-বিএসএস আমাকে এ কাজ করার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে। এবং দুই. ভাদিম বুদানিনের সাথে আমার কিছু ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা আছে। বলতে পারো সেই জন্যেই বেশি আগ্রহী হয়ে এসেছি আমি।'

একটা ভুরু তুলল গুনায়েভ। 'ওর সাথে দেনা-পাওনা?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের, রানা? প্লীজ, অনার মি।'

খানিক ইতস্তত করে বলল রানা। কাহিনীর শেষদিকে ওর কণ্ঠের তীব্র আবেগ আর বেদনা ভীষণভাবে ছুঁয়ে গেল চেচেন নেতার অন্তর। অবাক বিস্ময়ের সাথে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'সব বন্ধুর বেলায় কি একইরকম ভালবাসা তোমার অন্তরে, রানা?'

উত্তর দিল না ও। মুখ নামিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'বুঝতে পেরেছি। তোমার বন্ধু হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি আমি, রানা। সে যাক,' ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল গুনায়েভ। 'এবার বলো। তুমি কি করবে, এবং আমাকে কি করতে হবে। শুধু মুখ দিয়ে খালাস করো।'

'প্রথমে চাই আশ্রয়। তবে একেবারে মুখ লুকিয়ে থাকব না আমি, বের হব। যাদের সাথে দেখা করার কথা আছে, দেখা করব।'

'তুমি সন্দেহ করছ, আমার এখানে তোমার আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারটা বুদানিন জেনে যেতে পারে?'

'পারে না, জানবেই। এ শহরে ইনফর্মারের অভাব নেই তুমি জানো।'

'দোলগোরুকি?'

'এবং ব্ল্যাক গার্ড, ইয়াং কমব্যাট্যান্ট।'

'আমার কমিউনিটিতে আমার অনুমোদন ছাড়া তোমার পরিচয় ফাঁস হওয়ার কোন চান্সই নেই। তবু সাবধানের মার নেই। তাই এখানে নয়, অনেকগুলো সেফ হাউস আছে আমার। তার কোন একটায় রাখব তোমাকে। একদিন দু'দিন পর পর জায়গা বদল করবে তুমি।'

'কিছু জাল কাগজপত্র প্রয়োজন হবে।'

মাথা নাড়ল গুনায়েভ। 'আমরা জাল কাগজপত্রের কারবার করি না। দাম যতই হোক, পয়সা খরচ করে আসল জিনিস কিনি। দুটো সমস্যা মিটল, তারপর?'

একটা কাগজে খস্ খস্ করে কয়েক লাইন লিখল রানা। ওটা তুলে দিল চেচেন নেতার হাতে। তালিকার শেষ লাইন পড়ে চোখ কপালে উঠল তার। 'ইয়াল্লা! ওখানে কেন?'

বলল মাসুদ রানা।

'মরে গেছি! তুমি জানো মেট্রোপল হোটেলের অর্ধেক আমার?'

মাথা দোলাল ও। 'বেশ তো, তোমার অর্ধেক বাদ দিয়ে অন্য অর্ধেকের ওপর দিয়ে চালাব না হয়।'

মুখ বিকৃত করে আরেকবার কাগজটা দেখল গুনায়েভ। 'ইশশ্! হয়ে গেছে আমার হোটেল ব্যবসা।' খানিক বিরতি। 'কবে নাগাদ বুদানিন টের পেতে পারে তোমার উপস্থিতি?'

'দুই কি তিনদিন, খুব বেশি হলে। আমি বাইরে ঘোরাঘুরি শুরু করলেই খবর পাবে সে, নো ডাউট।'

'অল রাইট। চারজন সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করছি আমি তোমার জন্যে। উসমানভ থাকবে দলনেতা। ও খুব কাজের ছেলে। পিছন থেকে তোমার ওপর

নজর রাখবে ওরা। যখন যেখানে থাকবে, সে জায়গা পাহারা দেবে। তোমার যখন যা লাগবে, লিখে উসমানভের হাতে দেবে, পৌঁছে যাবে সব।'

মাঝরাতের পর মেট্রোপল হোটেলে ফিরে এল মাসুদ রানা। ওর রুমের গজ বিশেক দূরে লিফট। তার সামনে খোলা, বাড়তি জায়গা আছে খানিকটা। ওখানে পুরু গদিমোড়া চারটে ক্লাব চেয়ার বসানো আছে। দুটো দখল করে আছে পালোয়ান কিসিমের দুই লোক। রানার রুমের দিকে মুখ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছে মন দিয়ে। ও জানে, সারারাতেও শেষ হবে না ওদের পড়া। এখন গরম, অথচ ওদের দু'জনের কোলের ওপর ভাঁজ করে রাখা আছে দুটো গ্রেটকোট। কি আছে ওর নিচে আল্লা মালুম।

ভোরের আলো ফুটতে তখন অল্প বাকি। কালো এক বিএমডব্লিউ এসে নাক ঢোকাল মেট্রোপলের আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে। পিছনের বুট থেকে দুটো সুটকেস বের করে লিফটে উঠল উসমানভ ও তার অন্য তিন সঙ্গী। রানার রুমে চালান হয়ে গেল ও দুটো।

ঠিক তখনই, অনেক অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে এল ফজরের আযানের সুরেলা ধ্বনি। দুরোভা স্ট্রীটের সেই মসজিদ থেকে নিশ্চই। খুব ক্ষীণ আওয়াজ। কান পেতে শুনল মাসুদ রানা। ওই শব্দ, ওই ধ্বনি জীবনে বহুবার শুনেছে। কিন্তু আজকের মত হয়নি কখনও, সারা গায়ে কাঁটা দিল মাসুদ রানার।

সাত

বিদেশীদের তো বটেই, মস্কোবাসীদেরও বেশিরভাগের ধারণা রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের মহামান্য প্যাট্রিয়ার্ক বা প্রধান পুরোহিত, মেডিয়াভিল আমলে নির্মিত দানিলভস্কি মনাস্টারির ভেতরের অসংখ্য অ্যাবি আর ক্যাথিড্রাল ঘেরা এক রাজকীয় প্রাসাদে থাকেন। ওটা তাঁর অফিশিয়াল বাসভবন।

মানুষের ধারণা একেবারে অমূলক নয়। কারণ অফিসটাও তাঁর এখানেই, তুর্কি বংশোদ্ভুত রুশ সৈন্যরা পাহারা দেয় মহামান্য বিশপের অফিস। মস্কো এবং রাশিয়ার সমস্ত চার্চের পরিচালকের একান্ত অনুগত এই কোসাক বাহিনী। আসলে কিন্তু তিনি সেখানে থাকেন না। চিস্তি পেরেলুক বা ক্লীন লেনের এক আধুনিক তবে জাঁকজমকহীন টাউন হাউসে থাকেন তিনি। রাশিয়ার বর্তমান প্যাট্রিয়ার্কের নাম হিজ হোলিনেস আলেক্সেই টু। কমিউনিজমের পতন হওয়ার আগের বছর এ পদে নির্বাচিত হন তিনি চিরাচরিত দশ বছরের মেয়াদে।

তাঁর সাথে থাকেন আরও দুই যাজক, একজন মহামান্য প্রধান পুরোহিতের ব্যক্তিগত একান্ত সচিব, অন্যজন বাটলার বা খানসামা। আরও আছেন দুই ম্যানসার্ভেন্ট, তিনজন নান, যাদের কাজ ঘরদোর সাফ সুতরো রাখা এবং রান্না করা। গেটে দুই কোসাক গার্ড আর এক ড্রাইভারও আছে। হিজ হোলিনেসের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে সবে।

ধর্ম-যাজক ইত্যাদি ছিল লেনিনের দু'চোখের বিষ। এসবের প্রতি তাঁর যেমন ছিল ঘৃণা, তেমনি গভীর সন্দেহ। তিনি জানতেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করতেন যে যদি কোনদিন রাশিয়ায় কমিউনিজমের পিঠে কেউ ছুরি বসায়, প্রথমে বসাবে এরা। ধর্ম, তার অনুসারী এবং যাজকরা। তাই দেশ থেকে এসব জঞ্জাল দূর করার জন্যে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন লেনিন। এ ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসুরিরা, বিশেষ করে স্ট্যালিন ছিলেন কয়েক কাঠি বাড়া। রাশিয়া থেকে জন্মের মত সমস্ত গির্জা-ক্যাথেড্রাল-অ্যাবি এবং যাজকদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার তাঁর পূর্বসুরির ইচ্ছে পালনে প্রায় সফল হয়েছিলেন স্ট্যালিন। লেনিন যা করে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি মুন্সিয়ানার সাথে করেছেন তা।

লেনিনের হুঁশিয়ারি ইত্যাদি যে তেমন গায়ে মাখেনি ওই বিশেষ গোষ্ঠি, তা জানতে পারেন স্ট্যালিন এনকেভিডির (পরে কেজিবি) রিপোর্টে। যদিও লেনিনের সময় দেশের অসংখ্য চার্চ আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়, যাজকরা ধরামাত্র ফাঁসীর শিকার হন, তবু কাজ বিশেষ হয়নি। স্ট্যালিনের নির্দেশে রাশিয়ান পলিটব্যুরো পরবর্তী কার্যক্রম হাতে নেয়। যাজকদের চরিত্রের ওপর কলঙ্কলেপন করে তাদের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করা, প্রশিক্ষণার্থী যাজক নানদের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করা ইত্যাদি ছিল স্ট্যালিনের সেই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার এক অংশ।

ফলে বাকি প্রায় সব চার্চের কার্যক্রম আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও দেশের আনাচে-কানাচে যে দু'চারটে ছিল, তার অফিশিয়েটিং প্রিস্টকে প্রতিদিন লিখিত রিপোর্ট দিতে হত কেজিবিকে, জানাতে হত কি চলছে তাদের গির্জায়। ফলে বাস্তবিকই একদিন সাধারণ মানুষ সন্দেহ এবং ঘৃণা করতে শুরু করল প্রিস্টদের। কারণ যে-ই গির্জায় যায়, তার নামই লিখে জানায় তারা কেজিবিকে, ফলে দুর্ভাগ্য নেমে আসে তার পুরো পরিবারের ওপর।

প্রবল স্রোতকে দুর্বল বাঁধ দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলে যা হয়, কমিউনিজমের পতনের পর তাই ঘটল রাশিয়ায়। ঐতিহ্যগতভাবে রুশরা যথেষ্ট ধর্মভীরু। অতএব প্রথম সুযোগেই বলতে গেলে নবজন্ম নিল ধর্ম, সাড়া পড়ে গেল দেশে। বর্তমানে কয়েকশো অনুমোদিত যাজকের অধীনে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী যাজক ও নান কাজ করছে সারাদেশে, যারা প্যাট্রিয়ার্ক আলেক্সেই টুর একান্ত বাধ্যগত। ধর্মত এবং রুশ অর্থোডক্স চার্চের আইন বলে।

সেদিন গভীর রাতে কেউ একজন এল হিজ হোলিনেসের সাথে দেখা করতে। চিস্তি পেরেলুকের বাসভবনের খুদে প্রার্থনাকক্ষে তখন তিনি। ঈশ্বরের বন্দনায় মগ্ন। তাঁকে জানানো হলো, লন্ডন থেকে একজন এমিসারি মহোদয় এসেছেন। তিনি হিজ হোলিনেসের সাক্ষাৎপ্রার্থী। গেটের বাইরে অপেক্ষা করছেন।

উঠে পড়লেন প্রধান পুরোহিত। সাধারণ একটা ধূসর ক্যাসক বা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি। ওটা সামলে প্রার্থনাকক্ষের দোরগোড়ায় অপেক্ষমাণ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সচিবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে তাঁর হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন সচিব। বাদামী খামে ভরা ওটা, খামের মুখ খোলা। ভেতর থেকে পুরু, দামী কাগজে লেখা চিঠিটা বের করলেন আলেক্সেই টু। খাম এবং চিঠি, দুটোর ওপরই কেনসিংটনের এক গির্জার নাম লেখা। ওখানকার আর্চবিশপের সই

রয়েছে রুশ ভাষায় লেখা চিঠিটার নিচে।

তাঁর সই খুব ভাল চেনা হিজ হোলিনেসের। তাঁদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ব্রিটিশ হলেও কেনসিংটনের এই আর্চবিশপ রুশ ভাষায় চমৎকার বলতে ও লিখতে পারেন। তবু খানিকটা বিস্মিত হলেন হিজ হোলিনেস, কারণ বন্ধুর এভাবে চিঠি মারফত যোগাযোগ এই প্রথম। চিঠিটা পড়লেন তিনি, এবং বিস্ময় আরও বাড়ল। লন্ডনে বন্ধুটি লিখেছেন, যে এই চিঠি নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে, হিজ হোলিনেস যেন তাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন। মন দিয়ে শোনেন তার বক্তব্য। রুশ চার্চ, যাজক এবং খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে ভয়াবহ এক সম্ভাব্য বিপর্যয়ের সংবাদ জানাতে পত্রবাহককে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে।

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ঢোকালেন প্যাট্রিয়ার্ক। সচিবের দিকে তাকালেন। 'কোথায় তিনি?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'পেভমেন্টে, হোলিনেস।'

'গাড়িতে?'

'উনি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন।'

'প্রিস্ট নিশ্চই?'

'জ্বি, হোলিনেস।'

'নিয়ে আসুন তাঁকে। আমার স্টাডিতে বসতে দিন, দশ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি। আপনি ওঁকে বসিয়ে ঘুমাতে যান। রাত অনেক হয়েছে।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

হিজ হোলিনেসের সচিবের নির্দেশে বাড়ির মূল ফটক খুলে দিল নাইট শিফটের দুই কোসাক গার্ড। সেন্ট্রাল সিটি ক্যাবের ট্যাক্সিটা দেখল সচিব, তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক, অচেনা প্রিস্ট।

'হিজ হোলিনেস আপনাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হয়েছেন, ফাদার,' বলল সে। 'প্লীজ, ভেতরে আসুন।'

পরনের কালো ক্যাসক সামলে ঝুঁকল ফাদার। কিছু জিজ্ঞেস করল ট্যাক্সি চালককে, তারপর ভাড়া মিটিয়ে সচিবকে অনুসরণ করল। ভেতরে প্রথমে এক ওয়েটিং রুমে বসানো হলো আগন্তুককে। দশ মিনিট একা বসে থাকল সে। তারপর দোরগোড়ায় দেখা দিল আরেক যাজক। লোকটা মোটা এবং খাটো। 'আমার সাথে আসুন, প্লীজ।'

তাকে অনুসরণ করে বড়সড় এক স্টাডিরুমে ঢুকল আগন্তুক। চার দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে বইয়ের আলমারি, প্রতিটিতে বই ঠাসা। দেখলেই বোঝা যায় কোন পণ্ডিতের স্টাডিরুম এটা। সিরিয়াস পণ্ডিত। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মোটা মোটা বইগুলোর দাঁড়া চিক্ চিক্ করছে। ল্যাম্পটা রাখা আছে বিশাল এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর। তার ওপাশে বসা সৌম্য চেহারার প্যাট্রিয়ার্ক আলেক্সেই। স্মিত হাসির সাথে অতিথিকে বসতে বললেন তিনি।

'ফাদার ভ্যাসিলি,' মোটা যাজকের উদ্দেশে বললেন হিজ হোলিনেস। 'ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমাদের দু'কাপ কফি দিয়ে যাবেন, প্লীজ? কফি আর বিস্কিট।'

নীরবে মাথা দোলাল মোটা লোকটা, বেরিয়ে গেল।

'তারপর, মাই সন?' আগন্তুকের দিকে ফিরে হাসলেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'কেমন আছেন আমার বন্ধু, আর্চবিশপ ম্যাকডোনাল্ড?'

ধীরেসুস্থে মাথার স্টোভপাইপ হ্যাটটা নামিয়ে টেবিলে রাখল আগন্তুক, ফলে তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলেন আলেক্সেই। ক্যাসক বা টুপিতে কোন গণ্ডগোল নেই এ লোকের, গণ্ডগোল গালে। দাড়ি নেই এর। চুলের রং কালো, গায়ের রং তামাটে। সে যা-ই হোক, অর্থোডক্স প্রিস্টদের প্রায় সবাই দাড়ি রাখে। এই প্রিস্টের কেন নেই...

'দুঃখিত, ইয়োর হোলিনেস, তিনি কেমন আছেন জানি না,' ঝরঝরে, নির্ভুল রুশ ভাষায় বলল প্রিস্ট। 'কারণ তাঁকে আমি জীবনে দেখিনি।'

পলকহীন চোখে কিছু সময় রানাকে দেখলেন প্রধান পুরোহিত। তারপর সামনের চিঠিটা ইঙ্গিত করলেন। 'বুঝলাম না। তাহলে এটা...'

লম্বা করে দম নিল ও। 'প্রথম কথা, ইয়োর হোলিনেস, আমি আসলে কোন যাজক নই। তারপর, ওই চিঠিও আর্চবিশপ ম্যাকডোনাল্ডের নয়। প্যাডের কাগজ আর তাঁর স্বাক্ষর, ওগুলো জাল। আমাকে এই ছলনার আশ্রয় বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে, কেননা আপনার সাথে আমার দেখা হওয়া খুব জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অত্যন্ত গোপনীয় এক বিষয়ে আপনার সাথে একান্তে কথা বলা প্রয়োজন আমার, তাই এত রাতে, এভাবে আসতে হয়েছে আমাকে। আশা করি অপরাধ নেবেন না।'

মুহূর্তের জন্যে অনিশ্চিত ভঙ্গি ফুটল হিজ হোলিনেসের সৌম্য চেহারায়। চাপা আতঙ্ক বোধ করলেন তিনি। কে এই লোক, কোন উন্মাদ? খুনী? প্রয়োজন পড়লে সময়মত নিচের গার্ডদের কি সাহায্য পাবেন তিনি? নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন আলেক্সেই। লোকটাকে টের পেতে দিতে চান না যে তিনি ভয় পেয়েছেন। কফি নিয়ে এখনই এসে পড়বে ফাদার ভ্যাসিলি, তখন যে কোন উপায়ে...

'কে আপনি?'

'আমি জন্মগতভাবে বাংলাদেশী, ইয়োর হোলিনেস। এসেছি কয়েকটা ধনশালী, ক্ষমতাশালী গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে। তারা চায় রাশিয়ার জনগণের রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা যেন বজায় থাকে, কোন নতুন বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়ে এ দেশের অর্থোডক্স চার্চ এবং তার প্রশাসন, আপনি এবং আপনার অধীনস্থ অন্যরা।'

চাউনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল আলেক্সেইর। 'এর অর্থ?'

'সহজ, ইয়োর হোলিনেস। আমাদের হাতে প্রমাণ আছে যে আপনাদের সামনে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাই নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে এসেছি আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে, আপনার রক্ত ঝরাতে নয়। টেলিফোন আপনার হাতের কাছেই রয়েছে, ইয়োর হোলিনেস। যদি আপনি আমাকে হুমকি মনে করেন, ফোন করতে পারেন, পুলিসের সাহায্য চাইতে পারেন। আমি বাধা [illegible] আমার বক্তব্যের

স্বপক্ষে, দয়া করে সেগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল করবেন।'

কুঁচকে উঠল প্রধান পুরোহিতের কপাল। তাঁর ধারণা ভুল, এ লোক উন্মাদ নয়। এতক্ষণে সে তার কাজ সেরে ফেলতে পারত যদি সে তাই হত। খুনী হত। 'ঠিক আছে। কি প্রমাণ নিয়ে এসেছেন আপনি?'

আলখাল্লার নিচে হাত ঢুকিয়ে দুটো ফোল্ডার বের করল মাসুদ রানা। ডেস্কের ওপর রাখল। ও দুটো দেখলেন প্যাট্রিয়ার্ক, একটা কালো, অন্যটা বাদামী। কৌতূহল ফুটল তাঁর চোখে। 'কি ওগুলো?'

'প্রথমে এটা পড়ুন, ইয়োর হোলিনেস,' বাদামী রঙের ভেরিফিকেশন ফোল্ডার সমীহের সাথে এগিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'এটা পড়লে বুঝবেন, এই কালো ফোল্ডারে যা লেখা আছে, তার একটি শব্দও মিথ্যে নয়। এটা জাল নয়, ভুয়া নয়, হেলাফেলা করার নয়, বা কোন ঠাট্টা-তামাশার বস্তুও নয়।'

'ওটা কি? আই মীন...'

'রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট, আনাতোলি শেপিলভের পার্টি ম্যানিফেস্টো। এর মধ্যে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা খুব স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। ভবিষ্যতে রাশিয়ার বুক থেকে ধর্ম এবং আপনাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অঙ্গীকার...' দরজায় মৃদু নকের শব্দ শুনে থেমে গেল রানা।

ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল ফাদার ভ্যাসিলি। ঠিক তখনই বারোটার ঘণ্টা পড়তে আরম্ভ করল ম্যান্টেল ক্লকে। ফাদারের দিকে তাকিয়ে মৃদু বাৎসল্যের হাসি হাসলেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'ধন্যবাদ, ফাদার, এবার ঘুমাতে যান। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।'

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরে পা বাড়াল মোটা ফাদার।

'তারপর?' রানার দিকে নজর দিলেন আলেক্সেই টু। 'শেপিলভের ম্যানিফেস্টোয় কি আছে বললেন যেন?'

পিছনে হাত নিয়ে প্যাট্রিয়ার্কের স্টাডির দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করল বাটলার। পরমুহূর্তে করিডরের দু'দিকে নজর বোলাল সে দ্রুত, চোরাচোখে। হিজ হোলিনেসের মুখে শেপিলভের নাম শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কারণ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এ সময়ে প্যাট্রিয়ার্কের অজ্ঞাত কোন ফাদারকে সাক্ষাৎ দেয়ার বিষয়টা যেমন খুবই অস্বাভাবিক, তেমনি শেপিলভের প্রসঙ্গ ওঠা তো আরও। ধর্মীয় প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এত রাতে...

আরেকবার নিজের দু'দিকে চোখ বোলাল বাটলার। কেউ নেই। প্যাট্রিয়ার্কের সচিব তাকে ডেকে দিয়ে ঘুমাতে গেছে, অন্যরাও সবাই ঘুমে। গেটের গার্ডরা কখনও ওপরে আসে না ডাকা না হলে। অতএব ধরা পড়ার কোন আশঙ্কা নেই। দরজার সামনে কার্পেটে বসল ফাদার হাঁটুতে ভর দিয়ে, চোখ রাখল চাবির ফুটোয়।

বাদামী রঙের একটা ফাইল পড়তে দেখল সে হিজ হোলিনেসকে। আগন্তুক কফিতে চুমুক দিচ্ছে। পনেরো-বিশ মিনিট পর মুখ তুললেন আলেক্সেই। ফাইল রেখে চিন্তিত মুখে কপাল চুলকালেন। 'খুবই দুঃখজনক। কেন করল সে এ কাজ?'

'ক্লীনার?' বলল মাসুদ রানা।
'হ্যাঁ।'
'আমাদের জানার কোন উপায় নেই, ইয়োর হোলিনেস। মৃত মানুষ কথা বলে না। কিন্তু ওরা যেভাবে তাকে...'
'হ্যাঁ। খুবই দুঃখজনক। বেচারী! ওঁর জন্যে প্রার্থনা করব আমি।'
খেয়াল করল না মাসুদ রানা। 'খুব সম্ভব এই ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টোয় এমন কিছু সে দেখেছে, যা তাকে এটা চুরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ইয়োর হোলিনেস। এবং তা অন্যদের জানাতে নিজের প্রাণের ঝুঁকি আছে জেনেও পরোয়া করেনি। মানুষটা হতভাগ্য, কিন্তু শ্রদ্ধার পাত্র। এমন সাহসী বিশেষ দেখা যায় না। এবার, ইয়োর হোলিনেস, এটা পড়ুন দয়া করে।'
এক ঘণ্টা পর কালো ফাইল থেকে মুখ তুললেন রুশ প্যাট্রিয়ার্ক। চেহারা ভীষণরকম ফ্যাকাসে। রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। অন্যমনস্ক এবং উদ্বিগ্ন। 'শেপিলভ এসব বলতে পারে না,' ফিস্ ফিস্ করে বললেন প্রধান পুরোহিত। 'বলতে পারে না! এ হতে পারে না! কেন! নরকের শয়তানও এতবড় নির্মম হতে পারে না।'
'ঈশ্বর নির্দেশিত পথের একজন খাঁটি অনুসারী হিসেবে আপনি নিশ্চই ডেভিলে বিশ্বাস করেন, হোলিনেস। করেন না?'
'অবশ্যই করি।'
'তাহলে এ-ও স্বীকার করেন, শয়তান কখনও কখনও মানুষের রূপও নিয়ে থাকে? হিটলার, স্ট্যালিন...'
'আপনি ক্রিশ্চান, মিস্টার...মঁম্‌ম্‌?'
'রানা। না, ইয়োর হোলিনেস।'
'আই সী!'
'এ ম্যানিফেস্টোর বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে দেখা দেবে হয়তো কোনদিন। সেক্ষেত্রে এ দেশের ইহুদী, চেচেনসহ অন্য সব এথনিক সম্প্রদায়ের সাথে আপনাদের পবিত্র চার্চ, ধর্ম, সবকিছু অতীতের চাইতেও অনেক বড়, ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে, ইয়োর হোলিনেস। সেক্ষেত্রে হয় আপনাদের অতীতের মত শেপিলভের ফ্যাসিস্ট সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে, নয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।'
'হ্যাঁ। যদি এ ম্যানিফেস্টো সত্যি হয়ে থাকে।'
'সন্দেহাতীতভাবে সত্যি! কোন জাল ডকুমেন্টের জন্যে এতগুলো মানুষ খুন হতে পারে না, ইয়োর হোলিনেস। তা খোয়া যাওয়া নিয়ে কারও মাথাব্যথা দেখা দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। অথচ কর্নেল বুদানিন যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাতে...'
'আমার কাছে কি সাহায্য চান আপনি, মিস্টার রানা?'
'আপাতত কেবল একটা প্রশ্নের জবাব।'
'কি সেটা?'
'আপনি এবং আপনার আওতাধীন রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ প্রশাসন প্রয়োজন

দেখা দিলে শেপিলভের বিরোধিতা করবেন কি না।'

'আমি পারি প্রার্থনা করতে। ঈশ্বরের কাছে...'

'এই যদি হয় আপনার জবাব, একদিন হয়তো সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবেন আপনারা। তখন কি হবে?'

দু'হাতে কপালের রগ টিপে ধরলেন প্যাট্রিয়ার্ক। অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকলেন মাসুদ রানার দিকে। 'কিন্তু আর কি ভাবে...আগামী নির্বাচনে লোকটার জয় প্রতিহত করার কোন উপায়ই তো দেখছি না আমি। আর মাত্র দু'মাস...!'

'উপায় আছে, ইয়োর হোলিনেস,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল রানা। 'হতাশ হবেন না। মন শক্ত করুন।'

উঠে পড়ল ও। ফাইল দুটো ক্যাসকের ভেতর গুঁজল। 'খুব শিগ্‌গিরই আরও কেউ একজন আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। দয়া করে সাক্ষাৎ দেবেন তাঁকে, তিনি আপনাকে জানাবেন কি ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব। এই কার্ডে নাম লেখা আছে তাঁর।' ছোট একটা পেস্টবোর্ড কার্ড প্যাট্রিয়ার্কের হাতে তুলে দিল রানা।

নামটা পড়লেন তিনি। 'গাড়ির ব্যবস্থা করব আপনার জন্যে?'

'ধন্যবাদ, ইয়োর হাইনেস। আমি হেঁটে ফিরব।'

'আমার ঈশ্বর আপনার সাথে থাকবেন।'

ভীষণরকম উদ্বিগ্ন প্যাট্রিয়ার্ককে পিছনে রেখে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। তিনি তখন ডেস্কের ওপর দণ্ডায়মান ক্রুশবিদ্ধ যিশুর খুদে এক মূর্তির সামনে দু'হাত জড়ো করে ঝুঁকে আছেন। এক সাথে অনেক কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু জড়িয়ে যাচ্ছে সব। পরিষ্কার বের হচ্ছে না একটা কথাও।

ওদিকে করিডরে পা রেখে রানার মনে হলো যেন অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শুনেছে ও কারও। কে যেন সরে গেল, যদিও নিশ্চিত নয়। কানের ভুলও হতে পারে। বাইরেও কার্পেট আছে, এমনিতে শব্দ হওয়ার কথা নয়। যদি কোন সতর্ক পদচারী হয়, তাহলে তো... ভুলে গেল ও ব্যাপারটা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল। পেভমেন্টে পৌঁছে হ্যাটটা মাথায় চেপে বসাল। দ্রুত পায়ে এগোল হোটেল মেট্রোপলের দিকে।

ভোর অন্ধকারে এক মোটামত খাটো লোককে ত্রস্ত পায়ে বের হতে দেখা গেল প্যাট্রিয়ার্কের বাসা থেকে। ঘন ঘন পিছনদিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটছে লোকটা। হোটেল রোশিয়ার লবিতে এসে ঢুকল সে। নিজের কাছে যদিও একটা মোবাইল ফোন সেট আছে তার, তবু পাবলিক ফোন অনেক নিরাপদ বলে ওটা বের করেনি সে। কিসেনলি বুলেভার্ডে ইউপিএফ পার্টির হেড অফিসে ফোন করল লোকটা, জবাব দিল নাইট শিফট গার্ডদের একজন।

'বলবেন আমার নাম ফাদার ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ গোরোডিনস্কি,' চাপা কণ্ঠে বলল লোকটা। 'মনে থাকবে? হ্যাঁ, গোরোডিনস্কি। কর্নেলকে বলবেন, আমি প্যাট্রিয়ার্কের কর্মচারী। জরুরী একটা ব্যাপারে কর্নেলের সাথে কথা বলতে চাই আমি।...অ্যাঁ? হ্যাঁ, খুব জরুরী! খুবই জরুরী! কাল সকাল দশটায় কর্নেলকে ফোন করব আমি আবার।'

তাই করল ফাদার ভ্যাসিলি। অন্য প্রান্তে সাড়া দিল এক গম্ভীর, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ। 'ইয়েস, ফাদার? আমি কর্নেল ভাদিম বুদানিন।'

ওদিকে ফোন বুদে দাঁড়িয়ে ঘামছে ফাদার। আতঙ্কিত, অস্থির দৃষ্টি লবির সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে তার। হাতের তালু ঘেমে একাকার। 'আমাকে আপনি চিনবেন না, কর্নেল। আমি আনাতোলি শেপিলভের ভক্ত, কাজ করি প্যাট্রিয়ার্কের বাটলার পদে।'

'ঠিক আছে, ফাদার। ফোন করেছেন কেন বলুন।'

'কাল গভীর রাতে কেউ একজন প্যাট্রিয়ার্কের সাথে দেখা করতে এসেছিল, কর্নেল। লোকটা কি এক ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টোর কথা···হ্যালো! হ্যালো! কর্নেল, লাইনে আছেন আপনি? হ্যালো!'

'মাই ডিয়ার ফাদার,' অমায়িক কণ্ঠে বলল বুদানিন। 'আমাদের দেখা হওয়া খুবই প্রয়োজন।'

আট

স্টারায়া প্লোশাদের পুব-দক্ষিণ প্রান্তের শেষ মাথায়, পাভিনস্কি স্কয়্যারে দাঁড়িয়ে আছে মস্কোর সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে প্রাচীন গির্জা–অল সেইন্টস ইন খুলিশ্‌কি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম নির্মিত হয় খুলিশ্‌কি। তখন ওটা ছিল কাঠের। সে সময়ে মস্কো বলতে বোঝাত কেবল ক্রেমলিন এবং তার আশপাশের কয়েক একর জমিকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় খুলিশ্‌কি। পরে ওটাকে পাথর দিয়ে নতুন করে তৈরি করা হয়। দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ওভাবেই ছিল ওটা–১৯১৮ পর্যন্ত। নিয়মিত ধর্ম চর্চা হতো ওখানে।

এরপর কমিউনিস্ট সরকারের চাপের মুখে বন্ধ হয়ে গেল দেশের নব্বই ভাগ গির্জা, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হলো তার চারের তিন ভাগই। কিন্তু তখনও অক্ষত ছিল খুলিশ্‌কি, পড়ে ছিল অবহেলিত–পরিত্যক্ত হয়ে। '৯১ সালের পর নতুন করে অলঙ্করণ করা হয় ওটাকে, আগের চাইতে হাজার গুণ সুন্দর করে তোলা হয় চার বছর ধরে একটু একটু করে। আলো ঝলমলে রাতের খুলিশ্‌কি বর্তমানে ট্যুরিস্টদের অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান।

ক্রেমলিন সংলগ্ন চত্বরের প্রায় সব ছবিতেই দেখা যায় খুলিশ্‌কিকে–কয়েকটা অনিয়ন ডোম আর সূঁচলো চুড়োওয়ালা, অদ্ভুতরকম সুন্দর ছোট্ট এক চার্চ।

পরদিন এই গির্জার ভেতরেই মুখোমুখি হলো কর্নেল বুদানিন আর ফাদার ভ্যাসিলি। মাটি ছোঁয়া কালো ক্যাসক পরে এসেছে ফাদার, মাথায় অর্থোডক্স যাজকদের স্টোভপাইপ টুপি। ভেতরে একই ড্রেস, হ্যাট পরা আরও

কয়েকজন আছে। ভেতরে এসে একটা মোমবাতি জ্বেলে ডানদিকের দেয়ালের মুখোমুখি দাঁড়াল গিয়ে ভ্যাসিলি। দেখলে মনে হবে প্রার্থনা করছে। আসলে ভেতরে ঘেমে অস্থির ফাদার। ভয়ে কাঁপছে বলির পাঁঠার মত। ঘড়ি দেখছে বারবার। নির্ধারিত সময়ের পর পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, অথচ কর্নেলের দেখা নেই। তাই দুশ্চিন্তায় ভুগছে ফাদার।

সে জানে না খুলিশ্‌কির খুদে চত্বরের এক প্রান্তে পার্ক করা একটা মার্সিডিজের তিন আরোহী অনেক আগে থেকেই অনুসরণ করছে তাকে। সেই চিস্তি পেরেলুক থেকে অনুসরণ করে আসছে তারা ফাদারকে। অন্য কেউ ফাদারকে অনুসরণ করছে কি না, সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাদের। ওদের মধ্যে রয়েছে কর্নেল বুদানিন।

নিজের পিছনে পাথরের মেঝেতে জুতোর মৃদু মশ্ মশ্ আওয়াজ শুনতে পেল ফাদার। মানুষটা যে ওজনদার, পায়ের আওয়াজে তা বেশ বোঝা যায়। অনুভব করল ভ্যাসিলি, কেউ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবু চোখ বুজে থাকল সে।

'ফাদার গোরোডিনস্কি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কর্নেল ভাদিম বুদানিন।'

চোখ মেলে পাশে তাকাল ফাদার। লোকটা তার চাইতে আধ হাত বেশি লম্বা, পিম। চেহারা নিষ্ঠুর। গাঢ় রঙের কোট পরে আছে সে। ফাদার তাকে দেখছে বুঝতে পেরে কর্নেলও ঘুরে তাকাল। তার চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গেল ভ্যাসিলি। ব্যাপারটা টের পেল বুদানিন, হেসে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল তাকে। 'আমাকে কিছু দেয়ার আছে আপনার, ফাদার।'

মাথা দোলাল বাটলার। ঢোক গিলল।

'প্রথমে বলুন, খবরটা আমাকে কেন জানালেন?'

'আমার বিশ্বাস, আমি যা করছি ঠিকই করছি। কোন অপরাধ করছি না আমি। তাই জানিয়েছি।'

'নিশ্চই নিশ্চই!' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কর্নেল। 'কোন অপরাধ করেননি আপনি। যা করেছেন, একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের কাজই করেছেন। এবং এর পুরস্কার যথাসময়ে অবশ্যই পাবেন আপনি।'

'আমি প্রথম থেকেই আনাতোলি শেপিলভের একনিষ্ঠ ভক্ত-সমর্থক,' ঠোঁট চাটল ফাদার। 'রাশিয়ার উন্নতির জন্যে সে যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছে, তার প্রতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। আমি সে সব সমর্থন করি।'

'খুব খুশি হলাম শুনে, ফাদার। এবার বলুন সে রাতের ঘটনা।'

'কাল অনেক রাতে এক লোক এসেছিল প্যাট্রিয়ার্কের সাথে দেখা করতে। তার গায়ের রং তামাটে, চুল কালো। দেখলে মনে হয় রুশ নয়, কিন্তু রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে আমাদের মতই একনাগাড়ে। নির্ভুল উচ্চারণ। যাজকের পোশাক পরে ছিল সে। তবে দাড়ি ছিল না।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?'

'না। একেবারেই হঠাৎ করে এসেছে লোকটা। আমি ঘুমে ছিলাম। প্যাট্রিয়ার্কের সচিব জাগিয়েছে আমাকে। উঠে কফি তৈরি করতে হয়েছে আমাকে আগন্তুক আর হিজ হোলিনেসের জন্যে।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই লোকটিকে দেখা দিয়েছেন প্যাট্রিয়ার্ক?'

'হ্যাঁ। এবং ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। অত রাতে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এমনকি কোন রুশ নাগরিকের সাথেও দেখা করেন না তিনি।'

চিন্তায় পড়ল কর্নেল বুদানিন। 'আরেকবার লোকটার বর্ণনা দিন, ফাদার। লম্বা কেমন সে?'

'প্রায় আপনার মত। দুই এক ইঞ্চি বেশিও হতে পারে। আলখাল্লার জন্যে স্বাস্থ্য বোঝার উপায় ছিল না, তবে চওড়া কাঁধের মানুষ সে।'

'তারপর?'

'আমি যখন কফি রেখে বেরিয়ে আসছি, তখন হোলিনেসকে বলতে শুনি, "তারপর? শেপিলভের ম্যানিফেস্টোয় কি আছে বললেন যেন?" '

'এবং আপনি আগ্রহী হয়ে পড়েন।'

'হ্যাঁ। দরজা বন্ধ করে কী হোল দিয়ে ভেতরে নজর রাখতে থাকি।'

'তারপর, কি আলোচনা হলো ওদের?'

'বেশি কিছু শুনতে পাইনি। তাছাড়া দীর্ঘ সময় কোন কথাও হয়নি দু'জনের। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কি যেন পড়তে দেখেছি হোলিনেসকে। কালো রঙের একটা ফাইল মনে হয়েছে।'

'তারপর?'

'প্যাট্রিয়ার্ককে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে পড়া শেষ হতে। "এ হতে পারে না। নরকের শয়তান…" আর "এতবড় নির্মম" ইত্যাদি বলছিলেন তিনি।'

'সেই লোক কিছু বলেনি?'

'বলেছে, কিন্তু সে আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল, কথাও বলছিল নিচু স্বরে। তাই শুনতে পাইনি। কেবল একবার তাকে "ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো" কথাটা উচ্চারণ করতে শুনেছি। আর কিছু না। হোলিনেস কালো ফাইল পড়তে আরম্ভ করার আগে বলেছে সে কথাটা।'

'আর কিছু?' ব্যাটা ঘেমে যে গোসল হয়ে গেল, ভাবল বুদানিন। ভীতুর ডিম একটা। তবে তার দেয়া গোপন সংবাদ যে তার কত উপকার করেছে, তা বোঝে কর্নেল। গর্দভ প্রীস্ট…

'ওহ্, আরেকবার আগন্তুককে "জাল" এবং আপনার নাম উচ্চারণ করতেও শুনেছি আমি।'

'আমার নাম?'

'হ্যাঁ। বলছিল আপনি খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।'

'তারপর?'

'লোকটাকে চেয়ার ছাড়তে দেখে তাড়াতাড়ি সরে আসতে হয়েছে আমাকে, নইলে ধরা পড়ে যেতাম। আর কিছু শুনতে পাইনি।'

'কিসে করে গিয়েছে লোকটা, কারে?'

'না। হেঁটে যেতে দেখেছি।'

'তারপর হোলিনেসের কি প্রতিক্রিয়া দেখলেন?'

'খুব উদ্বিগ্ন দেখেছি তাঁকে। সারারাত ঘুমাননি, প্রার্থনা বেদীর সামনে বসে রাত কাটিয়েছেন। পরের দিনটাও। চেহারা মরার মত ফ্যাকাসে ছিল। হোলিনেসকে কোনদিন এত...মানে, চিন্তিত দেখিনি আমি।'

'আমাকে খবরটা জানিয়ে খুব ভাল করেছেন, ফাদার। আমরা খবর পেয়েছি শেপিলভের মত এক মহান দেশপ্রেমিক নেতাকে হেয় করার জন্যে নানান বাজে কথা ছড়াবার চেষ্টা করছে এক অশুভ শক্তি। এরা বিদেশী, ফাদার। চায় না রাশিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াক বা শেপিলভ ভোটে জিতে যান। সেই অপশক্তি যে আমাদের পবিত্র চার্চেও ঢোকার স্পর্ধা দেখিয়েছে, খবরটা জানিয়ে সাচ্চা এক দেশপ্রেমিকের কাজ করেছেন আপনি, ফাদার গোরোডিনস্কি।'

'আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন দেখব শেপিলভ এইসব বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে। রাশিয়া জঞ্জালমুক্ত হবে। তাই এ কাজ করেছি, কর্নেল।'

'চমৎকার, ফাদার! বিশ্বাস করুন, আপনি সেই খাঁটি দেশপ্রেমিকদের একজন, যাদের মাদার রাশিয়ার বড় প্রয়োজন। আমি আপনাকে কথা দিতে পারি আপনার জন্যে খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আরেকটা কথা, ফাদার, এই লোক... বিদেশী, কোত্থেকে এসেছে, কোন ধারণাই নেই আপনার?'

'না। তবে গেটের গার্ডদের মুখে শুনেছি সে ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ে এসেছিল। সেন্ট্রাল সিটি ক্যাবের লিমুজিনে। ধূসর রঙের গাড়ি যে কোম্পানির।'

এক প্রিস্ট মাঝরাতে ক্যাবে চড়ে চিস্তি পেরেলুক গিয়েছিল, ভাবল কর্নেল বুদানিন, ক্যাব কোম্পানির লগে তা লেখা থাকবে অবশ্যই। সে কোত্থেকে গাড়িতে চড়েছে, তাও। ঠিক আছে, খোঁজটা আজই লাগাতে হবে।

'ফাদার গোরোডিনস্কি, অনেক উপকার করেছেন আপনি। সময়মত এর পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু আরও কিছু কাজ করতে হবে আপনাকে।'

মাথা দোলাল ফাদার। মোমবাতি ফুরিয়ে এসেছে তার।

'এখন থেকে ও বাড়ির ওপর কড়া নজর রাখবেন আপনি। কে আসছে, কে যাচ্ছে লক্ষ রাখবেন। বিশেষ করে হাই র‍্যাঙ্কিং বিশপ আর অপরিচিতদের ওপর। যখন জানাবার মত কিছু থাকবে, ফোন করে শুধু "ফাদার বলছি" বলবেন। কখন দেখা করতে হবে জানাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'মীটিং এই চার্চেই হবে আমাদের। যদি আপনার দেয়া সময়মত পৌঁছুতে ব্যর্থ হই আমি, আমার লোক আসবে একটা সাদা কার্ড নিয়ে। তাতে আমার সুবিধেমত সময় লেখা থাকবে। সেই সময়ে যদি আপনি যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আরেকটা রিং দেবেন আমাকে দয়া করে। বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ। যদ্দূর পারি করব আমি।'

'যদ্দূর না, ফাদার। অনেকদূর যেতে হবে আপনাকে। কারণ আমি আপনাকে দেশের আগামী প্যাট্রিয়ার্কের পদে দেখতে আগ্রহী। কাজেই, সে জন্যে একটু পরিশ্রম করতেই হবে। ওকে?'

ফাদারের চোখের তারায় ঝিকিয়ে উঠল লোভ। 'ওকে।'

'গুড! আপনি এখন আসুন তাহলে, ফাদার। আমি পরে বের হব।'

পিছন থেকে চোখ কুঁচকে মোটা ফাদারের পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল ভাদিম বুদানিন। দৃষ্টিতে রাজ্যের বিতৃষ্ণা। লোকটা যে খবরটা দিয়ে গেল তাই নিয়ে ভাবছে। নিখোঁজ ম্যানিফেস্টোর খোঁজ তাহলে মিলেছে। এক মাস ডুব দিয়ে থাকার পর নাক জাগিয়েছে ওটা আবার। এবং ওটা নিয়ে কোন এক অপচ্ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শহরেই! তারই নাকের ডগায়!

একে-তাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে ওটা শেপিলভের জনসমর্থন উল্টোখাতে প্রবাহিত করার জন্যে? কে সে? এতবড় দুঃসাহস কার? আর কাউকে দেখিয়েছে সে ওই ম্যানিফেস্টো? না প্যাট্রিয়ার্কই ওটার প্রথম দর্শক? বাতাস ঘুরিয়ে দিতে চাইছে কেউ, কিন্তু কতদূর সফল হবে সে? কতজনকে দেখাতে সক্ষম হবে ওটা? আর মাত্র দু'মাস আছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের, এরমধ্যে শেপিলভের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা কত শতাংশ কমাতে পারবে সে?

সে হিসেব বাদ দিয়ে অন্য কিছু ভাবা উচিত, নিজেকে বোঝাল বুদানিন। গর্দভ ভ্যাসিলির ওপর নির্ভর করে বসে না থেকে নিজেরই মাঠে নামা উচিত। শত্রুকে, সে যত ছোটই হোক, কখনোই আন্ডার-এস্টিমেট করা ঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে সুচ বাই চান্স যদি কখনও ফাল হয়ে দেখা দেয়, কপাল চাপড়ানো ছাড়া পথ থাকবে না। কাজেই বুদানিনের উচিত ওকে ঠেকানো, যে কোন মূল্যে, এবং দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই। ওই ম্যানিফেস্টো কব্জা করতে হবে তাকে, চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে অপচ্ছায়াটিকে।

প্যাট্রিয়ার্ক দেখেছে ওটা। তার কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই বটে, কিন্তু সারাদেশের ধর্মীয় নেতা সে, লক্ষ লক্ষ ধর্মানুরাগী তার কথামত কাজ করবে, যদি সে এ ব্যাপারে মুখ খোলে। এ রকম বাছা বাছা মানুষকে যদি দেখানো হয় ম্যানিফেস্টো, ঝামেলা হবেই। কাজেই যা করার খুব দ্রুত করতে হবে ভাদিম বুদানিনকে।

মনে মনে হাসল কর্নেল। এ কোন সমস্যাই নয় তার জন্যে। ইনফর্মারের কোন অভাব নেই তার। বিশ্বের সর্ববৃহৎ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে কাজ করেছে সে দীর্ঘদিন, অভিজ্ঞতার ঝুলি তার অনেক অনেক বড়। বুদানিন জানে সূত্র কি ভাবে বের করতে হয়, অদৃশ্যকে কি করে দৃশ্যমান করা যায়।

ওইদিনই লাঞ্চ আওয়ারে রেইড চালাল বুদানিনের ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী। ঝটিকা অভিযান চালাল তারা সেন্ট্রাল সিটি ক্যাবের অফিসে।

যদিও বিষয়টা মিলিশিয়াকে জানান হলো না। কোম্পানির মালিক মস্কোর আইন পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব ভাল জানে। হামলাকারীদের যে মিলিশিয়া সনাক্ত করতে পারবে না, বা বলা ভাল-করবে না, তা জানে সে। এই তো হচ্ছে

আজকাল। তারওপর যদি বলা হয় ওরা কিছু নেয়নি, টাকা-পয়সায় হাতও দেয়নি, কেবল একটা ওঅর্ক শীট নিয়ে গেছে, তাহলে বরং মালিক নিজেই উল্টে ফ্যাসাদে পড়বে। মিলিশিয়া কাজ করুক চাই না করুক, তাকে তো ফরম ফিল-আপ্ আর স্টেটমেন্ট দেয়ার ঝক্কি ঠিকই পোয়াতে হবে। তাতে মাফ নেই। 'আইন' যে! কি দরকার শুধু শুধু?

চার মুখোশ পরা যুবক হন্ হন্ করে ঢুকে পড়ল সেন্ট্রাল সিটি ক্যাব অফিসে। দরজা লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে, টপাটপ্ তুলে দিল সব জানালার ব্লাইন্ড। অস্ত্র উঁচিয়ে হুকুম জারি করল ম্যানেজারকে চাই তাদের।

যখন বোঝা গেল এরা টাকা লুট করতে আসেনি; তা হলে ম্যানেজার নয়, ক্যাশিয়ারকে খুঁজত তারা এবং সে তখন সামনেই বসা, কিছুটা সহজ হলো অন্য সব কর্মচারী। একজন ছুটে গিয়ে একেবারে পিছনদিকের এক পার্টিশন ঘেরা রুম থেকে ডেকে নিয়ে এল ম্যানেজারকে। কি চাই? তিন রাত আগের ওঅর্ক শীট চাই।

ফাইলটাই নিয়ে এসে রাখা হলো মুখোশধারীদের সামনে। দলনেতা ফাইল ঘাঁটতে লাগল, অন্যেরা হ্যান্ড গানের মুখে বসিয়ে রাখল অন্যদের।

'ক্যাব ফিফটি টু-র ড্রাইভার কে ছিল সে রাতে?' যা খুঁজছিল, পাওয়া যেতে মুখ তুলল দলনেতা।

মাথা দোলাল ম্যানেজার। 'জানি না।'

পরমুহূর্তে হ্যান্ড গানের ব্যারেল দিয়ে 'ঠকাশ!' করে তার খুলিতে আঘাত করল সে। 'কে ছিল?'

'স্টাফ ফাইল দেখতে হবে!' চেঁচিয়ে বলল ম্যানেজার মাথা ডলতে ডলতে। আঁধার দেখছে চোখে।

আনা হলো ফাইল। তাতে পাওয়া গেল নির্দিষ্ট রাতের ক্যাব ফিফটি টু-র চালকের নাম-ঠিকানা। শহরতলীতে থাকে সে। কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে বাঘের চোখে ম্যানেজারের দিকে তাকাল নেতা। বলল, যদি তারা বেরিয়ে যাওয়ার পর সে ফোন করে ড্রাইভারকে সতর্ক করার চেষ্টা করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছয় বাই আড়াই একটা কাঠের বাক্স নিয়ে ফিরবে তারা। ম্যানেজারকে উপহার দেয়া হবে বাক্সটা। আসলেই ফোন করার কথা ভাবছিল ম্যানেজার। কিন্তু ও কথার পর তা ভুলে গেল সে।

ওদিকে বাসায় লাঞ্চ করছিল তখন ড্রাইভার। ডোরবেল শুনে দরজা খুলতে গেল তার স্ত্রী, এবং কয়েক সেকেন্ড পরই ফ্যাকাসে চেহারায় ফিরে এল সে পিছনে দুই মুখোশধারী নিয়ে। তাদের হাতের জিনিস দেখে ড্রাইভারের পেটের যাবতীয় জিনিস গুলিয়ে উঠল আতঙ্কে। তোতলাতে আরম্ভ করল সে, 'দেখো ভা-ভাই! আ-আমি গরীব মানুষ! আ-আ...'

'শাটাপ্ !' ধমক লাগাল একজন। অন্যজন একটা কাগজ ধরল তার নাকের ডগায়। 'এ নাম তোমার?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করো...'

'থামো! যা প্রশ্ন করি তার উত্তর দাও। দু'রাত আগে, গভীর রাতে চিস্তি

পেরেলুকে গিয়েছিল এক প্যাসেঞ্জার নিয়ে। সে কে?'

'তা কি করে বলি?'

'বেশি স্মার্টনেস দেখিয়ো না। দু'পায়ের ফাঁকের বল দুটো যদি হারাতে না চাও, ভেবে জবাব দাও।'

ভাবল ড্রাইভার। মনে পড়ল না।

'কোন প্রিস্ট?' লাইন ধরিয়ে দিল ওদের একজন।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে! এক প্রিস্ট! তাকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম এক গলিতে। মনে পড়েছে।'

'দেখতে কেমন সে?'

'প্রায় ছয় ফুট লম্বা। স্বাস্থ্য বোঝার উপায় ছিল না ক্যাসক পরে ছিল বলে। তিরিশের মত হবে বয়স। প্রিস্টদের বর্ণনা তো একইরকম...ও না! দাড়ি ছিল না তার। হ্যাঁ, ক্লীন শেভড্ ছিল।'

'বিদেশী?'

'মনে হয় না। আমাদের মতই রুশ বলছিল।'

'আগে দেখেছ কখনও তাকে?'

'নাহ্!'

'সেদিনের পর?'

'উঁহুঁ! আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, পরে তাকে নিতে আসব কি না। সে বলল কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই। আসতে হবে না। কেন, তার কিছু হয়েছে? দেখো, ভাই, আমি কেবল...'

'কোথেকে পিক-আপ্ করেছিলে তাকে?'

'মেট্রোপল হোটেল থেকে।'

'গাড়ি কোথায় ছিল তোমার?'

'হোটেলের বাইরে, ক্যাব র‍্যাঙ্কে।'

'লোকটা হোটেল থেকেই বের হয়েছিল? না বাইরে থেকে...'

'হোটেল থেকেই, আমি দেখেছি। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে এন্ট্রান্স দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে কি বলেছে প্রথমে?'

'কেবল "পাঁচ নম্বর চিস্তি পেরেলুক"। আর কিছু না।'

'ভাড়া দিয়েছে কিসে?'

হতভম্ব দেখাল ড্রাইভারকে। 'কিসে মানে?'

'কোন মুদ্রায়?'

'রুবলে।'

'পথে কি কি বলেছে সে?'

'ঠিকানায় পৌঁছে একবার বলেছে "অপেক্ষা করো", তার কিছুক্ষণ পরে বলেছে "কত হয়েছে ভাড়া?" এই পর্যন্তই।'

'ঠিক আছে।' প্লেটের দিকে ইঙ্গিত করল প্রশ্নকারী। 'কাজ শেষ করো।' বের হয়ে গেল ওরা।

কিছুই বোঝা গেল না, তাদের রিপোর্ট শুনে ভাবল কর্নেল বুদানিন। পরিষ্কার হলো না বিষয়টা। রাত সাড়ে এগারোটায় প্রিস্ট ব্যাটা মেট্রোপল থেকে বেরিয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু সে যে ওখানেই আছে, বা ছিল, তার নিশ্চয়তা কি? অথবা এমনও তো হতে পারে কারও সাথে দেখা করতে গিয়েছিল! বা ফোন বুদের গেট দিয়ে ঢুকে মেইন গেট...চেক্ করে দেখতে হবে হোটেলে।

মস্কো মিলিশিয়াতে প্রচুর ইনফর্মার আছে বুদানিনের। যার মধ্যে এমনকি একজন সিনিয়র মেজর জেনারেল পর্যন্ত রয়েছেন। পেইড ইনফর্মার। অবশ্য এ কাজে তাঁকে ব্যবহার করার প্রশ্নই আসে না। ভেবেচিন্তে হোমিসাইডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর নিকোলাই পেত্রোচেঙ্কোর ওপর এ ভার চাপানোর সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল।

মেট্রোপলের অফিস ম্যানেজার অস্ট্রিয়ান। রাত আটটার দিকে তার সাথে দেখা করল সুদর্শন পেত্রোচেঙ্কো। ঝাড়া ছয় ফুট সে। চমৎকার পিম ফিগার। চেহারায় চলনে-বলনে সুপার হ্যান্ডসাম। তার মিলিশিয়া পাস দেখে হতভম্ব হয়ে গেল ম্যানেজার। ভয়ও কিছুটা পেল। 'হোমিসাইড? কিন্তু আমার কোন গেস্ট তো...'

'সে আমি জানি,' সুপার হাসি ফুটল সুপার হ্যান্ডসাম ডিটেকটিভের মুখে। 'এ স্রেফ রুটিন চেক। তিন রাত আগের গেস্ট লিস্ট প্রয়োজন আমার।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে নিজের পিসির কী বোর্ডের ওপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল অস্ট্রিয়ান। 'প্রিন্টেড লিস্ট চান, অফিসার?'

'হ্যাঁ, প্লীজ।'

কিন্তু জিনিসটা দেখামাত্র ভিরমি খাওয়ার দশা হলো পেত্রোচেঙ্কোর। ছয়শো গেস্টের সাড়ে তিন হাত লম্বা সে তালিকা। কিন্তু কি আর করা! পড়তে শুরু করল সে। দেড় ঘণ্টা পর বুঝল ইন্সপেক্টর, এর মধ্যে মাত্র জনাদশেক রাশিয়ান। অন্যরা কয়েক ডজন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের নাগরিক। তার সাথে আমেরিকান-কানাডিয়ানও আছে। মেট্রোপল ফাইভ স্টার, যথেষ্ট খরচবহুল হোটেল। বাইরের এরা প্রত্যেকে ট্যুরিস্ট অথবা ব্যবসায়ী। এখানে 'ফাদার' আসে কি করে ভেবে পেল না ডিটেকটিভ। নামের আগে কোথাও তেমন কিছু লেখাও সে দেখেনি। তাহলে?

'আপনার হোটেলে কোন অর্থোডক্স চার্চের প্রিস্ট উঠেছেন নাকি?'

চাউনি স্থির হয়ে গেল অস্ট্রিয়ানের, বলে কি! 'না। আমার জানামতে তেমন কেউ গত কয়েক বছরে... মানে ইয়ে...'

'বুঝেছি। আপনার গেস্টদের সবাইকে তো চেক্ ইনের সময় পাসপোর্ট ডেস্কে জমা রাখতে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! ইন্টারন্যাশনাল আইন ওটা।'

তালিকায় টোকা দিল পেত্রোচেঙ্কো। 'এর মধ্যে যারা আজও অবস্থান

করছেন, তাদেরগুলো আমি দেখতে চাই।'

চোখ কপালে উঠল ম্যানেজারের। 'ওহ্, গড! সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। কেউ হয়তো নেই, কেউ আছেন। এতগুলো...'

'যারা আছেন, তাদেরগুলোই তো আমি দেখতে চেয়েছি। যারা নেই, তাদেরগুলো কি করে দেখাবেন আপনি?'

'সে তো বুঝলাম।' কপাল চুলকাল ম্যানেজার।

'কষ্ট করুন,' ইঙ্গিতে তার পিসি দেখাল ডিটেকটিভ। 'ওকে জিজ্ঞেস করুন, সে রাতের গেস্টদের কতজন এখনও আছেন।'

মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত হলো অস্ট্রিয়ান, কিন্তু মিলিশিয়া অফিসারকে প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। তাই আবার টেপাটেপিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। খানিক পর জানা গেল, চৌত্রিশ জন নেই, বাকিরা সবাই আছে। নতুন গেস্টও চেক ইন করেছে এর মধ্যে।

'নতুনরা বাদ। পাঁচশো ছেষট্টি জনের পাসপোর্ট চেক্ করব আমি।' বলল বটে, কিন্তু কি ছাই চেক্ করবে পেত্রোচেঙ্কো নিজেও জানে না। অন্ধের মত কর্নেল বুদানিনের হুকুম পালন করছে সে কেবল।

'কি বলছেন আপনি!' হাঁ হয়ে গেল ম্যানেজার। 'এ-তোগুলো... এর কি সত্যি কোন প্রয়োজন আছে, অফিসার?'

'না,' হাসল ডিটেকটিভ। 'আমি আপনার দুলাভাই তো, তাই ঠাট্টা করতে এসেছি, কাজকর্ম বাদ দিয়ে অকাজ করতে এসেছি।'

এমনিতেই লালচে চেহারা অস্ট্রিয়ানের, অফিসারের টিট্‌কিরি শুনে একেবারে টকটকে লাল হয়ে উঠল সে। 'বলছিলাম যদি কাল সকালে...'

'আপনি কি চান আমি ফোর্স নিয়ে এসে অফিশিয়ালী এ কাজে হাত দিই? ফোর্স দেখে ঘাবড়ে যাক সবাই?'

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো ম্যানেজার। 'না। তা চাই না।'

'গুড! তাহলে আপনার স্টাফদের বলুন, সে রাতের অবশিষ্ট পাসপোর্টগুলো সব আছে কি না। প্রথমে সংখ্যা জানতে হবে আমাকে, তারপর...'

খুব একটা সমস্যার কিছু ছিল না। ইনার অফিসে এক দেয়ালজোড়া বিশাল এক পিজিয়ন হোল র‍্যাক, হোটেলের রুম নাম্বার অনুযায়ী তার প্রতিটি হোলের সামনে নাম্বার লেখা আছে, নির্দিষ্ট রুমের গেস্টের পাসপোর্ট আলাদা আলাদা রাখার জন্যে। মাত্র পনেরো মিনিটের মাথায় জানা হয়ে গেল, একটা পাসপোর্ট সেখানে নেই। ফিলিপ প্যাটারসন নামে আমেরিকান এক ব্যবসায়ীর পাসপোর্ট সেটা। ৮৪১ নাম্বার রুমের গেস্ট।

'আই সী!' নাকের ডগা চুলকে মাথা খাটাল খানিক পেত্রোচেঙ্কো। 'নেই কেন ওটা?'

'বুঝতে পারছি না। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।'

'মিস্টার প্যাটারসন আছেন তাহলে এখনও?'

'আছেন। তবে এ মুহূর্তে হোটেলের বাইরে রয়েছেন। রোজ অনেক রাতে

ফেরেন তিনি।'

'ভদ্রলোকের বর্ণনা দিন।' দিল ম্যানেজার।

'ঠিক আছে, চলি। আর হ্যাঁ, ভদ্রলোক ফিরে এলে এ নিয়ে কিছু বলতে যাবেন না যেন। শত হলেও আমেরিকান,' চোখ টিপল ডিটেকটিভ। 'ওদের মাধ্যমে প্রচুর ফরেন কারেন্সি আমদানী হয় আমাদের, কি বলেন?' নিজের রসিকতায় একাই হাসল পেত্রোচেস্কো। বেরিয়ে গেল।

একভাবে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল অস্ট্রিয়ান। লোকটা রুম ত্যাগ করতেই দ্রুত ফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। ও প্রান্তে তার নিচু কণ্ঠের বক্তব্য শুনল উমার গুনায়েভ, ধন্যবাদ জানিয়ে রেখে দিল রিসিভার। তারপর মাসুদ রানার দিকে ফিরল। 'তোমার খবর হয়ে গেছে বোধহয়, রানা।'

মুচকে হাসল ও।

ওদিকে পেত্রোচেস্কোর মুখে খবরটা শুনে খুশি হয়ে উঠল কর্নেল ভাদিম বুদানিন। আশার আলো দেখা গেছে ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল। টেলিফোনে ব্ল্যাক গার্ডের ডেপুটি লীডারকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল সে, তক্ষুণি পোশাক পাল্টে বেরিয়ে পড়ল বাসা ছেড়ে। খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পৌঁছল হোটেল মেট্রোপলে। রিসেপশন ডেস্কের যত কাছে সম্ভব, বসে পড়ল এক সোফায়। চোখের সামনে খবরের কাগজ ধরে তাকিয়ে থাকল প্রবেশপথের দিকে।

বুদানিনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হবে কারও অপেক্ষায় আছে বুঝি সে। পাঁচ মিনিট পর ব্ল্যাক গার্ডের চার সুবেশধারী সদস্য ঢুকল হোটেল লবিতে। তাদের না দেখার ভান করল বুদানিন। লাউঞ্জে এসে দু'ভাগ হয়ে গেল দলটা। দু'জন চলে গেল ফোন বুদের দিকে, অন্য দু'জন কর্নেলের গজ বিশেক দূরের আরেক সোফায় বসে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল তারা চারজনই। লাউঞ্জ, ফোন বুদ এরিয়া, কোথাও দেখা গেল না তাদের।

রাত দশটায় দীর্ঘদেহী এক বিদেশীকে লবিতে ঢুকতে দেখে চোখ আপনাআপনি কুঁচকে উঠল বুদানিনের। খুব চেনা চেনা লাগছে যেন! ভাবল সে। কোথায় যেন দেখেছে সে এই চেহারা। ওইরকম ব্যাক ব্রাশ চুল। কালো চুল! কে এই লোক? পরক্ষণে তড়িতাহতের মত চমকে উঠল সে লোকটাকে আটশো একচল্লিশ নাম্বার রুমের চাবির জন্যে হাঁক ছাড়তে শুনে। প্রয়োজনের চাইতে অনেক জোরেই সংখ্যাটা উচ্চারণ করেছে সে। কাগজ পড়া ভুলে হাঁ করে পিছন থেকে তার দিকে তাকিয়েই থাকল কর্নেল বুদানিন। এই লোক ফিলিপ প্যাটারসন? আমেরিকান ব্যবসায়ী?

অসম্ভব! অসম্ভব! ওকে আমি চিনি! ওকে আমি…ওকে আমি…! বিদ্যুৎ চমকের মত চেহারাটা মনের পর্দায় ভেসে উঠল কর্নেল বুদানিনের। ও মাসুদ রানা! ও বাংলাদেশী স্পাই মাসুদ রানা! ও সেই…খুনী! ওর কাজিন গরস্কির খুনী। এবং ওকেই সে খুঁজছে হন্যে হয়ে, ভাবল কর্নেল। নিজের জীবন বাজী রেখে বলতে পারে কর্নেল, এই সেই প্রিস্ট। মাসুদ রানাই সেই অপচ্ছায়া। কোন সন্দেহই নেই এখন বুদানিনের। ও-ই নিয়ে এসেছে ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো। হতভম্বের মত তাকিয়েই থাকল কর্নেল রানার দিকে। ভুলেই গেছে যে তাকে

এখন কিছু করতে হবে। দীর্ঘ সময় লাগল তার হুঁশ ফিরে পেতে।

ওদিকে অনেক আগেই লিফটে ঢুকে পড়েছে রানা। কর্নেলের চার অনুচরও যে যার কাজে রয়েছে এ মুহূর্তে। রানার হাঁক শুনেছে তারা, তাই কর্নেলের সঙ্কেতের প্রয়োজন পড়েনি। জেনেই এসেছে তারা কত নাম্বার রুমের গেস্টের ওপর চোখ রাখতে হবে। দুটো লিফট, রানা একটায় উঠতে তাদের দু'জন উঠে পড়ল পাশেরটায়। বাকি দু'জন সিঁড়ি বেয়ে রওনা হলো আটতলার উদ্দেশে।

আটতলায় লিফট থেকে নামল রানা, ধীরপায়ে হেঁটে এসে নিজের উল্টোদিকের বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিল। ফাঁক হলো দরজা, একটা সুটকেস বেরিয়ে এল ফাঁক দিয়ে। ওটা নিয়ে নিজের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, তালা খুলে ঢুকে পড়ল রুমে। ওদিকে দ্বিতীয় লিফট থেকে তখনই বের হলো দুই ব্ল্যাক গার্ড, করিডরে পা রেখে ঘাড় ঘোরাল তারা। দেখল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৮৪১ এর দরজা। খাঁচায় ঢুকেছে শিকার।

একটু পর পৌঁছল দ্বিতীয় দল। নিচু কণ্ঠে দ্রুত বাক্য বিনিময় হলো তাদের নিজেদের মধ্যে। তারপর সামনে খালি পড়ে থাকা চার ক্লাব চেয়ারের দুটো দখল করে বসল দু'জন, অন্যরা ফিরে গেল রিপোর্ট করতে।

অপেক্ষমাণ দুই ব্ল্যাক গার্ড সাড়ে দশটার সময় ৮৪১ এর উল্টোদিকের রুম থেকে এক লোককে বের হতে দেখল। তাদের পাশ কাটিয়ে লিফটের দিকে চলে গেল সে। তার দিকে একবারের বেশি তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না ওরা। প্রয়োজন নেই তাই। তারা চায় আর কাউকে।

দশটা চল্লিশে বেজে উঠল রানার রুমের ফোন। সাড়া দিল ও। হাউজকীপিং। জানতে চাইছে রাতে কিছু প্রয়োজন আছে কি না রানার–ড্রিঙ্কস, টাওয়েল বা আর কিছু। লাগবে না জানাল ও, ধন্যবাদ জানিয়ে রেখে দিল ফোন। হাতের কাজ সেরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল রানা। এগারোটায় বেরিয়ে এল পিছনের ব্যালকনিতে, লাগিয়ে দিল ব্যালকনির দরজা। এটায় বাইরে থেকে তালা লাগানোর কোন ব্যবস্থা নেই, তাই খানিকটা অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার দিয়ে দরজা ফ্রেমের সাথে আটকে দিল ও মজবুত করে।

কোমরে পেঁচানো কয়েক ফুট কর্ডের দড়ি খুলে রেলিঙের সাথে শক্ত করে বাঁধল। আধ মিনিটের মধ্যে নেমে এল সরাসরি ওর নিচের ব্যালকলিতে। ৭৪১ এর ব্যালকনি এটা। তারপর কয়েকটা গ্রীল ব্যারিয়ার অতিক্রম করে ৭৩৩ নম্বরের ব্যালকনিতে থামল। ফেলে আসা রুমগুলো সব অন্ধকার ছিল, হয় খালি, নয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে গেস্ট। এটায় আলো জ্বলছে।

ভেতরে উঁকি দিল রানা। বিছানায় স্রেফ একটা আন্ডারওয়্যার পরে শুয়ে আছে এক সুইডিশ ব্যবসায়ী। তার কোলের ওপর একটা স্প্যানিশ গিটার, থেকে থেকে টুং টাং আওয়াজ তুলছে তারে টোকা দিয়ে। নজর যদিও তার টিভির পর্দায়, পর্নো ছবি দেখছে। হঠাৎ জানালায় নকের আওয়াজ শুনে বিদ্যুৎপৃষ্ট হলো সুইডিশ। গিটার ফেলে বাঁদরের মত এক লাফে বিছানা ত্যাগ করল।

আগে লজ্জা ঢাকবে, না টিভি অফ করবে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভেবে পেল না আতঙ্কিত ব্যবসায়ী। পরে নিজের নিম্নাঙ্গই প্রথমে ঢাকা উচিত ভেবে কোমরে একটা তোয়ালে পেঁচাল সে। টিভি অফ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল বিমূঢ় চেহারায়। বাইরে সুটেড-বুটেড এক লোককে দেখল সে, ইশারায় তাকে দরজা খুলতে অনুরোধ করছে। আহাম্মকের চেহারা করে ল্যাচ খুলল সুইডিশ, ভেতরে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। মুখে দারুণ লজ্জা পাওয়া হাসি।

কড়া ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে হড়বড় করে বলতে লাগল, 'মাফ করবেন, আমি আপনার প্রতিবেশী। পাশের রুমে আছি।'

কিন্তু তার ব্যালকনিতে সে এল কি করে, জানতে চাইল সুয়েড।

'ওয়েল, স্যার। বলছি আমি। বড় বেইজ্জতী কাণ্ড, স্যার। লজ্জাই করছে। হয়েছে কি, রুমে সিগারেট খাওয়া পছন্দ করি না আমি, তাই ব্যালকনিতে এসেছিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন, যেই আমি কাজ সেরে রুমে ফিরব ভাবছি, অমনি জোর বাতাসে হারামজাদা দরজাটা গেল বন্ধ হয়ে। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি, স্যার। তাই বাধ্য হয়েছি আপনাকে কষ্ট দিতে।'

লোকটার সুটেড-বুটেড হয়ে ব্যালকনিতে সিগারেট টানতে বের হওয়ার গল্প মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাও হাতে অ্যাটাশে কেসসহ। বাইরে দরজা বন্ধ করে দেয়ার মত জোর বাতাস নেই, তারওপর সবচেয়ে বড় কথা, ব্যালকনির দরজা সেলফ লকিং নয়, কিন্তু এর কোনটাই মাথায় এল না সুইডিশের। মাথা ঝাঁকিয়ে অনাহূত অতিথির সব অজুহাতই মেনে নিল সে নীরবে। নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিল সামনের। ঝামেলা তাড়াতাড়ি বিদায় হলে বাঁচে।

একনাগাড়ে ভ্যাড় ভ্যাড় করতে করতে, বিরতিহীন ক্ষমা চাইতে চাইতে সামনের করিডরে পা রাখল সে। সুয়েডকে 'চমৎকার রাত' উইশ করে চলে গেল। দরজা লক্ করে পিছনের ব্যালকনিতে চোখ বোলাল ব্যবসায়ী, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ফিরে এল বিছানায়। রিমোট কন্ট্রোলের 'প্লে' সুইচ অন করে বুঁদ হয়ে গেল স্বল্প-ব্যয় মনোরঞ্জনে।

ওদিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল মাসুদ রানা। বুদ এন্ট্রান্সের দিকে এগোবার ফাঁকে আড়চোখে তাকাল একবার লাউঞ্জের দিকে। নেই কর্নেল বুদানিন। থাকার কথাও নয়। বাইরে বিএমডব্লিউ নিয়ে ওর অপেক্ষায় ছিল উসমানভ আর তার সঙ্গীরা। মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল তারা ওকে নিয়ে।

রাত বারোটার খানিক পর, রানার ঠিক নিচের ফ্লোরের রুম, ৭৪১ এ এসে ঢুকল তিন যুবক। ওটা খালি। যুবকদের একজনের হাতে ছোট একটা সুটকেস। বিশ মিনিট পর বেরিয়ে এল তারা কাজ সেরে।

ভোর চারটায় ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল মেট্রোপল হোটেল। আওয়াজে অবশ্য ধাক্কার মত জোর ছিল না। বিস্ফোরণে ৭৪১ নম্বর রুমের সিলিং উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল ৮৪১ এর সিলিঙে। দুটো রুমই বরবাদ

হয়ে গেল, ভেতরের যাবতীয় কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

পরে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে পৌঁছল তিন পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের কাজ ছিল ওটা, ৭৪১ এর সিলিঙের খুব কাছে পাতা হয়েছিল চার্জ। খাটের ওপর টেবিল, তার ওপর চেয়ার, চেয়ারের ওপর টিপয় ইত্যাদি বসিয়ে তার ওপর সেট করা হয় বোমা। ফলে প্রথম ধাক্কাতেই সিলিং এবং ৮৪১ নম্বরের বিছানা এবং ঘুমন্ত গেস্টের হাড়-মাংস ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ও রুমের খাট এ রুমেরটার মত একই জায়গায় পাতা ছিল—সব রুমেই তাই আছে।

খবর পেয়ে তক্ষুণি ছুটে এল চার এমারজেন্সি সার্ভিস অ্যাটেনডেন্ট। টুকরো টুকরো কাঠ, ম্যাট্রেসের পোড়া অংশের মধ্যে মানুষের হাড় পেল তারা। আশপাশের রুমের বাসিন্দারা তখন আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে। অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস এল, যদিও তেমন কিছু করার ছিল না তাদের। যা নেয়ার, নিয়ে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স। তালা লাগিয়ে দেয়া হলো ক্ষতিগ্রস্ত দুই রুমে।

পরদিন মিলিশিয়ার এক মেজর জেনারেলের নির্দেশে মেট্রোপল কেসের দায়িত্ব নিল হোমিসাইড ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, সুপার হ্যান্ডসাম নিকোলাই পেত্রোচেঙ্কো। ৭৪১ এর কাজ কোনরকমে সেরে ওপরতলায় এল সে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল সামনের প্রায় ছয় ফুট ডায়ামিটার গর্তটার দিকে। ভয়ঙ্কর কাণ্ড! গা ঘুলিয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের। এ রুমের কোথাও নিজের হাতের তালুর চাইতে বড় কোন বস্তু চোখে পড়ল না তার।

ভেতরে যে সমস্ত ফার্নিচার ছিল, খাট, টেবিল-চেয়ার, সোফা, ওয়্যারড্রোব-কাবার্ড, এমনকি ব্যালকনি ও বাথরুমের দরজা পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে সারাঘরে। পায়ে পায়ে বাথরুমে এসে ঢুকল পেত্রোচেঙ্কো। এখানে জমা হয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপের তলায় একটা অ্যাটাশে কেস পাওয়া গেল। জিনিসটা বরবাদ হয়ে গেছে ঠিকই, তবে ভেতরের জিনিসপত্র সব অক্ষতই রয়ে গেছে। ভাগ্যই বলতে হবে যে প্যাটারসন এখানে রেখেছিল কেসটা। বাথরুমের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে, কমোডের পিছনে ছিল। এখনও তাই আছে, তবে পড়ে আছে কাত হয়ে। সারাদেহ ক্ষতবিক্ষত।

ওর মধ্যে দুটো ডকুমেন্ট দেখতে পেল পেত্রোচেঙ্কো। সবার নজর বাঁচিয়ে জিনিস দুটো নিজের জ্যাকেটের ভেতরে গুঁজে রাখল সে দ্রুত। কাজ সেরে হোটেলের নাইট ম্যানেজারসহ অন্য সবার জবানবন্দী নিল। ওই দুই রুমের প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলল। কেউ জানে না কিছু। ঘটনার সময় ঘুমে ছিল তারা, অতএব এ কাজ কে বা কারা করেছে, কারও কোন ধারণাই নেই সে ব্যাপারে। তবে তারা সবাই এ ঘটনায় ব্যথিত, দুঃখিত। এবং চিন্তিতও।

প্রত্যেককে আশ্বস্ত করল পেত্রোচেঙ্কো যে আর ভয়ের কিছু নেই। এখন থেকে প্রতি মুহূর্ত তার সিভিল ড্রেস পরা ইনফর্মাররা নজর রাখবে হোটেলের ওপর। কারা আসছে-যাচ্ছে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা হবে।

দুপুরের আগেই ডকুমেন্ট দুটো কর্নেল বুদানিনের হাতে পৌঁছে গেল। গভীর সন্তুষ্টির সাথে দেখল সে ওগুলো। একটা কালো স্পাইরাল বাঁধাই করা

ফাইল, রুশ ভাষায় লেখা। সেই চুরি যাওয়া ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো। যার জন্যে তিন তিনজনকে হত্যা করেছে সে। আবার এটা ফিরে পাওয়ার জন্যেও করতে হলো আরেক হত্যা। কর্নেল বুদানিন খুশি। জিনিসটা পাওয়া গেছে, কর্নেল গরস্কি হত্যার প্রতিশোধও নেয়া হয়েছে, এক কাজে দুই কাজ সারা গেল।

দ্বিতীয়টা চোখের সামনে মেলে ধরল কর্নেল। একটা পাসপোর্ট এটা, মাসুদ রানার নিজের নামের। ওর ছবিটা দেখল সে দীর্ঘ সময় ধরে। তারপর মাথা দোলাল আপনমনে। 'একটা ঢোকার জন্যে,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'আরেকটা বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে এনেছিলে, বন্ধু! আফসোস, দ্বিতীয়টায় সফল হতে পারলে না।'

দুঃখ প্রকাশ করল সে চুক্ চুক্ করে। 'বিদায়, মাসুদ রানা!'

***

কালো ফাইল-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

মানুষটা দীর্ঘ, মাঝবয়সী। একহারা গড়ন। খাটো করে ছাঁটা কটা রঙের চুল। নাকের নিচে টুথ ব্রাশের রোঁয়ার মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ, মরচে পড়া লোহার মত রং তার। পরনে ঢোলা প্যান্ট-শার্ট। রেডিমেড।

ঠোঁটে আমেরিকান সিগারেট ঝুলছে। এক কানে ইয়ারফোন, কম শোনে। চোখে কালো চশমা। গলায় চওড়া টাই। লোকটার সাথে যে সব ডকুমেন্টস আছে, তাতে তার নাম দেখা যায় ব্রায়ান মার্কস। আমেরিকান এক বড় টয়লেট্রিজ সামগ্রী উৎপাদনকারী কোম্পানির মার্কেটিং এগজিকিউটিভ সে।

পাসপোর্ট চেক করা হলে দেখা যাবে গতকাল শেরেমেতিভো হয়ে মস্কো পৌঁছেছে এই লোক। তার ভিসা, কারেন্সি ডিক্লারেশন ইত্যাদিতে কোন ফাঁকিবাজির কারবার নেই। প্রতিটি ডকুমেন্টস জেনুইন। আসলে সব ভুয়া। কাগজপত্র, সীল ইত্যাদি খাঁটি, তবে লেখা যা আছে, তা মিথ্যে। চড়া মূল্যে ওসব মাসুদ রানার জন্যে জোগাড় করেছে উমার গুনায়েভ। পরে ইচ্ছেমত নাম-ধাম ইত্যাদি বসিয়ে নিয়েছে ও।

মস্কোর দক্ষিণ প্রান্তে, ভরনতসোভো জেলার বড় এক বাজারে পৌঁছে ট্যাক্সি ত্যাগ করল রানা। শহরতলির বাজার, কাজেই তেমন একটা বড় নয়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাবার ছলে বিশেষ করে পিছনদিকটায় তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল। শ'দুয়েক গজ পিছনে, ভিড়ের মধ্যে উসমানভের বিএমডব্লিউর ওপর চোখ পড়ল, ভেতরে চারজনই আছে ওরা। আজকের কাজে এদের আনতে চায়নি রানা, কিন্তু গুনায়েভ ছাড়ল না। একা পথে নামতে দেবে না সে ওকে। জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়েই ছাড়ল।

বাজারের উল্টোদিকে প্রকাণ্ড এক ওয়্যারহাউস, ওটাই রানার টার্গেট। আনাতোলি শেপিলভের প্রেস ওটা। এখানে ছাপা হয় তার সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড *'প্রবুদিস'* আর মাসিক *'রোডিনা'*। *প্রবুদিসের* বাংলা, 'জাগ্রত', *রোডিনার*, 'মাতৃভূমি'। দুটো পত্রিকাই প্রচুর চলে শেপিলভের, খুবই জনপ্রিয়। সারাদিনে অসংখ্য হেভি ট্রাক বোঝাই হয়ে চালানের পর চালান পত্রিকা বের হয় ওয়্যারহাউস থেকে, তেমনি ভেতরে ঢোকে টনকে টন কাগজের রোল।

এখানে কেউ আশা করছে না রানাকে, কাজেই দুপুর পর্যন্ত কাটাল ও বাজারে। চেইন লিংক ফেন্স দিয়ে ঘেরা ওয়্যারহাউসটা চারদিক থেকে ঘুরে দেখল। ওটার সামনের বাঁ দিকে রয়েছে লরি বে, যেখানে ট্রাকের পর ট্রাক এসে দাঁড়ায়, মাল লোড অথবা আনলোড করে। সন্ধের পর বন্ধ হয়ে যায় বে। পত্রিকা অফিস শহরে, তাই বে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নীরব হয়ে পড়ে ওয়্যারহাউস।

দু'জন গার্ড আছে প্রেসের, পিছনদিকে থাকে তারা, ওয়্যারহাউসের ভেতরেই। পিছনের এক প্যাডলক গেট দিয়ে আসা-যাওয়া করে। একেবারে নিরাপদ এক টার্গেট।

দুপুরের পর ফিরে গেল ও। পরদিন ফের এল। সারাদিন একই কাজ করল, তারপর নিশ্চিত হয়ে নাক ঢোকাল গিয়ে বর্তমান আশ্রয়, উমার গুনায়েভের নিশ্ছিদ্র পেন্ট হাউস স্যুইটে।

পরদিন ওল্ড সাউথ পোর্টের এক সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে এল রানা। গাড়ি আর টুলসের মার্কেট। একেবারে লক্কড় মার্কা থেকে ঝকঝকে নতুন লিমুজিন পর্যন্ত বিক্রি হয় এখানে। সব চোরাই মাল। এখান থেকে এক সেট মস্কো নাম্বার প্লেট, একজোড়া হেভি ডিউটি বোল্ট কাটারসহ আরও কিছু টুলস কিনল ও। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই এখানকার কেনাবেচার ধরন দেখে চোখ কপালে উঠল। পশ্চিম মস্কোয় হয়তো সদ্য কেনা লিমুজিন গাড়ি পার্ক করে নিজের অফিস বিল্ডিঙে ঢুকেছে কোন ব্যবসায়ী, বেচারা রুমে পৌঁছার আগেই তার গাড়ি রওনা হয়ে গেছে সাউথ পোর্টের দিকে। মিলিশিয়ার খাতায় রেকর্ড হওয়ার আগেই মালিক বদলের কাজ খতম তার। নতুন গাড়ি ধুম করে আসে, ধুম করে বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রেতা বা ক্রেতা কোনটারই অভাব নেই এখানে।

শহর কেন্দ্রে ফিরে এল রানা। এখান থেকে ঘুরে ঘুরে কিনল এক ডজন সস্তা, তবে বিশ্বস্ত সোয়াচ ঘড়ি, বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক তার এবং মাস্কিং টেপ। কয়েকবার ট্যাক্সি বদল করে সন্ধের আগে ডেরায় ফিরে এল। এদিকের কাজ আপাতত শেষ। লন্ডন থেকে বিশেষ এক জিনিস নিয়ে বিশেষ এক গাড়ি পৌঁছার পর বাকি কাজে হাত দেবে ও।

দক্ষিণ লন্ডনের এক গ্যারেজে প্রস্তুত করা হয়েছে সে গাড়ি। একটা ভলভো। সামনের দুই চাকা খুলে পুরানো দিনের টিউবওয়ালা টায়ার সেট করা হয়েছে ওটায়। তার আগে দুটো টিউবই দু'ইঞ্চি করে চিরে ভেতরে ভরে দেয়া হয়েছে বুড়ো আঙুল সাইজের কয়েকশো সেমটেক্স এইচ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। জিনিসটা নরম, পুটির মত। এক্সট্রা অর্ডিনারি বিস্ফোরক, মার্কারি-ফুলমিনেট ডেটোনেটর ছাড়া যত প্রেশারই পড়ুক ফাটে না।

আরডিএক্স শ্রেণীর যত প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে বিশ্বে, সেমটেক্স-এইচ তার মধ্যে সবদিক থেকে, সর্ব অর্থে সেরা। এবং জনপ্রিয়। বিশ্বের সমস্ত সন্ত্রাসীদের প্রিয় ডিভাইস। সেমটেক্স চেকদের তৈরি। কমিউনিস্ট শাসনের সময়ে ওতে কোন গন্ধ ছিল না, তাই ডিটেক্ট করা যেত না ও জিনিস। ব্যাগ-ব্রিফকেসের লাইনিঙের ভেতরে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ ছিল সবার জন্যে।

নব্বইয়ের পর পশ্চিমা কয়েকটি দেশের অনুরোধে জিনিসটার সাথে একটা দুর্গন্ধ যোগ করে দিতে রাজি হয় চেক সরকার। অনেকটা পচা মাছের দুর্গন্ধ সেটা। তা নিয়ে অবশ্য সমস্যা হয়নি ভলভোর আরোহীদের, কারণ রাবার পোড়া গন্ধ সারাপথ ঢেকে রেখেছে পচা মাছের দুর্গন্ধ। সবার নজর-নাক এড়িয়ে জিনিসটা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মস্কো পাঠানোর পরামর্শ রানাই দিয়ে এসেছিল মারভিন লংফেলোকে।

লন্ডন থেকে জাহাজে স্টকহোম পৌছল ভলভো। সেখান থেকে হেলসিঙ্কি হয়ে এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দু'দিন পর মস্কো। গাড়ির দুই আরোহী, কিয়ারান ও মিচ, দু'জনেই রুশ ভাষায় ওস্তাদ। মিচের হাভানা সিগার বক্সের তলায় সেট করা ফলস্ এক চেম্বারে করে বয়ে আনা হয়েছে সেমটেক্সের মার্কারি-ফুলমিনেট ডেটোনেটর। হেলসিঙ্কি থেকে ওই বক্স 'কিনেছে' মিচ।

সন্ধের খানিক আগে নির্ধারিত স্থান, সাউথ পোর্টের কাছের এক ওয়েস্ট গ্রাউন্ডে পৌছল ভলভো। আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল রানা। খুব দ্রুত কুশল বিনিময় শেষ করে কাজে লেগে পড়ল সবাই। জায়গাটা নির্জন। এমন এক জায়গায় ওদের ব্যস্ত হাতে ভলভোর সামনের দুই চাকা খুলতে দেখেও কেউ কিছু সন্দেহ করল না, প্রশ্ন করা তো দূরের কথা। ধারেকাছে যারা আছে, সবাই গাড়ি চোর। ওদেরকেও নিজেদের গোত্রের ভেবে যে যার কাজ করে গেল তারা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা টিউব দুটো খালি করে ফেলল। শূন্য টিউব গারবেজ ক্যানে ফেলে সঙ্গে আনা বাড়তি দুই চাকা জোড়া হলো ভলভোয়। রানার কেনা নাম্বার প্লেট লাগানো হলো। তারপর ভরনতসোভোর এক সস্তা হোটেলে আলাদা তিন রুমে উঠল রানা, কিয়ারান ও মিচ। কিছুক্ষণ পরই অবশ্য রানার রুমে মিলিত হলো সবাই, লেগে পড়ল সেমটেক্স-এইচ নিয়ে।

তিন পাউন্ড একপ্লোসিভ ছিল ওখানে, এক ঘণ্টা পর ওগুলো দিয়ে বিশটা চ্যাপ্টা সিগারেট প্যাকেট সাইজের বারোটা প্যাকেট তৈরি করল ওরা। প্রতিটার সাথে যোগ হলো একটা করে ব্যাটারি, সোয়াচ ঘড়ি এবং ডেটোনেটর। সাথে পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের বৈদ্যুতিক তার। ওদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে পাহারায় থাকল উসমানভ আর তার সঙ্গীরা।

এরপর হোটেল ত্যাগ করল ওরা। ওয়্যারহাউসের খানিকটা দূরে ভলভো রেখে হেঁটে গেল বাকি পথ। গার্ডদের প্যাডলক দরজা-সোজা পিছনে, প্রায় শ'খানেক ফুট পাকা চত্বরের শেষ মাথার চেইন লিঙ্ক ফেন্স কেটে ভেতরে ঢুকল। নিচু হয়ে দৌড়ে ওয়্যারহাউসের পিছন ঘেঁষে একটার ওপর একটা সাজিয়ে রাখা পাহাড় সমান ব্যবহৃত ইঙ্ক ড্রামের আড়ালে গা ঢাকা দিল। এরপর অপেক্ষার পালা। আধ ঘণ্টা পর পিছনের আঙিনায় আলো পড়ল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক গার্ড। দরজা খোলায় ভেতরের আলো পড়েছে এসে আঙিনায়।

হঠাৎ এক গোঙানি শুনে থমকে দাঁড়াল গার্ড, পাঁই করে ঘুরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। এক মাতাল, হেলান দিয়ে বসে আছে ওয়্যারহাউসের দেয়ালে। হাতে ভদকার বোতল। লোকটা ভেতরে ঢুকল কি করে ভেবে অবাক হলো গার্ড। দ্রুত পা বাড়াল সেদিকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার পিছনে উদয় হলো মাসুদ রানা। মাথায় শক্ত কিছুর আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারাল লোকটা।

বাকি কাজ ঝটপট সারল কিয়ারান। গার্ডের হাত-পা আর মুখ কষে এঁটে দিল হেভি টেপ দিয়ে। তারপর অজ্ঞান দেহটা চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ভেতরে। কটে ঘুমিয়ে ছিল আরেক গার্ড, কানের নিচে মাঝারি এক ঘুসি মেরে তার ঘুম আরও গভীর করে দিল রানা। তাকেও বাঁধা হলো। এরপর দরজা ভেতর থেকে

লাগিয়ে যে কাজে আসা, সে কাজে মন দিল ওরা।

ওয়্যারহাউসের ভেতরটা ফুটবল মাঠের মত প্রকাণ্ড। মেঝের অর্ধেকেরও বেশি দখল করে আছে অগুনতি নিউজপ্রিন্ট রোল আর কালির ড্রাম। কম করেও পঞ্চাশ ফুট উঁচু সিলিং ছুঁয়ে আছে নিউজপ্রিন্টের পাহাড়। সিলিঙের জায়গায় জায়গায় অল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে, ভেতরে ভৌতিক এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সে আলো। যার ব্যবস্থা করতে এখানে আসা, সামনেই নিথর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো–দৈত্যাকার তিনটে ওয়েব অফসেট প্রিন্টিং মেশিন।

রানার চোখে নতুন হলেও কিয়ারান ও মিচের খুব ভাল পরিচয় আছে ওগুলোর সাথে। রানা একেবারেই অজ্ঞ এ সম্পর্কে, তা নয়, তবে ওর বিদ্যা মুখস্থ বিদ্যা। লন্ডন ত্যাগ করার আগে গলধঃকরণ করে এসেছে। কিন্তু অন্য দু'জনের বাস্তব বিদ্যা আছে এসব মেশিনের ব্যাপারে। আমেরিকার বেকার-পারকিনসের তৈরি বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রেস। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটলে রাশিয়ায় মেরামত করা সম্ভব নয় এসব। আর যদি চূড়ান্ত কিছু ঘটে পুরো সেট আমদানী করা ছাড়া উপায় নেই।

সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এল সি খুললেও বাল্টিমোর থেকে সাগরপথে সেন্ট পিটার্সবার্গ পৌঁছতে কম করেও তিন মাসের ধাক্কা। এর আর সব বিমানে আনা গেলেও অন্তত মেইন ফ্রেম আনার উপায় নেই। আস্ত এক বোয়িং ৭৪৭ এরও ক্ষমতা নেই ও জিনিস ধারণ করার, এতই বড় মেশিন। নরউইচের এক কোম্পানির আছে একই মেশিন, সেখানে এক সপ্তাহের বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে এসেছে কিয়ারান ও মিচ।

প্রতিটি মেশিনের সাথে আছে একটা করে প্রকাণ্ড রীল স্ট্যান্ড, যাতে একযোগে চারটা কাগজের রোল সেট করা সম্ভব। এক রোল শেষ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরেকটা এসে তার জায়গা দখল করে তাৎক্ষণিকভাবে। ফলে বিনা বিরতিতে এমনকি দিনের পর দিন চলতে সক্ষম বেকার-পারকিনস অফসেট প্রেস। রানার মূল লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে এই স্ট্যান্ড অন্যতম।

কাজ শুরু করে দিল ওরা। তিনটি মেশিনেরই রীল স্ট্যান্ডে দুটো করে বোমা সেট করল কিয়ারান। এমনভাবে করা হলো কাজটা যাতে বিস্ফোরণের পর চিরতরে অকেজো হয়ে যায় স্ট্যান্ড।

মিচ পড়ল ইঙ্ক সাপ্লাই মেকানিজম নিয়ে। একটা করে বিশাল মিকশ্চার ইউনিট আছে এগুলোর প্রতিটির সাথে, চার রঙের ওয়েব অফসেট। বড় চার ড্রাম থেকে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রার এবং রঙের কালি মেশিনে সরবরাহ করা এ ইউনিটের কাজ। এ দুটোর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে মূল প্রেস নিয়ে পড়ল ওরা। অবশিষ্ট বোমাগুলো বসানো হলো মেইন ফ্রেম এবং ইমপ্রেশন সিলিন্ডারের বেয়ারিঙে, প্রতি মেশিনে একটা করে।

বিশ মিনিট পর নিজের হাতঘড়িতে টোকা দিয়ে দুই সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। মাথা দোলাল মিচ-কিয়ারান, বোঝাতে চাইল কাজ শেষ। রাত এখন একটা। বিস্ফোরণের সময় সেট করা আছে দেড়টায়। দুই অজ্ঞান গার্ডকে বের করে পিছনের কোর্ট ইয়ার্ডে শুইয়ে রাখা হলো। ঠাণ্ডায় কিছুটা ভুগবে হয়তো

ব্যাটারা, কিন্তু আহত হওয়ার হাত থেকে বাঁচবে।

একটা দশে ভলভোয় উঠল রানা, মিচ ও কিয়ারান, দ্রুত ফিরে চলল গুনায়েভের নিরাপদ আশ্রয়ে। পিছনে লেপটে থাকল উসমানভের বিএমডব্লিউ। বিশ মিনিটে অনেক দূরে সরে গেল ওরা, বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল না। অবশ্য খুব একটা জোরালও ছিল না শব্দগুলো। প্রায় সারারাত চেষ্টা চালিয়ে প্রথম গার্ড বাঁধন মুক্ত করল নিজেকে। ভেতরের দৃশ্য দেখে চার পুরুষের পিলে চমকে গেল তার।

প্রথমে ফ্যাক্টরি ফোরম্যানকে ফোন করল গার্ড। সাড়ে চারটায় পৌঁছল সে, প্রেসের হাল দেখে কেবল বাক্‌রুদ্ধই নয়, পক্ষাঘাতেও আক্রান্ত হলো লোকটা। তার পরপরই পৌঁছল শেপিলভের প্রোপাগান্ডা চীফ বা প্রচার সম্পাদক, নিকোলাই কপিতভ। তার মুখের চেহারা হলো বর্ণনাতীত। সামনে নির্বাচন, এ সময়ে পার্টির প্রোপাগান্ডা বন্ধ থাকার ফল যে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, ভালই বোঝে সে।

কয়েক দফা গার্ড এবং ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের বয়ান শুনল কপিতভ, তারপর কর্নেল ভাদিম আন্তনোভিচ বুদানিনের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে তাকেই খবর দিল। ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্সের প্রধান এবং দলের যাবতীয় কিছুর নিরাপত্তা প্রধান সে, সুতরাং এ স্যাবোটাজের দায় দায়িত্বও তার। সাতটায় ঘটনাস্থলে পৌঁছল কর্নেল। একই সময়ে শেরেমেতিভোর এক কাফে থেকে নাস্তা সেরে বের হলো মিচ ও কিয়ারান, সাড়ে সাতটায় তাদের মস্কো-হেলসিঙ্কি ফ্লাইট মাটি ত্যাগ করল।

এয়ারপোর্ট আসার পথে ম্যানিজি স্কয়ারে ভলভো পার্ক করে রেখে এসেছে তারা আনলক অবস্থায়। চাবিটাও রেখে এসেছে ইগনিশনে ঝুলিয়ে। তাদের ধারণা ছিল সূর্য ওঠার আগেই নতুন মালিকের সন্ধান পাবে ভলভো। পেয়েছেও তাই।

তারা যখন আকাশে, কর্নেল বুদানিন তখন পার্টির প্রিন্টিং প্ল্যান্টের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে অন্ধ আক্রোশে ফুঁসছে। অবশ্যই এই অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনার তদন্ত করবে সে, এবং জড়িত কাউকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলে অবশ্যই দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে তার বিরুদ্ধে, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তার প্রফেশন্যাল চোখ যদিও বলছে অন্য কথা। এ কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে, তারাও যে এক্সপার্ট প্রফেশন্যাল, বুঝে নিয়েছে কর্নেল। তাদের নাগাল পাওয়া আদৌ কোনদিন সম্ভব হবে না বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে।

কে সে? কারা? কার এতবড় সাহস যে মস্কোর বুকে বসে দেশের সর্বজনপ্রিয় এক নেতার বিরুদ্ধে লেগেছে?

ওদিকে নিকোলাই কপিতভ পুরো হতাশ। গত দু'বছর ধরে রাশিয়ার ঘরে ঘরে পার্টি প্রধান, আনাতোলি শেপিলভের বাণী পৌঁছে দেয়ার কাজ করে আসছে সে। পাঁচ মিলিয়ন ঘর। এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার আইডিয়া তার নিজের, *'প্রবুদিস'* আর *'রোডিনার'* সাহায্যেই ভ্লাদিমির ঝিরিনোভাস্কিকে হটাতে সক্ষম হয়েছে সে, প্রায় গণদেবতা বানিয়ে ফেলেছে শেপিলভকে। যখন এসবের ফসল ঘরে তোলার

সময় হলো, ঠিক তখনই কুঠারাঘাত পড়ল সমস্ত আশা-ভরসার মূলে। হতাশ না হয়ে পারে কি করে সে?

এখনই এ দুটোর বেশি বেশি প্রয়োজন পার্টির, দেশের প্রতিটি ইঞ্চিতে পৌঁছে দিতে হবে মহান নেতা শেপিলভের বাণী, নির্বাচনী অঙ্গীকার, জনগণের প্রতি তার দলকে নির্বাচিত করার আহ্বান। এ সময়ে যদি সব বন্ধ করে আঙুল চুষতে হয়, কেমন হবে অবস্থা? কি হবে?

'প্রোডাকশনে যেতে কত সময় লাগবে তোমার?' প্রিন্টমাস্টারকে জিজ্ঞেস করল কপিতভ।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'নতুন প্রেস বসানোর আগে না। এগুলো মেরামত করার কোন উপায় নেই।' মাথা চুলকাল প্রিন্টমাস্টার। ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। 'নতুন প্রেস আমদানী করা, তা ইনস্টল করা···সব মিলিয়ে কম করেও দু'মাস লাগবে।'

টক পানিতে ভরে উঠল কপিতভের মুখের ভেতরটা। প্রকাশনার ভবিষ্যৎ ভেবে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। খবর জানানো হয়নি এখনও শেপিলভকে। জানলে কি অবস্থা হবে তার, ভেবে দিশেহারা বোধ করল প্রোপাগান্ডা চীফ। মনে মনে ধুমসে হেদায়েত করতে থাকল সে বুদানিনকে। সব তার দোষ। প্রেসের নিরাপত্তা আরও কঠোর করা উচিত ছিল, করেনি তা হারামজাদা। আসছে শনিবার *'প্রবুদিস'* বের হবে না, বের হবে না আগামী পাক্ষিকের *'রোডিনা'*। কম করেও দশ সপ্তাহ বন্ধ থাকবে ইউপিএফ-এর দুই মুখপত্র—অথচ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র আট সপ্তাহ।

রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে নিজের চুল টেনে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো নিকোলাই কপিতভের।

দিনের শুরুটা চমৎকার ছিল হোমিসাইড ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, সুপার হ্যান্ডসাম, নিকোলাই পেত্রোচেঙ্কোর। প্রশান্ত মেজাজে পেত্রোভকার মিলিশিয়া হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছল সে নির্দিষ্ট সময়ে। কোলিগদের উদ্দেশে কুশল বিনিময় সেরে নিজের কিউবিকলে গিয়ে বসল।

যদিও কোলিগরা গত কয়েকদিন থেকে সন্দেহের চোখে দেখছে তাকে, মেট্রোপল হোটেলে সে রাতের সেই বিস্ফোরণের পর থেকে। ওই ঘটনার তদন্ত ভার পেত্রোচেঙ্কোর হাতে। সেটা অবশ্য কথা নয়, কথা হচ্ছে ওই বিষয়ে মুখে একেবারে তালাচাবি মেরে রেখেছে সে। অস্বাভাবিক। এখানে সবাই সবার সাথে নিজ নিজ কেস নিয়ে আলোচনা করে, বুদ্ধি পরামর্শ চায়। এটাই নিয়ম, হয়ে আসছে সব সময়।

অথচ ওই কেস নিয়ে কাউকে কিচ্ছু বলেনি পেত্রোচেঙ্কো। একটা শব্দও না। অবশ্য কোলিগদের সন্দেহ নিয়ে মোটেই মাথা ব্যথা নেই তার। সে নিজের কাজ করেছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া হোটেল রুম থেকে মূল্যবান দুটো ডকুমেন্ট উদ্ধার করে পৌঁছে দিয়েছে কর্নেল বুদানিনের হাতে। বিনিময়ে পেয়েছে অবিশ্বাস্য অঙ্কের পুরস্কার। যা তার ছয় মাসের বেতনেরও বেশি। অতএব কোলিগদের বিষয়ে মাথা

ঘামাতে রাজি নয় সে। যে যা খুশি ভাবুক গিয়ে, পেত্রোচেঙ্কো তার অ্যাকাউন্টের মোটা পেটের কথা ভেবেই সন্তুষ্ট।

সে খুব ভাল বোঝে, ওই ঘটনার তদন্ত বহাল রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ওপরমহলের কেউ তার ফল জানার জন্যে বসেও নেই। ওসব পেত্রোচেঙ্কোর নিয়োগকর্তা কর্নেল সামাল দেবে। দিচ্ছেও তাই। কারণ সে পেয়েছে তার চাইতেও মোটা অঙ্কের পুরস্কার। ওদিকে হোটেলের মেরামতের কাজ চলছে। আমেরিকান ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে হোটেল। এক সময় সবাই ভুলে যাবে দুর্ঘটনার কথা। নিহত আমেরিকান ওরফে বাংলাদেশী লোকটির কথা।

এখন যদি কেউ তথ্য প্রমাণ হাজিরও করে পেত্রোচেঙ্কোর সামনে, যদি নিশ্চিত জানা যায় ওই 'দুর্ঘটনার' জন্যে কর্নেল বুদানিন স্বয়ং দায়ী, তাতেও কিছু আসবে-যাবে না তার। প্রথম কারণ, এমন অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করার পক্ষপাতী নয় সে। দ্বিতীয় কারণ, দু'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছে আনাতোলি শেপিলভ। তখন দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হবে বুদানিন। অতীত সহায়তাকারীদের অবশ্যই যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবে তখন সে। ওই প্রাপ্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মত মূর্খও পেত্রোচেঙ্কো নয়।

ন'টার দিকে ভরনতসোভোয় ইউপিএফ পার্টির নিজস্ব প্রেসে ঘটে যাওয়া স্যাবোটাজের খবর পৌছল পেত্রোভকা হেডকোয়ার্টার্সে। এ নিশ্চই কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান গেনাদি জুগানভের কাজ, ভাবল ডিটেকটিভ। লোকটা শেপিলভের জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষায় মরছে। সাম্প্রতিক জনমত জরীপে দেখা গেছে দৌড় প্রতিযোগিতায় তার অনেক পিছনে পড়ে গেছে সে, দিনকে দিন আরও বাড়ছে দু'জনের ব্যবধান। অতএব এতে তার হাত থাকা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য মাফিয়ার কোন গ্যাংও করে থাকতে পারে কুকাজটা।

নিজের আবিষ্কৃত ফর্মুলা নিয়ে বাতাসের সাথে কথা বলছে নিকোলাই পেত্রোচেঙ্কো, তখনই বেজে উঠল তার টেলিফোন।

'পেত্রোচেঙ্কো?'

'দা, ডিটেকটিভ পেত্রোচেঙ্কো বলছি।'

'আমি রকসোভস্কি।'

নামটা মনে করার চেষ্টা করল ইন্সপেক্টর, কাজ হলো না। চিনি চিনি করি, ভাবল সে, চিনিতে না পারি। 'কে?'

'প্রফেসর রকসোভস্কি। ফরেনসিক প্যাথলজি ল্যাব, সেকেন্ড মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকে বলছি।'

'ও হ্যাঁ, বলুন।'

'মেট্রোপল হোটেল বিস্ফোরণের পর সংগৃহীত কিছু স্পেসিমেন পরীক্ষার জন্যে এখানে পাঠিয়েছিলেন না আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনিই তো কেসের অফিসার-ইন-চার্জ?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়েল, কি বলব, আপনি একটা আস্ত আহাম্মক।'

থতমত খেয়ে গেল ইন্সপেক্টর। 'বুঝলাম না, প্রফেসর।'

'আপনার পাঠানো মানুষের হাড়গোড় ইত্যাদির পরীক্ষা সবে শেষ করেছি আমি, মাই ডিয়ার ডিটেকটিভ।'

'তো?'

'তো কি? আমার কাজ শেষ, বলেছি তো।'

'তাহলে আর সমস্যা কি?'

নাক টানল প্রফেসর। 'কোন সমস্যাই থাকার কথা নয়, মানে, কথা ছিল না। কিন্তু হাড্ডিগুলো...'

'ওগুলো কি সমস্যা বাধাল?' কথার মাঝে বলে উঠল পেত্রোচেঙ্কো। 'লোকটা মরে বেঁচে ওঠেনি তো?'

ও প্রান্তের কণ্ঠে রাগের আভাস ফুটল। ইন্সপেক্টরের বাঁকা প্রশ্নে মেজাজ বিগড়ে গেছে প্রফেসরের। 'মরা কখনও বেঁচে ওঠে না।'

'তাহলে?'

শুনেও শুনলেন না রকসোভস্কি। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে ছোকরার কথায়। 'বেঁচে উঠলে তার হাড়গোড় এ সময়ে আমার ল্যাবে থাকত না।'

'তাহলে আর কি সমস্যা? আমি তো বুঝতে পারছি না, প্রফেসর। বহু বছর ধরে হোমিসাইড ডিভিশনে আছি, এরকম মৃত্যু বহু দেখেছি। আর এ লোক...'

ওপ্রান্তে গলা খাদে নেমে গেল সেকেন্ড মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের প্রধানের। 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাই ডিয়ার ডিটেকটিভ, হাড়গুলো কার? কার মৃত্যু হয়েছে সেই বিস্ফোরণে?'

'ওয়েল, লোকটা আমেরিকান। ট্যুরিস্ট। যে হাড়গুলো পাঠানো হয়েছে আপনার কাছে, ওগুলো তারই।'

'কিন্তু ভেতরে যে ফাঁক আছে, মিস্টার ডিটেকটিভ।'

'যেমন?'

'আপনি কেবলই হাড় পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিস্ফোরণে কোন মানুষের মৃত্যু হলে ঘটনাস্থলে কেবল তার হাড়ই নয়, আরও কিছু থাকে সঙ্গে। থাকা উচিত।'

চোখ কুঁচকে উঠল পেত্রোচেঙ্কোর। 'আর কি?'

'টিস্যু, মাসল, কার্টিলেজ, চামড়া, চুল-নখ ইত্যাদি অনেক কিছু। এক-আধটা দাঁতও থাকা উচিত তার সাথে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। অথচ ওসবের বালাই নেই, আছে শুধুই হাড়গোড়। মাইন্ড ইট, কেবলই হিউম্যান বোনস্।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রফেসর,' কানের লতি চুলকাল পেত্রোচেঙ্কো। 'তাতে অসুবিধে কি?'

'হাড়ে? না, হাড়ে কোন অসুবিধে নেই। চমৎকার হাড় ওগুলো। কেবল বিশ বছরের পুরনো, এই যা।'

'তার মানে?'

'তার মানে, এগুলোর মালিক কম করেও বিশ বছর আগে মারা গেছে। ইদানীং নয়, বুঝলেন কিছু?'

এতবড় বেকুব আর কখনও হয়নি ইন্সপেক্টর পেত্রোচেঙ্কো। মাছের মত খাবি খেতে থাকল সে। 'সরি, না। মানে পরিষ্কার...'

'ওয়েল, আমি আপনার পিন সাইজ ব্রেনে এই কথাটা প্রবেশ করাতে চাইছি, ইয়াং ম্যান, এ হাড়গুলো প্রায় সিকি শতাব্দীর প্রাচীন কোন অ্যানাটমিক্যাল স্কেলিটনের। যে সব প্রায় সব মেডিক্যাল স্টুডেন্টের স্টাডিরুমে থাকে। এবং বোমার ঘায়ে সেরকম একটাই চুরমার হয়েছে।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল ইন্সপেক্টর, তবে শব্দ বের হলো না।

'বুঝলেন আমার বক্তব্য?'

'আমেরিকান লোকটা রুমে ছিল না বলতে চাইছেন আপনি?'

'এই তো দেখি বুঝেছেন,' হাসলেন রকসোভস্কি। 'না, ছিল না। বিস্ফোরণের আগেই পগার পার হয়েছে সে। তবে যাওয়ার আগে জবর এক রসিকতার মাল-মশলা রেখে গেছে আপনার জন্যে।'

'মাই গুডনেস!' ফিস্ ফিস্ করে বলল সে।

'এনিওয়ে, কে ছিল লোকটা? সরি, ছিল বলা ভুল হবে। বেঁচে আছে সে। কে সে, ইন্সপেক্টর?'

উত্তর দিতে প্রচুর সময় লাগল তার। 'সঠিক জানি না, প্রফেসর। শুধু জানি এক ট্যুরিস্ট, অ্যাকাডেমিক।'

শেষ শব্দটা শুনে যেন খুশি হলেন রকসোভস্কি। 'আহ্, ইউ সি, আরেক ইন্টেলেকচুয়াল। ঠিক আমার মত। কখনও দেখা হলে তাকে বলবেন, তার সেন্স অভ হিউমারের প্রশংসা করেছি আমি। সে যাক, এখন এই পরীক্ষার রিপোর্ট কোথায় পাঠাব আমি?'

রক্ষে কর, মনে মনে আঁতকে উঠল পেত্রোচেঙ্কো, আমার কাছে নয়। এ কেসে তার নিয়োগকর্তা, মিলিশিয়া প্রেসিডিয়ামের এক মেজর-জেনারেলের নামে ওটা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করল সে। যথাসময়ে পৌঁছল সে রিপোর্ট, এবং সন্ধের আগেই দুঃসংবাদটা জেনে গেল ভাদিম বুদানিন। এতবড় আহাম্মক হওয়ার লজ্জায় আর মাসুদ রানা এখনও বেঁচে আছে, সেই রাগে বুনো শুয়োরের মত চেহারা হলো তার। রাতের মধ্যেই হাজার হাজার ব্ল্যাক গার্ড ও ইয়াং কমব্যাট্যান্ট পথে নামিয়ে দিল সে রানার খোঁজে। ওর পাসপোর্টের ছবির কয়েকশো রেপ্লিকা তাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। ক্লীনার কজলভের খোঁজে নামিয়েছিল সে দু'হাজার, রানার খোঁজে নামাল প্রায় বিশ হাজার।

দোলগোরুকি মাফিয়ার ক্ল্যান চীফদের হাতেও পৌঁছল ওর ছবি এবং বিশেষ নির্দেশ। পুলিস আর ইমিগ্রেশনে নিজের যত সোর্স আছে, প্রত্যেককে সতর্ক করে দিল কর্নেল। রানার সন্ধানদাতার জন্যে গোপনে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হলো একশো বিলিয়ন রুবলসের, অঙ্ক শুনে অনেকেরই দম আটকে এল।

শেপিলভকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিল বুদানিন, এবার আর উপায় নেই মাসুদ

রানার। ধরা তাকে পড়তেই হবে। মস্কোর প্রতি ইঞ্চি জমি প্রয়োজনে খুঁড়ে ফেলা হবে লোকটার খোঁজে, পালিয়ে থাকবে কোথায় সে?

উন্মুক্ত জায়গা হলে হয়তো বুদানিনের বিশ্বাস সত্যি হলেও হতে পারত কখনও। কিন্তু তার কল্পনাতেও ছিল না যে চেচেনদের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে, তাদের নিজেদের গড়া জগতে থাকতে পারে রানা। শহর থেকে দূরে, নিরিবিলি এক সেফ হাউসে আছে ও উসমানভ এবং তার এক ডজন জঙ্গী, সশস্ত্র সঙ্গীর পাহারায়।

আরও শ'খানেক বিশ্বস্ত চেচেনের একটা অদৃশ্য পর্দা ঘিরে রেখেছে ওর অবস্থানের জায়গাটিকে। যাদের কাজ, ও বাড়ির এক মাইলের মধ্যে কোন রাশিয়ান দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পোর্টেবল ফোনে উসমানভকে খবরটা জানানো।

বুদানিনের লেলিয়ে দেয়া হাজার হাজার হন্যে কুকুর যখন রানার খোঁজে মস্কো তোলপাড় করছে, রানা তখন ওর দ্বিতীয় কন্ট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দুই

নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভ আর ক'দিন পর চুয়াত্তর বছরে পা দিতে যাচ্ছেন। অথচ তাঁকে দেখে বয়স অনুমান করা এক কথায় অসম্ভব। পঞ্চান্ন কি ষাট, এর ওপর ভাবতেই পারবে না কেউ।

ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা তিনি। ব্যায়ামপুষ্ট, ঋজু দেহ। চাউনি অন্তর্ভেদী, তীক্ষ্ণ। কথা বলেন কম, যখন বলেন, মনে হয় মেঘ ডাকছে বুঝি। সোভিয়েত আর্মির রিটায়ার্ড জেনারেল ভরোশিলভ। আর্মিতে এখনও পর্যন্ত ভীষণ, ভীষণরকম জনপ্রিয়। কর্মরত এক ডজন জেনারেলের চাইতেও বেশি তাঁর মর্যাদা।

রুশ আর্মিতে তো বটেই, যে সব রাজ্য নব্বইয়ের পর আলাদা হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, সে সব দেশের প্রাক্তন-বর্তমান, অফিসার-সৈনিকদের কাছেও আলাদা এক মর্যাদা আছে ভরোশিলভের। সবার প্রিয় আঙ্কেল তিনি, আঙ্কেল মোছুয়া। দুই প্রান্ত পাকানো, চওড়া গোঁফ আছে তাঁর—তাই ভক্তরা এ নাম দিয়েছে।

আর্মিতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর চাকরি করেছেন নিকোলাই ভরোশিলভ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন ট্যাঙ্ক ম্যান ছিলেন। ঢুকেছিলেন এক অতি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে লেফটেন্যান্ট হয়ে, তারপর দেখতে দেখতে জেনারেল। সবাই নিশ্চিত ছিল মার্শাল হয়ে অবসর নেবেন ভরোশিলভ, কিন্তু তা হয়নি। কারণ রাজনীতিকদের মন রক্ষা করে চলতে পারতেন না তিনি, কখনোই পারেননি। মুখের ওপর তাদের অন্যায় হুকুম পালনে অপারগতা প্রকাশ করে দিতেন ভরোশিলভ, তাই শেষ জীবনের প্রায় নিশ্চিত পদোন্নতি আটকে যায়।

সে জন্যে অবশ্য বিন্দুমাত্র আফসোস নেই জেনারেল ভরোশিলভের।

জীবনভর মেকানাইজড ইনফ্যানট্রির কমান্ডার ছিলেন তিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন কোন যুদ্ধ নেই, এমন কোন ফ্রন্ট নেই, যেখানে ছিলেন না ভরোশিলভ। কয়েক মিলিয়ন সৈন্য যুদ্ধ করেছে তাঁর অধীনে, এবং যে একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, সে-ই ভক্ত বনে গেছে। আজও অবধি তারা আঙ্কেল মোছুয়ার একনিষ্ঠ ভক্ত। এদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা সে পদোন্নতির চেয়ে অনেক অনেক মূল্যবান তাঁর কাছে। মার্শাল হতে না পারার জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই তাঁর, ছিল না কোনকালেও।

ফ্রল কজলভ, ইউপিএফ পার্টি অফিসের ক্লীনার, সে-ও এক সময়ে জেনারেলের ভক্ত ছিল। তাঁর অধীনে কাজ করেছে সে পটসড্যামে। তার কাজে খুশি হয়ে একবার তার পিঠ চাপড়েও দিয়েছিলেন ভরোশিলভ। বয়সে কজলভের কয়েক বছরের বড় ছিলেন তিনি।

১৯২৩ সালে, কজলভের জন্মস্থান, স্মলেনস্কের এক প্রকৌশলীর ঘরে জন্ম নিকোলাই ভরোশিলভের। আজও সেই বিশেষ দিনটির কথা মনে আছে জেনারেলের। যেদিন তাঁকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বের হয়েছিলেন বাবা, এক গির্জার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মনের ভুলে বুকে ক্রস এঁকে বসেছিলেন।

'এটা কি করলে, বাবা?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেন ভরোশিলভ।

উত্তর দিতে ব্যর্থ হন প্রকৌশলী। ভয়ে, আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে যায় তাঁর। ছেলের হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, এ কথা যেন সে কাউকে কোনদিন না বলে। কাউকেই না।

সে তখনকার কথা, যখন আরেক রুশ তরুণ, পার্টি বিরোধী মন্তব্য করায় নিজের বাবা-মার নামে রিপোর্ট করেছিল কেজিবির পূর্বপুরুষ এনকেভিডির কাছে। ফলে জীবনের বাকি দিনগুলো উরালের এক লেবার ক্যাম্পে কাটাতে হয় তাদের। অন্যদিকে 'সত্যবাদী' ছেলেকে প্রচারণার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় রুশ তরুণদের 'অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত', ন্যাশনাল হিরো।

সেই ভয়ে অনেকদিন আতাঙ্কিত ছিলেন ভরোশিলভের বাবা। কিন্তু বাবাকে খুবই ভালবাসতেন তিনি, ব্যাপার না বুঝলেও চেপে যান সে ঘটনা। পরে জেনেছেন তিনি সেই ইঙ্গিতের কি অর্থ। ভরোশিলভের টীচার ক্লাসে প্রায়ই বলতেন, ওসব রাবিশ। কোন অর্থ নেই। ঈশ্বর মিথ্যে, ধর্ম মিথ্যে, সব মিথ্যে।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে জার্মান প্যাঞ্জার ডিভিশন তছনছ করে দেয় ভরোশিলভের গ্রাম। পাখির মত মানুষ মেরে উজাড় করে দেয়। চোখের সামনে বাপ-মার মৃত্যু দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন তরুণ ভরোশিলভ। দশ বছরের ছোট বোনকে নিয়ে পালালেন গ্রাম ছেড়ে। কয়েকদিন এক নাগাড়ে হেঁটে-দৌড়ে একশো মাইল অতিক্রম করে এক রাতে পুব মুখী এক ট্রেনে চেপে বসলেন। জানতেন না ওটা ছিল বিশেষ ট্রেন। শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করার জন্যে আস্ত এক ট্যাঙ্ক তৈরির কারখানা ওতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উরালে।

অবশেষে খিদে আর শীতে আধমরা হয়ে চেলিয়াবিনস্কে পৌছলেন ভরোশিলভ। সেখানেই এক পাহাড়ের পায়ের কাছে স্থাপন করা হলো ট্যাঙ্ক কারখানা–ট্যাঙ্কোগ্রাদ। লেখাপড়া শিকেয় উঠল, ছোটবোনকে এক এতিমখানায়

দিয়ে তিনি চাকরি নিলেন কারখানায়। প্রায় দু'বছর ছিলেন সেখানে ভরোশিলভ।

পরের বছরের শেষ দিকে খারকভ আর স্ট্যালিনগ্রাদ সেক্টরে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। রণকৌশলের বালাই ছিল না মস্কোর, তা নিয়ে মাথা ব্যথাও ছিল না। কেবল কাতারে কাতারে সৈন্য আর ট্যাঙ্ক ঠেলে দিত তারা জার্মান বাহিনীর তোপের মুখে, তাদের দয়ার ওপর। লোকসান নিয়েও ভাবা হত না। তখন পর্যন্ত রাশিয়ান আর্মিতে সেটাই ছিল ঐতিহ্য।

এর চাপ ট্যাঙ্কোগ্রাদের ওপরও পড়ল, আরও বেশি বেশি ট্যাঙ্ক নির্মাণের জন্যে চাপ আসতে থাকল হাই কমান্ড থেকে। দৈনিক ষোলো ঘণ্টা কাজ করেও কুলিয়ে উঠতে পারছিল না তারা। তখন কেভি-ওয়ান নামের ট্যাঙ্ক তৈরি হত সেখানে। সে সময়ের সেরা রুশ ট্যাঙ্ক। সৈনিক হিসেবে থার্ড ক্লাস, স্ট্যালিনের বন্ধু হিসেবে ফার্স্ট ক্লাস এক মার্শালের নামে নাম ছিল ওগুলোর। হেভি ট্যাঙ্ক।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে, জার্মান লাইন বরাবর কুরস্ক শহরের চারদিকে দেড়শো মাইল বিস্তৃত এক এনক্লেভ জুড়ে রিইনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম হাতে নেয় মস্কো। জুন মাসে, সতেরো বছরের নিকোলাই ভরোশিলভের ওপর দায়িত্ব পড়ে এক ট্রেন ট্যাঙ্ক সেখানে পৌঁছে দেয়ার। ওখানকার কমান্ডারের হাতে চালান পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে হবে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আগের সব নির্দেশ পালনে সক্ষম হলেও শেষেরটা, অর্থাৎ ফিরে যাওয়ার হুকুম পালনে ব্যর্থ হন ভরোশিলভ। সেই ব্যর্থতাই তাঁকে তুলে এনেছে আজকের অবস্থানে।

কুরস্কের রেজিমেন্টাল কমান্ডার ছিলেন এক নিতান্তই অল্পবয়সী কর্নেল, পঁচিশ বছরও পোরেনি তার। দাড়িওয়ালা, বিধ্বস্ত চেহারা। ট্রেন থেকে আনলোড করা ট্যাঙ্কের সারির সামনে হতাশ চেহারায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্নেল। ট্যাঙ্কগুলো ওখান থেকে নিয়ে যেতে হবে প্রোখরোভকা নামে এক জায়গায়, অথচ ড্রাইভার নেই একজনও। ক্ষোভের সাথে সমস্যা প্রকাশ করলেন কর্নেল। তারপর সামনে চালানে সই নেয়ার জন্যে অপেক্ষমাণ দীর্ঘদেহী যুবক ভরোশিলভের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন। 'অ্যাই! তুমি এই জঘন্য মেশিন চালাতে পারো?'

'পারি, কমরেড কর্নেল। কিন্তু আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে ট্যাঙ্কোগ্রাদে।'

'ভুলে যাও। আজ থেকে এখানেই তোমার পোস্টিং হলো।'

কর্নেলের হুকুম, অতএব তাই হলো। থেকে গেলেন ভরোশিলভ, ট্রেন ফিরে গেল। এর দু'সপ্তাহ পর শুরু হলো ঐতিহাসিক কুরস্কের যুদ্ধ। দু'মাসব্যাপী ওই যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্যাঙ্ক যুদ্ধ। দুই তরফের ছয় হাজার ট্যাঙ্ক, দুই মিলিয়ন সৈন্য, এবং চার হাজার বিমান অংশ নিয়েছিল সে যুদ্ধে। ওই সময়ই প্রমাণ হয় যে জার্মান প্যাঞ্জার ট্যাঙ্ক অজেয় কিছু নয়। তারচেয়েও বড় সত্যি, তা প্রমাণ করেছিলেন সেদিনের প্রাইভেট, যুবক ভরোশিলভ স্বয়ং।

প্যাঞ্জার ডিভিশনের নতুন আবিষ্কৃত এক ট্যাঙ্কের নাম ছিল টাইগার। কুরস্ক যুদ্ধে ওগুলোই বেশি ব্যবহার করে জার্মান বাহিনী। টাইগারের নাম শুনলে কাঁপুনি উঠে যেত তখন রুশ বাহিনীর। ওগুলোর এইট এইট এম এম কামানের ছিল বিধ্বংসী ক্ষমতা। তার তুলনায় রুশ সেরা ট্যাঙ্ক, কেভি-ওয়ানের কামান ছিল

সেভেন সিক্স এম এম-এর।

যুদ্ধের শুরুতে প্রথম কয়েকদিন মার খেল রুশ বাহিনী, তারপর শুরু করল কাউন্টার অ্যাটাক। প্রোখরোভকা সেক্টর থেকে। ছয় ট্যাঙ্কের এক রেজিমেন্টে সামিল হতে হলো ভরোশিলভকে। একদিন বিকেলে, এক জায়গায় গোটা পাঁচেক প্যাঞ্জার মার্ক ফোর দেখতে পেয়ে ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন সেই কর্নেল। তাই করা হলো, ঘিরে ফেলা হলো জার্মান ট্যাঙ্কগুলোকে। এবং তখনই ভুল ভাঙল কর্নেলের। ভুল দেখেছেন তিনি, প্যাঞ্জার নয়, ওগুলো ছিল টাইগার। কিন্তু তখন আর ভুল সংশোধনের পথ ছিল না।

টাইগারের গোলার ঘায়ে ছয়টা কেভি ওয়ানেরই দফা রফা হয়ে গেল। তাদের পুরু লোহার খোল ছেঁদা হয়ে, দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে গেছে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর জার্মান গোলার আঘাত সইতে না পেরে।

দুটো গোলা লেগেছে ভরোশিলভের ট্যাঙ্কে। প্রথমটা এক পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়ার সময় প্রায় পুরো দেয়াল উড়িয়ে নিয়ে গেছে, পরেরটার ধাক্কায় গান টারেটের অবস্থা কাহিল। ভরোশিলভসহ পাঁচজন ছিল ওটার ভেতরে, তাদের সবাই প্রথম আঘাতেই শেষ। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ভরোশিলভ হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে চাইলেন ব্যস্ত হয়ে, কারণ নাকে ডিজেলের গন্ধ গেছে তাঁর। তপ্ত ইস্পাতের সংস্পর্শে যে কোন মুহূর্তে আগুন ধরে যাবে ট্যাঙ্কে, জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে।

পাথরের মত ভারী দেহগুলো ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ভরোশিলভ, রক্ত আর ডিজেলের নহরে পা ডুবিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রীচে গান-কমান্ডার এবং গানার, তারাও হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মৃত। নাক-কান, মুখ দিয়ে তখনও বের হচ্ছে রক্ত আর মিউকাস। বিশাল ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, নাকের সামনে দিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে বিজয়ী টাইগার। জ্বলন্ত কেভি ওয়ান বহরের আগুন-ধোঁয়া ভেদ করে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে।

পুরো সচেতন নন তখন ভরোশিলভ, তবু ওরই মাঝে গান টারেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেখা গেল, প্রচুর ক্ষতি হওয়ার পরও কর্মক্ষম আছে তাঁর ট্যাঙ্কের কামান। র‍্যাক থেকে শেল নামিয়ে ব্রীচে পুরলেন তিনি জীবনে প্রথম। সঙ্গীদের কাজ দেখে শিখেছেন কি ভাবে কি করতে হয়। স্বাভাবিক সময়ে যে কাজ দু'জনে করে, একাই সে কাজ করলেন প্রাইভেট নিকোলাই। টারেট ঘুরিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রেখে শত্রু খুঁজতে লেগে গেলেন। সবার পিছনের টাইগার তখন তাঁর তিনশো গজ দূরে।

শেলের আঘাতে কেঁপে উঠল ওটা, একটা পাক্ খেয়ে অচল হয়ে পড়ল। সামনেরগুলো টের পেল না কিছু। এরপর তার আগেরটাকে নিলেন ভরোশিলভ। টারেট আর হোলের মাঝের গ্যাপে সেঁধিয়ে গেল শেল, বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় টাইগার। ততক্ষণে ভরোশিলভের নিজের ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেছে। পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা অগ্রাহ্য করে তৃতীয় ট্যাঙ্ক আক্রমণ করলেন তিনি, ওটাও গেল। এইবার হুঁশ হলো সামনের দুই টাইগারের। দ্রুত ঘুরে পাল্টা আক্রমণের জন্যে অবস্থান নিল তারা।

এইবার আমি শেষ, ভাবলেন ভরোশিলভ, পড়িমরি করে বেরিয়ে পড়লেন জ্বলন্ত কবর থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই টাইগারের প্রথম গোলার ঘায়ে আস্ত টারেট উড়ে গেল তাঁর কেভি ওয়ানের। যেখানে এইমাত্র ছিলেন ভরোশিলভ, নেই হয়ে গেছে সে জায়গা। দীর্ঘ ঘাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়লেন তিনি। ঠিক তখনই ঘটনাস্থলে এসে হাজির দশটা পুরানো রুশ ট্যাঙ্ক, এসইউ-ওয়ান ফাইভ টু। ভাব সুবিধের নয় দেখে কেটে পড়ল দুই টাইগার।

কতক্ষণ পর, খেয়াল নেই, কে একজন ধরে দাঁড় করাল নিকোলাইকে। এক কর্নেল সে, এসইউ ট্যাঙ্ক বহরের কমান্ডার। 'ওগুলো তুমি ধ্বংস করেছ?' চেহারার বা কণ্ঠের চরম বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা দেখা গেল না কর্নেলের মধ্যে।

তাঁর তখন কথা বলার ক্ষমতাও নেই। কোন রকমে মাথা দোলালেন কেবল।

'এসো আমার সাথে।' হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ওঁকে কর্নেল। একটা খুদে গ্যাজ ট্রাকে ভরোশিলভকে বসিয়ে নিজে ড্রাইভ করে আট মাইল দূরের কমান্ডিং ক্যাম্পে নিয়ে এল সে। সেখানকার মেইন টেন্টের সামনে এক লম্বা টেবিল ঘিরে বসে ছিলেন বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসার। ভরোশিলভকে বসে থাকতে বলে তাদের মধ্যে যে সিনিয়র মোস্ট, তাঁর সাথে গিয়ে কথা বলল কর্নেল। কি বলল কে জানে, তবে তার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সবাই যে তাঁকেই দেখছে, খেয়াল করে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। ভাবলেন, দুটো টাইগার ট্যাঙ্ক কি করে পালাল, বুঝি তার জবাবদিহি করতে হবে এখন।

কর্নেলের বলা শেষ হতে মুখ তুলে তাঁকে দেখলেন অফিসার, হাত ইশারায় কাছে যেতে বললেন। তিনি ছিলেন জেনারেল পাভেল রতমিস্ত্রভ, ফার্স্ট গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির কমান্ডিং অফিসার।

'তিনটা টাইগার ধ্বংস করেছ তুমি?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'পিছন দিক থেকে? বিধ্বস্ত কেভি ওয়ানের সাহায্যে?'

বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন ভরোশিলভ, কথা নেই মুখে।

হাসি মুখে পাশে দাঁড়ানো খাটো, মাংসল এক লোকের দিকে ফিরলেন জেনারেল। বুকে তার পলিটিক্যাল কমিশারের ইনসিগনিয়া ঝুলছে। 'মনে হয় একে জাতীয় বীর ঘোষণা করা যায়।'

মাথা দোলাল খাটো মানুষটা। জেনারেলের নির্দেশে টেন্ট থেকে একটা বাক্স আনানো হলো। ওটা থেকে বের হলো 'হিরো অভ দা সোভিয়েত ইউনিয়ন' পদক। সতেরো বছরের এক প্রাইভেট, নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভের বুকে তা এঁটে দিলেন জেনারেল রতমিস্ত্রভ। দৃশ্যটা দেখলেন স্ট্যালিনের পলিটিক্যাল কমিশার নিকিতা ক্রুশ্চেভ, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন।

এর পর ফিল্ড কমিশন অর্জন করলেন ভরোশিলভ। লেফটেন্যান্ট হলেন। কয়েক মাস পর হলেন ক্যাপ্টেন। 'অপারেশন বাগরেশনে' বীরত্বের জন্যে দ্বিতীয় 'হিরো অভ দা সোভিয়েত ইউনিয়ন' পদক দেয়া হলো তাঁকে। তারপর ১৯৪৫ সালের বিখ্যাত বার্লিন যুদ্ধে তৃতীয় পদক লাভ করেন নিকোলাই।

শেষ পদক প্রাপ্তির বাহান্ন বছর পর আজ তাঁরই সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে মাসুদ রানা।

সবাই মনে করে পলিটব্যুরোর সাথে যদি কিছুটা কৌশলী হতেন জেনারেল, শুধু মার্শালের ব্যাটনই নয়, পেরেদেলকিনোয় শানদার এক *দাচাও* লাভ করতেন তিনি রাষ্ট্রের তরফ থেকে পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু জেনারেল এক কথার মানুষ, যে কাজ নীতিবিরোধী মনে করেন, সে কাজ করেন না। অর্ডার যত ওপর থেকেই আসুক, কেয়ার করেননি কোনদিন আঙ্কেল মোছুয়া।

ফলে ব্যাটন বা *দাচা*, একটাও জোটেনি। মস্কো থেকে তুখোভো যাওয়ার পথে মিনস্ক রোডের ধারে গাঁটের টাকা খরচ করে বাড়ি একটা গড়ে নিয়েছেন তিনি। তাঁর বাংলোর প্রায় চারদিকেই আর্মি ক্যাম্প। ওই পেশা আর তার ধারীরা নিজের হৃৎপিণ্ডের মতই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাঁর, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওদের কাছাকাছি থাকতে চান তিনি, তাই এখানে জমি কিনেছেন। ব্যাটন বা *দাচা* না পাওয়ার আফসোস নেই তাঁর বিন্দুমাত্র। বেশ কাটছে অবসর জীবন।

বিয়ে করেননি 'একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হবে' বলে। এক পা হারানো এক এক্স মাস্টার-সার্জেন্ট খানসামা, এক আইরিশ কুক এবং একটি আইরিশ উলফহাউন্ড, এই হচ্ছে জেনারেলের পরিজন।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে গ্রামবাসীদের সাহায্য নিতে হলো রানাকে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও দেখা গেল তাঁর আঙ্কেল মোছুয়া নামের সাথে ভালই পরিচিত। অসময়ে চুল পেকেছে জেনারেলের, তাই অনেক সমবয়সীরও আঙ্কেল তিনি।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির স্টাফ কারে চড়ে আসা একজন ফুল ইউনিফর্মড কর্নেলকে আঙ্কেলের বাসা চিনিয়ে দিতে আপত্তি থাকতে পারে না কারও। থাকলও না। যখন তাঁর বাংলোর সামনে পৌঁছল রানা, সন্ধে হয়ে গেছে তখন। ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব। গাড়ি থেকে নেমে ঘড়ি দেখল ও—নয়টা বেজে বারো মিনিট।

নক্ শুনে দরজা খুলে দিল জেনারেলের খানসামা। কর্নেলের ইউনিফর্ম দেখে বিনয়ের সাথে ওর আসার কারণ জানতে চাইল। তারপর বসতে দিল জেনারেলের দামী আসবাব সজ্জিত লিভিংরুমে। রানার দশ গজ সামনে, ফায়ারপ্লেসের কাছ ঘেঁষে প্রিয় আর্মচেয়ারে বসে আছেন ভরোশিলভ। এদিকে লক্ষ নেই, অল্পবয়সী এক রুশ জেনারেলের 'যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা' নামে লেখা প্রায় এক থ্রিলার পড়ছেন। থেকে থেকে বিরক্তিতে চোখ কুঁচকে উঠছে তাঁর, নাক দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। বইয়ের বক্তব্য পছন্দ হচ্ছে না।

ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট এসব জেনারেলদের চরিত্র সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখেন নিকোলাই ভরোশিলভ। এরা যা করা প্রয়োজন, তা করে না, যা উচিত নয় তাই করে। দীর্ঘ পেশাগত জীবনে এদের হাড়ে হাড়ে চিনেছেন তিনি। তারাই আজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের কাল্পনিক বাহাদুরি জাহির করছে ফিকশন লিখে, পয়সা লুটছে দেদার।

খানসামা মাসুদ রানার আগমন ঘোষণা করতে চোখ তুললেন জেনারেল। ওর ইউনিফর্ম আর হাতের পরিচিত ব্রিফকেস বিস্মিত করল তাঁকে। 'কে আপনি?'

'আপনার সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি, জেনারেল।'

'মস্কো থেকে?'

মাথা দোলাল রানা। 'এই মুহূর্তে, হ্যাঁ।'

'এসেই যখন পড়েছেন, বসুন,' ব্রিফকেস দেখালেন ইঙ্গিতে। 'ওটায় কি? মিনিস্ট্রির কাগজপত্র?'

'কাগজপত্র ঠিকই, তবে মিনিস্ট্রির নয়, জেনারেল।'

'তাহলে?' কুঁচকে উঠল ভরোশিলভের চোখের কোণ।

'সত্যি কথাটা প্রথমেই বলি, তাতে বুঝতে সুবিধে হবে আপনার। এই ইউনিফর্ম আমি পরে এসেছি এই জন্যে, যাতে সহজে আপনার বাসায় প্রবেশ করতে পারি।'

'মানে?'

'আমি রাশিয়ান আর্মির সদস্য নই। আরও সত্যি কথা যে আমি এ দেশীই নই। আমি বিদেশী।'

ফায়ারপ্লেসের ওপাশ থেকে দীর্ঘ সময় রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল। যা শুনলেন, সত্যি শুনলেন কিনা ভাবছেন হয়তো। গোঁফের দুই ছুঁচাল প্রান্ত নড়ে উঠল তাঁর। চাপা কণ্ঠে প্রায় গর্জে উঠলেন। 'কে আপনি? পশ্চিমা স্পাই? আমি কোন ভণ্ড, প্রতারকের সাথে কথা বলতে রাজি নই। গেট আউট!'

নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'ঠিক আছে, জেনারেল, যাচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল ও। 'তবে ছয় হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আপনার সাথে জরুরী কিছু কথা বলার জন্যে এসেছি আমি। যদি না শোনেন,' থেমে শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে, বলব না। কেবল আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দয়া করে।'

চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'কি?'

'কয়েক বছর আগে, প্রেসিডেন্ট ইয়েলতসিন আপনাকে নতুন করে আর্মিতে জয়েন করে চেচনিয়া আক্রমণের কম্যান্ড গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভের মাধ্যমে। গ্রজনি ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শোনা যায় তার জবাবে আপনি গ্রাচেভকে বলেছেন, "আমি সৈনিকদের কম্যান্ড করি, কসাইদের নয়"। কথাটা কি সত্যি, জেনারেল?'

'এ প্রশ্ন কেন?'

'আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছেন, এবং এটাই আমার প্রশ্ন।'

'অল রাইট, হ্যাঁ। বলেছি। সত্যি কথাই বলেছি।'

'কেন বলেছেন?'

'প্রশ্ন একটা করার কথা ছিল।'

'ভেবে দেখুন, আবারও ছয় হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে আমাকে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন আঙ্কেল মোড়ুয়া। 'কারণ আমি বিশ্বাস করি গণহত্যায় লিপ্ত হওয়া আর্মির কাজ নয়। সন্তুষ্ট? নাউ গেট আউট!'

নড়ল না রানা এবারও। 'যে বইটা আপনি পড়ছেন, ওতে রাজ্যের সব মিথ্যে কথা লেখা, জেনারেল।'

'আপনি জানেন কি করে?'

'আমি পড়েছি ওটা। একেবারে জঘন্য সব মিথ্যে।'

আনমনে মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাতে কি? এখানে সেকথা আসছে কেন?'

নীরবে ব্রিফকেস থেকে ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো বের করল রানা। ট্যাগ দেয়া একটা পাতা বের করল। এগিয়ে দিল বৃদ্ধের দিকে। 'ওই পচা কাহিনী না পড়ে কাজের কিছু কেন পড়েন না, জেনারেল? একটু চোখ বোলান এতে, দেখুন, কত ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট।'

কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো ভরোশিলভের রাগ। 'কি এটা? নোংরা পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা?'

'না, জেনারেল, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ। কয়েক মিনিট সময় দিন এটার পিছনে। এটা আর পরের পাতাটা পড়ুন।'

নিলেন ওটা বৃদ্ধ। ওর নির্দেশিত দুই পাতা দ্রুত পড়ে গেলেন। শেষ হতে বিরক্তি ফুটল তাঁর চেহারায়। 'কে লিখেছে এসব ছাইপাঁশ?' গজগজ করে উঠলেন তিনি। 'যতসব ফালতু!'

'আনাতোলি শেপিলভের নাম শুনেছেন?'

'অবশ্যই! শুনব না মানে?'

'কেমন মনে হয় তাকে, ভাল, না মন্দ?'

'পলিটিশিয়ানরা কবে কখন ভাল হয়েছে? ওরা ভাল কাকে বলে সেটাই তো জানে না। তবে এর সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।'

'আপনি এখন ওই ফাইলে যা পড়লেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, জেনারেল।'

'প্রমাণ?'

তিন হত্যাকাণ্ডের কথা বর্ণনা করল ও দ্রুত। বৃদ্ধের মনোযোগ বা ধৈর্যচ্যুতি যাতে না ঘটে, সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে।

'বিশ্বাস করলাম না। মিথ্যে কথা!'

'যদি মিথ্যে হত, এদের কেউ মরত না, জেনারেল। এই ফাইল খোয়া যাওয়ার সাথে তিনজনই জড়িত ছিল। আজ রাতে বাইরে কোন প্রোগ্রাম আছে আপনার?'

'না। কেন?'

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমি অপেক্ষা করি। আপনি পুরোটা পড়ুন। কিছু কিছু পয়েন্ট পড়ে মজা পাবেন আপনি। বিশেষ করে আর্মিকে রি-এমপাওয়ারমেন্টের বিষয়টা। যদিও মাদারল্যান্ডকে রক্ষার জন্যে নয়, আপনি চেচনিয়ায় যা করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই করার জন্যে শক্তিশালী করা হবে আর্মিকে। জেনারেল, আপনি ইহুদীদের অপছন্দ করতে পারেন, তেমনি চেচেন, জর্জিয়ান, ইউক্রেনিয়ান এবং আর্মেনিয়ানদেরও অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু এক সময় তারা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে। কুরস্ক, বাগরেশন, বার্লিন, কাবুল সর্বত্র ছিল তারা আপনার পাশে। শেপিলভের ভাঁড়ারে

তাদের জন্যে কেমন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, জানার জন্যে কিছু সময় না হয় ব্যয় করলেনই আজ।'

চিন্তিত মুখে রানাকে দেখলেন জেনারেল ভরোশিলভ। 'আপনি কোন দেশী?'

'বাংলাদেশী।'

'ভদকা চলবে?'

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। 'ধন্যবাদ, জেনারেল।'

ইঙ্গিতে লিকার কেবিনেট দেখালেন তিনি। 'হেলপ ইয়োরসেলফ।'

গ্লাসে খানিকটা মস্কভোস্কায়া ঢেলে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল রানা। ফাইলে নিবিষ্ট জেনারেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। এই লোকটি সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে এসেছে ও মারভিন লংফেলোর কাছ থেকে। জানে, কম করেও দশ মিলিয়ন প্রাক্তন আর্মি অফিসার-সৈনিক কম বেশি প্রভাবিত হবে আঙ্কেল মোছুয়ার আবেদনে। যদি তিনি আবেদন জানান।

ঘটনাবহুল জীবনের ত্রিশ বছর বয়সের সময় রুশ প্রশাসনকে প্রথম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন এই লোক। ঘটনাটা ঘটে হাঙ্গেরিতে। বুদাপেস্টে কর্মরত ছিলেন তখন ক্যাপ্টেন ভরোশিলভ, এক স্পেশাল ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে। সে সময়ে ও দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ছিলেন ইউরি আঁদ্রোপভ। হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে সমবেত কয়েক হাজার জনতার ওপর আঁদ্রোপভের গুলি চালানোর নির্দেশ পেয়ে বেঁকে বসেন ভরোশিলভ।

'ওদের ওপর গুলি চালাব?' রাষ্ট্রদূতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন বিস্মিত ক্যাপ্টেন। 'কি বলছেন?'

'নিশ্চই!' খেঁকিয়ে উঠলেন আঁদ্রোপভ। 'ওদের ওপরই গুলি চালাবেন আপনি। সমুচিত জবাব দিতে হবে ওদের।'

'আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ওদের মধ্যে সত্তর ভাগই নারী আর শিশু?'

'তাতে কি? ওরা পাথর ছুঁড়ছে, আপনি গুলি করুন।'

'পাথরে ট্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হয় না,' শান্ত কণ্ঠে রাষ্ট্রদূতকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন ভরোশিলভ। 'কিন্তু গুলি খেয়ে একজন মরলে পুরো একটা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' এ শিক্ষা নিজের জীবনেই পেয়েছেন তিনি।

কে শোনে কার কথা! অসহ্য রাগে নেচে-কুদে একাকার করলেন আঁদ্রোপভ। তাঁর এক কথা, গুলি করতেই হবে ক্যাপ্টেনকে। অবশেষে ধৈর্য হারালেন ক্যাপ্টেনও, মুখের ওপর সাফ জানিয়ে দিলেন, 'আমি পারব না। করতে হয় আপনি করুন।'

পরে এক সিনিয়র জেনারেলের হস্তক্ষেপে তখনকার মত চাপা পড়ে বিষয়টা। কিন্তু সুতোর মাথায় ঝুলতে থাকে ভরোশিলভের ক্যারিয়ার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর অতীত রেকর্ডের কথা স্মরণ রেখে ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি হাই কম্যান্ড, আর কারও বেলায় যা হয়তো হত না।

১৯৭৩ সালের ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধের সময় সিরিয়ান আর্মার্ড ওয়রফেয়ারের অ্যাডভাইজার ছিলেন নিকোলাই। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ চালিয়ে

সিরিয়ানরা ইসরায়েলের নাকের পানি চোখের পানি এক করে ছেড়েছিল। প্রায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল তাদের সেভেনথ আর্মার্ড ডিভিশন। যদিও ইসরায়েলীদের মার্কিন ট্যাঙ্কের তুলনায় অনেক নিচু ছিল সিরিয়ানদের রুশ ট্যাঙ্কের মান। কিন্তু ভরোশিলভের আক্রমণ পরিকল্পনা ও রণকৌশল ছিল এক কথায় তুলনাহীন।

সেবারই তেল আভিভকে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল কোন আরব দেশ। এরপর ১৯৭৯ তে আফগানিস্তান সমস্যা। ওখানে ফর্টিয়েথ রুশ ডিভিশনকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলা হলো তাঁকে। পরিস্থিতি বুঝে স্রেফ না করে দিলেন জেনারেল। জানিয়ে দিলেন, তিনি আফগানিস্তানকে সোভিয়েত ভিয়েতনাম বানানোর লড়াইয়ে অংশ নেবেন না। ওই অস্বীকৃতির মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেন তিনি আঁদ্রোপভকে।

তাঁর 'মতবাদ' উড়িয়ে দিয়ে অন্য জেনারেলরা অংশ নেয় আফগানিস্তানের যুদ্ধে। খেতাব মেডেল আর ক্রেমলিনের সস্তা বাহ্‌বা বাস্তবতা থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাদের দৃষ্টি। পরে যখন হাজার হাজার বডিব্যাগে দেশে ফেরা আরম্ভ হলো তাদের, তখন আর ফিরে আসার উপায় ছিল না।

'আমি বিশ্বাস করি না। এসব সত্যি হতে পারে না।' সশব্দে ফাইল বন্ধ করলেন আঙ্কেল মোছুয়া।

'এবার তাহলে এটা দেখুন। এতে আছে, স্মলেনস্কের আরেক এক্স সৈনিক, যে এই ফাইল চুরি করে প্রথম নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।'

নিজ গ্রামের নাম শুনে ফের কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের চোখ। 'কে?'

'পড়ে দেখুন,' প্লীজ!'

দ্বিতীয় ফাইলটাও পুরো পড়লেন জেনারেল। এবার কাজ হলো। চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল তাঁর দেখতে দেখতে। আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন স্থাণুর মত। 'আমি বুড়ো মানুষ,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি দীর্ঘ সময় পর। 'রিটায়ার্ড। কি করতে পারি আমি ওই শয়তানের বিরুদ্ধে?'

'আপনার আর্মি তো পারে।'

'ওরা আর আমার নেই। ওরা সব...'

'এখনও ওরা আপনারই আছে, জেনারেল,' প্রায় আবেদনের সুরে বলল মাসুদ রানা। 'আপনারই আছে।'

'কিন্তু ওরা পরাজিত, মিস্টার!' রেগে উঠলেন যেন ভরোশিলভ।

'ওরা পরাজিত নয়, পরাজিত এ দেশের সিস্টেম, কমিউনিজম। আজ আবার তাদের গণহত্যার জন্যে প্রস্তুত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, জেনারেল। আপনারই হাতে গড়া সৈনিকরা ক'দিন পর শুরু করতে যাচ্ছে জঘন্যতম...'

হাত তুলে বাধা দিলেন বৃদ্ধ। 'আমার কি করার আছে, বলুন!'

'আপনার গাড়ি আছে?'

বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকালেন তিনি। 'আছে ছোট একটা। কেন?'

'কাল একবার মস্কো থেকে ঘুরে আসুন। আলেক্সান্দ্রোভস্কি গার্ডেনে নাম না জানা শহীদদের স্মরণে যে স্তম্ভ আছে, সেখানকার শিখা অনির্বাণকে জিজ্ঞেস করবেন, সে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে, জেনারেল।'

তিন

দুনিয়ার তাবৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংরক্ষণ করে ব্রিটেনের কলেজ অভ আর্মস। বাইরে থেকে কলেজ ভবনের চেহারা দেখে সাধারণ মানুষ অনুমানও করতে পারবে না ওর ভেতরে কি এলাহি কাণ্ড চলে। এমন কোন ইতিহাস নেই, যা এদের সংরক্ষণে নেই। এর সিনিয়র অফিসার-দের পদবী কিংস অভ আর্মস এবং হেরাল্ড।

এদের সংরক্ষিত তথ্যাবলীর অন্যতম হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা-রাজড়াদের বংশানুক্রমিক পরিচয় ইত্যাদি। কবে কোন ব্রিটিশ মেয়ে কি পুরুষের সাথে কোন দেশের রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যার বিয়ে হয়েছে, তারা কে কোন পরিবারের, তাদের বংশধররা বর্তমানে কে কোথায় আছে, সব তথ্যই আছে কলেজ অভ আর্মসের ভাণ্ডারে।

রাশিয়ার এমন এক প্রাচীন রাজ বংশ, রোমানভ ডাইন্যাস্টির ওপর ক'দিন আগে নজর পড়েছে বিএসএস প্রধান মারভিন লংফেলোর। আনাতোলি শেপিলভের বিকল্প হিসেবে এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাউকে খাড়া করার চিন্তা আছে তাঁর। কলেজ অভ আর্মসের প্রধান, ডক্টর প্রবিন অসাধারণ প্রতিভাবান পণ্ডিত। শোনা যায় রোমানভ পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে এত কিছু জানেন তিনি, যা তারা নিজেরাও জানে না। এ মুহূর্তে 'রিত্জ্'-এর নির্জন কেবিনে ডক্টর প্রবিনের মুখোমুখি বসে আছেন লংফেলো, চুমুক দিচ্ছেন লন্ডনের সেরা আর্ল গ্রে চায়ে। ডক্টর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি ডক্টরকে, তার জবাবের প্রতীক্ষায় আছেন।

'রোমানভ ডাইন্যাস্টি? তা জেনে তোমার লাভ কি?'

'সে পরে শুনো। ওই পরিবারের একটা গবেষণামূলক বইও লিখেছ তুমি কয়েক বছর আগে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মাথা দুলিয়ে কাপে চুমুক দিলেন প্রবিন। পুরু কাঁচের চশমার ওপাশ থেকে জ্ঞানদীপ্ত চোখে তাকালেন বন্ধুর দিকে।

'রোমানভের উত্তরপুরুষদের কে কি অবস্থায় আছে বর্তমানে? চরিত্রে কোন কালি নেই এমন একজনকে খুঁজছি আমি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ডক্টর। 'পাবে না, নেই তেমন কেউ। ছয়-সাতজন আছে বটে, খুব বাজে অবস্থায় আছে। ব্যাপার কি, স্পাইং ছেড়ে ইতিহাস নিয়ে...'

'বিশেষ একটা কারণ আছে, প্রবিন।'

'তাই তো জানতে চাইছি, সেটা কি?'

'মনে করো, রাশিয়ার জনগণ হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা সাংবিধানিক উপায়ে আগের মত জার মনার্কি প্রতিষ্ঠা করবে দেশে। সম্ভব?'

'না। কারণ, ও দেশে সাংবিধানিক পদ্ধতির জার কোনকালেই ছিল না। ওদের শেষ জার, নিকোলাস-টু ছিলেন যাকে বলে অ্যাবসলিউট মনার্ক। কন্সটিটিউশনাল ছিলেন না তিনি।'

'আচ্ছা!' নাকের ডগা চুলকালেন চিন্তিত লংফেলো। 'ঠিক আছে, সে সমস্যা নিয়ে না হয় পরে মাথা ঘামাব আমরা। আগে নিকোলাস পরিবারের ডিরেক্ট উত্তর পুরুষদের বর্তমান হাল হকিকত সম্পর্কে কিছু বলো।'

'এখানেও সমস্যা আছে।'

'কি সমস্যা? কোথায়?'

'তোমার "ডিরেক্ট" কথাটার মধ্যে।'

'যেমন?'

'জার নিকোলাস-টু, তার স্ত্রী জারিনা আলেক্সান্দ্রা এবং তাদের পাঁচ সন্তানের প্রত্যেককে ১৯১৮ সালে লেনিনের নির্দেশে একাতেরিনবার্গে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ওখানেই খতম হয়ে যায় নিকোলাস পরিবারের ডিরেক্ট লাইন। আজ যারা নিজেদের ওই পরিবারের সদস্য বলে দাবি করছে, তারা প্রত্যেকে ইনডিরেক্ট লাইনের। এরা নিকোলাসের দাদার সাথে নিজেদের রক্তের সম্পর্কের দাবিদার।'

'ওদের ক্লেইম সত্যি না মিথ্যে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নিশ্চই জানা আছে তোমার?'

'আছে।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিএসএস প্রধানের। 'গুড! বলো।'

'উঁহুঁ! বিস্তারিত সব জানতে হলে আমার অফিসে এসো। চার্ট না দেখে বলা যাবে না সে সব। ও জিনিস বাইরে আনার উপায়ও নেই, অনেক বড়। অ্যাবাভ অল, বহু মূল্যবান দলিল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমার থিয়োরি কি বলে, রাশিয়ানরা ইচ্ছে করলে ও দেশে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে? এদের দ্বারা না হোক, অন্য কারও দ্বারা?'

'তুমি সিরিয়াস, লংফেলো?'

'আমি থিয়োরি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই, বন্ধু।'

'সম্ভব।'

'গুড! তারপর ধরো যদি নব অধিষ্ঠিত রাজা দেশকে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে চায়, তাও সম্ভব?'

'রাজাকে ক্ষমতায় রেখে যে কোন মনার্কি, আই মীন, রাজতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক রূপ নিতে পারে। বাধা নেই কোন। সরকার প্রধান রাজা না হয়ে রানীও হতে পারে। গ্রীসে আছে এ সিস্টেম। তেমনি কোন প্রজাতান্ত্রিক দেশও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে। স্পেনে তাই হয়েছে। গত আটাশ বছরে ওরা এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে দেশে। অতএব সম্ভব।'

'সে ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হচ্ছে প্রার্থী নির্বাচন, এই তো?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন ডক্টর। 'অফকোর্স। ওটাই প্রধান সমস্যা।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো আইন করে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর স্পেনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। এবং প্রথম রাজা হিসেবে আলফোঁসো ত্রয়োদশের নাতি, প্রিন্স হুয়ান কার্লোসকে মনোনীত করে যান তিনি। তাই হয়েছে। হুয়ান কার্লোসই স্পেনের বর্তমান রাজা। ও দেশে কোন সমস্যা হয়নি, কেন না কার্লোসের ব্লাড লাইন ছিল ক্লীন। কাউন্টার ক্লেইম আসার কোন প্রশ্নই ছিল না।'

'রোমানভের ব্লাড লাইন নিয়ে প্রশ্ন উঠবে বলছ?'

'উঠবেই।'

'রোধ করার উপায় নেই?'

অনেক সময় ধরে বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ করলেন ডক্টর প্রবিন। কিছু ভাবছেন। 'ওয়েল, চেক করে দেখতে হবে, যদি তুমি ইনসিস্ট করো।'

'করছি,' মৃদু হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর মুখে। 'বিষয়টা খুবই জরুরী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর পেতে হবে আমাকে।'

আমেরিকার যেমন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা এনএসএ, ব্রিটেনের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশনস হেডকোয়ার্টার্স বা জিসিএইচকিউ, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নেরও এক সময় ছিল ইলেক্ট্রনিক ইন্টেলিজেন্স-গ্যাদারিং বা ইএলআইএনটি–এলিনট।

তিন সংস্থার একই কাজ, স্পাইং, ইলেক্ট্রনিক সার্ভেইল্যান্স, রেডিও মনিটরিং এবং ইন্টারসেপশন, ফোন ট্যাপিং, মহাশূন্যে স্পাই স্যাটেলাইট স্থাপন ইত্যাদি। যদিও এলিনটের যন্ত্রপাতি ছিল মান্ধাতা আমলের। কেজিবির শীর্ষ পদে যখন আঁদ্রোপভ ছিলেন, এই বিশেষ সংস্থার কার্যক্রম ছিল ব্যাপক। এলিনটের লোক সংখ্যা আর সেকশনের অন্ত ছিল না। এসব সেকশনকে পরে এইটথ ও সিক্সটিনথ ডিরেক্টরেটের অধীনে ন্যস্ত করেছিলেন আঁদ্রোপভ।

কমিউনিজমের পতনের পর এলিনট রূপান্তরিত হয় এফএপিএসআই বা ফ্যাপসি-তে। পুরো নাম ফেডারেল এজেন্সি ফর গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফর্মেশন।

সংস্থা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ায় ওটাকে প্রাইভেটাইজেশন করা হয়, খোলা বাজার থেকে ফান্ড সংগ্রহের জন্যে লেগে পড়ে ফ্যাপসি। সোজা কথায় কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে দেয়। দেশের ভেতর কোন বিদেশীর মুভমেন্ট, তার ফোনকল, ফ্যাক্স, কেবল বা টেলেক্স অথবা রেডিও ট্রান্সমিশন ইত্যাদি মনিটর করার কাজও শুরু করে সে নগদ টাকার বিনিময়ে।

হঠাৎ করেই এ সংস্থার কথা খেয়াল হলো কর্নেল ভাদিম বুদানিনের। তার নিশ্চিত বিশ্বাস, মাসুদ রানা এ দেশের যেখানেই থাকুক, নিঃসন্দেহে কোন না কোন মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে, এ মিশনে তার যে নিয়োগকর্তা দেশ, তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এবং মাধ্যমটা অবশ্যই অত্যাধুনিক কিছু হবে। হয়তো কোন ট্রান্সমিটার, যেটা সাথে করে নিয়ে এসেছে রানা, অথবা এদেশের কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছে।

যে দিন জেনারেল ভরোশিলভের সাথে দেখা করতে গেল রানা, তার দু'দিন

পর ফ্যাপসির এক সিনিয়র সায়েন্টিস্টের সাথে দেখা করে নিজের সমস্যার কথা জানাল কর্নেল।

'আমি যদি আপনার সেই লোক হতাম,' সব শুনে বলল বিজ্ঞানী। 'অবশ্যই কম্পিউটর বেছে নিতাম এ কাজের জন্যে।'

'মেসেজ ট্রান্সমিট, রিসিভ করতে সক্ষম কম্পিউটর?'

'অফ কোর্স। সে ধরনের কম্পিউটর স্যাটেলাইটের সাথে কথা বলতে পারে, তার মাধ্যমে অন্য কম্পিউটরের সাথেও কথা বলতে পারে। যাকে বলা হয় ইনফর্মেশন সুপারহাইওয়ে। ইন্টারনেট।'

'খুব ব্যস্ত ট্রাফিক বোধহয়?'

'তা বলতে পারেন। প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ কারও না কারও সাথে যোগাযোগের, তথ্য আদান-প্রদানের চেষ্টা করছে, অতএব ট্রাফিক ব্যস্ত। তার ভেতর থেকে নির্দিষ্ট কারও মেসেজ বের করা খুব কঠিন। কম্পিউটর জেনারেটেড ট্রাফিকের নব্বই পারসেন্টই ফালতু। ইডিয়টিক, ফাউল চিটচ্যাট। নয় পারসেন্ট কমার্শিয়াল–বিভিন্ন কোম্পানি ক্রেতার সাথে তার প্রোডাক্ট, মূল্য, কাজের অগ্রগতি, চুক্তি, ডেলিভারি ইত্যাদি তথ্য আদান-প্রদান করে, বা এ জাতীয় সমস্ত যোগাযোগ পড়ে এর মধ্যে। এক পারসেন্ট ব্যবহার হয় সরকারী কাজে।'

'কত পারসেন্ট কোডেড মেসেজ থাকে এর মধ্যে?'

'সরকারী হান্ড্রেড, কমার্শিয়াল ফিফটি। তবে বেশিরভাগ কমার্শিয়াল কোড ব্রেক করতে সক্ষম আমরা। আপনার এই লোক কার হয়ে কাজ করছে?'

'ব্রিটেন এবং সম্ভবত আমেরিকার হয়ে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল ফ্যাপসি বিজ্ঞানী। 'স্পাই?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সম্ভবত কমার্শিয়াল ট্রাফিকের মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে। বুদ্ধিমান যে কেউ নিজের নিরাপত্তার জন্যে ওই ট্রাফিকই ব্যবহার করবে। লোকটা কোন এমবাসির আশ্রয় নেই তো, ঠিক জানেন?'

'জানি। না।'

'তাহলে কমার্শিয়াল ট্রাফিক ব্যবহার করবে সে কোন কমার্শিয়াল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। প্রচুর কমার্শিয়াল স্যাটেলাইট ভাসছে আজকাল আকাশে, পৃথিবীর সর্বত্র শাখা অফিস আছে এসব কোম্পানির। টাকা দিলে এর যে কারও স্যাটেলাইটের সাহায্য নিতে পারে যে কেউ, কোন বাধা নেই।'

'এ লোক খুব সম্ভব মস্কো থেকেই মেসেজ ট্রান্সমিট এবং রিসিভ করার ব্যবস্থা নিয়েছে।'

'রিসিভিং আমাদের কোন সাহায্য করবে না। কোন এক স্যাটেলাইট ক্রিমিয়া থেকে আর্চ-অ্যাঞ্জেলের মধ্যবর্তী যে কোনখানে তার মেসেজ পাম্প করতে পারে, ধরতে পারব না আমরা। আমাদের স্পট করতে হবে কোথেকে ট্রান্সমিট হচ্ছে মেসেজ। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে একটা আশা আছে।'

'আমি আপনাকে দায়িত্ব দিলে খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি তাকে?'

'যদি সে ট্রান্সমিট করে, স্পট করতে পারব লোকেশন।'

'আমিও তাই চাইছি।'

মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'পারা যাবে। তবে খরচ হবে প্রচুর। অবিশ্বাস্যরকম বেশি।' বুদানিনকে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলাতে দেখে যোগ করল, 'খরচ নির্ভর করবে কয়টা কম্পিউটর, কতজন মানুষ এবং কত সময় ব্যয় হবে, তার ওপর।'

'বুঝেছি।'

কাগজ কলম টেনে নিল ফ্যাপসি বিজ্ঞানী। 'কয়টা সেট হলে চলবে আপনার? দৈনিক কত ঘণ্টা বা...'

'যতগুলো সেট আছে আপনার,' স্থির চোখে, শান্ত কণ্ঠে বলল ভাদিম বুদানিন। 'দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা।'

থমকে গেল লোকটা। কর্নেলের চোখে চোখে তাকাল। হঠাৎ মানুষটার মধ্যে পাগলামির কোন লক্ষণ দেখা দিল কি না ভাবছে হয়তো। 'লম্বা অর্ডার। আপনি জানেন চব্বিশ ঘণ্টায় কত মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ হবে?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে দশ মিলিয়ন ক্যাশ পেয়ে যাবেন আপনি,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল কর্নেল। 'যখনই সার্ভিস চার্জ ওই অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে, আমাকে ফোন করবেন। ওকে?'

'ওকে,' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল বিজ্ঞানী। 'মেসেজগুলো চাই আপনার?'

ট্রান্সমিশন স্পট এবং সেন্ডারকে চাই।'

'প্রথমটা সম্ভব, যদিও সময় লাগবে।'

'দ্বিতীয়টা?'

ট্রান্সমিট করামাত্র জায়গা ছেড়ে সরে পড়বে সেন্ডার। ওকে ধরা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না হয়তো।'

'সে আমি বুঝব,' উঠে পড়ল কর্নেল। 'আগে লোকেশন স্পট তো করুন।'

দু'দিন পর ফ্যাপসির কম্পিউটরে ধরা পড়ল রানার ল্যাপটপের 'ব্লিপ'। তৎক্ষণাৎ কর্নেলকে ফোন করল সায়েন্টিস্ট।

'অনলাইনে ধরেছি তাকে।'

'মেসেজ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কমার্শিয়াল নয়, ওয়ান টাইম প্যাড ব্যবহার করেছে লোকটা। মেসেজ ভাঙা সম্ভব নয়।'

'তা হলে তো মুশকিল!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল বুদানিন। 'মেসেজ কোত্থেকে ট্রান্সমিট করেছে সে, জানা গেছে?'

'গ্রেটার মস্কো।'

'মার্ভেলাস! এত ছোট জায়গা!'

'ধৈর্য ধরুন। কোন স্যাটেলাইট সে ব্যবহার করছে, আমরা সম্ভবত ধরতে পেরেছি। আমেরিকার ইন টেল কর কোম্পানির দুটো স্যাটেলাইট রোজই একবার করে ঘুরে যায় আমাদের ওপর দিয়ে। ওর একটা ব্যবহার করছে আপনার লোক। আমরা লেগে রয়েছি, বের করে ফেলব।'

'তাই করুন।'

ফোন রেখে ভাবতে বসল কর্নেল বুদানিন। জবর এক গোলকধাঁধায় পড়েছে

সে। সাতদিন হয়ে গেল রানার খোঁজে কয়েক হাজার অনুচরকে পথে নামিয়েছে, এখনও পর্যন্ত খবর পাওয়া গেল না লোকটার। অথচ সে মস্কোতেই আছে। হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। এইমাত্র জানা গেল মেসেজও ট্রান্সমিট করছে। কী আশ্চর্য!

কেউ আশ্রয় দিচ্ছে তাকে? কে সে?

সেই যে প্যাট্রিয়ার্কের সাথে একবার যোগাযোগ করেছে লোকটা, তারপর আর খবর নেই কেন? কিসের অপেক্ষায় ঘাপ্‌টি মেরে আছে? কি বার্তা পাঠাচ্ছে ওয়ান টাইম প্যাডে? কার কাছে পাঠাচ্ছে?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, রানার আশ্রয়দাতার পরিচয় কি? ইউপিএফ-এর সাথে এতবড় শত্রুতা বাধাবার ঝুঁকি নেয়ার মত বুকের পাটা কার আছে রাশিয়ায়? কমিউনিস্ট পার্টি? একদিকে প্রেস বরবাদ হওয়ার দুঃখ, আরেকদিকে রানার হাওয়া খেয়ে বেড়ানো, মেসেজ ট্রান্সমিট করা, ইত্যাদি দুশ্চিন্তা পাগল করে তুলল বুদানিনকে।

ডক্টর প্রবিনের সাথে আলোচনার দু'দিন পর মস্কো পৌঁছলেন মারভিন লংফেলো। রানার মেসেজ পেয়েই রওনা হয়েছেন তিনি। সঙ্গে একজন দোভাষী আছে। লোকটা মাঝবয়সী, প্রাক্তন সৈনিক। ছয় ফুট দীর্ঘ, পেটা শরীর। নাম ক্যারি জর্ডান।

শেরেমেতিভোর ইমিগ্রেশন অফিসার নিজের কম্পিউটারে পাঞ্চ করল দুই ব্রিটিশের নাম। কোন সন্দেহজনক ব্লিপ দিল না পর্দা।

'আপনারা দু'জন একসাথে, মিস্টার আর্থার ডীন?' বয়স্ক, স্লিম লোকটির উদ্দেশে প্রশ্ন করল অফিসার।

'হ্যাঁ,' হাসলেন লংফেলো। ভাঙা ভাঙা রাশানে বললেন, 'আমার রাসকি খুব দুর্বল, তাই একে দোভাষী হিসেবে নিয়ে আসতে হলো।'

মনোযোগ হারিয়ে ফেলল অফিসার। বিদেশী ব্যবসায়ীরা প্রায়ই সাথে করে দোভাষী নিয়ে আসে, এ নতুন কিছু নয়। হাত নেড়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল সে তাদের। ন্যাশনাল হোটেলে উঠলেন লংফেলো-জর্ডান। লন্ডনের এক অভিজাত ট্রাভেল এজেন্সির বুক করা দুই রুমের চাবি তুলে দেয়া হলো দু'জনের হাতে। চাবির সাথে একটা খামও দেয়া হলো লংফেলোকে। অজ্ঞাত একজনের রেখে যাওয়া মেসেজ। অজ্ঞাত ব্যক্তিটি ছিল উসমানভ।

খামের মধ্যে স্রেফ সাদা এক খণ্ড কাগজ, কিচ্ছু লেখা নেই ওতে। ভেতরের 'মেসেজ' কেউ পড়ার চেষ্টা করলে সাদা কাগজ দেখে নির্ঘাত বেকুব হত। মেসেজ যা আছে, লেখা আছে খামের ভেতরদিকে, লেবুর রসের সাহায্যে। এমনিতে চোখে পড়ার কোন উপায় নেই। কাগজের টুকরো ফেলে খামটা ছিঁড়লেন লংফেলো। বেড সাইড টেবিলে রাখা হোটেলের তরফ থেকে দেয়া সৌজন্য ম্যাচ বাক্সের একটা কাঠি জ্বেলে, খামের এ-মাথা ও-মাথা বোলালেন। খানিক পর খামের মাঝখানে ফুটে উঠল হালকা বাদামী রঙের সাতটা সংখ্যা—একটা টেলিফোন নাম্বার। ব্যক্তিগত। নাম্বারটা মুখস্থ করলেন লংফেলো। তারপর খাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে দিলেন কমোডে।

যার যার রুমে রাতের খাওয়া সারলেন ওঁরা দু'জন। খানিক জিরিয়ে নিলেন। রাত কাঁটায় কাঁটায় দশটায় বেজে উঠল প্যাট্রিয়ার্ক আলেক্সেইয়ের ব্যক্তিগত টেলিফোন। হিজ হোলিনেসের অফিস ডেস্কের ফোন ওটা। খুব কম লোকে জানে নাম্বার। এবং তাদের সবাইকেই ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তিনি।

'বলুন!' সতর্ক সাড়া দিলেন প্যাট্রিয়ার্চ।

'প্যাট্রিয়ার্ক আলেক্সেই?'

'কে বলছেন?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না, ইয়োর হোলিনেস। আমি এক ভদ্রলোকের দোভাষীর দায়িত্ব পালন করছি এ মুহূর্তে। কিছুদিন আগে লন্ডনের এক ফাদারের সাথে কথা হয়েছে আপনার।'

'মনে আছে।'

'ফাদার বলেছিলেন, আরেকজন আসবেন লন্ডন থেকে, আপনার সাথে বিশেষ এক বিষয়ে কথা বলার জন্যে। তিনি এসেছেন, ইয়োর হোলিনেস। জানতে চাইছেন, আপনি দেখা করতে প্রস্তুত কি না।'

নিঃশ্বাসের গতি ধীর হয়ে এল আলেক্সেই টু-র। 'আজ রাতেই?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়, তত সুবিধে, ইয়োর হোলিনেস।'

'কেন?'

'স্থানীয় অপশক্তির কাছে ভদ্রলোকের পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা খুব বেশি। তাঁর পিছনে লোক লাগানো হতে পারে।'

'ঠিক আছে। আপনারা কোথায় আছেন?'

'খুব কাছেই। আপনি অনুমতি দিলে কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাব।'

'তাহলে রওনা হয়ে পড়ুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

আগে থেকে বলা আছে, কাজেই আগন্তুকদের দেখে বিনা প্রশ্নে গেট খুলে দিল কোসাক গার্ড। ফাদার ভ্যাসিলি তাদের পৌঁছে দিল হিজ হোলিনেসের স্টাডিতে। তাকে আজ বেশ নার্ভাস লাগল চেহারায়-আচরণে। বাইরে আগন্তুকদের বয়ে আনা ন্যাশনাল হোটেলের লিমুজিন দেখেছে ফাদার ভ্যাসিলি, ওটার নাম্বারও মুখস্থ করে রেখেছে। লিখে রাখবে সময়মত।

ভেতরে অতিথিদের বসতে দেয়ার ফাঁকে আড়চোখে চেহারাও দেখে নিয়েছে সে দু'জনের। নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্যাট্রিয়ার্ক আলেক্সেই। মুখে ফ্যাকাসে হাসি।

'আমি রুশ ভাষা ভাল বলতে পারি না বলে হিজ হোলিনেসের ক্ষমা প্রার্থনা করছি,' বিনয়ের সাথে ইংরেজিতে বললেন মরভিন লংফেলো। 'তাই আলোচনায় দোভাষীর সাহায্য নিতে হচ্ছে আমাকে।'

তাঁর কথা দ্রুত রাশানে অনুবাদ করে শোনাল ক্যারি জর্ডান। জবাবে হাসি ঈষৎ প্রসারিত হলো প্যাট্রিয়ার্কের।

'আমিও ক্ষমা চাইছি, কারণ ইংরেজি বলতে পারি না আমি,' বললেন তিনি। ফাদার ভ্যাসিলিকে দেখলেন। বেরিয়ে গিয়ে প্রায় পরক্ষণেই ফিরে এসেছে সে কফির ট্রে নিয়ে। 'ওগুলো রেখে যান, ফাদার। আমরা ঢেলে নেব। বিশ্রাম করুন

গিয়ে আপনি, ধন্যবাদ।'

নিজেকে ছদ্ম নামেই পরিচয় দিলেন মারভিন লংফেলো। জানালেন ব্রিটেনের ফরেন সার্ভিসে চাকরি করতেন, অবসর নিয়েছেন বছর তিনেক আগে। আরও জানালেন, শেপিলভের ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো ইংল্যান্ড-আমেরিকার অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে। তারা প্রত্যেকে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের ভেতর আছেন। কোন সন্দেহ নেই যে ওটা দেখার পর হিজ হোলিনেসও শঙ্কিত।

জর্ডানের রুশ অনুবাদ শেষ হওয়ামাত্র মাথা দোলালেন প্যাট্রিয়ার্ক। তাঁর চেহারায় শঙ্কা এবং আতঙ্ক দুটোই প্রকাশ পেল।

'আমার গোপন সফরের উদ্দেশ্য, বহির্বিশ্বের আমরা যারা শান্তিতে থাকতে চাই, রাশিয়াকে সুখী-সমৃদ্ধশালী দেখতে চাই, তারা সবাই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, এই কথাগুলো ইয়োর হোলিনেসকে জানানো। মানুষ বা দেশ, দুই-ই পরস্পরের ওপর, প্রতিবেশীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের অতীত কমিউনিস্ট সরকার আমাদের প্রতি বৈরী ছিল, জনগণ নয়। এ দেশের জনগণকে আমরা নিশ্চয়ই ভালবাসি। রাশিয়া নতুন করে যদি আরেক নিষ্ঠুর একনায়কের হাতে পড়ে, পশ্চিমা বিশ্বের জন্যে তা যেমন দুঃখজনক হবে, তেমনি এ দেশের হোলি চার্চের জন্যে হবে আরও দুঃখজনক ও অত্যন্ত মর্মান্তিক।'

'সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বললেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'কিন্তু তাই বলে রাজনীতিতে নাক গলাতেও পারি না আমরা সরাসরি।'

'প্রকাশ্যে, অবশ্যই না,' মাথা দোলালেন লংফেলো। 'তবে যেহেতু চার্চ নৈতিকতা বিরোধী কোন কিছু সমর্থন করে না, সেহেতু অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাকে করতেই হবে, ইয়োর হোলিনেস। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'এবং চার্চের অধিকার আছে আসন্ন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করার, ঠিক?'

'নিঃসন্দেহে।'

'তাহলে কি চার্চের উচিত হবে না ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে দ্রুত সহায়তার আবেদন জানানোর?'

মাথা দোলালেন আলেক্সেই টু। 'যদি তা করা হয়, এবং তারপরও নির্বাচনে জয়ী হয় শেপিলভ, চার্চের ধ্বংস রোধ করার কোন উপায় থাকবে না, জেন্টেলম্যান। যদি এ বিষয়ে ভোটাভুটির প্রস্তাব করি, সত্তর ভাগ বিশপ আমার বিপক্ষে ভোট দেবে। শেপিলভের বিরুদ্ধে কোনরকম বক্তব্য দিতে রাজি হবে না তারা। আমি ওভাররুলড হব।'

'সে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয়, সে জন্যে এক বিকল্প উপায় নিয়েই আলোচনা করতে এসেছি আসলে আমি, ইয়োর হোলিনেস।'

'কি সে উপায়?'

লংফেলোর নিচু কণ্ঠের ব্যাখ্যা আরও নিচু কণ্ঠে অনুবাদ করে শোনাল ক্যারি জর্ডান। বৃদ্ধের উদ্ভট প্রস্তাব অনুধাবন করে চোয়াল ঝুলে পড়ল প্যাট্রিয়ার্কের।

'আপনি নিশ্চই সিরিয়াস নন, স্যার?' সামলে নিয়ে বললেন তিনি। 'রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা! জারের বংশধরকে ক্ষমতায় বসানো? এত বছর পর তাই কি সম্ভব? এ ধারণা জনগণ মেনে নেবে বলে মনে হয় না।'

'সমস্যাটা আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, ইয়োর হোলিনেস,' পরামর্শ দেয়ার ঢঙে বললেন বিএসএস চীফ। 'রাশিয়ার আকাশের মেঘ এতই ঘন আর কালো, আচমকা সাইক্লোন এতই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে আপনাদের ওপর, যার ধ্বংসলীলার কথা ভাবলেই বুক কাঁপে। তাকে ঠেকাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়া আপনাদের সামনে আর কোন রাস্তা খোলা নেই। ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাবে এ দেশ।'

'আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু...'

'আমি এ কথা বলছি না যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই রাশিয়ায় স্বর্গের শান্তি নেমে আসবে, সারাদেশে দুধের নহর বয়ে যাবে, ইয়োর হোলিনেস। প্রাণহানি সে ক্ষেত্রেও অবশ্যই কিছু কিছু ঘটবে, হয়তো ইয়োগোপাভ স্টাইলে জাতিগত সংঘর্ষও বেধে যাবে। আমাদের অনুমান, তাতেও প্রাণহানি অনেক কম হবে। এক যুদ্ধবাজ, উন্মাদ একনায়কের চাইতে রাজতন্ত্রই আপনাদের জন্যে ভাল হবে।

'বিপদে-দুর্যোগে দেশের নাগরিকদের মধ্যে সম্প্রীতি, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি অটুট রাখার জন্যে প্রতিটি দেশেরই কোন না কোন সিম্বল থাকে। যাকে জনগণ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে জাতীয় পতাকা হোক, কোন নেতা হোক, কি কোন ধর্মের বাণী হোক, একটা না একটা আছেই। কিছুদিন আগপর্যন্ত এ দেশের যেমন ছিল লেনিন, কাস্তে-হাতুড়ি। সেদিন নেই। তার বদলে আজ শেপিলভ নিজেকে রাশিয়ার গণদেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। গলাবাজী করে সে কাজ প্রায় সম্পন্নও করে এনেছে লোকটা। সাধারণ মানুষ জানে না যে তারা অজান্তে শেপিলভের অদৃশ্য গিলোটিনে নিজেদের গলা পেতে দিচ্ছে। তাদের সে মারাত্মক ভুল ভাঙানোর মত সময়ও হাতে নেই। এখন তাকে ঠেকানোর একমাত্র উপায়, আরেকজন গণদেবতা সৃষ্টি করা। একমাত্র হোলি চার্চেরই আছে সে ক্ষমতা, ইয়োর হোলিনেস।'

'কিন্তু শেপিলভের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলেও তো সেই একই পরিণতি হতে পারে, যদি শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী হয় আর কি!'

'তেমন কিছু করতে বলছি না আমি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে না। দেশব্যাপী জনপ্রিয় একজন অর্থোডক্স প্রিস্ট; যাঁকে এ দেশের জনগণ আজও মনেপ্রাণে ভালবাসে, রাশিয়ার একশো চল্লিশ মিলিয়ন ধর্মপ্রাণ যিশুখ্রিষ্টের অনুসারীকে তিনি শুধু আহ্বান জানাবেন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ধর্মেরই পতাকার নিচে সমবেত হওয়ার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইয়োর হোলিনেস, চোদ্দ কোটি রাশিয়ান তাঁর এক ডাকে সাড়া দেবে। শেপিলভের চাইতেও অনেক বড় গণদেবতা বনে যাবেন সেই প্রিস্ট, ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার সস্তা জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে।

'এর ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়বে শেপিলভ, অথচ ধর্মের বিরুদ্ধে একটা

শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না, সরাসরি কোন অভিযোগ আনতে পারবে না কারও বিরুদ্ধে। হয়তো সন্দেহ করবে সে কি চলছে ভেতরে ভেতরে, কিন্তু কোন পদক্ষেপ নিতে সাহস পাবে না।'

চোখ কুঁচকে লংফেলোকে দেখলেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'কার কথা বলছেন আপনি? কে সেই প্রিস্ট?'

'ফাদার গ্রেগর রুসাকভ, ইয়োর হোলিনেস।'

অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হিজ হোলিনেসের শুকনো চেহারা। এ দেশের তিন লক্ষাধিক আর্চ বিশপের মধ্যে এই ফাদার এতই নির্ভীক, যিনি প্রকাশ্যে ব্রেজনেভের, রুশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করার সাহস দেখিয়েছিলেন। যার কারণে রাতারাতি দেশের খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের হিরো বনে যান তিনি। পরে অবশ্য তার খেসারত ফাদারকে দিতে হয়েছিল দশ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে। পৃথিবীব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল সে ঘটনা। 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে যখন বিচার চলছে তাঁর, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে সরকারের নিয়োগ করা ডিফেন্স কাউন্সেলের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন ফাদার রুসাকভ।

কাজটা তিনি নিজেই করেন। টানা বিশ মিনিট কোর্টে দাঁড়িয়ে এমন তীব্র আর জ্বালাময়ী ভাষায় ব্রেজনেভ প্রশাসনকে আক্রমণ করেছিলেন তিনি, যার ফলে বিচারকরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে সরকার রুশ সংবিধানকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করছে প্রতিনিয়ত। যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়েছিল ফাদারের, কিন্তু পরে গরবাচভের হস্তক্ষেপে দশ বছরের মাথায় মুক্তি পেয়ে যান।

আজও আগের মত তেজস্বী বক্তা আছেন ফাদার গ্রেগর রুসাকভ। অতীতের চাইতে বহু গুণ বেড়েছে তাঁর জনপ্রিয়তা। রাজনীতির মাঠে শেপিলভ যত বড় খেলোয়াড়, ধর্মের মাঠে তিনি তার চেয়েও অনেক বড় খেলোয়াড়।

আপনমনে মাথা দোলালেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'আমি ফাদার গ্রেগরের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব এ নিয়ে।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর হোলিনেস।'

চার

বাতাসে ভর দিয়ে ভাসছে গুঁড়ো তুষার, এই প্রথম দেখা দিল এ বছর। শীতের আগমনী বার্তা। পাভিয়েনস্কি স্কয়্যার সাদা হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না এই তুষার, অল্প সময়ে গলে পানি হয়ে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস বিষাক্ত হুল ফোটাচ্ছে এখনই, আসল সময় তো পড়েই আছে সামনে।

ক্যাসক আর নিজেকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বাতাসের বিপরীতে, দ্রুত পায়ে হাঁটছে ফাদার ভ্যাসিলি। শীতের কামড় থেকে মুখ বাঁচানোর জন্যে যথাসম্ভব ঝুঁকে আছে। পিছন থেকে দেখলে মনেই হয় না ঘাড়ের ওপর মাথা বলে কিছু আছে তার। আউটার গেট দিয়ে খুদে ইয়ার্ডে ঢুকল ফাদার, জায়গাটা অতিক্রম করে

নিজেকে সেঁধিয়ে দিল অল সেইন্টস ইন খুলিশ্‌কির উষ্ণ উদরে।

পিছনে লেগে থাকা গাড়িটিকে এবারও লক্ষ করেনি ফাদার ভ্যাসিলি। ভুলেও একবার পিছনে তাকায়নি সে সারাপথ, তো দেখবে কি?

ফাদারের কোন লেজ উদয় হলো না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল কর্নেল ভাদিম বুদানিন, সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে অনুসরণ করল ভ্যাসিলিকে। প্রার্থনা বেদীর খানিকটা তফাতে তাকে ওয়াল পেইন্টিং পর্যবেক্ষণ করতে দেখে এগোল।

'কেন ডেকেছেন, ফাদার?'

'গতরাতে আরেকজন ভিজিটর এসেছিল প্যাট্রিয়ার্কের সাথে দেখা করতে। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে সে।'

'আপনি শিওর, ফাদার?'

'হ্যাঁ, কর্নেল। রাত দশটার পর হিজ হোলিনেস আমাকে স্টাডিতে কল করে বললেন, লন্ডন থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর সাথে দেখা করতে আসছেন, আমি যেন গেটে তাকে রিসিভ করি। আরও একজন ছিল লোকটার সাথে, তার দোভাষী ছিল সে। মাঝবয়সী।'

পেইন্টিং দেখায় মন দিল বুদানিন। কান দুটো খাড়া হয়ে আছে খরগোশের কানের মত। 'তারপর?'

'তাদের রিসিভ করে হিজ হোলিনেসের স্টাডিতে পৌছে দেই আমি।'

'তারপর?'

'কফি পরিবেশন করি।'

'কি কথা হলো তাদের মধ্যে?'

'লোকটা বেশ বয়স্ক। দেখা হতে ভালমত রুশ বলতে না পারার জন্যে প্যাট্রিয়ার্কের কাছে ক্ষমা চাইল সে। তিনিও ইংরেজি বলতে না পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর আর থাকতে পারিনি আমি ভেতরে।'

'কেন?'

'হিজ হোলিনেস বিদায় করে দিলেন।'

'কী হোলে কান পেতে...' ফাদারকে ডানে বাঁয়ে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল কর্নেল বুদানিন।

'চেষ্টা করেছি। পারিনি। আগের দিনের তুলনায় কাল যথেষ্ট নিচু কণ্ঠে কথা হয়েছে ভেতরে। তারওপর কিছু দেখতেও পাইনি ফুটো দিয়ে। সম্ভবত আগন্তুকদের কেউ তার হ্যাট ঝুলিয়ে রেখেছিল ওপাশের ডোর নবে।'

'প্রথম মুখোমুখি হওয়ার সময় প্যাট্রিয়ার্ককে নিজের নাম জানিয়েছে নিশ্চই বয়স্ক ইংলিশম্যান?'

'না, আমার উপস্থিতির সময় অন্তত জানায়নি। আমি কফি তৈরি করতে যাওয়ার পর হয়তো বলেছে।'

'আচ্ছা!'

'ফুটো ঢাকা ছিল বলে প্রায় কিছুই শুনতে পাইনি ভেতরের কথাবার্তা। যা খানিকটা শুনেছি, তার কোন মাথামুণ্ডু নেই।'

'কি সেটা?'

'প্যাট্রিয়ার্ককে উঁচু গলায় একবার মাত্র বলতে শুনেছি, "রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা! জারের বংশধরকে ক্ষমতায় বসানো"? এইটুকুই।'

কুমারী মেরী ঘাড় কাত করে কোলের সন্তানের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে স্বর্গীয় হাসি, তাঁর মাথা ঘিরে আছে গোল একটা আলোর রিং—পেইন্টিংটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল কর্নেল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি টেনে চড় কষে দিয়েছে তার গালে। উজবুক ভ্যাসিলির কাছে এ কথার মাথামুণ্ডু থাকতে না পারে, তার কাছে আছে। কর্নেলের রক্ত-মাংস, হাড়-মজ্জা বোঝে এর অর্থ। রাজতন্ত্র মানে রাজাই হবে দেশের প্রধান, সে তন্ত্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের কোন স্থান নেই, আছে প্রধানমন্ত্রীর। যাকে নির্বাচিত করবে পার্লামেন্ট বা দুমা। যেটা আনাতোলি শেপিলভের গন্তব্য পথের হাজার মাইলের মধ্যেও পড়ে না।

'লোকটার বর্ণনা?' অল্প শোকে কাতর হয় মানুষ, বেশি শোকে হয় পাথর। তেমনি কিছু একটা হয়ে গেছে কর্নেল। চেহারা দেখে যদিও বোঝা গেল না কোন্‌টা হয়েছে।

'লম্বা, স্লিম। চুল সব সাদা।'

'বয়স?'

'পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে।'

'এখানে কোথায় থাকে সে জানা গেছে?'

'না। কিন্তু তার গাড়ির নাম্বার টুকে রেখেছি আমি। লিমুজিন।' এক টুকরো কাগজ তুলে দিল ফাদার বুদানিনের হাতে।

'দারুণ, ফাদার ভ্যাসিলি! এই উপকারের প্রতিদান একদিন অবশ্যই পাবেন আপনি।'

গাড়িটা কার খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না কর্নেলের ডিটেকটিভদের। ব্যুরো অভ অটোমোবাইলসে টেলিফোন করে নাম্বারটা জানানোর এক ঘণ্টার মধ্যে খবর হয়ে গেল, ও গাড়ি ন্যাশনাল হোটেলের। তার গতরাতের রহস্যময় ইংরেজ আরোহীদের পরিচয় বের করার কাজে এবার পার্টির প্রোপাগান্ডা চীফ, কপিতভকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল। আমেরিকান আইভি লীগ কলেজ পড়ুয়া কপিতভের আমেরিকান অ্যাকসেন্টের ইংরেজি শুনলে যে কোন হোটেলের রাশান ডেস্ক ক্লার্ক তাকে ইয়াঙ্কি ধরে নেবে।

লাঞ্চ আওয়ারের খানিক পর ন্যাশনালের কনশিয়ার্যের মুখোমুখি হলো কপিতভ। পোশাক আর চলন-বলন, সবকিছুতেই কেতাদুরস্ত এক আমেরিকান সে তখন। হাতে জ্বলছে আমেরিকান মার্লবোরো।

'হাই! ইউ স্পীক ইংলিশ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'গ্রেট! দেখো, গতরাতে কাছের এক রেস্টুরেন্টে ডিনার করার সময় খুব সম্ভব তোমাদের হোটেলের একজন ইংলিশ গেস্টের সাথে পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোক যাওয়ার সময় এটা ফেলে যান ভুলে।' একটা সোনার কার্টার গ্যাস লাইটার দেখাল কপিতভ।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি অবশ্য চেষ্টা করেছি তাঁকে ধরার, পারিনি। তবে তাঁর গাড়ির নাম্বার টুকে রেখেছি। কালো রঙের মার্সিডিজ লিমো ছিল গাড়িটা।' ভ্যাসিলির দেয়া কাগজটা এগিয়ে দিল সে। 'দেখো তো, তোমাদের গাড়ি কি না!'

ওটা নিল কনশিয়ার্য। 'ঠিকই ধরেছেন, স্যার। আমাদের গাড়ি। এক মিনিট, স্যার,' বলে রেজিস্টার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। 'নিশ্চই মিস্টার আর্থার ডীন। এই গাড়ি কাল রাতে তিনিই ব্যবহার করেছেন। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি।' মুখ তুলল সে।

'আর্থার ডীন, তাই না? হ্যাঁ,' চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল কপিতভ। 'হবে হয়তো। নাম খেয়াল নেই।'

'লাইটারটা জমা দিতে চাইছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, রিসেপশনে রেখে যাচ্ছি। থ্যাঙ্কস, বাডি।'

'ইউ ওয়েলকাম।'

রিসেপশনে যখন পৌঁছল কপিতভ, তখন ট্রাউজারের পকেটে চলে গেছে সোনার লাইটার। অল্পবয়সী মেয়ে অ্যাটেনডেন্টের উদ্দেশে এক টুকরো 'মরে গেছি' জাতীয় হাসি দিল সে। 'হাই, দেয়ার! মিস্টার আর্থার ডীনের রুম নাম্বারটা বলবে দয়া করে?'

গোলাপ কুঁড়ি খুব দ্রুত পাঁপড়ি মেলল যেন, এমন এক হাসির সাথে মাথা দোলাল মেয়েটি। আমেরিকানদের খুব পছন্দ তার। এদের সাথে ডেট করার মজাই আলাদা, নানান দামী দামী গিফট পাওয়া যায়। 'এক মিনিট, স্যার।' নিজের ডেস্ক-টপে নামটা পাঞ্চ করল সে, এক মুহূর্ত পর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'দুঃখিত, স্যার। মিস্টার ডীন আর তাঁর সঙ্গী আজ সকালে চলে গেছেন।'

'ওহ, ড্যাম! খুব জরুরী প্রয়োজন ছিল ভদ্রলোককে। ওঁরা মস্কো ত্যাগ করেছেন কিনা বলতে পারো?'

আরও কিছু অক্ষর পাঞ্চ করল সদ্য ফোটা গোলাপ। 'সরি, স্যার। হ্যাঁ। আজ দুপুরের ফ্লাইটে লন্ডন চলে গেছেন। সকালে আমরাই ওঁদের ফ্লাইট কনফার্ম করেছি।'

'থ্যাঙ্কস, এনিওয়ে।'

খবরটা বুদানিনকে হতাশ করল, তবে হাল ছাড়ল না সে। ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রির নিজস্ব কন্ট্যাক্টের সাথে তক্ষুণি ফোনে কথা বলল। ইমিগ্রেশন ডিভিশনের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেকশনে কাজ করে লোকটা। লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেনের রাশান এমব্যাসির সাথে যোগাযোগ করল সে, সন্ধের মধ্যে আর্থার ডীন এবং তার সঙ্গী ক্যারি জর্ডানের ছবি সহ জমা দেয়া অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ফ্যাক্স কপি সংগ্রহ করল। ম্যাসেঞ্জার মারফত তা পাঠিয়ে দিল সে কিসেনলি বুলেভার্ডের নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

ও দুটো দেখার পর বোঝা গেল মারভিন লংফেলোকে চেনে না কর্নেল, কাজেই তার চেহারা চেনার পিছনে বেশি সময় নষ্ট করল না। তাছাড়া একে ছবিটা

ছোট, তারওপর ফ্যাক্সের মাধ্যমে এসেছে বলে ভালমত বোঝাও যায় না। তাই ওটাকে বড় করার নির্দেশ দিল সে নিজের সেক্রেটারিকে। ক্যারি জর্ডানের ছবিতে দ্বিতীয়বার চোখ বোলানোর প্রয়োজন মনে করল না।

সন্ধের পর একাই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ল কর্নেল। মস্কোর তিন মাইল উত্তরে; ভেরস্কায়া স্ট্রীট যেখানে বাঁক নিয়ে মিনস্কমুখী হাইওয়েতে পড়েছে, আকাশছোঁয়া এক স্মৃতি স্তম্ভ আছে। ভিক্টোরি আর্চ। উল্টো 'ইউ'র মত, প্রশস্ত হাইওয়ের দু'পাশে দুই পা রেখে দাঁড়ানো। এর সামান্য পরই ডানে বাঁক নিয়ে চলে গেছে আরেক রাস্তা, নাম মারোসিয়েকা স্ট্রীট।

দুটো বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের দিকে গেছে মারোসিয়েকা স্ট্রীট। আগের দিনের কেজিবির অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র অফিসাররা থাকে এই দুই ব্লকে। যথেষ্ট আরাম আয়েশ এবং বিলাসিতার মধ্যে থাকে তারা রাষ্ট্রীয় খরচে।

এদের মধ্যে একজন আছেন নামকরা এক স্পাই মাস্টার, জেনারেল ইউরি দ্রোজদভ। পুব-পশ্চিমের স্নায়ুযুদ্ধ যখন শিখরে, আমেরিকান পুব উপকূলে রুশ স্পাই নেটওয়র্ক পরিচালনা করতেন জেনারেল দ্রোজদভ। পরে আলট্রা-সিক্রেট ইললিগ্যালস্ ডিরেক্টরেটের প্রধান হন। তখন একদিন জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে ইয়েজিনেভোয় তার অফিসে যেতে হয়েছিল তৎকালীন কেজিবির চীফ ইন্টারোগেটর, কর্নেল ভাদিম বুদানিনকে।

সেই সূত্রে আজ জেনারেলের সাথে দেখা করতে এসেছে কর্নেল বুদানিন। তার কথা যদিও মনে নেই জেনারেলের, তবু দেখা দিতে রাজি হলেন। মারভিন লংফেলোর এক কপি এনলার্জ করা ছবি তাঁর সামনে রাখল বুদানিন। 'এই লোকটিকে চেনেন আপনি, জেনারেল? দেখেছেন কখনও?'

চোখ বড় করে ছবিটার দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলেন বুড়ো স্পাইমাস্টার। তারপর আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। 'দেখেছি কি না? না হে, সামনাসামনি কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। তবে চিনি। এ এমনই এক মানুষের চেহারা, আমার সময়ে যারা ইয়েজিনেভোয় কাজ করেছে, তাদের প্রত্যেকের মনের পর্দায় যেটা সীলমোহরের মত ছাপ ফেলে আছে।'

মসৃণ কপালে কুঞ্চন জেগে উঠল কর্নেলের। 'কে লোকটা?'

দৃষ্টিতে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটল জেনারেল দ্রোজদভের। 'সত্যি চেনো না?'

'চিনলে এতদূর আসার প্রয়োজন হত না আমার।'

'ওয়েল, এঁর নাম মারভিন লংফেলো। আমরা ডাকতাম ফক্স বলে।'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ?'

'খু-উ-ব!' চোখ মটকালেন বৃদ্ধ। 'এক কালে চরম শত্রু ছিল আমাদের।'

'কে? পরিচয় কি?'

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হেড।'

ভেতরে ভেতরে আস্ত এক ডিগবাজি খেয়ে উঠল কর্নেল বুদানিন। ওরে বাবা! এই লোক মস্কো এসেছিল? পরিচয় না থাকলেও লংফেলোর বহু কীর্তির খবর জানা আছে তার। কিছু না বললে ভাল দেখায় না, তাই বিড়বিড় করে বলল, 'স্পাই!'

'না। মাস্টার অভ স্পাইজ, রানার অভ স্পাইজ,' সংশোধন করে দিলেন জেনারেল। 'দুটো এক জিনিস হলো না। এবং এ লাইনে সেরাদের একজন। কিন্তু কেন? এর ব্যাপারে তোমার আগ্রহের কারণ কি?'

'গতকাল মস্কো এসেছিল এ লোক।'

সবিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন দ্রোজদভ। 'গুড গড! কেন?'

'জানি না।'

নীরবে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করলেন জেনারেল। তার 'না' বিশ্বাস করার কথা ভুলেও ভাবলেন না। 'কিন্তু এসে থাকলেই বা তোমার আগ্রহের কি আছে, কর্নেল? তুমি তো এখন শেপিলভের কালো ইউনিফর্ম পরা গুণ্ডা বাহিনীর পরিচালক, তাই না?'

রাগ হজম করে বলল সে, 'আমি ইউনিয়ন অভ প্যাট্রিয়টিক ফোর্সের সিকিউরিটি চীফ, জেনারেল। গুণ্ডা বাহিনীর পরিচালক না।'

'ওই হলো!' লোকটাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন দ্রোজদভ, সে বেরিয়ে যেতেই দড়াম করে লাগিয়ে দিলেন দরজা।

পরদিন ইমিগ্রেশনে কর্মরত নিজের কয়েক ডজন ইনফর্ম্যান্টের কাছে মারভিন লংফেলোর এনলার্জড ছবি পৌঁছে দিল কর্নেল বুদানিন। কড়া নির্দেশ থাকল তাদের ওপর, এই লোক যদি আবার কখনও মস্কো পা রাখে, তৎক্ষণাৎ খবর দিতে হবে তাকে। যে নামেই হোক, চেহারা এক হলেই হলো—মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেয়া হবে সংবাদদাতাকে।

পরদিন দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক *ইজভেস্তিয়া* পত্রিকায় জেনারেল নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভের অস্বাভাবিক বড় এক ইন্টারভিউ ছাপা হলো। তাই দেখে পায়ের নিচের মাটি দুলে উঠল আনাতোলি শেপিলভের। চোখে অন্ধকার দেখল কর্নেল বুদানিন, আনাতোলি কপিতভসহ সবাই।

সাক্ষাৎকারটিকে 'স্কুপ' বলে দাবি করল *ইজভেস্তিয়া*, কারণ আঙ্কেল মোছুয়ার জীবনে এটাই প্রথম সাক্ষাৎকার। নিজের আসন্ন চুয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে তিনি স্বয়ং গিয়েছিলেন পত্রিকা অফিসে। তার সম্পাদক, সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য, শুভেচ্ছা ইত্যাদি বিনিময় করতে।

প্রথমে প্রশ্ন তোলা হয়, 'আঙ্কেল, আপনার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন?'

'ফার্স্ট ক্লাস! তোমরা আমার ছেলের বয়সী, নাতির বয়সী। কিন্তু তোমাদের এখনও পাঞ্জা লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে পারি আমি।'

'সত্যি?' হেসে ফেলল উপস্থিত গুণমুগ্ধ সাংবাদিকরা।

জেনারেলও হাসলেন। এক অল্প বয়সী মেয়ে ক্যামেরাম্যানকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি ভিডিও ক্যামেরা চালু করো, আর ছেলেদের ভেতর থেকে যার সাহস আছে, এসো। হয়ে যাক এক হাত।'

আরেক দফা হাসির রোল পড়ে গেল। মেয়ে ক্যামেরাম্যান সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল জেনারেলের দিকে। কোন ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষটি সোভিয়েত আর্মিতে স্থান পেয়েছিলেন, সে গল্প নিজের দাদার মুখে শোনা আছে তার। বাহান্ন বছর আগে ট্যাঙ্ক কমান্ডার হিসেবে বার্লিনের যুদ্ধে সিংহের বিক্রমে লড়াই করে

কতবড় এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন ইনি, তাও জানে।

'আসবে না তো? জানি, সাহস নেই তোমাদের জেনারেশনের। আমার প্রতিটি দাঁত আজও অটুট আছে, জানো? লিখতে-পড়তে চশমা প্রয়োজন হয় না আমার। এক দৌড়ে দশ মাইল ঘুরে আসতে পারি অনায়াসে।'

কেউ অবিশ্বাস করল না। ক্রমে দিক পরিবর্তন করে রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠে এল আলোচনায়। 'আঙ্কেল, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন বুঝছেন?'

'অতীতের যে-কোন সময়ের তুলনায় বহুগুণ খারাপ। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ। ভয়ঙ্কর।'

'আমাদের বিশ্বাস, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইউপিএফ চেয়ারম্যান শেপিলভকে ভোট দেবেন আপনি, তাই না?'

'শেপিলভকে ভোট? কক্ষনো না!' হুঙ্কার ছাড়লেন জেনারেল। 'মরে গেলেও না। একদল ফ্যানাটিক, ফ্যাসিস্টের নেতা ও। আমি বরং দেশের সর্বস্তরের জনগণকে অনুরোধ জানাব যেন শেপিলভকে ভুলেও ভোট না দেন কেউ। ও এমন এক অশুভ শক্তি, ওর মাথা এতই অশুভ পরিকল্পনায় ঠাসা, চিন্তা করলেও গায়ে কাঁটা দেয়। ওকে আমি এমনকি স্টেরিলাইজড ফরসেপ দিয়েও স্পর্শ করতে রাজি নই।'

দীর্ঘ সময় নীরব থাকল বিস্মিত, হতবাক সাংবাদিক-ক্যামেরাম্যানের দলটা। এমন এক জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে আঙ্কেল মোছুয়ার মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এ ধরনের মন্তব্য করবেন, তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

'বুঝলাম না, জেনারেল,' বলে উঠল সাংবাদিক। 'দেশে যে বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর, ভেবেছিলাম...'

'ইয়াং ম্যান, ভুলেও কখনও মনে ঠাঁই দিয়ো না যে শেপিলভের দেশপ্রেমের ভড়ং দেখে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়েছি আমি। ওসব তার মনের কথা নয়, বিলিভ মী। আসলে মনে যা আছে তার, যদি জানতে পারো, তোমার ঘুম হারাম হয়ে যাবে জীবনের তরে। দেশপ্রেম কাকে বলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলছি। পৌনে এক শতাব্দীর জীবনে অনেক দেশপ্রেমিক দেখেছি আমি। তোমরা জিনিস চিনতে ভুল করছ। দেশপ্রেম শব্দের অর্থই জানে না শেপিলভ।'

'আই সী!' রীতিমত বিভ্রান্ত দেখাল লোকটাকে। 'কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন তাঁর কর্মসূচি রাশিয়ার ভবিষ্যৎ...'

'রক্তের সাগরে ডুবিয়ে দেবে,' তার বক্তব্য শেষ করলেন জেনারেল। 'রক্তের বন্যায় রাশিয়াকে, দেশের মানুষকে ভাসিয়ে দেবে শেপিলভ। অতীতে প্রচুর রক্ত দিয়েছে এ দেশের মানুষ, বহুবার রক্তের নদী সাঁতরেছি আমরা। আমি চাই না তেমন কিছু আবার ঘটুক। শেপিলভ এক ফ্যাসিস্ট। সারাজীবন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমি। কুরস্ক, বাগরেশন, বার্লিন, সবখানে। আমারই প্রিয় দেশবাসীর রক্তে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে লড়াই করেছি। আর কত?

'জার্মান হোক, রুশ হোক, ফ্যাসিস্ট সব সময়ই ফ্যাসিস্ট। তার অন্য কোন পরিচয় নেই, থাকতে পারে না। ওরা সবাই...,' থেমে গেলেন জেনারেল।

আর্মিতে বহুল প্রচলিত দেহের বিভিন্ন অংশের চল্লিশটা অশ্লীল প্রতিনাম মুখস্থ তাঁর, ওরই একটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সামনেই এক মেয়ে আছে বলে চেপে গিয়ে শুধু বললেন, *'মেরজাভত্সি!'* ভিলেন।

'কিন্তু, জেনারেল,' প্রতিবাদের সুরে বলল সাংবাদিক। 'রাশিয়ায় যে জঞ্জাল জমে আছে, সেগুলো তো দূর করা প্রয়োজন।'

'অবশ্যই! তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমাদের মানসিকতার জঞ্জাল। এথনিক মাইনরিটি সম্পর্কিত চিন্তার জঞ্জাল। ইহুদী খারাপ, চেচেন খারাপ, আর্মেনিয়ানরা ভাল না, সবাই খারাপ, শুধু আমরা, খাঁটি রুশরা ভাল। এই মানসিকতা সবার আগে দূর করতে হবে আমাদের। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, রাশিয়ার উন্নতির সমান অংশীদার তারাও। তাদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মানোর জন্যে দায়ী মতলববাজ রাজনীতিকরা। সত্যি কথা বলতে কি, তাদেরই আগে সাফ করা উচিত দেশবাসীর। এরা গ্যাঙস্টারদের সাথে হাত মিলিয়ে সর্বনাশের দিকে *ঠেলে* দিচ্ছে রাশিয়াকে।'

'এই গ্যাঙস্টারদের বিরুদ্ধেই তো লেগেছেন শেপিলভ।'

'দেখো, ছোকরা, জোক কোরো না,' গোঁফের প্রান্তে তা দিলেন ভরোশিলভ। 'আনাতোলি ব্লাডি শেপিলভ ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে? ও নিজেই তো দেশের সেরা গ্যাঙ লীডার। ইউপিএফ দলীয় প্রচারণায় প্রতিদিন বন্যার স্রোতের মত যে টাকা ব্যয় হয়, তা কোত্থেকে আসে, অনুমান করতে পারো? দোলগোরুকি মাফিয়া জোগান দেয় সে টাকা। বিশ্বাস না হলে তাকেই জিজ্ঞেস করো, দলের আয়ের সূত্র কি, প্রকাশ করার জন্যে একযোগে দাবি জানাও তোমরা। আমি কি ভাবি, জানো? যে মানুষ একবার রাশিয়ার সামরিক উর্দি পরেছে, গর্বের সাথে ধারণ করেছে, তার কখনোই উচিত হবে না শেপিলভকে ভোট দিয়ে তার কালো ইউনিফর্ম পরা গুণ্ডা, খুনী বাহিনীর হাতে এ দেশের মান-সম্ভ্রম তুলে দেয়া।'

'তাহলে দেশবাসীর প্রতি আপনার আবেদন...'

সামনের টেবিল থেকে সেদিনেরই এক কপি *ইজভেস্তিয়া* তুলে নিলেন জেনারেল। 'শেষ পাতার বক্স আইটেমটা দেখেছ?'

'ফাদার গ্রেগর রুসাকভ?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা ফাদারের আহ্বানে সাড়া দেয়া উচিত এখন আমাদের। এত বছর ঈশ্বরকে নির্বাসনে রেখে ভুল করেছি আমরা। আজ তাঁকে পুনর্বাসন করা প্রয়োজন আমাদের। ঈশ্বরের সাথে শান্তিও ফিরবে তাহলে দেশে।'

সারা দেশে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তাঁর সাক্ষাৎকার। এর কারণ জেনারেলের মন্তব্য নয়, তিনি নিজে। দেশের সবচেয়ে নামকরা বীর, সর্বজন শ্রদ্ধেয় জেনারেল নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টকে আক্রমণ করে কড়া মন্তব্য দিয়েছেন, সেইটা। দু'দিনের মধ্যে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ।

সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র, *রেড স্টারের* উত্তরসুরি, *আওয়ার আর্মিতে* পুনঃমুদ্রিত হলো সে সাক্ষাৎকার। প্রায় বিশ মিলিয়ন অফিসার-সৈনিকের ঘরে

ঘরে, ব্যারাকে পৌঁছে গেল তা। সাক্ষাৎকারের নির্যাস টিভির জাতীয় সংবাদ এবং রেডিও প্রচার করল। অন্য সব পত্রিকা-মাধ্যম জেনারেলের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠল। কিন্তু আর মুখ খুলতে রাজি হলেন না তিনি।

ওদিকে, যেদিন *ইজভেস্তিয়া* প্রচার করল ওটা, সেদিনই রাতের ঘটনা। কিসেনলি বুলেভার্ডের অফিসে আনাতোলি শেপিলভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তার প্রোপাগান্ডা চীফ, আনাতোলি কপিতভ। প্রচণ্ড দুঃখে বুক ভেঙে যাচ্ছে তার। চোখে পানি। 'আমি বুঝতে পারছি না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। কিছুতেই বুঝতে পারছি না এ কেমন করে সম্ভব হলো। এই একজনের পুরো সমর্থন পাব আশা ছিল আমার। তা তো হলোই না...আশ্চর্য! আমি ভাবতেই পারি না।'

নিজের অফিসের জানালায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছে আনাতোলি শেপিলভ। কর্নেল বুদানিনও রয়েছে তার পাশে। সামনের কোর্ট ইয়ার্ডে বরফ পড়ছে অল্প অল্প। তাই দেখছে ইউপিএফ প্রধান। কথা নেই মুখে। মাথায় কি ভাবনা চলছে, বোঝার উপায় নেই চেহারা দেখে।

তার প্রতিক্রিয়ার কোন জবাব আসে কি না, শোনার জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করল কপিতভ। এল না। নীরবে চলে গেল সে চোখের পানি মুছে। নিজের অফিসে এসে একের পর এক ফোন করতে লাগল সে প্রতিটি মিডিয়ায়। ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগল।

কিন্তু বড় কঠিন, প্রায় অসম্ভব হয়ে দেখা দিল সে কাজ। জেনারেল ভরোশিলভের বিরুদ্ধে একটা কথা বললে ক্ষতি বরং আরও বাড়বে। কপিতভ যদি বলে, তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন, যা মুখে এসেছে বলেছেন, কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ সবাই ভালই জানে তিনি তা হতে পারেন না। এক কথায় পার পেতে চাইল কপিতভ, জেনারেল সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বিষয়টা। কিন্তু একটা প্রশ্ন, 'কোথেকে আসছে আপনাদের ফান্ড, প্রমাণ করুন,' ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠতে থাকল। প্রতিটি মিডিয়া ওই এক প্রশ্নের আঘাতে জর্জরিত করে তুলল প্রোপাগাণ্ডা চীফকে।

এই অপূরণীয় ক্ষতির মাত্রা কিছুটা হলেও কমানো যেত, যদি আগামী সপ্তাহে তার *'জাগ্রত'* প্রকাশ করা সম্ভব হত। তারপর তার রেশ ধরে *'মাতৃভূমিতেও'* বড় করে প্রতিবেদন ছাপা যেত। কিন্তু তা হওয়ার নয়। নতুন প্রেস সবে লোড হচ্ছে বাল্টিমোরে, ওগুলো পৌঁছার আগেই শেষ হয়ে যাবে নির্বাচন।

ওদিকে নিজ অফিসের নীরবতা ভাঙল শেপিলভ। 'জেনারেল দেখেছেন ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো,' আনমনে বলল সে।

'কোন সন্দেহ নেই,' নড়ে বসল ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী প্রধান।

'প্যাট্রিয়ার্কের সাথে গোপন মীটিং, প্রেস ধ্বংস, তারপর এই বুড়ো হামবাগের সাথে গোপন সাক্ষাৎ। এসব কি চলছে একের পর এক?'

বন্ধুর থমথমে গলা শুনে গায়ে কাঁটা দিল কর্নেলের। 'স্যাবোটাজ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। পশ্চিমাদের নোংরা নীল-নকশার...

শেপিলভের মড়ার মত ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য চেহারা দেখে ভড়কে গেল কর্নেল। চট্ করে থেমে পড়ল। খুব ভাল চেনে সে তার বন্ধুকে। জানে, উন্মাদ

হয়ে উঠলে একে ঠেকানোর ক্ষমতা খোদ শয়তানেরও নেই। বুক কেঁপে উঠল তার। মুখ খুলল শেপিলভ, শান্ত, অথচ গতরে কাঁপুনি ধরানো জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমার সবচে' কাছের মানুষ, আন্তনোভিচ, সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর দু'মাসের মধ্যে রাশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছ তুমি, বিনিময়ে আমার নিরাপত্তা, দলের বিরুদ্ধে যে-কোন ধরনের স্যাবোটাজ, নীল নকশা ইত্যাদি ঠেকানোর দায়িত্ব দিয়েছি আমি তোমাকে। তুমি…কারা করছে এসব?'

'বাংলাদেশী এক স্পাই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' কাঁপা গলায় বলল সে। 'মাসুদ রানা। আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রধান, মারভিন লংফেলো।'

'দু'জন মাত্র?'

'নিশ্চই তারা পিছন থেকে সহায়তা পাচ্ছে। সবচে' বেশি কাল হয়েছে ম্যানিফেস্টো ওদের হাতে পড়েছে বলে। ওটা তারা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'ওদের খুঁজে বের করো, আন্তনোভিচ। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি জানার চেষ্টা করো, ঠেকাও। শেষ করে ফেলো।'

'তাই হবে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

চেয়ার ছাড়ল আনাতোলি শেপিলভ। গলা আগের থেকে চড়ে গেল। 'এবার খুব মন দিয়ে শোনো আমার কথা। ১৫ জানুয়ারির আর মাত্র ছয় সপ্তা বাকি। একশো দশ মিলিয়ন রাশান সেদিন দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যে ভোট দেবে। আমি চাই তারা আমাকেই ভোট দিক।'

টেবিল থেকে একটা মোটা, গোল, আবলুশ কাঠের রুলার তুলে নিল শেপিলভ। কয়েক মাস আগে এই রুলার দিয়ে এক ব্ল্যাক গার্ড সিনিয়র অফিসারকে পিটিয়ে মেরেছে সে। এই অফিসে। কর্নেলের চোখের সামনে। ওটা দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে আঘাত করতে লাগল শেপিলভ।

'মোটামুটি সত্তর পারসেন্ট ভোট পড়বে, অর্থাৎ সাতাত্তর মিলিয়ন ভোট। আমি চল্লিশ মিলিয়ন ভোট চাই, আন্তনোভিচ। আমি ফার্স্ট রাউন্ডেই জিততে চাই, রান-অফে নয়, মনে রেখো। এক সপ্তা আগে ষাট মিলিয়ন ভোট পাব বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এই বুড়বাক জেনারেল দশ, আর বিশপ রুসাকভ দশ, মোট বিশ মিলিয়ন ভোট কমিয়ে দিয়েছে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে।'

'বিশ মিলিয়ন' কথাটা অসহ্য রাগে, চেঁচিয়ে বলল সে। তার হাতের রুলার বিদ্যুৎবেগে শূন্যে উঠে গেল দেখে সভয়ে আঁতকে উঠল কর্নেল বুদানিন। দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওটা ডেস্কের ওপর। বিরতি না দিয়ে উন্মাদের মত ডেস্ক পিটিয়ে চলল শেপিলভ, প্রতিবার আওয়াজের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কর্নেল। সামনে এসে বন্ধুকে থামাবার কথা চিন্তা পর্যন্ত করল না সে। বরং পালাবে কি না তাই ভাবতে লাগল।

আচমকা দিক্ বদল করল রুলার, অন্ধ আক্রোশে নিজের টেলিফোন সেটটাকে মনের সুখে ধোলাই করতে লেগে গেল শেপিলভ। ওটা চুরমার না হওয়া পর্যন্ত থামল না। দূরে জড় পদার্থের মত দাঁড়িয়ে থাকল বুদানিন। করিডরের ওপাশে অফিস স্টাফদের সাড়া নেই, জায়গায় ফ্রীজ হয়ে গেছে প্রত্যেকে।

'আজ কোথাকার কোন এক প্রিস্ট এসে জনগণকে ধর্মের পথে ডাকতে লেগেছে, জারতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্যে আন্দোলন করতে বলছে। আমি বলছি, এই মাটিতে আমি ছাড়া অন্য কোন জার নেই, আমিই একমাত্র জার। আমি রাশিয়ার ভবিষ্যৎ শাসক। ভোট গ্রহণ শেষ হোক, তারপর এইসব অবাধ্যদের দেখাব আমি জার কাকে বলে। এমন শিক্ষা দেব আমি ওদের, যা দেখে আইভান দ্যা টেরিবলকেও সবাই আমার তুলনায় দুগ্ধপোষ্য শিশু ভাবতে বাধ্য হবে।'

হাতের উত্থান-পতন তখনও সমানে চলছে শেপিলভের। একটু আগের প্রয়োজনীয় যন্ত্রটা ততক্ষণে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। অবাধ্য রাশিয়ান জনগণকে পরিণাম শেখাচ্ছে যেন সে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল শেপিলভ। রুলার পড়ে গেল হাত থেকে। চেয়ারে বসে হাঁপাতে থাকল সে। একটু পর শান্ত হলো, গলা নেমে গেল স্বাভাবিক স্কেলে। হাতের কাঁপুনি যদিও বন্ধ হয়নি। দু'হাত লম্বা করে ডেস্কের ওপর দশ আঙুল রাখল শেপিলভ, কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

'আজ রাতে ভ্লাদিমিরের জনসভায় ভাষণ দেব আমি। এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় জনসভা হতে যাচ্ছে এটা। আগামীকাল টিভি-রেডিওতে প্রচার হতে হবে তার ছবি এবং খবর। সে সব কপিতভের দায়িত্ব।'

ডান তর্জনী পিস্তলের মত খাড়া করে কর্নেলের বুকে তাক করল সে। 'তোমার দায়িত্ব, আন্তনোভিচ বুদানিন, একটা। মাত্র একটা। ওদের দু'জনকে ঠেকানো। আমার, পার্টির বিরুদ্ধে যে-কোন ধরনের স্যাবোটাজ ঠেকানো। এবং তাই করবে তুমি।'

ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল আনাতোলি শেপিলভ। বাঁ হাত তুলে কর্নেলকে অনেকটা 'দূর হয়ে যাও' ধরনের ইঙ্গিত করল।

একটা শব্দও উচ্চারণ না করে বেরিয়ে এল সে।

কমিউনিস্ট শাসনের সময় একটাই মাত্র ব্যাংক ছিল দেশে, *নারোদনি* অথবা পিপলস্ ব্যাংক। নব্বইয়ের পর, ক্যাপিটলিজমের ধাঁচের শাসন প্রবর্তন হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে শুরু করল ব্যাংক। দেখতে দেখতে আট হাজার ব্যাংক চালু হয়ে গেল রাশিয়ায়।

যার সিংহভাগ 'জন্মেছিলাম, কিন্তু পরিচর্যার অভাবে মরে গেছি' ধরনের ছিল। জমাকারীদের পথে বসিয়ে রাতারাতি উধাও হয়ে গেল। যেগুলো টিকে থাকল, জনগণের আস্থা হারাল তারা। ক্রমে এক সময় ওই জিনিস আবার অর্জন করল ব্যাংকগুলো, প্রচুর মূল্য আর অসীম ধৈর্যের বিনিময়ে।

রাশিয়ায় ব্যাংক ব্যবসা বড় বিপজ্জনক ব্যবসা। মাত্র সাত বছরে চারশোরও বেশি ব্যাংকারের মৃত্যু ঘটেছে চোরাগোপ্তা এবং প্রকাশ্য হামলায়। গ্যাঙস্টারদের 'লোন' দিতে রাজি না হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাদের। বর্তমানে এ দেশে ব্যাংকের সংখ্যা এসে ঠেকেছে শেষমেষ চারশোয়। এর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটা পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, এবং তাদের সাথে এদের ব্যবসায়িক

সম্পর্ক আছে। এদের মধ্যে দশটি সেরা, যাদের পশ্চিমারা ডাকে 'টপ টেন' বলে।

বিদেশের সাথে আশি ভাগ ব্যবসাই এই দশ ব্যাংক করে। তবে রাশিয়ার কোন গ্রহীতাকে এককভাবে লোন দেয় না এসব ব্যাংক–নিয়ম নেই। কনসোর্শিয়ামের মাধ্যমে, দুটো কি তিনটা মিলে দেয়।

মস্কোভস্কি ফেডারেল ব্যাংক হচ্ছে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংক। তারপর সলেনস্কি এবং তৃতীয়, মোস্ট ব্যাংক। এই তিন ব্যাংকের আছে আলাদা কনসোর্শিয়াম। এদের হাজার হাজার মিলিয়ন লোন নিয়ে কাজ করে দেশের সমস্ত বড় বড় এন্টারপ্রাইজ ইত্যাদি। মস্কোর দুটি জনপ্রিয় প্রাইভেট টিভি চ্যানেলও চলে এদের সহযোগিতায়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একমাত্র চ্যানেল ছাড়া সাকুল্যে এই দুটোই মাত্র সম্বল এ দেশের।

সেদিন সকালে মস্কোভস্কি ফেডারেল ব্যাংকের ফোর্ট নক্সের মত দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা।

এ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত ব্যাপক, এত কঠোর, তুলনায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও হাস্যকর মনে হয়। এ জন্যে বিশেষ করে সেরা তিন ব্যাংকের আছে কয়েকশো হাইলি ট্রেইনড্ বডিগার্ডির বাহিনী–প্রাইভেট প্রটেকশন স্কোয়াড। এই তিন ব্যাংক চেয়ারম্যানের কারও পরিবার এ দেশে থাকে না। থাকে লন্ডন, প্যারিস এবং ভিয়েনায়। এয়ারপোর্টে এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জেট প্লেন সদা প্রস্তুত থাকে।

মস্কোভস্কি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সাথে নির্ধারিত অ্যাপয়েনমেন্ট ছাড়া দেখা করতে যাওয়া আর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়া হিমালয়ের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এমন কখনও হয়েছে বলে রেকর্ড নেই। তবে মাসুদ রানার সাথে যা রয়েছে, তাও কখনও হয়েছে বলে রেকর্ড নেই।

ব্যাংকের আকাশছোঁয়া টাওয়ার ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিপুণ হাতে সার্চ করা হলো ওকে। ওর ব্রিফকেস চেকিং এবং স্ক্যানিং করা হলো। এরপর এক্সিকিউটিভ রিসেপশনিস্টের সাথে তিন ফ্লোর ওপরে যাওয়ার অনুমতি মিলল, চেয়ারম্যানের অফিস সুইটের তিন ফ্লোর নিচে।

সেখানে অল্পবয়সী এক রুশ যুবক চোস্ত ইংরেজিতে রানার রেকর্ড বহির্ভূত জিনিসটা নিল। ওকে বসতে অনুরোধ করে ওটা নিয়ে পুরু এক কাঠের দরজার ওপাশে চলে গেল যুবক। এদিকে দুই সশস্ত্র গার্ড পাহারায় থাকল রানার। নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট। ফিরে এল যুবক। 'আমার সাথে আসুন, স্যার।'

তিন ফ্লোর ওপরে উঠল ওরা আবার। একটা রুমে নতুন করে ওর সারা দেহ সার্চ করা হলো, স্ক্যান করা হলো। চোস্ত যুবকের ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দেখে মাথা দোলাল ও। 'আমি বুঝি। দিনকাল বড় কঠিন চলছে।'

অতঃপর চেয়ারম্যান লিওনিদ গ্রেগরিয়েভিচ বার্নস্টেইনের সুইটে পৌঁছে দেয়া হলো রানাকে। তার প্রকাণ্ড ডেস্ক ব্লটারে ওর বয়ে আনা চিঠিটা খোলা পড়ে আছে দেখা গেল। ডেস্কের ওপাশে বসা মানুষ খাটো, চওড়া। কোঁকড়া, ধূসর চুল মাথায়। চাউনিতে প্রশ্ন। সেভিল রো-র তৈরি চমৎকার ছাঁটের চারকোল গ্রে সুটে ভালই লাগছে তাঁকে দেখতে। বয়স ষাটের মত।

নীরবে আসন ছাড়লেন চেয়ারম্যান। হ্যান্ড শেক করে ইঙ্গিতে রানাকে বসতে অনুরোধ করলেন। সাথে আসা দুই বডিগার্ড তখনও রূম ত্যাগ করেনি। দরজার দুই পাশে দুই পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। নজর রানার ওপর স্থির। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি তীক্ষ্ণ চোখে খেয়াল করছে তারা।

সামনের চিঠিটা নির্দেশ করলেন ব্যাংকার। 'তারপর, লন্ডনে ব্যবসা কেমন চলছে আপনাদের, মিস্টার রানা? আপনি আজই এসেছেন?'

'কয়েকদিন আগে এসেছি।'

চিঠিটা দেখলেন আবার লিওনিদ বার্নস্টেইন। খুবই দামী ক্রীম রঙের লিনেন কাপড়ে টাইপ করা চিঠি। ওপরে আঁকা আছে পাঁচটা তীর। ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাংকার মেয়ার অ্যামশেল রথচাইল্ডের পাঁচ ছেলের সিম্বল। রথচাইল্ড অ্যান্ড সন্স ব্যাংকের বর্তমান মালিক এঁরা পাঁচ ভাই। পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরে এই ব্যাংকের শাখা আছে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবসার অগ্রদূত বলতে রথচাইল্ডকেই বোঝে সবাই।

রানার চিঠিটা লন্ডনের সেইন্ট সুইদিন'স লেনের রথচাইল্ড অ্যান্ড সন্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান, স্যার ইভিলিন রথচাইল্ডের সই করা। চিঠি যার ওপর লেখা, সেটা আসল, তবে সইটা জাল।

'স্যার ইভিলিন ভাল আছেন তো?'

'আমি যতদূর জানি ভাল আছেন,' রাশানে বলল রানা। 'তবে ওই চিঠির সইটা তাঁর নয়, ওটা জাল।' পিছনে একটা বিস্ময় ধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি যোগ করল ও, 'আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব যদি পিছনের ওদের গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করেন আপনি। আমি বডি আর্মার পরে আসিনি। তাছাড়া ওরাই কয়েক দফা সার্চ করে দেখেছে আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই। আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখলেন ব্যাংকার। 'তাহলে কেন এসেছেন?'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আপনাকে জানাতে।'

'কি?'

গত মাসের পনেরো তারিখের ঘটনা খুলে বলল ও।

'রাবিশ!' অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন বার্নস্টেইন। 'জীবনেও এমন বাজে গপ্পো শুনিনি আর কখনও। আমি শেপিলভ সম্পর্কে জানি। মানুষকে চেনা এবং জানা আমার ব্যবসা। আমি জানি সে সঠিক পথেই আছে। আপনি যদি মনে করেন মুসলিম আর ইহুদীদের তুচ্ছ জ্ঞান করা এ দেশে নতুন কিছু, ভুল হবে তা। এরা সবাই এ কাজ অতীতেও করেছে, আগামীতেও করবে।'

'তুচ্ছ জ্ঞান করা এক জিনিস, মিস্টার বার্নস্টেইন,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু আমার ব্রিফকেসে যা আছে, তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।'

কড়া চোখে তাকালেন ব্যাংকার। 'কজলভের সেই ম্যানিফেস্টো? ওটা সাথে নিয়ে এসেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'যদি শেপিলভ জানতে পারে এ খবর, কি ঘটবে অনুমান করতে পারেন

আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা?'

নির্বিকার চেহারায় মাথা দোলাল ও। 'পারি। দেখামাত্র খুন করবে আমাকে তার ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী। এবং আমাকে খুঁজে বেড়াবার কাজেই ব্যস্ত আছে তারা এ মুহূর্তে। আমি ভালই জানি।'

'আপনার নার্ভ আছে স্বীকার করতেই হবে।'

'আমি একটা কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এসেছি, মিস্টার বার্নস্টেইন। আর ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া আমার দ্বারা হয়নি কোনদিন। হবেও না।'

হাত বাড়ালেন চেয়ারম্যান। 'কই, দেখি!'

প্রথমে ভেরিফিকেশন রিপোর্টের ফাইলটা দিল মাসুদ রানা। জটিল যে কোন ডকুমেন্ট পড়ার ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ দেখা গেল ব্যাংকার। দশ মিনিটে পড়া শেষ হয়ে গেল তাঁর। 'তিনজন খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ। বুড়ো ক্লীনার, শেপিলভের সেক্রেটারি এবং এক ব্রিটিশ সাংবাদিক। এই লোক মরেছে স্রেফ শেপিলভের সন্দেহের কারণে।'

ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপলেন চেয়ারম্যান। 'লুদমিলা, কাটিং এজেন্সির সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করে গত মাসের পনেরো তারিখ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত চেক করো। দেখো, লোকাল পেপারগুলো বরিস নিকিতিন আর এক ব্রিটিশ সাংবাদিকের মৃত্যু সম্পর্কে কি লিখেছে।'

হেলান দিয়ে নিজের ডেস্ক টপের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বার্নস্টেইন। একটু পর ফ্ল্যাশ করল পর্দা। ঝুঁকে লেখাগুলো পড়লেন তিনি, সোজা হয়ে নাক দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজ করলেন। 'ঠিক আছে। আপনার কথাই ঠিক, তিনজনই মারা গেছে ওরা। এবার বোধহয় আপনার পালা, মিস্টার রানা।'

'আশা করছি ওরা আমার নাগাল পাবে না।'

'ওয়েল, আপনি যখন এতবড় ঝুঁকি নিতে পেরেছেন, আমিও কিছু সময় ব্যয় করতে পারি।'

হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক। নীরবে ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো তুলে দিল ও। পড়তে শুরু করলেন তিনি। প্রতি পৃষ্ঠা কয়েকবার করে পড়লেন ভালমত বোঝার জন্যে। ওর মাঝে, চোখ না তুলেই গার্ডদের বেরিয়ে যেতে বললেন তিনি। পুরো ফাইল পড়তে এবং শেপিলভের মনের কথা অনুধাবন করতে পুরো দুই ঘণ্টা লাগল চেয়ারম্যানের।

তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। চাউনি অন্তঃসারশূন্য। 'শেপিলভ এ কাজ করতে পারে না,' বললেন বিড় বিড় করে।

'ইহুদী আর মুসলিম নিধন? এ দেশে আগেও বহুবার তা ঘটেছে, স্যার।'

'আমরা এক মিলিয়ন আছি রাশিয়ায়, মিস্টার!'

'জানি। শেপিলভের কিলিং মেশিন অপারেশন শুরু করলে বড়জোর দশ হাজার দেশ ছেড়ে পালাতে পারবে। বাকিরা মরবে।'

আসন ছাড়লেন লিওনিদ বার্নস্টেইন। অস্থির পায়ে চেয়ারের পিছনের বিশাল পিকচার উইন্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানালার কাঁচ হালকা নীল রঙের।

পাঁচ ইঞ্চি পুরু। অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল ফিরিয়ে দিতে পারে ওই কাঁচ। মস্কোর বরফ ঢাকা বাড়িঘরের ছাত দেখতে থাকলেন অন্যমনস্ক ব্যাংকার।

'ও নিশ্চই সিরিয়াসলি মীন করেনি এসব।'

'আমাদের বিশ্বাস, করেছে,' আগের চাইতেও শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'আমাদের?'

'যাদের স্বাক্ষর প্রথম ফাইলে দেখেছেন, তাঁদের কথা বলছি। তাঁদের প্রত্যেকে বিশ্বাস করেছেন ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টোর বক্তব্য।'

'আপনি ইহুদী, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'না, স্যার।'

'বেঁচে গেছেন। শেপিলভ আগামী নির্বাচনে জয়ী হতে যাচ্ছে, তাই না? জরিপের ফল তাই বলে।'

'পরিস্থিতি ঘুরে যেতেও পারে। গতকালই জেনারেল ভরোশিলভ শেপিলভের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন, তাতে আশা করা যায় যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটবে। তারপর ওদিকে অর্থোডক্স চার্চও রয়েছে, তারাও লেগেছে শেপিলভের পিছনে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ঠেকানো সম্ভব হবে লোকটাকে।'

'চার্চ! ওরা আমাদের মিত্র নয়, মিস্টার রানা।'

'জানি। তবে ওদের ব্যাপারেও প্রায় একই প্ল্যান রয়েছে শেপিলভের, নিশ্চই পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি তাহলে মৈত্রী জোট গঠনের চেষ্টায় আছেন?' নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন ব্যাংকার।

'অনেকটা সেইরকমই, স্যার। চার্চ, আর্মি, ব্যাংক, এথনিক মাইনরিটিজ ছাড়াও সম্ভাব্য অন্য সমস্ত ছোটখাট সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। গতকালকের পত্রিকায় ফাদার রুসাকভের আহ্বান পড়েছেন, মিস্টার বার্নস্টেইন? যিনি জারতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ফুলিশনেস! আমার মতে আর কি! তবে এক নাজীর চাইতে জার বরং অনেক ভাল হবে। সে যাক, আপনি আমার কাছে কি সাহায্য চান?'

'আমি? কিচ্ছু না। চয়েস ইজ ইয়োরস, স্যার। আপনি এ দেশের সেরা তিন-ব্যাংক কনসোর্শিয়ামের চেয়ারম্যান, দুটো প্রাইভেট টিভি চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করে আপনার কনসোর্শিয়াম।'

'তা করে। কিন্তু আপনাকে কি সাহায্য করব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'আপনার ক্রুমম্যান এয়ারপোর্টে আছে না?'

'হ্যাঁ,' চোখ কুঁচকে উঠল তাঁর। 'কেন?'

'কিয়েভ পৌঁছতে তাহলে বড়জোর দু'ঘণ্টা লাগবে আপনার।'

'কিয়েভ! সেখানে কি?'

'একবার বাবি ইয়ার ঘুরে এলে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়তো আপনিই দিতে পারতেন।'

লম্বা সময় রানাকে পর্যবেক্ষণ করলেন ব্যাংকার। 'বাবি ইয়ারে কি আছে জানেন আপনি?'

'জানি, স্যার। ঐতিহাসিক এক গণসমাধি আছে। যেখানে ১৯৪১ থেকে '৪৩ সালের মধ্যে এক লক্ষ বেসামরিক লোককে হত্যা করে একই গর্তে পুঁতে রাখা হয়। ওদের নব্বই ভাগই ছিল ইহুদী।'

আনমনে মাথা দোলালেন ব্যাংকার। 'ইউক্রেনিয়ান ইহুদী।'

'আরও শুনেছি...,'

'বলুন, থামলেন কেন?'

'আজও কান পাতলে বাবি ইয়ারের আকাশে-বাতাসে নাকি শোনা যায় তাদের করুণ আহাজারি।'

'আপনি কখনও গেছেন ওখানে?'

মাথা দোলাল ও। 'আফসোস!'

'আমি গিয়েছি।'

ব্রিফকেস গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। কাজ সেরে উঠে পড়ল। 'এবার যেতে হয়, মিস্টার বার্নস্টেইন।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন চেয়ারম্যান। 'সী ইউ, ম্যান। একটু ভেবে দেখি কি করা যায়।'

'দ্যাট'স ভেরি কাইন্ড অভ ইউ, স্যার।'

বেরিয়ে এল রানা রুম ছেড়ে। দরজা বন্ধ হওয়ার আগমুহূর্তে লোকটিকে বলতে শুনল, 'গুড ডে টু ইউ, মিস্টার রানা।'

পাঁচ

কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লন্ডন। কলেজ অভ আর্মসের হেড অফিসে ডক্টর প্রবিনের অফিস রুম যেন হরিদাসের গোয়ালঘর। ভীষণরকম এলোমেলো। চার দেয়ালে ফাঁক নেই কোন, প্রতি এক ফুট পর পর চওড়া হরাইজন্টাল র‍্যাক বসানো, তাতে রাজ্যের কাগজপত্র, সব গোল করে পাকানো। দেখলে মনে হবে ওর মধ্যে থেকে বিশেষ কোন দলিল খুঁজে বের করা একেবারেই অসম্ভব। বাস্তবে কিন্তু উল্টো। প্রয়োজনীয় দলিল মুহূর্তে বের করে ফেলতে পারেন প্রবিন। কি ভাবে তা তিনিই জানেন।

মারভিন লংফেলো যখন পৌঁছলেন, মেঝেতে বিশাল এক চার্ট; হাউজ অভ গ্রিমাল্ডি, বিছিয়ে তার ওপর প্রায় শুয়ে ছিলেন ডক্টর। কিছু খুঁজছিলেন চার্টে। বন্ধুকে দেখে হাসির ভঙ্গি করে উঠলেন তিনি, ছাড়া পেয়ে দীর্ঘদিন গোল থেকে অভ্যস্ত চার্টটা আপনাআপনি গুটিয়ে নিল নিজেকে। চার হাত দীর্ঘ এক কাগুজে লাঠিতে পরিণত হলো।

'কেমন চলছে তোমার, ডক্টর?'

'রোমানভের সাকসেসরের সন্ধান? ভাল না। জানতাম এই হবে শেষ পর্যন্ত। একজন ছিল, যাকে দিয়ে কাজ চালানো যেত। কিন্তু সে আগ্রহী নয়। আরেকজন,

কড়া দাবিদার ছিল, দুটো কারণে তাকে বাতিল করে দিয়েছি আমি। শেষজন আমেরিকান। কোনমতেই বিবেচনার যোগ্য নয় সে।'

'করুণ অবস্থা,' আনমনে বললেন লংফেলো।

'ঠিক।'

'একটু খুলে বলো।'

'ভুয়া দাবিদারদের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা যাক তাহলে। আনা অ্যান্ডারসনের নাম শুনেছ? মহিলা সারাজীবন নিজেকে গ্র্যান্ড ডাচেস আনাস্তাসিয়া বলে দাবি করেছে। একাতেরিনবার্গে যেদিন নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, সেদিন সে-ও নাকি তাদের সাথে ছিল রাজ পরিবারের সদস্য হিসেবে। নিজেকে কোনরকমে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে সে। সব বাজে কথা। মহিলার মৃত্যুর পর তার ডিএনএ টেস্ট করে প্রমাণ পাওয়া গেছে ভুয়া দাবিদার ছিল সে।

'কয়েক বছর আগে আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে মাদ্রিদে, নিজেকে সে পরিচয় দিত গ্র্যান্ড ডিউক আলেক্সেই নামে। পরে জানা গেছে লুক্সেমবার্গের নেটিভ ছিল লোকটা, নিতান্তই সাধারণ। বাকি থাকল তিনজন, যাদের কথা মাঝেমধ্যে পত্রিকায় ছাপা হত। এদের একজন নিজের পরিচয় দেয় প্রিন্স গিওর্গি বলে। শুনেছ এর কথা?'

'নাহ্!'

সমঝদারের মত মাথা দোলালেন প্রবিন। 'তোমার না শোনারই কথা। নিজেকে দাবি করত সে গ্র্যান্ড ডাচেস মারিয়ার ছেলে এবং মৃত গ্র্যান্ড ডিউক ভ্লাদিমিরের নাতি বলে। এর একটা চান্স ছিল।'

'ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল। সত্যি সত্যি এক রুশ সম্রাটের গ্রেট গ্র্যান্ডসন ভ্লাদিমির। কিন্তু তার জন্মের সময় তার মা অর্থোডক্স চার্চের সদস্য ছিল না বলে গিওর্গিকে দিয়ে তোমার কাজ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ ও দেশের আইন অনুযায়ী রুশ মনার্কির প্রত্যেকের অর্থোডক্স চার্চের সদস্য হওয়া জরুরী।

'সে যা হোক, গিওর্গির মা, গ্র্যান্ড ডাচেস মারিয়াও আইন অনুযায়ী ভ্লাদিমিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, যতই সে দাবি করুক।'

'পারে না কেন?'

'পলিন ল। সম্রাট পল-ওয়ান আইন করে রেখে যান যে ছেলেই হবে পিতার অফিশিয়াল উত্তরাধিকারী, মেয়েরা নয়। অতএব মারিয়া সত্যিকার প্রিন্সেস হলেও মেয়ে এবং ছেলে জন্ম দেয়ার সময় চার্চের সদস্য ছিল না, এই দুই কারণে তার ছেলে গ্রহণযোগ্য নয়। পলিন আইনে মেয়েদের ছেলেরা ক্ষমতাসীন হতে পারবে না বলেও উল্লেখ ছিল।'

'নাই নাইর মধ্যে এই গিওর্গির ব্যাপারে যেটুকু ভরসা ছিল, তাও আর রইল না?'

'হ্যাঁ। কারণ সে মৃত।'

'এক আমেরিকানের কথা বলছিলে না তখন?'

'হ্যাঁ, তবে তার গল্প ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

'কি রকম?'

'কমিউনিস্ট বিদ্রোহের আগে সম্রাট নিকোলাসের এক চাচা ছিলেন, গ্র্যান্ড ডিউক পল। নিকোলাসের বাবার আপন ছোট ভাই ছিলেন তিনি। বলশেভিকদের হাতে তাঁরও মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর এক ছেলে ছিল, গ্র্যান্ড ডিউক দিমিত্রি। সৌভাগ্যবশত সে-সময় দেশে ছিলেন না তিনি। রাসপুটিনের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে বলশেভিক বিদ্রোহের আগেই সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়েছিল তাঁকে, দূরে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। বিদ্রোহের খবর পেয়ে ওখান থেকে পালিয়ে সাংহাই যান তিনি প্রথমে, তারপর আমেরিকা। সে দেশেই মারা যান দিমিত্রি।'

'শুনিনি কখনও,' বিড় বিড় করে বললেন লংফেলো। 'তারপর? বলে যাও, ভালই লাগছে শুনতে।'

'আমেরিকায় বিয়ে করেন দিমিত্রি। এক ছেলে তাঁর, নাম পল। ইউএস আর্মির মেজর ছিল। সে-ও বিয়ে করেছে এবং বর্তমানে দুই ছেলের বাবা।'

'মনে হচ্ছে সরল সোজা মেল লাইন। তার মানে তুমি বলতে চাইছ রাশিয়ার ভবিষ্যৎ জার একজন আমেরিকান?'

মৃদু হাসি দিলেন ডক্টর প্রবিন। 'না হে!'

'কেন? না কেন? ব্লাড লাইন, মেল লাইন সবই তো ক্লীন। তাহলে অসুবিধে কোথায়?'

'ফিমেল লাইনে। দিমিত্রি বিয়ে করেন সাধারণ এক মার্কিন মেয়েকে, পলও তাই করেছে। রুশ ইম্পেরিয়াল হাউস রুলের ১৮৮ ধারা মোতাবেক কোন সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না তারা। করতে হবে সমমর্যাদার কাউকে, কোন ডাচেসকে। পরে অবশ্য এ আইন কিছুটা শিথিল করা হয়, তবে তা গ্র্যান্ড ডিউকদের জন্যে প্রযোজ্য করা হয়নি। অতএব দিমিত্রির বিয়ে হয়ে গেছে মর্গান্যাটিক–অসম মর্যাদার নারী-পুরুষের বিয়ে। তাঁর ছেলে পলও তাই করেছে।'

'তাহলে এরা সবাই বাতিল?' হতাশা প্রকাশ পেল লংফেলোর কণ্ঠে।

'মামলা সেরকমই। অবশ্য পল নিজেও যে এ বিষয়ে আগ্রহী নয়, তা তার নীরবতা থেকে বোঝা যায়। কখনও সে নিজেকে রুশ রাজ পরিবারের কেউ বলে দাবি করেনি। সে না, দিমিত্রিও না। ফ্লোরিডায় আছে পল যতদূর জানি।'

'লোম বাছতে কম্বল উজাড় করে ফেললে দেখছি তুমি!'

হাসলেন ডক্টর। 'একটা লোম এখনও আছে।'

'কে সে?'

'সর্বশেষ উত্তরসুরি, যার ব্লাড লাইন একদম সোজা, দাবি সবচে' বেশি জোরাল। নাম যুবরাজ সেমিয়ন রোমানভ।'

'জারের সাথে সরাসরি রক্তের সম্পর্ক এর?'

'হ্যাঁ। তবে বহু পুরনো রক্ত।'

'তার মানে?'

'তার মানে এর পরিচয়ের সূত্র বের করতে তোমাকে নিকোলাসের তিন পুরুষ আগের খোঁজ জানতে হবে। নিকোলাস টু ছিলেন তাঁর বাবা, আলেকজান্ডার থ্রী-র

উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা, আলেকজান্ডার টু-র উত্তরাধিকারী, যাঁর বাবা ছিলেন নিকোলাস ওয়ান। এই নিকোলাস ওয়ানের ছেলে ছিল একজন, গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাস, যিনি জার হতে পারেননি কখনও। এঁর ছেলে পিটার, পিটারের ছেলে কিরিল, এবং কিরিলের ছেলে সেমিয়ন হচ্ছে তোমার একমাত্র ভরসা। প্রথমে তিন ধাপ উঠতে হবে তোমাকে, তারপর পাশের সিঁড়ি বেয়ে চার ধাপ নামতে হবে।'

'অনেক লম্বা ইলাস্টিক,' বললেন লংফেলো।

জবাবে ফ্লোরে কাগজে লাঠিটা নির্দেশ করলেন ডক্টর। 'ওদের পারিবারিক গাছের ডাল-পালাও প্রচুর। তবে এখনই বেশি আশা করে বোসো না যেন, সব কথা শেষ হয়নি আমার। সেমিয়ন ডিরেক্ট ব্লাড লাইনের ঠিকই, তবে তার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে।'

'কি কি?'

'প্রথমত সেমিয়নের বয়স সত্তরের ওপরে। যদি তাকে ক্ষমতায় বসানোও হয়, বেশিদিন বাঁচবে না সে। তার কোন ছেলে নেই, কাজেই তার সাথেই শেষ হয়ে যাবে নব প্রতিষ্ঠিত রুশ রাজতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, সে বহুবার বলেছে ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এমনকি তাকে সিংহাসন অফার করা হলেও সে প্রত্যাখ্যান করবে তা।'

'ধ্যাত্তেরি!'

'রাখো, শেষ করতে দাও। কম করেও দুটো মারাত্মক দোষ আছে সেমিয়নের। একটা হচ্ছে কম বয়সী মেয়েদের, বিশেষ করে সার্ভেন্ট নিয়ে ফুর্তি করা। এই বদদোষের জন্যে তিন-তিনটে বিয়ে ভেঙে গেছে তার। আরেক দোষ হচ্ছে ব্যাকগ্যামন খেলায় চীট করা। যদিও এ অভিযোগ সেমিয়নের আড়ালে-আবডালে আলোচিত হয়।'

'গুড গড!' আক্ষরিক অর্থেই এক ধাক্কা খেলেন বিএসএস প্রধান। চেহারা দেখে বোঝা গেল ব্যথিত হয়েছেন। মেয়ে সংক্রান্ত বিষয়টা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই বলে চীট করা... 'কোথায় থাকে সে?'

'নরম্যান্ডি। ওখানকার বড় এক আপেল ফার্মের মালিক। একে যদি বসানো হয় গদিতে, যারা জানত না, তারাও জেনে যাবে তার এইসব কুকীর্তির কথা। তখন আর আড়ালে নয়, প্রকাশ্যেই উচ্চারিত হবে সেমিয়নের চীটিঙের কথা।'

'তাহলে? আর কেউই নেই যে এ কাজের উপযুক্ত?'

'আছে।'

'কে! কোথায় সে?'

'মাই ডিয়ার চ্যাপ, রাশিয়ার জনগণ যদি চায়, যে কোন একজনকে ধরে গদিতে বসিয়ে দিলেই সে রাজা হয়ে যাবে। সে যে-ই হোক, নিতান্ত সাধারণ মানুষ হলেও কোন অসুবিধে নেই।'

একটু ভাবলেন লংফেলো। 'সে যদি বিদেশী হয়, তাও চলবে? কোন বাধা নেই?'

'নেই। চলবে। আমাদের দেশের কথাই ধরো না। আমরাও তো তিন-

তিনবার এই কাজ করেছি। এলিজাবেথ ওয়ান যখন অবিবাহিতা অবস্থায় মারা গেলেন, সিংহাসনে বসার মত কেউ ছিল না রাজ পরিবারে। তখন স্কটল্যান্ডের জেমস ফোরকে ইংল্যান্ডের জেমস ওয়ান হয়ে সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি তা গ্রহণও করেন। তিন রাজার পর জেমস টুকে গদিচ্যুত করে ডাচম্যান উইলিয়াম অফ অরেঞ্জকে ডেকে বসানো হয় ইংল্যান্ডের সিংহাসনে। সবশেষে, রানী অ্যানি যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন, জর্জ অভ হ্যানোভারকে নিয়ে এসে জর্জ ওয়ান করে গদিতে বসাই আমরা। তিনি তো ইংরেজি বলতেই পারতেন না।'

'আর কোন দেশে আছে এই দৃষ্টান্ত?'

'অবশ্যই! গ্রীকরাও দু'বার করেছে একই কাজ। ১৮৩৩ সালে তুরস্কের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর অটো অভ ব্যাভারিয়াকে গ্রীসের রাজার পদে বসার আমন্ত্রণ জানায় তারা। মানুষটা তেমন যুৎসই ছিল না বলে '৬২ সালে তাকে সরিয়ে উইলিয়াম অভ ডেনমার্ককে গদিতে বসানো হয়। ১৯২৪ সালে রাজতন্ত্র বাতিল করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করে গ্রীস, আবার '৩৫ সালে রাজতন্ত্রে ফিরে যায়। ১৯৭৩ পর্যন্ত ওই ব্যবস্থাই কায়েম ছিল সে দেশে।

'এরপর ধরো সুইডেনের কথা। কয়েকশো বছর আগের কথা অবশ্য। সিংহাসনে বসার কেউ ছিল না বলে জেনারেল বের্নাদতকে তাদের রাজা হওয়ার আবেদন জানায় ওরা। বের্নাদতের উত্তরসুরিরা আজও আছে ও দেশে।

'সবশেষে আসে নরওয়ের প্রসঙ্গ। ১৯০৫ সালে ওরা ডেনমার্কের প্রিন্স চার্লসকে বসিয়েছিল নিজেদের রাজার আসনে। তাঁর উত্তরসুরিরা আজও আছে সে দেশে। যদি তোমার সিংহাসন শূন্য থাকে, এবং তাতে যদি কাউকে বসাতে চাও, সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে স্থানীয়দের বাদ দিয়ে একজন বাছাই করা বহিরাগতকে বসানোই ভাল হবে।'

চুপ করে থাকলেন মারভিন লংফেলো, ডুবে গেছেন ভাবনায়।

'একটা প্রশ্ন করি?' বললেন কিংস অভ আর্মস, ডক্টর প্রবিন।

'করো।'

'সত্যিই যদি রাশিয়ায় নতুন করে রাজতন্ত্র চালু করতে চাওয়া হয়, আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

'ওরা ঐতিহ্যগতভাবে রাজতন্ত্রের বিরোধী ঠিকই, তবে সে জন্যে অতীতে ছ্যাঁকাও কম হজম করতে হয়নি ওয়াশিংটনকে। ১৯১৮ সালে জার্মান কাইজারকে মূলত আমেরিকাই নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, ফলে ওয়েইমার রিপাবলিকে যে সাংবিধানিক শূন্যতা দেখা দেয়, তার ফাঁক গলে ক্ষমতা দখল করে বসে হিটলার। তার ফল কি হয়েছিল? এই ভয়ে '৪৫ সালে জাপানকে হারিয়েও তার রাজার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি ওয়াশিংটন। তার সুফল তারাই সবচে' বেশি লাভ করেছে।

'গত বাহান্ন বছর ধরে এশিয়ায় একমাত্র জাপানই স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে নিজেকে। অ্যান্টি কমিউনিস্ট এবং আমেরিকার সবচে' বড় বন্ধু হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে জাপান। আমার মনে হয় রাশিয়ার

বিষয়টায় এ সব মনে রেখে ওরা কোন আপত্তি করবে না।'

'আর রাশিয়ার জনগণ, তারা রাজি হবে?'

'হবে, খুব সম্ভব।'

'তাহলে? কাকে ক্ষমতায় বসানোর কথা ভাবছ?'

'ভাবতে আর পারছি কই? তুমি যাদের কথা বললে, তাদের কাউকেই তো উপযুক্ত মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, এসো। একবার আলোচনা করে দেখা যাক, জার হতে হলে একজনকে কি কি গুণের অধিকারী হতে হবে, কেমন?'

'আমার কোন আপত্তি নেই। কি ধরনের বয়সের প্রার্থী হতে হবে?'

'চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। টীনএজার কাউবয় বা প্লেবয় না, আবার সেমিয়নের মত হাবড়াও না।'

'আর?'

'কোন ইউরোপীয়ান রাজবংশের লোক। অর্থোডক্স চার্চের সদস্য, অবশ্যই।'

এক এক করে নিজের চাহিদা বলে যেতে থাকলেন মারভিন লংফেলো। কিংস অভ আর্মস তা টুকে নিলেন নিজের নোটবইয়ে।

ক্রেমলিনের পাঁচ মাইল উত্তরে, শহরতলি কাশেনকিন লাগ-এর বিস্তৃত জায়গাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মস্কোর টেলিভিশন কমপ্লেক্স। এখান থেকেই সারাদেশে সম্প্রচার হয় টিভি অনুষ্ঠান। বুলেভার্ড আকাদেমিকা কোরোলেভার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল দুই কমপ্লেক্স। টিভি সেন্টার (ডমেস্টিক) ও ইন্টারন্যাশনাল টিভি সেন্টার। এর তিনশো গজ দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওস্তানকিনো টিভি টাওয়ার- রাজধানীর সর্বোচ্চ পয়েন্ট। ক্রমশ সরু হতে হতে চুড়োয় সূঁচের রূপ নিয়েছে ওটা।

সরকার নিয়ন্ত্রিত টিভি অনুষ্ঠান এখান থেকে প্রচার হয়। তার সাথে দুটো প্রাইভেট চ্যানেলও প্রচার করে নিজেদের অনুষ্ঠান। মূলত প্রাইভেট বিজ্ঞাপনের ওপরই নির্ভরশীল এদের কর্মকাণ্ড। এবং এদের ব্যবসা ব্যাপক।

ইউপিএফ-এর শোফার চালিত মার্সিডিজে চড়ে টিভি কমপ্লেক্সে পৌঁছল পার্টির প্রোপাগান্ডা চীফ, আনাতোলি কপিতভ। তার ব্রিফকেসে একটা ক্যাসেট আছে, যাতে ধারণ করা আছে গতকাল ভ্লাদিমিরে বিশাল এক জনসভায় শেপিলভের দেয়া ভাষণের ভিডিও করা ছবি। তার ফিলম্ মেকিং জিনিয়াস, আইভান মেলেখের কারিগরিও আছে তার সাথে।

সত্যিই প্রশংসা করার মত কাজ মেলেখের। সম্পাদনার মাধ্যমে আগের কিছু ছবির কাট পীস্ জুড়ে যা তৈরি করেছে সে, তা এক কথায় চমৎকার। হর্ষোৎফুল্ল জনতার সমাবেশে ঈশ্বর এবং জারকে পুনর্বাসনের আবেদনকারী বিশপ, ফাদার রুসাকভের আহ্বানকে তীব্র ভাষায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে আনাতোলি শেপিলভ। তার ভাষণের ছবি আংশিক সত্যি বটে, কিন্তু ফাদারকে প্রত্যাখ্যানের পরপরই সমর্থকদের যে উল্লাস প্রকাশের দৃশ্য তা কাট্ পীস। সাধারণ দর্শকের যা ধরার কোন উপায়ই নেই।

'গতকালকের মানুষ দেশবাসীকে গতকালকের বাসী স্বপ্ন দেখাতে এসেছেন,'

বলেছে শেপিলভ। 'কিন্তু, বন্ধুরা, তা হতে পারে না। কারণ আমরা বাসী নয়, আগামীকালের তাজা স্বপ্ন দেখতে চাই। আমরা আগামীর এবং আগামী আমাদের।'

বড়জোর পাঁচ হাজার মানুষের সমাবেশ হয়েছে কালকের জনসভায়, অথচ মেলেখের কারিগরির ফলে তা-ই দাঁড়িয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজারে। দেশ জুড়ে সম্প্রচার হবে এ ছবি। কাজেই সমাবেশের লোকসংখ্যা পর্যাপ্ত না হলে চলবে কেন? ঝাড়া এক ঘণ্টার বিজ্ঞাপন, প্রচার করতে ব্যয় হবে কয়েক বিলিয়ন রুবল। সে জন্যে পরোয়া নেই শেপিলভের, কম করেও পঞ্চাশ মিলিয়ন রুশবাসীকে দেখাতে হবে ছবি অতএব যে দেবতা যে নৈবদ্য পেলে খুশি হবে তাকে তা দিতেই হবে।

সরাসরি প্রোগ্রাম চীফের অফিসে নিয়ে আসা হলো কপিতভকে। অনেকদিনের আসা-যাওয়ায় দু'জনের সম্পর্ক বন্ধুত্বে এসে ঠেকেছে। লোকটা যে শেপিলভের কড়া সমর্থক, তা জানে কপিতভ। ক্যাসেটটা ধপ্ করে প্রোগ্রাম চীফ, আন্তন গুরভের টেবিলে রাখল সে।

'এবারেরটা আরও চমৎকার হয়েছে,' হাসিমুখে বলল কপিতভ। 'আমি ছিলাম কালকের র‍্যালিতে।'

কলম নাড়াচাড়া করতে লাগল গুরভ। অন্য দিনের মত হাসল না সে আজ। কিছু বললও না।

'তোমার জন্যে দারুণ এক খবরও এনেছি,' খেয়াল না করে বলে চলল কপিতভ। 'মেজর কন্ট্রাক্ট, বুঝলে? ক্যাশ পেমেন্ট। প্রেসিডেন্ট শেপিলভ আজ থেকে ইলেকশন পর্যন্ত প্রতিদিন টেলিভিশনের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। কি এলাহি কারবার, ভেবে দেখেছ, আন্তন? তোমাদের জন্যে এটা হবে বিগেস্ট সিঙ্গল কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্ট, এর ক্রেডিট সিংহভাগই তোমার।'

'শুনে খুশি হলাম, আনাতোলি,' মিনমিনে কণ্ঠে বলল প্রোগ্রাম হেড। 'কিন্তু এদিকে খানিকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'ওহ্, ফের সেই টেকনিক্যাল ত্রুটি? এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে কিছু করছ না কেন তোমরা?'

'টেকনিক্যাল নয়। দেখো, তুমি তো জানো আমি আনাতোলি শেপিলভ আর তার পার্টির সমর্থক।'

একজন সিনিয়র টিভি কর্মকর্তা হিসেবে আন্তন গুরভ খুব ভালই জানে, তার মাধ্যম দেশজুড়ে কী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। এবং এখন সে যা বলতে যাচ্ছে কপিতভকে, তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা-ও সে ভালই বোঝে। মন চায় না, তবু অপ্রিয় কাজটা তাকে করতেই হবে। মনে মনে ম্যানেজারের পিণ্ডি চটকাল সে।

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু সে কথা কেন?' বিহ্বল দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে তাকিয়ে থাকল কপিতভ। তার মন বলছে কোথাও একটা গোলমাল ঘটে গেছে।

'না, মানে কথা হচ্ছে...'

'কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো,' বিরক্ত হলো সে। ভয়ও পেল। 'বলো সমস্যাটা

কি? কি হয়েছে?'

'আসলে ব্যাপারটা হাই লেভেলের, আনাতোলি। বোর্ড লেভেলের। পলিসি শিফট আর কি, বুঝলে?'

নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এত কিসের ভণিতা, বুঝতে পারছে না। 'কিসের পলিসি শিফট?'

'তুমি নিশ্চই বুঝবে এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই। আমি কোম্পানির কর্মচারী মাত্র। তাই...'

'দেখো, গুরভ। যা বলার সোজাসুজি বলো।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। বোর্ড লেভেলের গতকালকের মীটিঙে আমাদের পলিসি শিফট হয়েছে।'

'কিসের পলিসি শিফট, আন্তন? আমি কিন্তু তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আরেকবার ওপরওয়ালার পিণ্ডি চটকাল আন্তন গুরভ। কেন যে লোকটা তাকে এই ঝামেলায় ফেলল!

'তুমি নিশ্চই জানো, আনাতোলি, অন্য সব বড় এন্টারপ্রাইজের মত আমাদেরও ব্যাংক লোনের সাহায্য নিতে হয় নিয়মিত।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'ওদের সাহায্য না পেলে আমরা চলতে পারি না।'

'তাও জানি। তো? সমস্যা কি?'

'ব্যাংকই আসলে চালায় আমাদের। ওদের কথায় উঠি-বসি আমরা। উপায় নেই, মানতেই হয় ওদের কমান্ড।'

'সে তো ঠিকই।'

'এখন সমস্যা হয়েছে, ওরা আমাদের লোন দেয়া বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে হয়তো।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল কপিতভ, এই ব্যাপার তাহলে? 'সরি, বন্ধু! তোমার সমস্যার কথা জেনে খারাপ লাগছে।'

'না, মানে, সমস্যাটা আমার নয়।'

'ওই আর কি! তোমার কোম্পানির সমস্যা মানেই তো তোমারও সমস্যা। আমি তাই বোঝাতে চেয়েছি।'

'ঠিক তাও না, আনাতোলি। কোম্পানি ইচ্ছে করলে এ গেরো থেকে রেহাই পেতে পারে, যদি...'

'থামলে কেন? যদি কি?'

'দেখো, আমি আগেই বলেছি, এর সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না যেন।'

এইবার সত্যিই ধৈর্য হারাল আনাতোলি কপিতভ। 'কি শুরু করলে তুমি, গুরভ? যা বলার সরাসরি বলছ না কেন?'

'হ্যাঁ, বলছি। আমার কোম্পানি শেপিলভের আর কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করতে রাজি নয়।'

ধাক্কাটা এত জোরে লাগল যে বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়েই উঠল সে। 'কি! কি বললে?'

'সরি, বন্ধু। ঠিকই শুনেছ তুমি।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়নি তো, গুরভ?' রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল কপিতভের। 'কি যা-তা বলছ?'

'বলেছি তো, আমাকে ভুল বুঝো না।'

'গুলি মারো তোমার ভুল বোঝাবুঝির! আমরা পয়সা দিয়ে সময় কিনে তবে অনুষ্ঠান প্রচার করি, মনে রেখো! এটা একটা কমার্শিয়াল টিভি স্টেশন, আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারো না তোমরা।'

মুখ নিচু করে বসে থাকল প্রোগ্রাম চীফ। নিচু তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমাদের আইন বলে পারি।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ, পারি।'

'এটার বেলায় অন্তত পারো না। এটার জন্যে আগেই পে করেছি আমি।'

'তোমার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে কোম্পানি।'

'ঠিক আছে,' ক্যাসেটটা ছোঁ মেরে তুলে নিল কপিতভ। 'অন্য কোম্পানিতে যাচ্ছি আমি।'

চোখ তুলল আন্তন গুরভ। দেখল কপিতভকে।

'তোমাদেরটাই একমাত্র কমার্শিয়াল কোম্পানি না। আমি যাচ্ছি অন্যটায়। দেখি, কে ঠেকায়...'

'আনাতোলি, ওরাও একই কনসোর্শিয়ামে দায়বৃদ্ধ।'

'তো?' চোখ গরম করে তাকাল প্রোপাগান্ডা চীফ।

'আমাকে যা করতে হয়েছে, ওরাও তাই করবে।'

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল কপিতভ। তারপর বসে পড়ল কাঁপতে কাঁপতে। 'এ-এসব কি হচ্ছে?'

'কি যে হচ্ছে তা আমি নিজেও জানি না, আনাতোলি। কেন এত লাভজনক এক প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, মাথায় খেলছে না আমার। গতকাল ব্যাংক আমাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছে, নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত শেপিলভের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ রাখতে হবে, নয়তো সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে।'

হাবার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কপিতভ। 'আমাদের পিছনে কম সময় ব্যয় হত না তোমাদের। এখন এই বাড়তি সময় কি প্রচার করবে তোমরা? কোসাক নৃত্য?'

'না। সেটা আরও অস্বাভাবিক ব্যাপার।'

'মানে?'

'তোমাদের জন্যে নির্ধারিত সময়টা বরাদ্দ করা হয়েছে এক প্রীস্টের জনসভার ছবি প্রচারের জন্যে।'

কপাল কুঁচকে উঠল কপিতভের। 'কোন প্রীস্ট?'

'ওই যে সেই লোক, ফাদার রুসাকভ না কি যেন নাম! যে ঈশ্বরকে পুনর্বাসনের আহ্বান জানিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে।'

'ঈশ্বর এবং জার,' বিড় বিড় করে বলল সে।

'হ্যাঁ, সেই লোক।'

'ফাদার গ্রেগর! কী আশ্চর্য! তার তো ফুটো কড়িও নেই, সে এত টাকা কোথায় পাবে?'

'পেয়েছে।'

'মানে?'

'আগামী এক মাসের জন্যে পুরো অগ্রিম দিয়ে নিজের বুকিং পাকা করেছে ফাদার। জানি না কোথায় পেল সে এত টাকা।'

'হেল্!'

'তুমি যদি তার শিডিউল দেখতে চাও...'

'কোন প্রয়োজন নেই।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল আনাতোলি কপিতভ। কি করে এই খবর নিয়ে মিস্টার প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়াবে সে ভেবে পাচ্ছে না। তবে গত তিন সপ্তাহ ধরে মাথায় যে সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছিল তার, এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা কংক্রিটের মত মজবুত বিশ্বাসে পরিণত হলো।

যে দিন সকালে প্রেস ধ্বংস হলো, খবর পেয়ে যখন ছুটে গেল বুদানিন, তাকে বেশ চিন্তিত মনে হয়েছে। এরপর গত পরশু যখন শেপিলভের অফিসে জেনারেল ভরোশিলভের সাক্ষাৎকার ছাপা হওয়ার কথা জানাতে গেল কপিতভ, সেখানে কর্নেলও উপস্থিত ছিল। তাদের দু'জনের চকিত চাউনি বিনিময় নজর এড়াতে পারেনি তার। এখন কপিতভের মনে হচ্ছে তারা এমন কিছু জানে, যা সে জানে না। কিছু একটা লুকানো হচ্ছে তার কাছ থেকে। কি হতে পারে তা?

কোথাও কোন প্যাঁচ আছে, ভাবল ইউপিএফ প্রোপাগান্ডা চীফ, ভয়ঙ্কর কোন একটা প্যাঁচ আছে কোথাও।

সে রাতেই ডিনার আধ খাওয়া রেখে উঠতে হলো মারভিন লংফেলোকে। ফোন এসেছে তাঁর, খবর দিয়ে গেল অফিসার্স ক্লাবের ফুটম্যান। 'আপনার ফোন, স্যার। ডক্টর প্রবিন করেছেন।'

ফোন ধরলেন লংফেলো। 'বলো, ডক্টর।'

'মনে হয় তোমার লোকের খোঁজ আমি পেয়েছি।'

'ভেরি গুড!'

'কাল সকাল দশটায় আমার অফিসে এসো।'

'নিশ্চয়ই আসব। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

ছয়

আর সব দেশের মত ফেডারেল রিপাবলিক অভ রাশিয়ার মিলিশিয়া বা পুলিস বাহিনীও মিনিস্ট্রি অভ ইন্টেরিয়র, এমভিডির অধীনে ন্যস্ত। বেশিরভাগ দেশের পুলিস বাহিনীর মত এদেরও আছে দুটো শাখা—ফেডারেল পুলিস এবং লোকাল বা রিজিওনাল পুলিস।

রিজিওনকে রুশ ভাষায় বলা হয় *ওব্লাস্ত*, এবং দেশের সবচেয়ে বড় *ওব্লাস্ত* হচ্ছে মস্কো *ওব্লাস্ত*। বিশাল এলাকা এর অধীনে। ফেডারেল রিপাবলিকের পুরো রাজধানী তো আছেই, সাথে আরও আছে। আয়তনের দিক থেকে তা আমেরিকার ডিস্ট্রিক্ট অভ কলাম্বিয়া এবং তার সাথে ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ জুড়লে যতটা হয়, তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।

মস্কো প্রাণকেন্দ্রের দুই বিশাল ভবনে এদের হেড অফিস। ফেডারেল মিলিশিয়া ও মস্কো মিলিশিয়া।

এছাড়াও এমভিডি-র আছে বিশাল এক প্রাইভেট আর্মি বাহিনী। সংখ্যায় এরা প্রায় দেড় লাখ। হাইলি ট্রেইন্ড্ অ্যান্ড স্কিল্ড্ এর সদস্যরা। সব ধরনের ভারী অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত। সেনাবাহিনীর তুলনায় কোন দিক থেকেই কম নয়।

কমিউনিজমের পতনের পর দেশে এমন নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, রাতারাতি এতই অবনতি ঘটে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির, ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠে অসংখ্য অর্গানাইজড ক্রিমিন্যাল বাহিনী যে তার মোকাবেলা করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়। ফেডারেল এবং রিজিওনাল পুলিস বাহিনীর যৌথ উদ্যোগও ভীষণভাবে ব্যর্থ হয় তা সামাল দিতে। তখন সরকারকে বাধ্য হয়ে নতুন কোন বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা আজকের এই প্রাইভেট আর্মি বাহিনী।

মাফিয়া শক্তিকে দমন করার জন্যেই এর উদ্ভব, যদিও তাতে অর্ধেকও সফল হয়নি বাহিনী আজ পর্যন্ত। প্রাইভেট আর্মি বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে মস্কো অর্গানাইজড ক্রাইম কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট বা জিইউভিডি। এদের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় মস্কো ফেডারেল পুলিস বাহিনীর সমান।

বরিস ইয়েলতসিনের হুমকি-ধমকি, চোখ রাঙানী, আস্ফালন সত্ত্বেও সর্ষের ভূতের কারণে খুব একটা সাফল্য এরাও দেখাতে পারেনি প্রথমদিকে। পরে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্সিম সাবুরভ ঢেলে সাজান জিইউভিডি প্রশাসনকে, এর প্রধানের দায়িত্ব দেন মিলিশিয়ার এক দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া জেনারেল, ভ্যালেন্তিন পেত্রোভস্কিকে। জেনারেলকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয় কাজ উদ্ধারের জন্যে।

কিছু মানুষ আছে যাদের ঘুষ দিয়ে কেনা যায় না, জেনারেল পেত্রোভস্কি পড়েন সেই দলে। প্রশাসনের চোখে তিনি 'হার্ড ম্যান'। অপরাধীদের চোখে '*মলোটক*' বা হাতুড়ি। যমের মত ভয় করে সবাই এঁকে। দোলগোরুকি মাফিয়া

পর্যন্ত সালাম করে জেনারেলকে, অবশ্য দূর থেকে।

মস্কোর বাইরে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি নিঝনি নভগোরোদের মানুষ জেনারেল পেত্রোভস্কি। সেখানকার জিইউভিডি প্রধান ছিলেন এর আগে। এতই তাঁর ক্ষমতা, কথার আগে বন্দুক চালাতে পারেন। অপারেশনের সময় যত খুশি নাগরিক অধিকার ভাঙতে পারেন, তা নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয় না।

বাহিনী প্রধান পদে বসার কয়েকদিন পর নিজের ডিপার্টমেন্টের ডজনখানেক সিনিয়র অফিসারকে চাকরিচ্যুত করেন জেনারেল। কারণ তাঁর কাছে প্রমাণ ছিল যে তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন অর্গানাইজড ক্রিমিন্যাল দলের 'নিজেদের লোক'। পয়সা খেয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ সম্পর্কে আগেভাগে জানিয়ে সতর্ক করে দিত তাদের। জিইউভিডি রেইড করত ঠিকই, ফল হত না। তাদের পাঠানো সতর্ক সঙ্কেত পেয়ে আগেই ঘাঁটি ছেড়ে সরে পড়ত অপরাধীরা।

কয়েকজন ছাঁটাই হতে পরিস্থিতির উন্নতি হলো, নিশ্চিত বোঝা গেল যে জেনারেল পেত্রোভস্কির 'প্রমাণ' সঠিক। এর পর নতুন এক পরীক্ষার কাজে হাত দিলেন তিনি। একদল অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোককে অপরাধী সাজিয়ে ডিপার্টমেন্টের প্রায় সব অফিসারকে 'ঘুষ প্রদান' কর্মসূচী শুরু করলেন। যারা ফাঁদে পা দিল, লাথি মেরে দূর করে দিলেন তিনি তাদের, অন্যরা পেল মোটা বোনাস, প্রমোশন।

যখন জেনারেলের বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর ডানে-বাঁয়ে যারা আছে, প্রত্যেকে সাচ্চা দেশপ্রেমিক অফিসার, রাশিয়ার অর্গানাইজড ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তিনি। মাত্র এক মাসের মধ্যে সমস্ত অর্গানাইজেশনকে ধাওয়া করে ইঁদুরের গর্তে ঢুকিয়ে ছাড়লেন। বিশেষ করে মস্কো আন্ডারওয়ার্ল্ডে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন জেনারেল। অপরাধীরা তাঁর নাম দিল *মলোটক*।

তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর জয় হলো, এমন নয়। কিছু কিছু পরাজয়ও মেনে নিতে হলো। রুশ প্রশাসনের ক্যান্সার তখন অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে। পয়সাওয়ালা অপরাধীদের প্রায় সবারই 'বন্ধু' আছে অনেক উঁচুতে। সময়মত তাদের সহায়তা পেল ওরা, আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল কোর্ট থেকে মুক্তি পেয়ে। জেনারেলের সামনে দিয়েই হাসতে হাসতে চলে গেল।

তাই বলে হাল ছাড়লেন না পেত্রোভস্কি, কারণ তিনি ওই দলেরই নন। জিইউভিডিকে দু'ভাগ করলেন তিনি। একটা হলো ফেডারেল অ্যান্ড সিটি অ্যান্টি-গ্যাঙ ডিভিশন, বা ওএমওএন–*ওমন*। অন্যটা, র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্স, বা এসওবিআর–*সোবর*। পরের সংস্থাকে সম্পূর্ণ নিজের অধীনে রাখলেন পেত্রোভস্কি, অন্যটাকে ছেড়ে দিলেন সরাসরি ফেডারেল মিলিশিয়ার হাতে।

রেইড শুরু করার আগে খবর লীক হওয়ার আশঙ্কায় এমনকি অপারেশনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকেও তিনি জানাতেন না কোথায় যেতে হবে। যেখানেই রেইড করতেন, প্রথমে আত্মসমর্পণের সুযোগ দিতেন অপরাধীদের। তা না করে যদি অন্য মতলব খাটাতে যেত তারা, সঙ্গে সঙ্গে গুলি।

দোলগোরুকি মাফিয়া যেমন বাঘের মত ভয় করে জেনারেলকে, তেমনি ঘৃণাও করে। আনাতোলি শেপিলভের সাথে এঁর ভবিষ্যৎ বিষয়ে গোপন এক চুক্তি আছে তাদের।

অনেক কিছুই বদলেছে রাশিয়ায়, বদলায়নি সরকারী কর্মকর্তাদের এক জায়গায় জড়ো করে রাখার পুরানো প্রথা। আগের মতই বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে থাকতে হয় তাদের দল বেঁধে। এঁদের মধ্যে যাঁরা হাই অফিশিয়াল, তাঁদের বাসস্থান কুটুজভস্কি প্রসপেক্টের উত্তর প্রান্তে। এক সময় ব্রেজনেভও থাকতেন এখানে। এসব ব্লকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অসম্ভবরকম কঠোর।

উমার গুনায়েভের 'ম্যানেজ' করা বিশেষ গাড়িতে চড়ে জেনারেল পেত্রোভস্কির অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের গেটে যখন পৌঁছল মাসুদ রানা, তখন রাত নেমেছে মস্কোয়। গাড়িটা এমভিডি মিলিশিয়ার জেনুইন, একটা কালো চইকা। ব্লকের ব্যারিয়ারের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল ওটা। ওপাশে ফুলের বাগান, ফোয়ারা এবং গাড়ি পার্ক করার প্রচুর জায়গাসহ মস্ত কোর্টইয়ার্ড।

ব্যারিয়ারের এক চৌকশ, সশস্ত্র গার্ড ইঙ্গিতে জানালার কাঁচ নামাতে বলল। তাই করল রানা। গাড়ির ওপাশে আরেক গার্ড তার সাব-মেশিনগান দিয়ে কভার করছে ওকে।

কোথায় যেতে চায় জানাল রানা, নিজের আইডি কার্ড ধরিয়ে দিল প্রথম গার্ডের হাতে। তারপর রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পালা। যথেষ্ট সময় নিয়ে আইডি পরীক্ষা করল গার্ড, মাথা দুলিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে নিজের বুদের দিকে এগোল। টেলিফোনে হোস্টের অনুমতি নিতে হবে। একটু পর ফিরে এল সে।

'কর্নেল, জেনারেল পেত্রোভস্কি জানতে চেয়েছেন, তাঁর কাছে আপনার কি প্রয়োজন?'

'তাঁকে বলো, জেনারেল শেভোতারিয়েভ কিছু জরুরী কাগজপত্র পাঠিয়েছেন তাঁর দেখার জন্যে। খুব জরুরী।'

জেনারেল শেভোতারিয়েভ *ওমনের* পরিচালক, পেত্রোভস্কির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জানিয়েছে ওকে গুনায়েভ। সময়ে-অসময়ে *ওমন* এবং *সোবরের* মাঝে প্রায়ই নানান তথ্য আদান-প্রদান হয়ে থাকে, এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। দ্বিতীয় দফা ফোনে কথা বলে বেরিয়ে এল গার্ড, সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, ব্যারিয়ার তুলে দিল সে। ভেতরে প্রচুর গাড়ি। একটা খালি পটে নিজের চইকা পার্ক করল মাসুদ রানা, ঢুকে পড়ল ভবনের লাউঞ্জে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের রিসেপশন ডেস্কের গার্ড ইঙ্গিতে লিফট দেখাল কেবল, সার্চ করল না ওকে। আটতলায় লিফট থেকে নামতেই সার্চ করল দুই গার্ড। ব্রিফকেস আর আইডি পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ডোর ফোনের সাহায্যে একজন কথা বলল জেনারেল পেত্রোভস্কির ফ্ল্যাটের কারও সাথে। দশ সেকেন্ড পর খুলল দরজা।

সাদা জ্যাকেট পরা এক ম্যানসার্ভেন্টকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। তার দৈহিক গঠন, চাউনি দেখে বোঝা গেল কেবল ম্যানসার্ভেন্টই নয় সে, প্রয়োজনের সময় আরও অনেক কিছু হতে পারে। ভেতরের বিশাল লিভিং রুমে ওকে বসতে দিয়ে চলে গেল লোকটা জেনারেলকে খবর দিতে।

হঠাৎ ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল নাইট ড্রেস পরা এক পাঁচ-ছয় বছরের মেয়ে। কোলে এক বড়সড় পুতুল। হাসি আর কৌতূহল মাখা চেহারায় রানাকে

দেখল মেয়েটি। পুতুলটা দেখাল। 'এটা আমার পুতুল।'

'খুব সুন্দর তোমার পুতুল,' ওর থুতনি নেড়ে দিল রানা।

'দা। খুব সুন্দর।' গলে গিয়ে ওর কোলে বসার আয়োজন করতে লাগল সে।

'কি নাম তোমার?'

'তাতিয়ানা।'

আয়া গোছের এক মহিলা দেখা দিল। ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটিকে। প্রায় একই মুহূর্তে বেরিয়ে এলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি। দীর্ঘদেহী, স্লিম। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। শার্টের আস্তিন গোটানো। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে এলেন তিনি। খুব সম্ভব খাওয়া ছেড়ে উঠে এসেছেন।

'কর্নেল সোরোকিন?'

'স্যার।'

'কি ব্যাপার?'

'দুঃখিত, স্যার। হঠাৎ প্রয়োজন দেখা দিল, দেরি করার উপায় ছিল না। আপনার বোধহয় ডিনারে বাধা পড়ল।'

'না, ঠিক আছে। সবে ডিনার শেষ করলাম। আসুন, আমার স্টাডিতে গিয়ে বসা যাক।'

তাঁকে অনুসরণ করে হলরুমের এক মাথার স্টাডিতে এল মাসুদ রানা। এটাও যথেষ্ট বড় রুম। ক্রাইম বুস্টারের চলন যেমন দ্রুত, তেমনি নিঃশব্দ। ফিটনেসের দিক থেকে তাঁকে নিজের থেকে কোন অংশে কম মনে হলো না রানার। প্রথম তিন জনের ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়েছে ও, জেনারেলের বেলায় সেভাবে না এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল। জেনারেল সম্পূর্ণ অন্য লাইনের মানুষ, সমঝে না চললে ঝামেলা বেধে যেতে পারে।

স্টাডিতে পেত্রোভস্কির মুখোমুখি পাঁচ হাতের ব্যবধানে বসল ও। হাঁটুর ওপর ব্রিফকেস রেখে খুলল। বিনা বাক্য ব্যয়ে ভেরিফিকেশন ফাইলটা বের করে তুলে দিল জেনারেলের হাতে। 'কি এটা?'

'পড়ে দেখুন, জেনারেল। এতে যা আছে, খুব ডিসটার্বিং মনে হয়েছে আমাদের। খুবই ডিসটার্বিং।'

'রেখে যান। রাতে পড়ে রাখব'খন।'

'দুঃখিত, জেনারেল। এখনই পড়ে ফেলা ভাল।'

'আই সী! এনি ড্রিঙ্ক?'

'ডিউটির সময় ড্রিঙ্ক করি না আমি, স্যার।'

'শুনে খুশি হলাম। এমভিডির উন্নতি হচ্ছে তাহলে। কফি?'

'হ্যাঁ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

বেল বাজিয়ে ম্যানসার্ভেন্ট লোকটিকে ডাকলেন জেনারেল। কফি দিতে বলে ডুবে গেলেন ফাইলে। কফি এল, দু'কাপ তৈরি করে দিয়ে গেল লোকটা। একবারে পড়া শেষ করে মুখ তুললেন পেত্রোভস্কি। চেহারা বিভ্রান্ত।

'এ ফাইল কোত্থেকে এল?'

'ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স, স্যার।'
'হোয়াট!'
'তবে ওতে যা আছে, তা কোন *প্রোভোকাতসিয়া* (প্রোপাগান্ডা) নয়, জেনারেল। চেক করে দেখেছি আমরা। সকালে প্রয়োজন মনে করলে আপনিও চেক করতে পারবেন। বরিস ইভানোভিচ নিকিতিন, যে ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো মনের ভুলে লক করে রেখে যেতে ভুলে গিয়েছিল, তাকে মরতে হয়েছে। একই পরিণতি হয়েছে ক্লীনার ফ্রল কজলভ আর এক ব্রিটিশ সাংবাদিকের। যার এটার বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না।'
'হ্যাঁ, লোকটার কথা মনে আছে আমার,' চিন্তিত গলায় বললেন জেনারেল। 'আমার ধারণা ছিল ঘটনাটা…। আপনি শিওর ওই কাণ্ড শেপিলভের ব্ল্যাক গার্ড ঘটিয়েছে?'
'অথবা দোলগোরুকির খুনীরা, স্যার। হ্যাঁ, আমি শিওর।'
'কোথায় সেই রহস্যময় ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো?'
'এর মধ্যে, জেনারেল,' ব্রিফকেসে টোকা দিল রানা।
চোখ কুঁচকে উঠল পেত্রোভস্কির। 'আপনার কাছে? ওই ফাইল সাথে করে নিয়ে এসেছেন আপনি?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু এখানে লেখা আছে ওটা প্রথমে এখানকার ব্রিটিশ এমবাসির হাতে পড়ে। তারপর লন্ডন চলে যায়।'
'ঠিকই লেখা আছে, জেনারেল।'
'তাহলে সেটা আপনার হাতে কি করে এল?'
'আমাকে দেয়া হয়েছে।'
নীরবে কিছু সময় দেখলেন ওকে জেনারেল। চোখে সন্দেহের ছায়া ঘনাল তাঁর। 'কেন? এমভিডিকে কেন দেয়া হবে ও জিনিস? এসভি-আর অথবা এফএসবিকে কেন নয়? হু দ্যা হেল্ ইউ আর?'
যে দুই সংস্থার নাম নিলেন পেত্রোভস্কি, তার একটা রাশিয়ার বর্তমান ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, অন্যটা ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস–প্রাক্তন কেজিবির ফার্স্ট ও সেকেন্ড চীফ ডিরেক্টরেটের উত্তরসুরি।
'আপনি কাদের হয়ে কাজ করেন?' আবার প্রশ্ন করলেন জেনারেল। 'এফএসবি, না এসভিআরের?'
'কোনটারই না, জেনারেল। আমি একজন বিদেশী।'
বিন্দুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত হতে দেখা গেল না *সোবর* প্রধানকে। আবারও নীরবে রানাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। চাউনি সতর্ক। আগন্তুকের মধ্যে কোনরকম হুমকির লক্ষণ আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করছেন। সেটাই স্বাভাবিক। পাশের রুমে আছে তাঁর পরিজন। এ লোক হতে পারে হয়তো কোন ভাড়াটে খুনী। তবে যেহেতু এ ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে বাধ্যতামূলক সার্চ করা হয়েছে ওকে, তখন খুব বেশি দুশ্চিন্তার কিছু নেই ভেবে ব্যস্ত হলেন না পেত্রোভস্কি।

'কেন এসেছেন আপনি?'

'আপনাকে কিছু জানাতে, জেনারেল,' বিনয়ের সাথে বলল মাসুদ রানা।

'কি?'

বলতে শুরু করল রানা। কি করে আনাতোলি শেপিলভের ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো এখানকার ব্রিটিশ এমব্যাসির হাতে পড়ল, তারপর লন্ডন-ওয়াশিংটন হয়ে ঘুরে এল, ব্যাখ্যা করল বিস্তারিত। জানাল দুই দেশের একশোরও বেশি হাই লেভেলের সরকারী অফিসার পড়েছে ম্যানিফেস্টো, এবং ভেরিফিকেশন ফাইলে তাঁদের সবার সত্যায়ন কপি আছে। ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো পড়ে তারা ওটাকে অ্যাপেনড করেছেন।

'আপনি ব্রিটিশ?'

'না জেনারেল,' মাথা দোলাল ও।

'তো কি, আমেরিকান?'

'আমি বাংলাদেশী।'

'আপনাকে কেন এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো? নিজেদের কাউকে কেন দিল না ওরা?'

'আমার ওপর ওদের আস্থা আছে জেনারেল।'

'অ্যাকচুয়ালি কাদের হয়ে এ মুহূর্তে কাজ করছেন আপনি, আমেরিকানদের, না ব্রিটিশদের?'

'দু'দেশেরই, স্যার। দু'দেশই সমান উদ্বিগ্ন এ ব্যাপারে।'

'আপনার সত্যিকার নাম?'

'মাসুদ রানা।'

'বাংলাদেশী?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়েল, আপনার রাশান খুবই ভাল, না মেনে উপায় নেই। তো কি আছে ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টোয়?'

'অন্যান্য বিষয়ের সাথে আপনার এবং আপনার বেশিরভাগ সহকর্মীর মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টাও আছে।'

চুপ করে থাকলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি। পাশের রুম থেকে হালকা মিউজিকের সাথে ভেসে এল 'দ্যাট'স মাই বয়,' শব্দটা। রাশানে অনুবাদ করা টম অ্যান্ড জেরি দেখানো হচ্ছে টিভিতে। তাতিয়ানার খিল্ খিল্ হাসি শোনা গেল। জেনারেল ডান হাত বাড়ালেন। 'দেখান।'

ব্রিফকেস থেকে বের করল ওটা রানা, তুলে দিল জেনারেলের হাতে। চল্লিশ পাতার ফাইল শেষ করতে আধঘণ্টা ব্যয় হলো তাঁর। অনেকটা বিরক্তির সাথে ওটা ফেরত দিলেন। 'বুলশিট!'

'কেন?'

'এ সবের কোনটাই কার্যকর করতে পারবে না সে।'

'না পারার কোন কারণ নেই, জেনারেল। শেপিলভের প্রাইভেট আর্মি ব্ল্যাক গার্ডের প্রত্যেক সদস্য হেভিলি ইকুইপড। তাদের সাথে আছে অল্প ট্রেনিং পাওয়া ইয়াং কমব্যাট্যান্টদের বিশাল বাহিনী। আর প্রচুর অর্থ। দোলগোরুকির

গডফাদাররা দু'বছর আগে পাকা চুক্তি করেছে শেপিলভের সাথে।'

'তার কোন প্রমাণ নেই।'

'এই ম্যানিফেস্টোই তার প্রমাণ, জেনারেল। শেপিলভকে নির্বাচনে জেতাবার জন্যে এক বিলিয়ন ইউএস ডলার এরই মধ্যে দোলগোরুকি দিয়েছে, প্রয়োজনে আরও দেবে। বিনিময়ে নির্বাচনের পর এদেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভার তাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শেপিলভ। খরচ হওয়া প্রতিটি ডলারের দশ-বিশ গুণ উসুল করে নেবে ওরা। কারণ ওরা জাত ব্যবসায়ী।

'নিজের দুই বাহিনীর সাথে দোলগোরুকির খুনীদের লেলিয়ে দেবে শেপিলভ চেচেন, আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান আর ইউক্রেনিয়ানদের ধ্বংস করার কাজে। এ জন্যে কোন সমস্যা হবে না তার, পুরো বিষয়টাকে সে জাতিগত সংঘর্ষ বলে ঘোষণা করবে, অথচ তা প্রতিরোধ করার জন্যে কোন পদক্ষেপ নেবে না।

'সেই সাথে দোলগোরুকি অন্য কাজও চালিয়ে যাবে, জেনারেল। অতীতে যাদের জন্যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে ওদের, তাকে বা তাদের ছেড়ে দেবে না ওরা। এবং দোলগোরুকির প্রথম শিকার আপনিই হবেন।' ম্যানিফেস্টোর কভারে টোকা দিল ও। 'এতে সে সব লেখা আছে, জেনারেল। নতুন নতুন পেন্ড ক্যাম্পের জন্যে মানুষ প্রয়োজন হবে শেপিলভের। খনি থেকে সোনা, লবণ, সীসা ওঠাতে হবে যে তাদের দিয়ে।

'যারা জোয়ান, কর্মঠ, তারাই উপযুক্ত সে কাজের। *ওমন* আর আপনার *সোবরের* তরুণ যোদ্ধাদের বাধ্য করা হবে এই কঠিন কাজে। অবশ্য সে দিন দেখার জন্যে আপনি যদিও বেঁচে থাকবেন না।'

'শেপিলভ না-ও জিততে পারে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার, না-ও জিততে পারে। তার জনপ্রিয়তার ভাঁটা পড়েছে এরই মধ্যে। জেনারেল ভরোশিলভ এক সাক্ষাৎকারেই...'

'আমি পড়েছি সে খবর। ভারি অদ্ভুত লেগেছে আমার ব্যাপারটা। ওঁর মত একজন...আপনার হাত ছিল নিশ্চই এর পিছনে?'

'ছিল হয়তো।'

'স্মার্ট।'

'গত দু'দিন থেকে টিভি কোম্পানিও শেপিলভের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ রেখেছে, জানিয়ে দিয়েছে আর করবে না। নিজের প্রেসও হারিয়েছে সে এক দুর্ঘটনায়, দুটো পত্রিকাই বন্ধ। লেটেস্ট জরিপে দেখা গেছে দশ মিলিয়নের বেশি জনসমর্থন কমে গেছে তার।'

মাথা দোলালেন পেত্রোভস্কি। 'অর্থাৎ রেটিং পড়ছে শেপিলভের। জয়ী হওয়ার সুযোগ কম।'

'কিন্তু যদি জিতে যায়?'

'আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিরুদ্ধে যেতে পারি না, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি একজন জেনারেল হতে পারি, কিন্তু সেই সাথে একজন মিলিশিয়াম্যানও। কাজেই কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'যদি শেপিলভ বুঝতে পারে সে হেরে যাচ্ছে, হয়তো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের

চেষ্টা করবে। তখন কি হবে?'

'কেউ যদি সে চেষ্টা করে,' কাঠিন্য ফুটল জেনারেলের কণ্ঠে। 'রাষ্ট্র তা প্রতিহত করবে অবশ্যই।'

' "*সিপেনহপ্ট*" বলে একটা কথা আছে, জেনারেল। শুনেছেন কখনও?'

'আমি ইংরেজি জানি না।'

'শব্দটা জার্মান। যদি প্রয়োজন বুঝি, আপনার ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন করতে পারব, জেনারেল?'

একটু ইতস্তত করে মাথা দোলালেন তিনি। 'হ্যাঁ। নাম্বার লিখে নিন,' ইঙ্গিতে টেবিলের ওপরের সেটটা দেখালেন।

'প্রয়োজন নেই। জানা আছে আমার।'

ফের কুঁচকে উঠল জেনারেলের চোখ। 'কি অর্থ জার্মান শব্দটার?'

'যখন কিছু জার্মান অফিসার হিটলারকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো, পিয়ানোর তারে লটকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল তাদের সবাইকে। এবং এই *সিপেনহপ্ট* আইন অনুযায়ী তাদের বউ-বাচ্চাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় লেবার ক্যাম্পে।'

'কমিউনিস্টরাও এমন কাজ কখনও করেনি আমাদের দেশে,' রেগে উঠলেন যেন জেনারেল পেত্রোভস্কি। 'তারা বড়জোর অ্যাপার্টমেন্ট হারিয়েছে, বাচ্চাদের বের করে দেয়া হয়েছে স্কুল থেকে। এই পর্যন্তই।'

'কিন্তু শেপিলভ উন্মাদ, ইউ নো, জেনারেল? এই ম্যানিফেস্টো তার প্রমাণ। হয়তো আরও অনেক কিছুই করবে সে ক্ষমতা পেলে।'

চুপ করে থাকলেন পেত্রোভস্কি।

'আপনার জায়গায় আমি হলে এই খবর পাওয়ার পর অন্তত বউ-বাচ্চার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতাম সবার আগে। শেপিলভ জিতুক অথবা হারুক, পরিজনদের রক্ষা করতে আপনাকে হয়তো প্রচুর বেগ পোহাতে হবে। গুড ইভনিং, স্যার।' ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

হাসিখুশি, উচ্ছল এক স্কুল ছাত্রের মত লাগল ডক্টর প্রবিনকে। অফিস রুমের দরজায় মারভিন লংফেলোকে গ্রহণ করলেন তিনি। ভেতরে নিয়ে এসে নিজের ডেস্কে বিছানো তিন ফুট বাই তিন ফুট একটা চার্ট দেখালেন।

'বলো, কেমন হলো?'

চার্টের দিকে তাকিয়ে থাকলেন লংফেলো, হাতা-মাথা বুঝতে পারছেন না কিছুই। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা অসংখ্য নাম—ভার্টিকেল এবং হরাইজন্টাল লাইনের সাহায্যে একটা অন্যটার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

'কি এটা? দেখে তো মনে হচ্ছে মঙ্গোলিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ডের ম্যাপ, অবশ্য ব্যাখ্যা ছাড়া।'

খিক্ খিক্ করে হাসলেন কিংস অভ আর্মস। 'মন্দ নয় তোমার ধারণা।'

'আসলে কি এটা?'

'চারটা ইউরোপীয়ান রয়্যাল হাউসের বংশ পরম্পরার চার্ট। ডেনিস, গ্রীক,

রুশ এবং ব্রিটিশ। দুটো আজও ক্ষমতায় বহাল, একটা ক্ষমতাচ্যুত এবং শেষেরটা অধুনালুপ্ত।'

'ব্যাখ্যা করো, প্লীজ!'

একটা বড় লাল মার্কার পেন তুলে নিলেন প্রবিন। 'একদম ওপর থেকে শুরু করা যাক, ডেনিস রাজ পরিবার দিয়ে।'

'কেন, ওদের দিয়েই কেন?'

'ধৈর্য ধরে শোনো, দেখো, তাহলেই বুঝবে কেন। আজ থেকে একশো ষাট বছর আগে ডেনমার্কের যে রাজা ছিলেন, বেশ কয়েক ছেলে ছিল তাঁর। এই যে, এখানে,' প্রথম নামটার নিচের লম্বা এক হরাইজন্টাল লাইন এবং তার থেকে নেমে আসা কয়েকটা খাটো ভার্টিকেল লাইন দেখালেন প্রবিন।

'এই হচ্ছে গাছ, আর এগুলো তার ডালপালা। প্রথম ডালটা পিতার মৃত্যুর পর ও দেশের ক্রাউন প্রিন্স হয়েছিলেন, সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁর সবার ছোট ভাই, যাঁর নাম···'

'প্রিন্স উইলিয়াম,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বিএসএস চীফ। 'যিনি পরে গ্রীসের রাজা জর্জ ওয়ান হয়েছিলেন। তুমি বলেছিলে আগেরবার।'

'সাংঘাতিক তোমার স্মৃতিশক্তি,' অকৃত্রিম বিস্ময় ঝরে পড়ল প্রবিনের কণ্ঠ থেকে। 'ভেরি গুড! গ্রীকদের আমন্ত্রণে তাঁদের রাজার আসন গ্রহণ করেন প্রিন্স উইলিয়াম, হন জর্জ ওয়ান। এরপর তিনি বিয়ে করলেন, কাকে? রাশিয়ার গ্র্যান্ড ডাচেস ওলগাকে। এই যুগলের সন্তান প্রিন্স নিকোলাস। গ্রীক যুবরাজ, কিন্তু আধা ডেনিস, আধা রুশ। এই হচ্ছে সেই রোমানভ। আপাতত তাকে বাদ রাখা যাক।

'দুই মেয়েও ছিল জর্জ-ওলগার। খুবই সুন্দরী ছিল তারা। এদের একজন, প্রিন্সেস দাগমারের বিয়ে হয় রাশিয়ার সম্রাট আলেকজান্ডার থ্রীর সাথে। নাম বদলে মারিয়া রাখা হয় দাগমারের। অর্থোডক্স চার্চের সদস্য হয় মারিয়া। এরই প্রথম সন্তানের নাম নিকোলাস টু।'

'তাকে সপরিবারে একাতেরিনবার্গে হত্যা করা হয়।'

'ঠিক। এবার এদিকে দেখো, ডেনমার্কের রাজার মেয়ে, প্রিন্স উইলিয়াম বা কিং জর্জের বোন, আলেক্সান্দ্রাকে বিয়ে করেন আমাদের প্রিন্স, সপ্তম এডওয়ার্ড। এদের সন্তান হচ্ছেন পঞ্চম জর্জ।'

'অর্থাৎ জার নিকোলাস আর পঞ্চম জর্জ কাজিন ছিলেন পরস্পরের,' বললেন মারভিন লংফেলো।

'ঠিক। এই দু'জনের মা ছিলেন আপন দুই বোন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়কার রাশিয়ার জার এবং আমাদের রাজা জর্জ পরস্পরের কাজিন ছিলেন। সে জন্যে জর্জ প্রায়ই নিকোলাসকে "কাজিন নিকি" বলে সম্বোধন করতেন।'

'তারপর?'

লাল মার্কার পেন দিয়ে গোল একটা রিং এঁকে রাজা এডওয়ার্ড ও রানী আলেক্সান্দ্রাকে ঘিরে দিলেন ডক্টর প্রবিন। তারপর একটা লাইন ধরে চলে এলেন পঞ্চম জর্জের অবস্থানে, তাঁকেও বৃত্তবন্দী করলেন।

'জর্জের ছিল পাঁচ ছেলে,' শুরু করলেন ডক্টর। 'তার একজন জন,

ছোটবেলায় মারা যায়। অন্যরা বড় হয়। এই যে, ডেভিড, আলবার্ট, হেনরি আর জর্জ। এই জর্জের ওপর নজর রাখো।' পঞ্চম জর্জ থেকে আরেক লাল লাইন ধরে তাঁর চতুর্থ ছেলের কাছে এসে তাকে ঘিরে দিলেন ডক্টর বৃত্ত এঁকে।

'এর নাম ছিল, প্রিন্স জর্জ অভ উইন্ডসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক প্লেন ক্র্যাশে মৃত্যু হয় জর্জের। তাঁর দুই ছেলে ছিল, এখনও আছে।' ডক্টরের লাল কলম আরেকটু নেমে এল। 'তাদের ছোটজন আমার লক্ষ।' আগের লাইন ধরে নেমে এসে এর নামও বৃত্তবন্দী করলেন বৃদ্ধ।

'এইবার এই লাইন ধরে ফিরে চলো। এই প্রিন্সের বাবা ছিলেন প্রিন্স জর্জ। তাঁর দাদা ছিলেন সম্রাট জর্জ, এবং তাঁর গ্রেট-গ্র্যান্ডমা ছিলেন রাশান জারের মার আপন বোন, দাগমার অথবা মারিয়া। সবশেষের এই ছোট যুবরাজ, বিয়ের সূত্রে হাউস অভ রোমানভের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়।'

'হুঁম্‌ম্‌!' মাথা দোলালেন লংফেলো।

ড্রয়ার থেকে দুটো ছবি বের করলেন প্রবিন। দুই দাড়িওয়ালা, প্রসন্ন চেহারার মানুষ সরাসরি তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। অবিকল এক চেহারা দু'জনের। 'এদের দেখে কি মনে হয় তোমার?'

'দুই ভাই।'

'কিন্তু তা নয় এঁরা। এর একজন প্রায় আশি বছর আগের রুশ সম্রাট, জার নিকোলাস টু, অন্যজন আমাদেরই এক প্রিন্স, জীবিত। চেহারা দুটো ভাল করে লক্ষ করো, মারভিন। একটাও টিপিক্যাল ব্রিটিশ চেহারা নয়, টিপিক্যাল রাশিয়ানও নয়। ডেনিস, ডেনিস চেহারা এ দুটো। ডেনিস রক্ত।'

'বৈবাহিক সূত্রের কারণে?'

'অপেক্ষা করো, মজা আরও আছে। প্রিন্স নিকোলাসের কথা মনে আছে তো?'

'গ্রীসের রাজা প্রথম জর্জ আর ওলগার ছেলে? গ্রীক প্রিন্স?'

'হ্যাঁ, সে-ই। নিকোলাস টুর এক কাজিন ছিল, গ্র্যান্ড ডাচেস এলিনা। নিকোলাসের সাথে বিয়ে হয় তার। নিকোলাস ছিল অর্ধেক রোমানভ, এলিনা পুরো। এদের দু'জনের ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি জুড়ে আছে রাশিয়ান এবং রোমানভ পরিবারের তিন চতুর্থাংশ। এদেরই এক মেয়ে হলো প্রিন্সেস ম্যারিনা। যে আমাদের যুবরাজ জর্জ অভ উইন্ডসরকে বিয়ে করেছে। পঞ্চম জর্জের চতুর্থ ছেলেকে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ এই হচ্ছে তোমার সেই লোক। এর ইমিডিয়েট বড় ভাই বেঁচে আছে।'

'সে বাদ?'

'তুমি বয়সের কথা উল্লেখ করেছ বলে তাকে হিসেবে ধরিনি আমি।'

'কত বয়স তার?'

'পঁয়ষট্টি।'

'এর?'

'সাতান্ন চলছে। এ-ই সবচে' উপযুক্ত হবে তোমার কাজের জন্যে। একজন বর্ন প্রিন্স, তার জন্মের সময় তার মা ম্যারিনা অর্থোডক্স চার্চভুক্ত ছিল।'

'আর?'

'এক রানীর কাজিন। এক বিয়ে, এক ছেলে, বিশ বছর বয়সী। বিয়ে করেছে এক অস্ট্রিয়ান কাউন্টেসকে। সব ধরনের রাজকীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অভিজ্ঞতা আছে এর। এখনও পূর্ণ কর্মক্ষম।'

'আর কিছু?'

'এক্স আর্মি ম্যান। ইন্টেলিজেন্স কর্পসের সদস্য। কর্মজীবনে বহুবার রাশিয়ানদের লেজ মাড়িয়েছে। এবং ইংরেজি ও রাশানে সমান পারদর্শী।'

চিন্তিত হয়ে পড়লেন বিএসএস প্রধান। উপযুক্ত মানুষের সন্ধান শেষ পর্যন্ত হয়তো সত্যিই মিলল। 'আর কোন...'

'যোগ্যতা? আমার মনে হয় রুশ ভাষাজ্ঞান এর সবচে' বড় যোগ্যতা। আজকাল দিন অন্যরকম হয়ে গেছে। কেউ যদি নতুন রাজা হয় রাশিয়ার, আমার বিশ্বাস, তার মুখে নিজ ভাষা শুনতে চাইবে দেশবাসী। শুনতে পেলে নিশ্চই খুশি হবে।'

'কোথায় আছে এ লোক?'

'সপ্তাহের পাঁচদিন লন্ডনেই থাকে। উইক এন্ডের দু'দিন গ্রামের বাড়িতে। ঠিকানা আছে, নোট করে রেখেছি আমি।'

'তার সাথে দেখা করতে যেতে হতে পারে আমাকে।'

'যখন খুশি যেতে পারো।'

'আরেকটা কথা, ডক্টর। ঠিক এর মত আরেকজন, যে সমস্ত প্রয়োজনীয় রিকোয়্যারমেন্টস ফুলফিল করতে পারে, আছে তেমন কেউ?'

এপাশ ওপাশ মাথা দোলালেন প্রবিন। 'এই গ্রহে অন্তত নেই।'

পরের উইক এন্ডেই প্রবিনের দেয়া ঠিকানা, পশ্চিম ইংল্যান্ডের নির্দিষ্ট বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন মারভিন লংফেলো। অ্যাপয়েনমেন্ট করাই ছিল। সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো সেখানে তাঁকে।

যার কাছে এসেছেন, তাকে নিজের আগমনের কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন লংফেলো। গভীর মনোযোগের সাথে শুনলেন প্রিন্স। অবশেষে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রধানকে।

'যা বললেন তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, মিস্টার লংফেলো,' বললেন প্রিন্স। 'ভারি এক মজার ব্যাপার হবে সেটা নিঃসন্দেহে। রাশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আমার নজর আছে। তবে এ ব্যাপারটা আমাকে খুব গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।'

'নিশ্চই নিশ্চই!'

'পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করতে হবে। তারপর অবশ্যই হার ম্যাজেস্টির সাথে দেখা করে তাঁর মতও নিতে হবে।'

এইয্-যাহ্! ভাবলেন লংফেলো। 'তা বোধহয় হওয়ার নয়, স্যার। সে ক্ষেত্রে গণভোটের আয়োজন করতে হবে। তাতে জনমত হয়তো আমাদের

পরিকল্পনা সমর্থন করবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন প্রিন্স। 'তাহলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারব না।'

'আই সী!' মাথা দোলালেন বৃদ্ধ।

'গুড ডে, স্যার। সেফ জার্নি।'

সাত

মস্কোর মেট্রোপল হোটেলের তিন তলায় এক রেস্টুরেন্ট আছে, নাম *বয়ারস্কি জাল* বা বয়ার'স হল। ঐতিহ্যবাহী রুশ খাবারের জন্যে দেশে এটিই সেরা রেস্তোরাঁ।

যেমন তার রান্না, তেমনি সাজগোজ। চার দেয়াল দামী টিক দিয়ে প্যানেলিং করা, তার ওপর করা হয়েছে অলঙ্করণ। এত নিখুঁত খোদাই, এত সুন্দর কারুকাজ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

এদের আইসড ভদকার সাথে ওয়াইন, সামুদ্রিক ট্রাউট, স্যামন, স্টারজন আর বুনো খরগোশ, হরিণ ও শুয়োরের মাংসের স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে জীবনভর মনে রাখবে।

জেনারেল নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এখানেই টু ম্যান'স পার্টির আয়োজন করেছে তাঁর একমাত্র আত্মীয়, বোনের ছেলে। এক মেজর জেনারেল। যে বোনটিকে নিয়ে একদিন প্রাণের ভয়ে নিজ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন ভরোশিলভ, ট্যাঙ্কোগ্রাদ কারখানায় চাকরিতে যোগ দেয়ার আগে যাকে এতিমখানায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন, সেই গালিনার একমাত্র সন্তান এই মেজর জেনারেল, মিশা আঁদ্রিয়েভ। ছোট বেলা থেকেই বাপ-মা হারা সে।

এতিমখানায় পড়াশুনা শেষ করে এক স্কুলে শিক্ষকের চাকরি নেয় গালিনা। ১৯৫৬ সালে একই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আঁদ্রিয়েভের সাথে বিয়ে হয় তার। এক বছর পর মিশার জন্ম। '৬৩ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার বাবা-মা দু'জনই মারা যায়। গলা পর্যন্ত ভদকা গিলে ট্রাক চালাচ্ছিল এক মাতাল ড্রাইভার, সোজা তাদের কারের ওপর তুলে দেয় সে ট্রাক।

ফার ইস্টার্ন অঞ্চলের ট্যাঙ্ক কমান্ডার ছিলেন তখন কর্নেল ভরোশিলভ, খবর পেয়ে বিশেষ প্লেনে দেশে ফিরে আসেন, চার বছর পর। বোনের কাবার্ডের এক ড্রয়ারে তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক চিঠি পান তিনি, দু'বছর আগে ওটা লিখে রেখেছিলেন গালিনা। লেখা ছিলঃ যদি আমার আর আঁদ্রিয়েভের কিছু হয়ে যায়, তুমি আমার ছেলেকে মানুষ কোরো তোমার মত করে।

সাত বছরের ছোট্ট মিশার হাত ধরে বোন-ভগ্নিপতির শেষকৃত্য দেখলেন ভরোশিলভ বোকার মত। বছরের পর বছর কাটে তাঁর বিদেশে, কি করে তিনি মানুষ করবেন মিশাকে ভেবে পাচ্ছিলেন না।

গালিনা-আঁদ্রিয়েভ ছিল সরকারী চাকুরে, কমিউনিজমের অধীনে দেশের সব চাকুরেই তাই। তাদের শূন্য পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগ পেল, তাদের অ্যাপার্টমেন্ট নতুনদের বরাদ্দ দেয়া হলো। ট্যাঙ্ক কর্নেল ভরোশিলভের বয়স তখন সাঁইত্রিশ। পোস্টিং বাইরে, অতএব মস্কোয় কোন অ্যাপার্টমেন্ট নেই। ছুটি ছাটায় এলে থাকতে হয় ফ্রাঞ্জ একাডেমির অফিসার্স ক্লাবের ব্যাচেলর কোয়ার্টারে। কমান্ড্যান্টের অনুমতি নিয়ে সেখানেই মিশাকে তুললেন ভরোশিলভ। সাময়িকভাবে।

'তোমাকে নিয়ে আমি কি করি, মিশা?' সে রাতেই ক্লাবের মেস হলে খেতে বসে বিড় বিড় করে বললেন তিনি। যতটা না ভাগ্নের উদ্দেশে, তারচেয়ে বেশি নিজেরই উদ্দেশে বললেন কথাটা।

পরে ভাগ্নেকে নিজের সিঙ্গল বেডে শুইয়ে দিয়ে নিজে রাত কাটালেন সিটিং রুমের সোফায়। পাশের রুমে সারারাত কেঁদে কাটিয়েছে মিশা, শুনেছেন ভরোশিলভ। কান্না যাতে শুনতে না হয়, সে জন্যে কানের পাশে রেডিও খুলে পড়ে থাকলেন। খবরে জানতে পেলেন, মাত্র দু'ঘণ্টা আগে ডালাসে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি।

ভাগ্নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করল তাঁর তিন পদক। দেশের সবচেয়ে বড়, নামী এবং ঐতিহ্যবাহী নাখিমভ মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য বাছা বাছা, ক্ষমতাবানদের সন্তান ছাড়া অন্যদের প্রায় জোটেই না। তা-ও সর্বনিম্ন বয়স দশ হতে হবে। তবে ভরোশিলভের ভাগ্নে হওয়ার ফলে মাত্র সাত বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও মিশাকে ভর্তি করে নিল তারা। ছোট্ট মিশাকে যেদিন ক্যাডেটের পোশাক পরানো হলো, কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিকতা দেখে ভয়ে কেঁদেই ফেলল সে।

ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে কর্মস্থলে ফিরে গেলেন ভরোশিলভ। দূরে থাকলেও কড়া নজর ছিল তাঁর মিশার ব্যাপারে। তার চাহিদা পূরণ করে গেছেন সব সময়। ভরোশিলভ বিয়ে করেননি, তিন কুলে নেইও অন্য কেউ, বেতন-ভাতা যা পান, একজনের প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক বেশি। কাজেই ভাগ্নের জন্যে খরচের বেলায় দ্বিধা করেননি কখনও। আঠারো বছর বয়সে লেফটেন্যান্ট হিসেবে গ্রাজুয়েশন অর্জন করে মিশা আঁদ্রিয়েভ, মামার রাস্তা বেছে নেয়।

তেইশ বছর পর, একচল্লিশ বছর বয়সী মিশা আজ একজন মেজর-জেনারেল। মস্কোর বাইরে এক এলিট ট্যাঙ্ক ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার।

আটটার খানিক পর *বয়ারস্কি জালে* ঢুকলেন মামা-ভাগ্নে। নিরিবিলি এক কোণের বুক করা টেবিলের দিকে এগোলেন। রেস্টুরেন্টের হেড ওয়েটার, ভিক্টর, সে-ও এক সময় ট্যাঙ্ক-ম্যান ছিল। জেনারেল ভরোশিলভকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সে।

'আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, জেনারেল,' ডান হাত সামনে বাড়িয়ে বলল ভিক্টর। 'আমাকে আপনি চিনবেন না। একশো একত্রিশ রেজিমেন্টের গানার ছিলাম আমি '৬৮ তে। প্রাগের মাইকপে।'

'আমিও খুশি হয়েছি,' তার হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন জেনারেল।

'আসুন, আপনাদের টেবিলে পৌঁছে দেই।'

উঁচু গলায় আকৃষ্ট হয়ে উপস্থিত দেশী-বিদেশী ডাইনাররা প্রায় সবাই ঘুরে তাকাল। আগ্রহ নিয়ে জেনারেলকে দেখল আমেরিকান, সুইস ও জাপানী ব্যবসায়ীরা। 'কে ইনি?' প্রশ্ন করল এক জাপানী।

'আঙ্কেল মোছুয়া,' বলল পাশের টেবিলের এক রুশ। 'দ্য গ্রেট গ্রেট জেনারেল ভরোশিলভ।'

ওদিকে নিজেদের টেবিলে জেনারেলের উদ্দেশে মস্কোভস্কায়ার গ্লাস উঁচু করে ধরল মেজর জেনারেল মিশা আঁদ্রিয়েভ। '*যা ভাশি যদোরোভিয়ে* (আরও চুয়াত্তর বছর বেঁচে থাকো)।'

'বুলশিট!' জবাব দিলেন ভরোশিলভ।

বয়ারস্কি জালের বিশাল ডাইনিং হলের এক মাথায় আছে উঁচু এক গ্যালারি। যেখান থেকে অতিথিদের জন্যে পরিবেশন করা হয় ঐতিহ্যবাহী দেশী সঙ্গীত। আজও প্রস্তুত গ্যালারি। উদয় হলো সোনালী চুলের এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী, পরনে রোমানভ প্রিন্সেসের রোব। সাথে ভরাট গলার এক পুরুষ গায়ক।

প্রথমে ব্যালাড পরিবেশন করল তারা। পরেরবার পুরুষটি একা গাইল রুশ সৈনিকদের খুব প্রিয় এক বিচ্ছেদের গান, '*কালিনকা*'। গান শুরু হতে উপস্থিত রুশদের কথাবার্তা, এমনকি নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেল। তাদের দেখাদেখি বিদেশীরাও তাই করল। খুব দরদ দিয়ে গাইল শিল্পী যুদ্ধে যাওয়ার সময় বিষাদের সাগরে ভাসিয়ে রেখে আসা তার প্রিয়তমা স্মরণে। সৈনিকের করুণ আকুতিমাখা গান। তার ভরাট কণ্ঠ গম গম করে ভেসে বেড়াতে লাগল ডাইনিং হলের ভেতর। '*কালিনকা···কালিনকা····কালিনকা মোয়য়া···*'

গান শেষ হতে রাশিয়ানরা উঠে দাঁড়াল সবাই, যার যার গ্লাস তুলে টোস্ট করল আঙ্কেল মোছুয়ার উদ্দেশে।

'কে ভদ্রলোক?' ভিক্টরের উদ্দেশে প্রশ্ন করল আরেক জাপানী।

'আমাদের হিরো,' বলতে গিয়ে বুকের ছাতি স্ফীত হয়ে উঠল হেড ওয়েটারের। 'মহান এক দেশপ্রেমিক হিরো।'

তারাও আসন ছাড়ল এবার, গ্লাস তুলে ধরল। '*কাম্পেই!*'

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল, মুখে চওড়া হাসি। শিল্পী আর অতিথিদের লক্ষ করে গ্লাস তুললেন।

ডিনার যেমন হওয়ার কথা ছিল, তাই হলো। ট্রাউট, ডাক, হরিণ, সাথে আমেরিকান লাল ওয়াইন আর কফি। এর যা দাম দাঁড়াল, তা মেজর-জেনারেলের এক মাসের বেতনের সমান। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না মিশা, বরং মামার জন্মদিনের হোস্ট হতে পেরে খুশি সে।

সার্ভিস জীবনে মামার মত চরিত্রের অধিকারী অফিসার প্রায় দেখেইনি সে, এ তার খুব বড় এক দুঃখ। প্রায় প্রত্যেকেই তারা মেরুদণ্ডহীন, নীতিহীন। দৃঢ়তা বলতে যা বোঝায়, নেই তাদের মধ্যে। অধীনস্থদের প্রতি ভরোশিলভের যে ভালবাসা আর দরদ ছিল, তাও কারও ভেতর দেখেনি সে। মিশা যখন দশ বছরের, তখনকার এক ঘটনা মনে খুব গভীর দাগ কেটে আছে তার।

১৯৪৫ থেকে '৬৪ সাল পর্যন্ত স্ট্যালিন বা ক্রুশ্চেভ, কারও সাহসে কুলায়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে মস্কোয় একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে। কুলায়নি নিজেদের আত্মঅহমিকার কারণে। তারা জানত জনগণ তাদের ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা। জনগণের শ্রদ্ধা যেটুকু পাওয়ার, পায় লেনিনের সমাধি। নতুন স্তম্ভ তৈরি হলে মানুষ সেদিকেই ছুটবে বেশি, একদিন হয়তো ভুলেই যাবে 'মহামতি লেনিনের' কথা। তারা যে কখনও লেনিনের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাবে, সে-দুঃস্বপ্ন ভুলেও দেখেনি কোনদিন স্ট্যালিন বা ক্রুশ্চেভ। তাই নিজেদের এক পাশে সরিয়ে রেখে মে দিবসের কুচকাওয়াজের স্যালুট যেমন লেনিনের সমাধি পেয়ে আসছিল, তা যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করল তারা স্তম্ভ তৈরি না করে।

'৬৬ সালে ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পলিটব্যুরো একটা স্তম্ভ খাড়া করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে কোন খোলা জায়গায় নয়, ক্রেমলিনের দেয়ালের বাইরে, আলেক্সান্দ্রোভস্কি পার্কের ঘন গাছপালার আড়ালে, যাতে সহজে ওটা মানুষের চোখে না পড়ে। রেড স্কয়ারে দিন-রাত লেনিনের সমাধি দর্শনার্থীদের যে ভীড় লেগে থাকে, তাদের চোখে যাতে না পড়ে স্তম্ভটা।

সে বছরই মে দিবসের প্যারেড দেখতে মামার হাত ধরে স্কয়ারে গিয়েছিল দশ বছরের ক্যাডেট মিশা। বিস্ময় মাখা চোখে ট্যাঙ্ক প্যারেড, গান-রকেট প্যারেড, গুজ স্টেপিং সৈনিকদের প্যারেড, জিমন্যাস্টদের নাচ ইত্যাদি দেখল সে। মে দিবসের সমাবেশ এত বিশাল আর জাঁকাল হয়, খুদে মিশার কল্পনাতেও ছিল না। অনুষ্ঠান শেষ হতে হাত ধরে তাকে আলেক্সান্দ্রোভস্কি পার্কে নিয়ে যান মামা। স্মৃতি স্তম্ভ দেখাতে।

খুবই সাধারণ এক স্তম্ভ। লাল গ্র্যানিট পাথরের একটা ফ্ল্যাট বেদী। তার পাশে এক তামার বাউলে জ্বলছে অনির্বান শিখা। কয়েকটা শব্দ খোদাই করা আছে বেদীর গায়েঃ *সৈনিক, তোমার পরিচয় অজ্ঞাত, কিন্তু কীর্তি মহান।*

কিছুক্ষণ নীরবে বেদীর দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু কণ্ঠে বললেন ভরোশিলভ, 'মিশা, মাই বয়, আজ আমার কাছে তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'বলো, মামা।'

বেদীর দিকে আঙুল তুলে বললেন তিনি, 'এদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। এখান থেকে বার্লিন পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এরা। কে কোথায় আছে জানা নেই, কার কি নাম তাও অজানা। এদের অনেকে আমার সাথে মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছে, অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এদের সেই মহান আত্মত্যাগের কথা তুমি কখনও ভুলো না যেন।'

'ভুলব না।'

'ওরা তোমাকে যত লোভই দেখাক, টাকা, প্রমোশন, পদক, যত যাই হোক, এদের পবিত্র আত্মার সাথে কখনও প্রতারণা কোরো না তুমি।'

মামার চোখে পানি দেখে সেদিন যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিল মিশা আঁদ্রিয়েভ। 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মামা। করব না।'

মৃদু হাসি ফুটল ভরোশিলভের মুখে। কোমর সমান খুদে ক্যাডেটকে

কেতাদুরস্ত স্যালুট ঠুকলেন তিনি। ক্যাডেটও তাই করল। তাঁদের কাছ দিয়েই আইসক্রীম চাখতে চাখতে যাচ্ছিল তখন মস্কোর বাইরে থেকে আসা লেনিনের সমাধি দর্শনার্থীদের একটা দল। গাছপালার ওপাশের অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে থমকে গেল তারা। তাকিয়ে থাকল হাঁ করে।

তাদের গাইড লোকটা পড়ল ফ্যাসাদে। তার দায়িত্ব দর্শনার্থীদের রেড স্কয়ারের যাবতীয় দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখানো এবং লেনিন যে কত মহান নেতা, তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাইকে বোঝানো। কিন্তু ভিড় নড়ে না, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন গাইডকে আরও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলল প্রশ্ন করে। 'ওরা কারা, কি করছে ওখানে? ওই পাথর, আগুন, ওসব কি, কেন ?'

বহু কষ্টে লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়েছিল সেদিন গাইড।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে চোখ তুলল আঁদ্রিয়েভ। 'সেদিন *ইজভেস্তিয়ায়* তোমার সাক্ষাৎকার দেখলাম। আমার বেজে খুব সাড়া ফেলে দিয়েছ তুমি।'

ভাগ্নেকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন জেনারেল ভরোশিলভ। 'তোমার মত কি? বক্তব্য ভাল লাগেনি?'

'তোমার মনোভাব জেনে অবাক হয়েছি।'

'ওর কোনটাই মিথ্যে বলিনি আমি।'

'জানি,' মাথা দোলাল মিশা। 'তুমি মিথ্যে বলো না।'

'মানুষটাকে আগে যা ভাবতাম তা সে নয়, মিশা। ভয়ঙ্কর বদ মতলব আছে ওর, আমি শিওর।'

'মানলাম। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে সে-ই জিতবে। তোমার বোধহয় সামলে চলা উচিত, মামা।'

'এতবছর যখন পারিনি ও কাজ, আর পারব বলে মনে হয় না। অনেক পুরনো অভ্যেস, বদল হওয়ার নয়।'

গ্যালারিতে তখন আবার গান ধরেছে রোমানভ প্রিন্সেস। ইংরেজি গান: *দোজ ওয়্যার দ্য ডেজ, মাই ফ্রেন্ড।* ওটাও রাশিয়ান ব্যালাড। ঝুঁকে বসলেন জেনারেল।

'মিশা, যদি আমার কিছু ঘটে যায়...'

'কি যা-তা বলছ?'

'যা তা নয়, শোনো। কিছু যদি ঘটে, যদি আমি মরে যাই, তোমার ছোটবেলার সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো। আর নোভোদেভিচিতে কবর দেবে আমাকে, অল রাইট? মৃত্যুর পর আমি যেন বিস্মৃত না হয়ে যাই, সে ব্যবস্থা করবে। কবর দেয়ার আগে বিশপ ডেকে পুরো ধর্মীয় মর্যাদায়...'

'বিশপ! ধর্ম? এ কি বলছ তুমি? তুমি এসবে বিশ্বাস করো?'

'করি। না করার ভান করে জীবনভর পাপ করেছি, আর না। জার্মান এইটি এইট গোলা যখন আমার ছয় ফুটের মধ্যে পড়েও ফাটল না, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই আমি, সেদিনই বুঝেছি ওপরের কারও নির্দেশ ছাড়া ও কাজ হতেই পারে না। তবু ভান করে গেছি। আর পারি না।'

'বেশ, ভেবো না। আমি করব সে ব্যবস্থা।'

'এবার ওঠা যাক, চলো।'
'হ্যাঁ, চলো।'

দু'দিন আগে দ্বিতীয়বারের মত সাথে আনা ল্যাপটপ কম্পিউটর কাজে লাগাল মাসুদ রানা। খুব সংক্ষিপ্ত এক মেসেজ পাঠাল মারভিন লংফেলোকে। জেনারেল পেত্রোভস্কির সাথে কথা বলার পরদিন।

তাঁর ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় মন খারাপ ছিল, ভেবেছিল বুঝি ব্যর্থ হয়েছে ও। পরে ভেবে দেখেছে আসলে তা নয়, সফলই হয়েছে। যদি তা না হত, ওকে ঘরে বসিয়ে গল্প করতেন না জেনারেল, এত মন দিয়ে ওর সমস্ত কথা শুনতেন না। সামনাসামনি রানাকে কোন প্রতিশ্রুতি দেননি ঠিকই, তবে সময় যত গড়াবে, ততই নরম হবেন পেত্রোভস্কি, নিশ্চিত জানে রানা। কাজেই দ্বিতীয় মেসেজ নির্ধারিত সময়ই পাঠাল ও।

প্রথমে মেসেজটা গেল নিউ ইয়র্কে। ইন টেল কর হেড অফিসে। সেখান থেকে তা রিট্রান্সমিট হলো লন্ডন, সরাসরি মারভিন লংফেলোর হাতে। তাঁর হাতেই আছে রানার কোডেড মেসেজ ভাঙার চাবিকাঠি—রেপ্লিকা ওয়ান টাইম প্যাড। বার্তাটা পড়ে হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে।

তবে ফ্যাপসির কম্পিউটরেও ধরা পড়ল মেসেজ পাম্প করার বিষয়টা। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল বুদানিনকে খবর জানাল সংস্থার সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। 'কোথায় সে?' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা।

'খুব কাছে। আরবাট ডিস্ট্রিক্টে। অর্থাৎ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে সে।'

'আরবাট!' বিশ্বাস করবে কি না ভেবে পেল না কর্নেল। ওই জায়গার সাথে ক্রেমলিন ওয়ালের দূরত্ব আধ মাইলও হবে না হয়তো। 'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। আরও একটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক না করে পারছি না, কর্নেল। সে যে কম্পিউটর ব্যবহার করছে বলে আমার সন্দেহ, যদি তা সত্যি হয়, তাহলে বিপদের কথা।'

'কেন? কি কম্পিউটর?'

'ল্যাপটপ, সম্ভবত। ওই জিনিস হলে ট্রান্সমিট বা রিসিভ করার সময় তার জায়গায় উপস্থিত না থাকলেও অসুবিধে নেই। প্রি-সেট করে রেখে সরে যেতে পারে সে।'

'অল রাইট। সেটটা খুঁজে বের করুন তাহলে, আমি ওটার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করছি। এক সময় না এক সময় আসতেই হবে তাকে জায়গামত।'

'সে যদি আর দুই একটা মেসেজ পাঠায়, যদি আধ সেকেন্ডও স্থায়ী হয় সেটা, আমি সনাক্ত করতে পারব। সিটি ব্লক, হয়তোবা বিল্ডিংই সনাক্ত করে ফেলব।'

'গুড। তাই করুন।'

'আমি করছি। সে করে কি না, সেটাই কথা।'

এদের কারও জানা নেই, পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও অন্তত তিনটে মেসেজ ট্রান্সমিট করতে হবে রানাকে।

*

বরফ শীতল আঁধার রাত ভেদ করে তীরবেগে ছুটে চলেছে কিয়েভ-মস্কো এক্সপ্রেস পীপার ট্রেন। দীর্ঘ যাত্রা। ইউক্রেন রিপাবলিকের রাজধানী থেকে রাত ন'টায় ছাড়ে, মস্কো পৌছতে ভোর হয়ে যায়।

ট্রেনের ছয় নম্বর ক্যারিজের অ্যাপার্টমেন্ট বি-র দুই ইংরেজ যাত্রী বসে তাস খেলছে। একজন বেশ বয়স্ক, পিম। টাক মাথা। অন্যজন মধ্যবয়সী, পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। নানান উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় ঘুম হয়নি, তাই প্রায় সারারাতই তাস খেলে কাটিয়েছে এরা দু'জন।

হাই তুলল দ্বিতীয় যাত্রী, ঘড়ি দেখল। 'বর্ডারে আর আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছব আমরা, মিস্টার লংফেলো।'

মাথা দোলালেন টেকো বিএসএস প্রধান। 'তাহলে শুয়ে পড়া যাক।' ট্রেনে উঠে কোট-প্যান্ট কিছুই ছাড়েননি তিনি, ওই অবস্থায়ই নিজের আপার বাঙ্কে উঠে পড়লেন। চিবুক পর্যন্ত কম্বল টেনে দিয়ে শুয়ে থাকলেন। তাঁর সঙ্গী, ক্যারি জর্ডান, উঠে উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে অল্প ওয়াটের আলো জ্বেলে দিল। 'আপনি শুয়ে থাকুন। আমি এদিক সামাল দেব।'

বর্ডারে অল্প সময়ের জন্যে দাঁড়াল এক্সপ্রেস। ইউক্রেনিয়ান অফিশিয়ালরা গাড়িতে ওঠার সময় চেক করেছে যাত্রীদের পাসপোর্ট, এবার রাশানদের পালা। দশ মিনিট পর পীপার কম্পার্টমেন্টের বন্ধ দরজায় মৃদু নকের আওয়াজ উঠল। জর্ডান দরজা খুলল।

'দা?'

'পাসপোর্ট, *পঝালুইস্তা* (পাসপোর্ট, প্লীজ)!' ভেতরে অল্প আলো, আর করিডরে জোরাল হলদে আলো, তাই প্রায় কিছুই দেখতে পেল না ইন্সপেক্টর। নিজেদের দুই পাসপোর্ট তার হাতে তুলে দিল ক্যারি জর্ডান। করিডর ধরে এগিয়ে এল আরেক ইন্সপেক্টর, প্রথমজনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'নো ভিসা,' মন্তব্য করল প্রথমজন।

'থাকার কথা নয়,' বলল জর্ডান। 'এগুলো ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট, ভিসা প্রয়োজন হয় না।' ওপরে বড় করে লেখা 'ডিপ্লোম্যাট' শব্দটা নির্দেশ করল সে।

মাথা দোলাল অফিসার, মনে হলো যেন হতাশ হয়েছে। এফএসবির সতর্ক সঙ্কেতে যা বলা হয়েছে, তার সাথে এই দুই *অ্যাংলিচানিনের* (ব্রিটিশ) নামে বা চেহারায় কোন মিল নেই। দেশের সমস্ত ক্রসিং পয়েন্টে জানিয়ে রাখা হয়েছে তাদের ব্যাপারে। এই ট্রেনে দুই ইংরেজ আছে জানতে পেরে পুরস্কারের লোভ পেয়ে বসেছিল তাকে, গেল ফসকে।

বয়স্ক যাত্রীটির চেহারা দেখার প্রয়োজন বোধ করল সে। তাঁর পাসপোর্ট দোলাল। 'ইনি কোথায়?'

বাঙ্ক দেখাল জর্ডান। 'ঘুমিয়ে আছেন। বুড়ো মানুষ তো, শীতে কষ্ট পাচ্ছেন, তাছাড়া শরীরও ভাল নেই।'

'কে ভদ্রলোক?'

'আমাদের মস্কো রাষ্ট্রদূতের বাবা। ছেলের সাথে দেখা করতে এসেছেন।

দুর্বল মানুষ বলে আমি সাথে এসেছি।'

যেন কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে, এমনভাবে উঠে বসলেন মারভিন লংফেলো। টাক মাথার বৃদ্ধকে ভাল করে দেখল ইন্সপেক্টর। নাহ্, এর চেহারাও মেলে না। আর্থার ডীন বা মারভিন লংফেলো বলে কোন নাম নেই এক পাসপোর্টেও, নেই ক্যারি জর্ডান নামও। চেহারাও মেলে না। বয়স্ক জনের নাম লর্ড অ্যাসকুইথ, অন্যজন ব্রায়ান ভিনসেন্ট। তাছাড়া প্রথমজনের পুরো টাক হওয়ারও কথা নয়।

ভিনসেন্টের হাতে পাসপোর্ট দুটো ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল দুই রুশ কাস্টমস অফিসার। ট্রেন নড়ে উঠতে নেমে পড়লেন লংফেলো। 'কম্বল মুড়ি দিয়ে ছিলাম বলে সব কথা শুনতে পাইনি তোমার। যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হলো ভালই উতরে গিয়েছ।'

'তা ঠিক,' বলল জর্ডান। 'কিন্তু, স্যার, এবারই শেষ। এরপর আপনার সাথে আর মস্কো আসছি না আমি।'

উত্তরে কিছু বললেন না লংফেলো, মৃদু হাসলেন কেবল।

'এইভাবে বার বার নিরস্ত্র অবস্থায় আসা, বাপরে! ধরা পড়লে ছিঁড়ে খাবে ব্ল্যাক গার্ড কুত্তা বাহিনী, একটা গুলি ছোঁড়ার সুযোগও পাব না।'

এবারও চুপ করেই থাকলেন বৃদ্ধ।

পাসপোর্ট দুটো ধ্বংস করার কাজে লেগে পড়ল ক্যারি জর্ডান। যথাসম্ভব টুকরো টুকরো করল সে ডকুমেন্ট দুটো, তারপর ল্যাভেটরির গর্ত দিয়ে ফেলে দিল নিচে। দ্রুতগামী ট্রেনের বাতাসে উথাল-পাতাল করল খানিক টুকরোগুলো, তারপর বসে পড়ল উত্তর রাশিয়ার তুষার ঢাকা প্রান্তরে। অল্প সময়ের মধ্যে নতুন তুষার আড়াল করে ফেলল সেগুলোকে।

ফিরে যাওয়ার জন্যে আরেক সেট পাসপোর্ট আছে সঙ্গে, মারভিন লংফেলোর ব্রিফকেসের ফলস্ কম্পার্টমেন্টে। ও দুটোয় আজকের তারিখের এন্ট্রি স্ট্যাম্প সাঁটা আছে শেরেমেতিভোর।

কাজ সেরে নিজের ব্যাগ থেকে এক বোতল স্পেশাল কোয়ালিটির ভদকা বের করল ক্যারি জর্ডান। 'চলবে, স্যার?'

মাথা দোলালেন তিনি। 'গলা জ্বলে ভীষণ। তবে তোমার সাথে সেলিব্রেশনে যোগ দিচ্ছি আমি। রাসকিদের ড্রিঙ্ক নয়, আমাদের স্পেশাল ক্লাব ভিনটেজ পর্ট দিয়ে।' অ্যাটাশে থেকে একটা হিপ-ফ্লাস্ক বের করলেন লংফেলো। ওটার রূপালী খুদে কাপের মত মুখে খানিকটা ঢেলে চালান করে দিলেন গলায়।

'আমার মনে হয় পুরো বিষয়টা খুব উপভোগ করছেন আপনি, স্যার,' এক ঢোঁক ভদকা গিলে মুখ বিকৃত করে বলল জর্ডান।

'মাই ডিয়ার বয়, বহু বছর হয়ে গেল, এত মজা আর কিছুতে পাইনি।'

চোখ কপালে উঠল তার। 'মজা, স্যার!'

'ঠিকই শুনেছ, মজা।'

সূর্য ওঠার সামান্য পর মস্কো টার্মিনাসে নাক ঢোকাল পীপার এক্সপ্রেস। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা শূন্যের পনেরো ডিগ্রী নিচে। নেমে পড়লেন দুই

ব্রিটিশ। কুরস্ক স্টেশন কনকোর্স দখল করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে কয়েকশো শীতার্ত, ক্ষুধার্ত মানুষ। যথাসম্ভব গায়ে গায়ে লেগে শুয়ে আছে উষ্ণ থাকার জন্যে।

'আমার কাছাকাছি থাকুন, স্যার,' ব্যারিয়ারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল ক্যারি জর্ডান। 'ভুলেও কাউকে ভিক্ষে দিতে যাবেন না। দাঙ্গা বেধে যাবে।'

মনে মনে হাসলেন বৃদ্ধ। বললেন না কিছু।

ব্যারিয়ারের বাইরে পা রাখার সাথে সাথে এক দঙ্গল ভিক্ষুক স্রেফ ঘেরাও করে ফেলল তাদের। লোকগুলো প্রায় সবাই যুবক। ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়িয়ে আছে, গলায় ছেঁড়া স্কার্ফ, অথচ চেহারার সাথে মানায় না ওগুলো। একজনকেও ভিক্ষুক বা ক্ষুধার্ত মনে হলো না জর্ডানের। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে সন্দেহ করে আঁতকে উঠল সে, আস্তিন টেনে ধরল মারভিন লংফেলোর। 'স্যার…!'

'ডোন্ট স্টপ!' চাপা গলায় ধমকে উঠল এক ভিক্ষুক। 'মুভ!'

'ভয় পেয়ো না, জর্ডান,' বললেন বৃদ্ধ। 'তুমি যা ভাবছ এরা তা নয়। আমাদের বন্ধু এরা।'

আকাশ থেকে পড়ল সে। 'অ্যাঁ!' বিভ্রান্ত চোখে লোকগুলোকে দেখে নিল চকিত দৃষ্টিতে। 'আমাদের বন্ধু!'

'মাসুদ রানার বন্ধু। চেচেন।'

'মাসুদ রানা? সে কে?'

'চিনবে না তুমি। চলে এসো।'

করুণ গলায় ভিক্ষে চাওয়ার অভিনয় করতে করতে তাদের সাথে ট্যাক্সি র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত এগোল দলটা। এক্ষেত্রে বিদেশীরা যা করে, তাই করলেন লংফেলো। কোনদিকে না তাকিয়ে নির্দিষ্ট নাম্বার প্লেটওয়ালা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন। উসমানভ ছিল ওটার ড্রাইভিং সীটে, দ্রুত স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে। তখনই একটা মিলিশিয়া লরি আড়াআড়ি-ভাবে ছুটে গেল সামনে দিয়ে। পিছনের ক্যারিয়ারে হেভি গ্রেটকোট আর *শাপকা* পরা দুই পাথরমুখো পুলিস বসা।

তাদের সামনে, পায়ের কাছে পড়ে আছে অনেকগুলো মৃতদেহ। হলদেটে নগ্ন পা দেখা যাচ্ছে তাদের। 'মাই গড!' সশব্দে আঁতকে উঠল ক্যারি জর্ডান। 'ওগুলো কি?'

'স্টিফ ওয়াগন,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে থেমে থেমে বলল উসমানভ। 'দ্য ডন পিক-আপ শিফট। শহরের বাড়ি বাড়ির দরজায়, বাঁধে, টার্মিনাসে রোজ কম করেও পাঁচশো ভিক্ষুক মারা যায় প্রচণ্ড শীতে। ওরা সেই দলের।'

ন্যাশনাল হোটেলে রূম বুক করা থাকলেও দুপুরের আগে সেখানে ওঠার পরিকল্পনা নেই মরভিন লংফেলোর। তাই প্যালেস হোটেলের রেসিডেন্ট'স লাউঞ্জের পুরু চামড়া মোড়া আর্মচেয়ারে বসে সময় পার করতে থাকলেন।

'লোকটা আবার এসেছে, কর্নেল! আবার এসেছে!'

টেলিফোনে ফাদার ভ্যাসিলির আতঙ্কিত, বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে সোজা হয়ে গেল বুদানিন। 'শান্ত হোন, ফাদার। কে আবার এসেছে?'

'সেই ইংলিশম্যান। বয়স্ক ইংলিশম্যান। আজ আবারও মীটিং করেছে সে প্যাট্রিয়ার্কের সাথে।'

কপাল কুঁচকে উঠল কর্নেলের। 'তা কি করে সম্ভব?' ইমিগ্রেশন, ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রি, এফএসবি, সবখানে পয়সা ঢেলেছে সে যাতে মারভিন লংফেলো ফের এ দেশে এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়া হয়। কোনদিক থেকে কোন ওয়ার্নিং পায়নি এখনও কর্নেল, অথচ সেই লোক···

'কোথায় উঠেছে সে, জানেন?'

'না। তবে সেই একই লিমুজিন নিয়ে এসেছিল সে আজও।'

আবার ন্যাশনাল? ভাবল কর্নেল। 'আপনি এখন কোথায়, ফাদার?'

'রাস্তায়। আমার পোর্টেবল থেকে কথা বলছি।'

'নিরাপদ নয়। আমাদের মীটিং প্লেসে চলে যান, আমি আসছি।'

'কর্নেল, আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। নইলে টের···'

মিলিটারি মার্কা কড়া এক ধমক লাগাল কর্নেল। 'যা বলছি তাই করুন।' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল সে। তক্ষুণি আবার তুলে তার ডেপুটি, বর্ডার গার্ডস ডিরেক্টরেটের এক এক্স-মেজরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট করতে বলল অফিসে। 'সাথে সিভিল ড্রেস পরা সেরা দশজনকে নিয়ে এসো। আর তিনটে কার, কুইক!'

পনেরো মিনিট পর পৌঁছল বুদানিনের ডেপুটি। 'সব রেডি?'

'ইয়েস, কর্নেল।'

'এটা দেখো,' টেবিলে মরভিন লংফেলোর বড় এক ছবি বিছাল কর্নেল বুদানিন। 'একে চাই আমার। সাথে কম বয়সী আরও একজন আছে। লাল চুল, ওয়েল বিল্ট। ফিট। ন্যাশনাল হোটেলে উঠেছে এরা। তোমার দু'জনকে লবির এমন জায়গায় ফিট করো যেখান থেকে এন্ট্রান্স, এলিভেটর আর রিসেপশন ডেস্ক, সব দেখা যায়। দু'জন থাকবে নিচতলার কাফেতে, দু'জন সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটির ওপর থাকবে। বাকি চারজন দুই গাড়িতে বসে নজর রাখবে এন্ট্রান্সের ওপর।

'যদি সে বের হয়, অনুসরণ করবে। যদি সে ভেতরেই থেকে থাকে, চেহারা দেখানোমাত্র খবর দেবে আমাকে।'

'যদি কার নিয়ে রওনা হয়?' প্রশ্ন করল ডেপুটি।

'ফলো করবে। যদি নিশ্চিত বোঝা যায় এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে, কার অ্যাক্সিডেন্টের আয়োজন করবে। কোনমতেই যেন মস্কো ত্যাগ করতে না পারে সে। যাও, আমি আশেপাশেই থাকব তোমাদের।'

'ইয়েস, কর্নেল।'

ডেপুটি বেরিয়ে যেতে আবার রিসিভার তুলল কর্নেল বুদানিন। তার পে-রোলের এক স্পেশাল লক স্মিথকে ফোন করল। লোকটা যে কোন তালা খোলায় এক্সপার্ট।

'তোমার কিট নিয়ে এখনই বের হও, ইনট্যুরিস্ট হোটেলের লবিতে গিয়ে বোসো। অন রেখো তোমার মোবাইলের সুইচ। এক হোটেল রূমে ঢুকতে হবে

তোমাকে, কখন, বলা সম্ভব নয় এখনই। সময় হলে আবার ফোন করব আমি।'

'ওকে, কর্নেল।' তখনই যা নেয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লোকটা। ন্যাশনালের মাত্র দুইশো গজ দূরের ইনট্যুরিস্ট হোটেলে দেখা গেল তাকে পনেরো মিনিট পর।

কর্নেল ছুটল নির্দিষ্ট মীটিং প্লেস, অল সেইন্টস ইন খুলিশকির দিকে। আধ ঘণ্টা পর পৌঁছল সে। ভেতরে দাঁড়িয়ে এত শীতেও ঘামছে তখন ফাদার ভ্যাসিলি। কাঁপছে একটু একটু।

'কখন গিয়েছিল লোকটা?'

'চারটার দিকে।'

'দিনে!' মহাবিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল বুদানিনের।

'হ্যাঁ।'

'বলে যান।'

'হিজ হোলিনেস তাকে আশা করছিলেন। আমাকে বললেন ওদের স্টাডিতে পৌঁছে দিতে। তাই করেছি আমি।'

'সাথে সেই দোভাষীও ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ কথা হয়েছে তাদের?'

'এক ঘণ্টার বেশি।'

'ওদের আলাপ শুনেছেন নিশ্চই?'

'খুব অল্প। দিনের বেলা, প্যাট্রিয়ার্কের দুই মেয়ে ক্লীনিং-স্টাফ ঘোরাঘুরি করছিল। ওদের জন্যে...'

'কি কি শুনেছেন?'

'এক বিদেশী প্রিন্সকে নিয়ে কথা বলছিল ইংরেজ লোকটা। তাকে একবার বলতে শুনেছি, "রোমানভ রক্ত আছে এর দেহে"। আরেকবার বলেছে, "সম্পূর্ণ মানানসই"। একবার কিছুক্ষণের জন্যে কফি দিতে স্টাডিতে গিয়েছিলাম। মনে হলো হিজ হোলিনেস তখন খুব মন দিয়ে কোন প্ল্যান দেখছেন। আমার সামনে কেউই কোন কথা বলেনি। পরে যখন ট্রে আনার জন্যে ভেতরে গেলাম, দেখি প্যাট্রিয়ার্ক চিঠি লিখছেন।'

চুপ করে থাকল কর্নেল বুদানিন। মাথার মধ্যে গোল পাকিয়ে গেছে। 'প্রিন্স' আর 'রোমানভ রক্ত' শব্দ দুটো ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। 'আর কিছু, ফাদার ভ্যাসিলি?'

'ইংরেজ দু'জন যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন হিজ হোলিনেসকে নিচু কণ্ঠে বলতে শুনেছি, "প্রথম সুযোগেই আমি আমাদের অ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের সাথে এ নিয়ে আলাপ করব"।'

মুখে জোর করে হাসি ফোটাল ব্ল্যাক গার্ড চীফ। 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ফাদার, হিজ হোলিনেস বিদেশীদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। খুবই দুঃখজনক। বড় দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমার এ-ও সন্দেহ, ভেতরের খবর না জেনেই ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন প্যাট্রিয়ার্ক। যাক্‌গে,

ইলেকশনের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, ওই পদটা আপনার জন্যে ঠিক করে রেখেছি আমি।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

'আপনার ছুটি কবে ফাদার, সাপ্তাহিক?'

'প্রতি বুধবার।'

'গুড! নির্বাচনের পর এক ছুটির দিন বেড়াতে আসবেন আমার ইয়াং কমব্যাট্যান্টদের ক্যাম্পে। দেখে ওদের রাফ মনে হয় বটে, আসলে প্রত্যেকে ভাল। পনেরো থেকে উনিশের মধ্যে বয়স ওদের, আমাদের জনগণকে ডিসিপ্লিন শেখানোর জন্যে এ ধরনের ফিট ছেলেদেরই প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'নির্বাচন হয়ে যাক, তারপর দেখবেন আপনার এই দেশপ্রেমের মূল্য কিভাবে পরিশোধ করি আমি।'

'ধন্যবাদ কর্নেল। আপনি খুব দয়ালু।'

'এবার আপনি যান, ফাদার। কড়া নজর রাখবেন, যখনই জরুরী প্রয়োজন দেখা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন আমাকে।'

'আচ্ছা।'

'এটা নিয়ে যান। সময়ে কাজে লাগবে।'

ভ্যাসিলিকে বিদায় দিয়ে ন্যাশনাল হোটেলের দিকে চলল কর্নেল বুদানিন। সময় হয়েছে, ভাবল সে, ট্রাবল মেকার বুড়োকে টাইট দেয়া দরকার এখনই। বড় বেশি বেড়েছে লোকটা।

তারপর ধরতে হবে মাসুদ রানাকে। ওর কি অবস্থা করবে কর্নেল, তা অনেক আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। শত হলেও লোকটা স্পেশাল, তার জন্যে স্পেশাল ব্যবস্থা না করলে বড় অবিচার হয়ে যাবে, বোঝে সে।

সেই ব্যবস্থাই করবে কর্নেল।

আট

ওখোতনি রিয়াদ বা হান্টার'স রো-র একশো মিটার আগে গাড়ি দাঁড় করাবার নির্দেশ দিল কর্নেল ভাদিম বুদানিন। ম্যানিজি স্কয়্যারের উত্তর-পশ্চিমে জায়গাটা। সেখানে আছে ন্যাশনাল হোটেল। দেখা যায় এখান থেকে।

গাড়িতে বসেই সামনে নিজের ওয়াচারদের দেখতে পেল কর্নেল, হোটেলের বিপরীত দিকের এক শপিং মলের সামনে পার্ক করা গাড়িতে বসে আছে। দু'জন করে ব্ল্যাক গার্ড ওয়াচার আছে ও দুটোয়।

'তুমি এখানে থাকো,' ড্রাইভারকে বলল বুদানিন। বেরিয়ে পড়ল গাড়ির উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাইরে। সবে সন্ধে সাতটা, এখনই হিমাঙ্কের বিশ ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা। আর রাত তো পড়েই আছে। হাইওয়ে অতিক্রম

করে কাছের গাড়িটার পাশে পৌঁছল কর্নেল, টোকা দিল ড্রাইভারের জানালায়। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া কাঁচ বৈদ্যুতিক মোটরের টানে কিঁচ কিঁচ আওয়াজ তুলে নেমে গেল।

'ইয়েস কর্নেল?' বলল ড্রাইভার ওয়াচার।

'কোথায় সে?'

'নিশ্চই ভেতরে, যদি আমরা আসার আগে থেকেই ভেতরে থেকে থাকে। ওরকম কাউকে বের হতে দেখিনি আমরা।'

'কপিতভকে ফোন করো। বলো আমি ডেকেছি এখানে।'

বিশ মিনিট পর পৌঁছল প্রোপাগান্ডা চীফ।

'ভেতরে ঢুকতে হবে তোমাকে আমেরিকান ট্যুরিস্ট সেজে,' বলল তাকে কর্নেল। পকেট থেকে মারভিন লংফেলোর ছবি বের করে দেখাল। 'একে খুঁজছি আমি। আর্থার ডীন অথবা লংফেলো নামে চেক ইন করেছে খুব সম্ভব। খবর বের করা চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা, ফিরল দশ মিনিটের মধ্যে। 'আছে। রুমেই আছে।'

'কি নামে?' দেহের সমস্ত রক্ত মুখের দিকে ছুটল কর্নেলের। রাগে কাঁপন উঠে গেল বুকের ভেতর।

'মারভিন লংফেলো।'

'রুম নাম্বার?'

'টু ফাইভ টু।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি যাও।' ঘুরে নিজের গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল কর্নেল। ভেতরে বসে মোবাইল ফোনে রিং করল প্রফেশনাল লক-পিককে। 'তুমি রেডি?'

'একদম রেডি, কর্নেল।'

'অপেক্ষা করো। আমি যখন বলব, ঢুকে পড়বে।'

'রুম নাম্বার কত?'

'টু ফাইভ টু।'

'কি খুঁজতে হবে?'

'লোকটার কাগজপত্র। কিচ্ছু সরাবার প্রয়োজন নেই, শুধু ডকুমেন্টস যা যা আছে তার ছবি তুলতে হবে। গট দ্যাট?'

'হ্যাঁ।'

'লবিতে আমার লোক আছে, সে যাবে তোমার সাথে।'

'বুঝেছি।'

'কোন কিছুতে হাতের ছাপ থাকে না যেন।'

'সে বলতে হবে না।'

আটটার খানিক পর ন্যাশনালের লবিতে ব্ল্যাক গার্ডের ডিউটিরত জোড়া থেকে একজন বেরিয়ে এল, নিজেদের কাছের গাড়ির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। তারপর পেভমেন্টে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। ভাবখানা এমন যেন ভেতরে গরমে টেকা যাচ্ছিল না।

দু'মিনিট পর দু'জন বের হলো হোটেল থেকে। তাদের ভেতর যে জন দীর্ঘ, পিম, দেখামাত্রই তাকে দূর থেকেও চিনে ফেলল কর্নেল–মারভিন লংফেলো। ভোরে উসমানভের ট্যাক্সিতে বসেই স্বচেহারা ফিরিয়ে এনেছেন তিনি, অতএব ছবির সাথে এ মুহূর্তে কোন অমিল নেই তাঁর। দু'জনের পরনেই হেভি উইন্টার কোট, মাথায় ফারের হ্যাট। পেভমেন্টে পৌঁছে বাঁ দিকে, কর্নেলের বিপরীত দিকে হাঁটতে থাকল লোক দুটো। বলশয় থিয়েটারের দিকে।

লক স্মিথকে ফোন করল বুদানিন। 'ওরা বেরিয়েছে, রূম খালি। যাও।'

শপিং মলের সামনে অপেক্ষমাণ দুই ওয়াচার গাড়ির একটা নড়ে উঠল, দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল লংফেলো-জর্ডানকে। আরও দুই ওয়াচার, যাদের ন্যাশনালের কাফেতে রাখা হয়েছিল, বেরিয়ে এসে পিছু নিল তাদের।

'ওদের ধরব, কর্নেল?' বলল বুদানিনের ড্রাইভার।

'না। দেখতে চাই ওরা কোথায় যায়।' কর্নেলের অনুমান বাংলাদেশী স্পাইটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাচ্ছে লংফেলো। যদি তাই হয়, সবগুলোকে একসঙ্গে ধরতে হবে।

ম্যানিজি স্কয়্যারের শেষ মাথায় দাঁড়াল দুই ব্রিটিশ। 'ওয়াক' সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে। উসখুস করছে ক্যারি জর্ডান, বহু কষ্টে নিজেকে বিরত রেখেছে ঘুরে পিছনে তাকানো থেকে। 'স্যার,' ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'রাস্তায় মানুষজন একেবারেই নেই। যদি ওরা গুলি করে?'

শুনেও শুনলেন না লংফেলো। 'ওয়াক' সাইন ফুটতে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন। ঠিক তখনই ভারস্কায়া স্ট্রীট অতিক্রম করে ন্যাশনালে ঢুকে পড়ল বুদানিনের লক স্মিথ।

'তারপর, কি যেন বলছিলাম?' বললেন লংফেলো। 'ও হ্যাঁ, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়রের কথা। তা তখন আমার বয়স...'

'স্যার!' চরম বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল ক্যারি জর্ডানের। 'কি বলছেন! কখন বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছিলেন আপনি?'

'তো কি বলছিলাম?'

'আপনি কিছুই বলছিলেন না, বলছিলাম আমি। পিছনের ওদের কথা। আপনি দেখেননি?'

'দেখেছি। সামনে দুই ওয়াকার, পিছনে দুই। হোটেলের উল্টো দিকে গাড়িও ছিল কর্নেলের।'

'দেখেছেন? যাক, তবু ভাল।'

'মাই ডিয়ার বয়, বুড়ো হয়েছি ঠিকই, কিন্তু পিছনে যদি লেজ লাগে, চিনতে পারি। ঘাবড়িয়ো না, গুলি ওরা করবে না।'

'আপনার দুঃসাহস দেখে আমি ইমপ্রেস্‌ড্। কিন্তু শত্রু দেশে এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় জেনেশুনে পা দেয়া...ওহ্, গড!'

ওদিকে লোক দুটো যথেষ্ট এগিয়ে গেছে দেখে ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিল কর্নেল বুদানিন। 'চলো।'

নিঃশব্দে ঘুরল তার মার্সিডিজ, দুই ব্রিটিশের শখানেক গজ পিছনে এসে গতি

ধীর হলো তার, প্রায় পিঁপড়ের মত এগোতে থাকল। ঝলমলে বলশয় থিয়েটার অতিক্রম করে গেল পদচারীরা। কাছের মালি থিয়েটারও ছাড়িয়ে গিয়ে বাঁয়ের এক সরু গলি, থিয়েটার অ্যালিতে ঢোকার মুখে থেমে পড়ল। গলির মুখেই এক বন্ধ দরজার সামনে এক বৃদ্ধকে দেখা গেল। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে ওখানে ঘুমানোর আয়োজন করছে।

সামনে-পিছনের অনুসরণকারীরাও থেমে দাঁড়াল ওঁদের দেখাদেখি। পথের পাশের দোকানের শো-কেস দেখায় মন দিল।

রাস্তার আলো খুব কমই পড়েছে গলিমুখে। চোখ কুঁচকে ছেঁড়া গ্রেটকোট আর কম্বল মুড়ি দেয়া বৃদ্ধকে দেখলেন মারভিন লংফেলো। সে-ও চোখ তুলল। বয়স, অনাহার আর শীত স্থায়ী ছাপ ফেলেছে মানুষটার মুখমণ্ডলে, কমফোর্টারে ঢাকা থাকলেও স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি।

বৃদ্ধের সুতো বের হওয়া গ্রেট কোটের ল্যাপেলে কয়েকটা মেডেল রিবন দেখে এগোলেন। ঝুঁকে চেনার চেষ্টা করলেন। তাঁর মুখের দিকে ক্লান্ত, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ। রংচটা রিবনগুলোর মধ্যে একটা চিনলেন লংফেলো। 'স্ট্যালিনগ্রাদ?' মৃদু কণ্ঠে, ভাঙা ভাঙা রাশানে বললেন তিনি। 'স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আপনি?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। বসা গলায় কোনমতে বলল, 'দা।'

নিশ্চই বিশ-বাইশ ছিল তখন এর বয়স, ভাবলেন লংফেলো। '৪২ সালের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জার্মান সিক্সথ আর্মির বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়েছিল এরা স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধে। সেদিনের এক যোদ্ধার কী করুণ অবস্থা আজ!

পকেট থেকে একটা নোট বের করলেন বিএসএস প্রধান। পঞ্চাশ মিলিয়ন রুবল নোট–মোটামুটি পঁয়ত্রিশ ইউএস ডলারের সমান। বৃদ্ধের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'ফুড। হট সুপ। স্ট্যালিনগ্রাদের বীর যোদ্ধার প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন, নিন।'

নিল লোকটা। তাকিয়ে থাকল লংফেলোর মুখের দিকে। হতভম্ব দৃষ্টি।

সোজা হলেন মারভিন লংফেলো। চেহারা দেখে বোঝা যায় রেগে গেছেন। 'মাই গড!' আপনমনে বললেন, 'কোথায় নিয়ে এসেছে এরা দেশটাকে! জানো, যে জাতি বীরের মর্যাদা দিতে জানে না, তার দুঃখ কষ্টও তাকে ক্ষমা করে না।'

গলিতে ঢুকে পড়লেন তিনি। জর্ডান অনুসরণ করল। ওদিকে কর্নেলের কার রেডিও কথা বলে উঠল। 'ওরা সিলভার এজ রেস্টুরেন্টের দিকে যাচ্ছে, কর্নেল।'

সিলভার এজও রুশ ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্যে আরেক নামকরা রেস্টুরেন্ট। দুই থিয়েটার হাউসের পিছনদিকে ওটা, বড় রাস্তা থেকে দেখা যায় না। ওটার ভিতরে ঢুকে পড়লেন লংফেলো-জর্ডান। বাইরের অসহ্য শীতের কামড় থেকে রেহাই পেয়ে বৃদ্ধ খুশি হলেন।

রেস্টুরেন্টে প্রচুর মানুষ, প্রায় বোঝাই। নতুন গেস্ট দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল হেড ওয়েটার। 'দুঃখিত, জেন্টলমেন। আজ আমরা বুকড্, প্রাইভেট পার্টি চলছে ভেতরে।'

'আমরা বিদেশী, খুব ক্ষুধার্ত। ভেতরে একটা খালি টেবিল দেখা যাচ্ছে,

জিজ্ঞেস করে দেখুন হোস্টকে, যদি...' জর্ডান লংফেলোর বক্তব্য অনুবাদ করে বলল।

'আচ্ছা, দেখি কথা বলে।'

ভেতরে চলে গেল ওয়েটার। ডাইনিং হলের মাঝখানের এক বড় টেবিলে বসা পার্টির হোস্টের পাশে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তাকে বলল কিছু। দামী, চমৎকার ছাঁটের সুট পরে আছে লোকটা। দীর্ঘদেহী, চমৎকার চেহারা। দরজার দিকে তাকাল সে, মাথা ঝাঁকাল। ফিরে এল ওয়েটার। 'আসুন, প্লীজ! অনুমতি পাওয়া গেছে।'

খালি টেবিলটা ব্যাঙ্কোয়েট হলের একেবারে শেষ মাথায়। মুখোমুখি বসল দুই বিদেশী। পাশ কাটাবার সময় হোস্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুল হয়নি লংফেলোর। সে-ও পাল্টা নড করল।

ক্লাউডবেরি সসের প্রলেপ দেয়া ডাক অর্ডার দিলেন মারভিন লংফেলো। সাথে ক্রিমিয়ান লাল ওয়াইন। বাইরে গলির দুই মাথায় অবস্থান নিয়েছে তখন চার ব্ল্যাক গার্ড। গলির মুখে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল কর্নেল বুদানিনের মার্সিডিজ। বেরিয়ে এসে কাছের দু'জনের সাথে নিচু কণ্ঠে বাক্য বিনিময় করল সে। তারপর আবার ফিরে গেল গাড়িতে। ফোন করল লক-পিক এক্সপার্টকে। 'কতদূর?'

তার সাথে যে ব্ল্যাক গার্ড ছিল, সে জবাব দিল, 'এখনও খোলা সম্ভব হয়নি, কাজ চলছে।'

এই লোক ঝুঁকে এক্সপার্টের কাজ দেখছে। তার আরেক সঙ্গী করিডরের শেষ মাথায়, লিফটের কাছাকাছি দাঁড়ানো। লিফট এই ফ্লোরে থামছে বুঝলেই মৃদু শিস বাজিয়ে এদের সতর্ক করবে সে।

'তালা খোলা গেলে জানাবে আমাকে।' লাইন কেটে দিল কর্নেল।

দশ মিনিট ক্রমাগত খোঁচাখুঁচির পর 'ক্লিক' আওয়াজ উঠল তালায়, চেপে রাখা দম ছাড়ল এক্সপার্ট। কর্নেলকে জানানো হলো খবর।

'প্রত্যেকটা কাগজ, প্রতিটা ডকুমেন্টের ছবি চাই আমি। তিনটে করে স্ন্যাপ নেবে সবগুলোর।'

'রাইট, কর্নেল।'

'কিছু সরাবে না। জায়গারটা জায়গায় গুছিয়ে রেখে দেবে।'

দ্রুত কাজ করতে লাগল কর্নেলের দুই সাগরেদ। ব্রিফকেস বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া গেল না। অথচ দুই বিদেশীর সাথে ওর অন্তত একটা না থেকে পারে না। রুম, বাথরুম খুঁজল ওরা। চেস্টের প্রতিটা ড্রয়ার খুঁজল। কিন্তু শার্ট, প্যান্ট, টাই ছাড়া আর কিছুই নেই ওর মধ্যে।

বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ারও খালি। কি ভেবে খাটের তলায় সেঁধিয়ে গেল এক্সপার্ট, পরমুহূর্তে একটা 'আহ্!' জাতীয় স্বস্তির আওয়াজ করল। খাটের মাথার দিকে, পুরু জাজিমের নিচে গুঁজে রাখা আছে একটা ব্রিফকেস। বের করা হলো জিনিসটা। ওটার নাম্বারড্ লকের বর্তমান অবস্থান মুখস্থ করে কাজে লেগে পড়ল সে।

মাত্র তিন মিনিট ব্যয় হলো ওটা খুলতে। কিন্তু ভেতরে চোখ বুলিয়ে বেশ

হতাশ হলো চোর। একটা প্লাস্টিক এনভেলপে কিছু ট্রাভেলার্স চেক দেখা গেল। জিভে পানি এসে গেল তার, কর্নেলের অর্ডার অন্যরকম হলে এগুলো তার কাজে লাগতে পারত। খামটা রেখে একটা ওয়ালেট তুলে নিল সে। ওর মধ্যে বেশ কয়েকটা ক্রেডিট কার্ড আছে, আর আছে লন্ডনের হোয়াইট'স ক্লাব বারের একটা বিল। আর আছে একটা হিপ ফ্লাস্ক। এইমাত্র সম্বল।

পকেটে পাওয়া গেল লন্ডন-মস্কো-লন্ডন রুটের একটা প্লেনের অর্ধেক ব্যবহার করা টিকেট এবং মস্কোর একটা স্ট্রীট ম্যাপ। ম্যাপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল সে কোথাও কোন ফুটো বা নখের আঁচড়ের দাগ আছে কি না, যা দেখে ব্রিফকেসধারীর গোপন কোন গন্তব্যের খোঁজ পাওয়া যায়। না, নেই। প্রতিটি আইটেমের তিনটে করে স্ন্যাপ নিল চোরের সঙ্গী। তারপর খবরটা জানানো হলো কর্নেলকে।

'শুধু এই জিনিসের জন্যে কেউ ব্রিফকেস লুকিয়ে রাখে না, গাধার দল!' রেগে গেল বুদানিন। 'নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু আছে, খুঁজে দেখো। নিচের দিকে কোন ফলস্ কম্পার্টমেন্ট আছে হয়তো।'

'দেখছি কর্নেল।'

আধ মিনিট পর জিভ কাটল চোর, লজ্জা পেয়েছে। কর্নেলের অনুমানই ঠিক, আছে কম্পার্টমেন্ট। ভেতরে শুয়ে আছে ক্রীম রঙের লম্বা এক খাম। ওটা বের করল সে, মধ্যে থেকে বের হলো একই রঙের একটা শীট, পুরু কাগজের। তার মাথায় এম্বস করা আছে মস্কো প্যাট্রিয়ার্কেটের মনোগ্রাম।

খবরটা শুনল কর্নেল। 'ছবি তোলো ওটার,' মোবাইলে ভেসে এল তার মেটালিক কণ্ঠ। 'প্যাক সেরে বেরিয়ে পড়ো। হারি আপ!'

রুমের ভেতর আরও তিনবার ঝলসে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। তারপর যেটা যেভাবে ছিল রেখে ব্রিফকেসের ডালা বন্ধ করল চোর, আগের মুখস্থ নাম্বারিং অর্ডার অনুযায়ী লক করল। ধরার উপায় রইল না যে ওটা খোলা হয়েছিল। মালিক যদি নাম্বারিং অর্ডার মুখস্থ রেখে থাকে, দেখতে পাবে রোলার আগের অবস্থানেই আছে।

ওটা জায়গায় রেখে বিছানা ঠিকঠাক করে বেরিয়ে পড়ল লোক দুটো।

চার ব্ল্যাক গার্ড পিছনে নিয়ে সিলভার এজের দিকে পা বাড়াল ভাদিম বুদানিন। মৃদু 'হিস্!' শব্দে খুলে গেল পুরু কাঁচের দরজা। বন্ধ হওয়ার সময় একই আওয়াজ উঠল।

ছোট লবি পেরিয়ে এগোল কর্নেল, হেভি ড্রেপার ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে ঢুকে পড়ল ব্যাঙ্কোয়েট হলে। ক্যাশ বক্সের কাছে দাঁড়ানো হেড ওয়েটার ছুটে এল।

'সরি, জেন্টলমেন! ভেতরে...'

'গেট আউট অভ মাই ওয়ে!' বাঘের মত গর্জে উঠল কর্নেল চাপা গলায়। লোকটার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

তার চেহারা দেখে আর গলা শুনে কেঁপে গেল ওয়েটার, পরমুহূর্তে পিছনের কালো কোট পরা চারজন তাগড়াকে দেখে কলজে ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার। যেমন

দ্রুত এগিয়ে এসেছিল, তেমনি দ্রুত পিছিয়ে গেল লোকটা।

সে জানে কখন সঙ্কটকে মারাত্মক বলে বুঝে নিতে হয়। লোকটির চার সঙ্গীর প্রত্যেকেই ব্যায়ামপুষ্ট দেহের অধিকারী ষাঁড় এককেটা। সিভিল ড্রেসে থাকলেও ভাবলেশহীন নিষ্ঠুর চেহারা, সৈনিকদের মার্চের মত শৃঙ্খলাবৃদ্ধভাবে পা ফেলে হাঁটা দেখলেই বোঝা যায় এরা ব্ল্যাক গার্ড।

এদের দেখেছে সে শেপিলভের প্রতিটি জনসভায়, নেতার প্রতি বাক্যে আকাশের দিকে বাহু ছুঁড়ে তাকে সমর্থন জানাতে। অতএব মানে মানে আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল সে, নীরবে লোকগুলোর কাজ দেখতে লাগল। প্রথমজনকে ভেতরের সবগুলো টেবিলের ওপর চোখ বোলাতে দেখল সে। অবশেষে একটু আগে আসা দুই বিদেশীর ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি, হিংস্র হায়েনার চাউনি ফুটল সেখানে। চোয়ালের পেশী ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

একজনকে সাথে আসতে বলল কর্নেল, বাকিরা গেট পাহারায় থাকবে। লংফেলোর সঙ্গী হয়তো একটু বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে, সেজন্যে সাথে একজন রাখা ভাল। যাকে বেছে নিয়েছে কর্নেল, সে ছয় ফুটের ওপরে লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। সত্যিকার অর্থে এক 'হেভি'।

'ওই এসে গেছে,' আড়চোখে কর্নেলকে দেখে মিন মিন করে বলল ক্যারি জর্ডান। জনসমক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ মনে হলো তার। প্লেটের পাশে রাখা মাংস কাটার ছুরিটা দেখল সে, প্রয়োজনে এটা কি কাজ দেবে কোন? মনে হয় না, ভাবল দোভাষী।

'আসার কথা,' বললেন লংফেলো। 'প্রেস হারিয়ে, রেটিং খুইয়ে বেচারীদের মনের অবস্থা খুব খারাপ, বুঝলে?' ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন। 'ডাক চমৎকার রাঁধে এরা, কি বলো?'

'হ্যাঁ, তা...' থেমে গেল ক্যারি জর্ডান। টেবিলের দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে কর্নেল বুদানিন। তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ওদের দেখছে 'হেভি'।

'মিস্টার লংফেলো?' বলল বুদানিন। ইংরেজি জানে না সে, মাতৃভাষাই তার একমাত্র সম্বল। বাধ্য হয়ে দু'জনেরই দোভাষী নিযুক্ত হতে হলো জর্ডানকে।

'ঠিকই ধরেছেন,' মুখ তুললেন মারভিন লংফেলো। হাসি মুখে কর্নেলকে দেখলেন। 'আমি কার সাথে কথা বলছি?'

'এ দেশে কি করে ঢুকলেন আপনি? কোন পথে?'

'আকাশ পথে, কেন?'

'মিথ্যে কথা!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল।

'এইবার চিনেছি আপনাকে,' হাসি আরও চওড়া হলো বৃদ্ধের। 'কর্নেল বুদানিন আপনি, তাই না?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন!'

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, শেরেমেতিভো হয়ে এসেছি। আমাদের পাসপোর্ট হোটেল রিসেপশনে জমা আছে, কর্নেল। নইলে আপনাকে দেখাতে পারতাম।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল কর্নেল। দেশের যে কোন সংস্থাকে যখন যে

নির্দেশই দেয় সে, বিনা প্রশ্নে তা পালিত হয়। এতদিন হয়ে এসেছে। তার ওপর এই কেসে প্রচুর টাকা ঢেলেছে কর্নেল। অথচ তবু এদের প্রবেশের খবর কেন জানানো হলো না তাকে? কেন চেপে যাওয়া হলো?

'কেন এসেছেন আপনি রাশিয়ায়?'

'আ'য়্যাম অ্যাফ্রেড, স্যার, এ প্রশ্ন করার কোন অধিকার আপনার নেই। নাকি ঠিক বলিনি?' হাসি আগের মতই বহাল আছে বৃদ্ধের মুখে।

বড় এক সুচ সেঁধিয়ে গেল যেন কর্নেলের অহমিকার বেলুনে। ফুঁসে উঠল সে। চোখ লাল করে বলল, 'এসব নোংরা খেলা বন্ধ করুন এবার, *অ্যাংলিচানিন!* আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নোংরা হস্তক্ষেপ করছেন আপনারা। ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে গেছে। ভাববেন না আপনার বাংলাদেশী ভাড়াটে স্পাই, মাসুদ রানার খবর অজানা আছে আমার। খুব বেশি দেরি নেই তার ধরা পড়তে, মিস্টার। তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে সেট্‌ল্ করব ব্যাপারটা।'

'আপনার কথা শেষ হয়েছে, কর্নেল? যদি হয়ে থাকে, সাদা মনে কিছু সাদা সতর্ক-সঙ্কেত দিতে চাই আমি আপনাকে।'

জর্ডান দ্রুত অনুবাদ করে শোনাল বৃদ্ধের বক্তব্য। অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে থাকল বুদানিন। কারণ কথাটার মধ্যে ঔদ্ধত্য আছে। এই ভাষায় কেউ কথা বলে না তার সাথে। এমন এক বৃদ্ধের এত সাহস হয় কি করে ভেবে পাচ্ছে না সে। ওয়াইনের গ্লাস থেকে চোখ তুললেন লংফেলো, সরাসরি কর্নেলের চোখের দিকে তাকালেন।

'আপনি, মাই ডিয়ার কর্নেল, সাংঘাতিক বিরক্তিকর, জঘন্য প্রকৃতির মানুষ নামের কীট। আর যার হয়ে কাজ করেন আপনি, আনাতোলি শেপিলভ, সে হচ্ছে রাশিয়ার বিষফোঁড়া। ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তির আরেক নরকের কীট। এ দেশ তার বা আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নয়। অতএব, সবচে' ভাল হবে আমাকে খেলা বন্ধ করার উপদেশ খয়রাত না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের নোংরা খেলা বন্ধ করা। কেন নিজেদের ঝাড়ে-বংশে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছেন?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জর্ডানের দিকে ফিরল কর্নেল ভাদিম বুদানিন। অনুবাদ করার জন্যে মুখ খুলল সে, পরমুহূর্তে হপ্ করে বুজে ফেলল। 'স্যার, এত কড়া কড়া কথা বলা ঠিক হবে?'

'বলো, বলো,' হাসিমুখে উৎসাহ দিলেন তাকে বৃদ্ধ। 'ও কিছু মাইন্ড করবে না। অমায়িক ছেলে।'

বলল সে। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের কপালের দু'পাশের রগ দপ্ দপ্ শুরু করল। অসহ্য ক্রোধে চেহারা লাল হয়ে উঠল তার। পিছনের 'হেভির' অবস্থা দেখে মনে হলো গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে বসতে শুরু করেছে বুঝি তার শার্টের কলার।

'এ দেশের মানুষ,' আলাপের সুরে বলে চললেন বৃদ্ধ। 'অতীতে অনেক ভুল করেছে, সে জন্যে যথেষ্ট মাশুলও দিয়েছে। কিন্তু তারা আপনার বসের মত আবর্জনার হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দেয়ার মত ভুল আর করবে বলে মনে হয় না।'

'আবর্জনা' উচ্চারণ করার আগে ইতস্তত করল ক্যারি জর্ডান। ঢোক গিলল।

তারপর গলা খানিকটা নামিয়ে তার রাশান প্রতিশব্দ খালাস করল–'*পিযদিয়ূত*'। তার মুখ নড়া বন্ধ হতে কর্নেলের রাগের দাপাদাপি বহুগুণ বেড়ে গেল।

'সবশেষে, মাই ডিয়ার চামচা, জয়ের আশা ছেড়ে নিজেদের চামড়া কি করে বাঁচানো যায়, সেই চেষ্টা করাই ভাল হবে আপনাদের। আপনার হোরমাস্টারকেও বলবেন যেন সে আমার পরামর্শ গ্রহণ করে।'

রাগে উন্মাদ হয়ে গেল কর্নেল বুদানিন। 'ইউ বাস্টার্ড!' কর্নেলের দ্রুত ইঙ্গিতে লংফেলোর দিকে এগোতে যাচ্ছিল 'হেভি', হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। জর্ডানকে লক্ষ করে বললেন, 'ওকে বলো কাজটা ঠিক হবে না। বিপদ ঘটে যেতে পারে কর্নেলের।'

তাই করল সে, যদিও বুঝতে ব্যর্থ হলো তার বিপদ কি করে ঘটতে পারে। এমন কে আছে এখানে যে বুদানিনকে বিপদে ফেলতে পারে? তখনই হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল করল সে।

রেস্টুরেন্টে পিন পতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। পার্টির লোকজন কেউ কোন শব্দ করছে না। নিশ্চই এতক্ষণ ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনেছে লোকগুলো।

'কি বললে?' এক পা এগোল কর্নেল। 'আমার বিপদ ঘটবে? কে ঘটাবে, এই শুয়োরের পাল?' ইঙ্গিতে উপস্থিত অন্যদের ইঙ্গিত করল সে।

লংফেলো মুখ খোলার সময় পেলেন না, তার আগেই 'ঠক্!' আওয়াজ উঠল কাছেই। কর্নেলের বাঁ দিকে। ঘুরে তাকাল সে। তীক্ষ্ণধার এক সুইচ ব্লেড ছোরা গেঁথে আছে তার পাঁচ হাতের মধ্যে এক টেবিলে, থরথর কাঁপছে ওটা। কাজটা কার বোঝা গেল না। সন্দেহের ছায়া ফুটল কর্নেলের চোখে। আর যাই হোক, বোকা নয় লোকটা।

দ্বিধান্বিত চোখে অন্য অতিথিদের দিকে তাকাল সে, তখনই আরেক কাণ্ড চোখে পড়ল। এক অতিথির ন্যাপকিনের আড়াল থেকে নাক বের করে আছে একটা স্টেয়ার নাইন এমএম। তার দিকেই মুখ করে আছে ওটা। এই সময় উপস্থিত প্রত্যেকে উঠে দাঁড়াল এক এক করে, প্রায় সবারই হাত ট্রাউজারের পকেটে। একদৃষ্টে বুদানিনকে লক্ষ করছে লোকগুলো। চাউনি নির্দয়, নির্বিকার।

'কারা এরা?' সঙ্গীকে বিড় বিড় করে প্রশ্ন করল সে।

'মনে হয় চেচেন, কর্নেল,' বলল 'হেভি'।

'সবাই?'

মারভিন লংফেলো দিলেন জবাবটা। 'ঠিক, কর্নেল। সবাই। আর ওরা শুয়োর শব্দটা একেবারেই পছন্দ করে না। ওরা মুসলমান, ইউ সী! ওই জিনিসটা ওদের ভারী না-পছন্দ, ধর্মীয় বিশ্বাস। শুয়োরের মত আপনিও ওদের না-পছন্দ। গ্রজনির স্মৃতি আর কি, বুঝলেন না?'

গ্রজনির উচ্চারণের সাথে সাথে নড়ে উঠল প্রতিটি চেচেন। চতুর্দিক থেকে অন্তত পঞ্চাশটা সেফটি ক্যাচ অফ করার শব্দ উঠল। দরজার কাছের সাত অতিথির হাতে দেখা দিল সাতটা হ্যান্ড গান। গেটে দাঁড়ানো তিন ব্ল্যাক গার্ডের মাথা সই করে ওগুলো তুলল তারা। ততক্ষণে ক্যাশ বক্সের আড়ালে সটান শুয়ে পড়েছে হেড ওয়েটার। ঘুম ভেঙে আজ কার মুখ দেখেছিল ভাবছে হয়তো।

নিজেকে সামাল দিল কর্নেল বুদানিন। বুঝতে পেরেছে এখন একটা বেতাল পদক্ষেপ নিমেষে মৃত্যু ডেকে আনবে তার। যেটুক এগিয়েছিল, সেটুক পিছিয়ে গেল সে। চেপে রাখা দম ছাড়ল।

'আপনাকে আন্ডারএস্টিমেট করেছিলাম আমি, *অ্যাংলিচানিন!* সে জন্যে দুঃখ হচ্ছে। তবে এই শেষ। নিজ দেশে ফিরে যান। আমার দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করুন। মাসুদ রানাকেও বলবেন যেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় সে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। নইলে...' বক্তব্য শেষ না করে থেমে গেল কর্নেল।

হিলের ওপর ভর রেখে ঘুরল দ্রুত। কোনদিক না তাকিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

কেমন এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধকে দেখল ক্যারি জর্ডান। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'এই আয়োজন আপনারই করা ছিল তাহলে, স্যার?'

জবাব না দিয়ে উঠে পড়লেন বিএসএস চীফ। ওয়াইনের গ্লাস তুলে ধরলেন ভেতরের চেচেনদের উদ্দেশে। 'জেন্টলমেন, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

পানীয় শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন বৃদ্ধ। হতভম্ব হেড ওয়েটারকে মোটা বকশিশ আর রহস্যময় এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে এলেন। পিছন পিছন চেচেনরাও এল। তাদের পাহারা দিয়ে হোটেলে নিয়ে চলল। পরদিন ভোরে দুই ব্রিটিশকে শেরেমেতিভো পৌছে দিল তারা। সূর্যোদয়ের একটু পর মস্কো ত্যাগ করল তাদের লন্ডন ফ্লাইট।

জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে টানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ক্যারি জর্ডান। 'আমি আর মস্কো আসছি না আপনার সাথে, স্যার। ওফ্, কি বাঁচা যে বেঁচেছি, বাপরে বাপ্!'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন লংফেলো। 'আমিও না।'

'আপনার বাংলাদেশী বন্ধুটি কোথায়, স্যার? তাকে তো খবর দেয়া হলো না কোন।'

'মাসুদ রানা?' নিচে তাকালেন বিএসএস চীফ। মেঘমুক্ত আকাশ বলে তখনও একটু একটু দেখা যাচ্ছে মস্কো শহর। অনেক নিচে, খুদে এক মডেল টাউনের মত। আকাশ ছোঁয়া ভবন মনে হয় যেগুলোকে মাটি থেকে, সেগুলোকে এখন মনে হচ্ছে যেন সরু সরু ম্যাচের কাঠি। শহরময় ম্যাচ বাক্সও ছড়িয়ে আছে প্রচুর। প্রশস্ত হাইওয়েগুলো যেন কালো রঙের সাপ। 'আছে ওখানেই কোথাও। ওর জন্যে চিন্তা নেই। মাসুদ রানা ইজ মাসুদ রানা। আ ভেরি ভেরি স্পেশাল ম্যান।'

***

কালো ফাইল-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

নীরবে বসে আছে কর্নেল ভাদিম বুদানিন। তার সামনে ডেস্কের ওপর একটা চিঠির এনলার্জড় ছবি। ওটা রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্যাট্রিয়ার্ক, হিজ হোলিনেস আলেক্সেই টু-র নিজ হাতে লেখা। বহুবার পড়েছে সে চিঠিটা, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

সময় যত গড়াচ্ছে, ততই রাগ বাড়ছে তার একটু একটু করে। অসহ্য রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে। এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না, নিজেকে শোনাচ্ছে কর্নেল বারবার, এত বাড়াবাড়ি কিছুতেই সহ্য করা যায় না। যদি তার আগের দিন থাকত, অনেক আগেই প্যাট্রিয়ার্কের বাচ্চার ঘাড় ভাঙত সে। কিন্তু…

হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপল বুদানিন। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, জরুরী কিছু কথা আছে। এখনই।'

'চলে এসো।'

মিনিট দশেক ধরে চিঠিটা দু'তিনবার পড়ল আনাতোলি শেপিলভ। প্যাডের ওপরের এম্বস করা মনোগ্রাম দেখার পর থেকেই কপাল কুঁচকে আছে তার। চিঠিটা লেখা হয়েছে কোন এক 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস'কে উদ্দেশ করে।

'কি এসব?' চোখ তুলল সে। 'এই প্রিন্সকে দিয়ে আসলে কি করাতে চাইছে প্যাট্রিয়ার্ক?'

'তোমার বিরুদ্ধে যে বিদেশী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, তা দ্বিমুখী। এ চিঠি তার প্রমাণ।'

'খুলে বলো।'

'একদিকে দেশে তোমার জনপ্রিয়তা হ্রাস করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে শত্রু। প্রভাবশালী, ক্ষমতাবানদের দেখিয়ে বেড়ানো হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো, জনমত তোমার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে এবং তাতে বেশ খানিকটা সফলও তারা হয়েছে বলা চলে। স্যাবোটাজ ঘটিয়ে আমাদের প্রেস ধ্বংস করা হয়েছে, টিভিতে আমাদের জনসভার ছবি দেখানোও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তার ওপর জেনারেল ভরোশিলভের ব্যাপারটা তো আছেই। এর প্রতিটিই তোমার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যদিও এসব তোমার বিজয় ঠেকাতে পারবে না। ভোট হয়তো কিছু কমবে, কিন্তু ফলাফল একই হবে।

'অন্যদিকে ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে বিদেশে। পশ্চিম থেকে একজন প্রিন্সকে ধার করে আনার চেষ্টা চলছে। রাশিয়ায় নতুন করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা চলছে। এতে নিজেদের সুবিধে আছে জেনে প্যাট্রিয়ার্ক নিজে তাকে এ দেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে,' চিঠিটা ইঙ্গিত করল কর্নেল, 'দেখতেই পাচ্ছ।

যদি সে প্রিন্স আমন্ত্রণ গ্রহণে রাজি হয়, চার্চের তরফ থেকে তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাশিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হবে।'

'পাল্টা কিছু ভেবেছ তুমি?' চিঠিটা কর্নেলের দিকে ঠেলে দিল শেপিলভ। 'এদের নিরুৎসাহিত করার মত কিছু?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

'যদি দুর্ঘটনাবশত এই প্রিন্সের মৃত্যু ঘটে, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়বে পথের মাঝে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল শেপিলভ। 'তুমি বলতে চাইছ, তেমন কিছু ঘটানোর পরিকল্পনা করেছ তুমি?'

'ঠিক তাই। এসব কাজে খুবই এক্সপার্ট এক লোক আছে আমার হাতে, পশ্চিমে কাজ করে অভ্যস্ত সে। কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পারে। দোলগোরুকির লোক, তবে পয়সা দিলে অন্য যে কারও কাজও করে। গত মাসে নিজেদের দুই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করেছে সে। দলের বিশ মিলিয়ন ডলার লোপাট করে ব্রিটেনে পালিয়ে গিয়েছিল লোক দুটো। দু'সপ্তা আগে উইম্বলডনে তাদের আবিষ্কার করে এই লোক, শেষ করে নিরাপদে ফিরে আসে।'

'হুঁম! কোথায় সে এখন?'

'মস্কোতেই।'

'ঠিক আছে। যা করতে চাইছ করে ফেলো।'

'গুড!' খুশি হয়ে উঠল কর্নেল।

'তবে মনে রেখো, নতুন কোন ঝামেলা সৃষ্টি হয় না যেন।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। দশদিনের মধ্যে প্রিন্সের মৃত্যু সংবাদ পাবে তুমি।'

তারপর, নিজের অফিসে ফিরে হৃষ্টচিত্তে ভাবল কর্নেল বুদানিন, ওদিকে মার্বেল পাথরের প্যাবে প্রিন্সের লাশ, এদিকে ফ্যাপসির মাসুদ রানার ট্রান্সমিশনের স্থান সনাক্তকরণ সফল হলে তার লাশ, দুটোর ছবি তুলে লন্ডনে পাঠাতে হবে মারভিন লংফেলো ওরফে ফক্সের ঠিকানায়–তার বড়দিনের উপহার হিসেবে। দারুণ জমবে মজা।

গত ক'দিনে লন্ডন থেকে মুখস্থ করে আসা প্রায় সবগুলো নম্বরের সাথেই যোগাযোগ করেছে মাসুদ রানা। এখন তার ফল আসা শুরু হয়েছে। উমার গুনায়েডের দেয়া রানার মোবাইলের নম্বরে রিং ব্যাক করছে ওর কন্ট্যাক্টরা।

ছয় নম্বর যোগাযোগকারীর সাথে কথা শেষ করে সামনের টেবিলে বিছানো মস্কোর প্রকাণ্ড এক স্কেল ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল। এইমাত্র যে ঠিকানা দেয়া হলো ফোনে, সেই জায়গা স্পট্ করার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় রুমে ঢুকল উমার গুনায়েড। 'কি করছ?'

'এই তো!' চোখ তুলল রানা। 'কি ব্যাপার, তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?'

হাসির ভঙ্গি করল চেচেন নেতা। 'হ্যাঁ, রানা।'

'কি হয়েছে?'

'এখনও হয়নি, তবে হতে যাচ্ছে।'

'কি?'

'কর্নেল বুদানিনের নির্দেশে দোলগোরুকি আমার বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রি যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে।'

'আমি জানি, উমার।'

'জিজ্ঞেস করতে পারি ঘরে বসে এ খবর কি করে জানলে তুমি?' সন্দেহের চোখে রানাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল চেচেন। 'গত তিন দিন থেকে এ ঘরের বাইরে এক পা ফেলোনি তুমি, আর দোলগোরুকির উদ্দেশ্য সবে গত রাতে বাজারে ফাঁস হয়েছে।'

মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'বোসো। বলছি।'

'জানো, রানা!' বসল সে ওর মুখোমুখি। চোখ কুঁচকে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'তোমার বৃদ্ধ বন্ধু আস্ত এক উন্মাদ। তোমারই মত। এমন ঝুঁকি কোন সুস্থ মাথার মানুষ নিতে পারে বলে জানা ছিল না আমার।'

'কি রকম?'

'কাল রাতে সিলভার এজ রেস্টুরেন্টে তিনি যে আচরণ করেছেন বুদানিনের সাথে, যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন তার আর শেপিলভের নামের আগে-পিছে, ভাবলে এখনও কলজে হিম হয়ে আসে আমার। তিন টেবিল তফাতে ছিলাম আমি, ভদ্রলোকের প্রতিটি কথা শুনেছি। মনে হচ্ছিল তিনি সেধে নিজের মরণ ডাকছেন। বার বার। কর্নেল ইচ্ছে করলে হয়তো সত্যিই মেরে ফেলতে পারত তাকে।'

'পারত না, কারণ সেখানে উমার গুনায়েভ ছিল। সে তা হতে দিত না।'

'আমি কথার কথা বলছি, রানা। তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করেছি, যতদিন তোমার মিশন শেষ না হচ্ছে ততদিন করবও। কিন্তু ভেবে দেখেছ, কাল আমি এক্সপোজড় হয়ে গিয়েছি? এতদিন তোমার অবস্থান সম্পর্কে বুদানিনের যেটুকু দ্বিধা-অনিশ্চয়তা ছিল, কাল যে তা দূর হয়ে গিয়েছে, সে কথা ভেবে দেখেছ? আমার লোকেরা আমার কথায় তোমার জন্যে জান দিতে প্রস্তুত, রানা। তবে আমি ওদের লীডার, ওদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয় আমাকে। বাজারের গুজব যদি সত্যি হয়, কি ঘটবে বুঝতেই পারছ।'

'হ্যাঁ, পারছি। তবে ভদ্রলোকের কর্নেলের সাথে দেখা হওয়া খুব জরুরী ছিল, উমার। তার মাধ্যমে শেপিলভের কানে কিছু পানি ঢোকানো প্রয়োজন ছিল। আমি জানি, এ দেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার লাইসেন্স প্রাপ্ত সিকিউরিটি এজেন্সি আছে, এবং তার আটশোই আছে মস্কোয়। এদের যে কোন এক এজেন্সি থেকে এ কাজের জন্যে পঞ্চাশজন লোক ভাড়া করে কালকের কাজটা করিয়ে নিতে পারতাম আমি। কিন্তু সাহস হয়নি। কারণ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে আমিই মস্কো আসতে বাধ্য করেছি, প্রয়োজনের তাগিদে যদিও। তাই তাঁর নিশ্চিত নিরাপত্তার কথা ভেবে ঝুঁকি আছে জেনেও তোমাকেই ও

কাজ করতে অনুরোধ করেছি বাধ্য হয়ে। কারণ আমি জানি, এইসব সিকিউরিটি এজেন্সির এক পয়সার বিশ্বাসযোগ্যতাও নেই। ওরা মুহূর্তে পক্ষ বদল করে এমন অনেক নজীর আছে। হয়তো শেষ মুহূর্তে কর্নেলের কাজটা ওদের ভেতর থেকেই কেউ করে বসত, যদি কর্নেল আমার দেয়া ফীর অঙ্ক দ্বিগুণ করে দিত।'

'আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে আমি প্রভাবিত, বন্ধু। কিন্তু এ মুহূর্তে তুমি যদি আমি হতে তো বুঝতে কী ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছি আমি।'

'আমি বুঝি, উমার। বুঝি।'

চিন্তিত মুখে হাতের তালু দিয়ে গাল ডলতে লাগল চেচেন নেতা। 'শুনছি দোলগোরুকি আমার বিরুদ্ধে মেজর গ্যাঙ ওয়ার ঘোষণা করতে যাচ্ছে।'

'এখনই যদি সেরকম কিছু না-ও ঘটে, দু'দিন পর শেপিলভ ক্ষমতায় বসলে তাই ঘটবে, উমার। আমি জানি সেই ভয়ে ঘাবড়ানোর বান্দা তুমি নও। তাহলে কেন শুধু শুধু মুখ কালো করে আছ? কামন, ম্যান্! দোলগোরুকি একটা টোকাও লাগাতে পারবে না তোমার গায়ে।'

থমকে গেল গুনায়েভ। 'কি বললে?'

'ঠিকই বলেছি। কোন চিন্তা কোরো না তুমি। গ্যাঙ ওয়ারের চিন্তা বাদ দিয়ে ওদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে নামতে হবে খুব শীঘ্রি। খুবই শীঘ্রি।'

'তোমার কথা কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি, রানা!' হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল উমার গুনায়েভ।

'কাল দুপুরের আগেই বুঝতে পারবে, বন্ধু।' হাসি ফুটল ওর মুখে। ভয়ঙ্কর শীতল হাসি।

'কি...?'

'আহ্! এত প্রশ্ন কোরো না তো! ভাল কথা, এয়ারপোর্ট গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, এই তো এলাম। সময়মত উড়েছে তোমার বন্ধুর ফ্লাইট।'

'যাক্, এবার নিশ্চিন্তে কাজ করা যায়।' গুনায়েভকে সিগারেট অফার করল ও, নিজেও ধরাল। 'আরেকবার প্যাট্রিয়ার্কের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে, শেষবারের মত। তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

'আগে তো এ কাজে আমার সাহায্য চাওনি!'

'সে কি! ক্যাসক তুমিই না জোগাড় করে দিলে?'

'ওটা বুঝি একটা সাহায্য হলো?'

'হলো না? সে যাক, আমার সন্দেহ আগের মত সহজ হবে না আমার এবারকার সফর।'

'কেন?'

'খুব সম্ভব প্যাট্রিয়ার্কের বাসভবনের ওপর নজর রেখেছে কর্নেল বুদানিন। অপ্রস্তুত অবস্থায় গেলে ঝামেলা বেধে যেতে পারে।'

'ওকে। উসমানভকে জানিয়ো কি কি প্রয়োজন।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু।'

*

ডিনার সেরে নিজের প্রশস্ত লিভিংরুমে এসে বসলেন জিইউভিডি প্রধান, জেনারেল পেত্রোভস্কি। পুতুল কোলে তাতিয়ানাও এসে বসল তাঁর কোলে। দু'জনেরই নজর টিভির পর্দায়–জনপ্রিয় আমেরিকান কার্টুন ছবি 'টম অ্যান্ড জেরি' সবে শুরু হলো। ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। মিসেস পেত্রোভস্কি ধরলেন। 'দা?' বলেই স্বামীর দিকে ফিরলেন। 'তোমার ফোন।'

'কে?'

'কোন এক বাংলাদেশী।'

কার্টুন দেখা মাথায় উঠল জেনারেলের, মেয়েকে আলতো করে তুলে সোফায় বসিয়ে দিয়ে উঠলেন তিনি। 'স্টাডিতে গিয়ে ধরছি আমি।'

ভেতর থেকে স্টাডির দরজা বন্ধ করে দিলেন পেত্রোভস্কি। কপাল কুঁচকে আছে। লোকটা তাঁকে বলেছিল বিশেষ প্রয়োজন পড়লে ফোন করবে, জেনারেলও অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। কোনও বিশেষ প্রয়োজন…রিসিভার তুললেন তিনি, ওপাশে স্ত্রী রেখে দিলেন। 'ইয়েস?'

'জেনারেল?'

'বলছি।'

'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার হাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আছে যেগুলো আপনার জানা একান্তই প্রয়োজন। লিখে নিন, প্লীজ!'

'কোত্থেকে কথা বলছেন আপনি?'

'এক ফোন বুদ থেকে। তাড়াতাড়ি করুন, জেনারেল।'

কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হলেন তিনি। 'বলুন।'

'শেপিলভ আর কর্নেল বুদানিন তাদের দোলগোরুকি বন্ধুদের চেচেনদের বিরুদ্ধে গ্যাঙ ওয়ার শুরু করার জন্যে রাজি করিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে লড়াই বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'গুড! তাতে বরং আমার খুশি হওয়ার কথা, কারণ ওরা সবাই সমান। লড়াই বাধলে জঞ্জাল কিছু সাফ হবে।'

'তা হবে, কিন্তু একটা মুশকিল আছে, জেনারেল।'

'কি?'

'আপনি নিশ্চই জানেন বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিদল এখন মস্কোয়। কাল তারা রাশিয়াকে বিশাল অঙ্কের লোন অনুমোদন করতে যাচ্ছে। এই সময়ে খোলা রাস্তায় লাশের মেলা তারা পছন্দ করবে না হয়তো। তাছাড়া আপনাদের অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট নিজেও আগামী প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী। তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি এ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারে, জনগণ তাঁকে পরবর্তী টার্মের জন্যে ভোট দেবে না বলেই মনে হয়। ভদ্রলোক নিজেও হযতো…'

'বুঝতে পেরেছি,' গম্ভীর কণ্ঠে ওকে বাধা দিলেন জেনারেল। পরিস্থিতির

গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। 'তারপর বলে যান।'

'আমি ছয়টা ঠিকানা বলছি, লিখে নিন।'

'বলুন।'

এক এক করে বলে গেল রানা, এক-দুই করে নম্বর বসিয়ে নোট করলেন তিনি। 'কিসের ঠিকানা এগুলো?'

'প্রথম দুটো দুই অস্ত্র গুদামের, দোলগোরুকি মাফিয়ার। ছোটখাট একটা দেশ জয় করার জন্যে পর্যাপ্ত হেভি-লাইট অস্ত্র পাবেন ওখানে, সাথে প্রচুর গোলাগুলি। তৃতীয়টা ওদেরই এক ক্যাসিনোর, ওটার বেজমেন্টে পাবেন ওদের ফিনান্সিয়াল রেকর্ড রুম। পরের তিনটা তিন ওয়্যারহাউসের, কম করেও ত্রিশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের নিষিদ্ধ পণ্য পাবেন ওগুলোয়।'

'এগুলোও দোলগোরুকির নিশ্চই?' থমথমে কণ্ঠে বললেন তিনি।

'রাইট, জেনারেল।'

'এসব আপনি কি করে জানলেন?'

মৃদু স্বরে হাসল রানা। 'লো প্লেসে কিছু বন্ধু আছে আমার, তারা দিয়েছে।' দুটো নাম বলল ও। 'এই দুই অফিসারকে চেনেন নিশ্চই?'

'অফ কোর্স!' বিস্মিত শোনাল জেনারেলের গলা। 'কিন্তু আপনি এদের নাম শুনলেন কোথায়?'

'একজন আপনার সিনিয়র ডেপুটি, আরেকজন সোবরের এক স্কোয়াড কমান্ডার, অ্যাম আই রাইট, জেনারেল?'

'অ্যাবসলিউটলি! বাট...!'

'এরা দু'জন দোলগোরুকির ইনফর্মার।'

বিস্ফোরিত হলেন জেনারেল। 'হোয়াট দা হেল্...?'

'আমি দুঃখিত, জেনারেল। তবে তথ্যটা একদম খাঁটি।'

কয়েক মুহূর্ত কথা হাতড়ালেন পেত্রোভস্কি। তারপর প্রায় হুঙ্কার ছেড়ে বসলেন চাপা গলায়, 'ইউ উড বেটার বি সার্টেন, বাংলাদেশী!'

'আ'য়্যাম, স্যার। আপনি রেইড চালাতে আগ্রহী হলে বলুন, আপনার দুই বেঈমান অফিসারকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করি আমি।'

'ওদের কি করতে হবে তা আমিই ভাল জানি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি।

'তাহলে আজকের মত বিদায়, জেনারেল। গুড লাক অ্যান্ড গুড হান্টিং।'

লাইনে টানা 'পিঁ-ই-ই!' আওয়াজ শুনে কান থেকে রিসিভার সরালেন হতভম্ব জিইউভিডি প্রধান। আলতো করে রেখে দিলেন ক্রেডলে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন নোট শীটটার দিকে। বজ্জাত বিদেশী স্পাইটির কথা ভাবছেন। যদি তার এ তথ্যগুলো সঠিক হয়, তাহলে তাঁর আসন্ন অভিযান হবে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ব্যাপক।

সোবর র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সের তিন হাজার তরুণ, হাইলি ট্রেইনড় কম্যান্ডো যোদ্ধা রয়েছে জেনারেলের নিজের হাতে। এ কাজে তারা যথেষ্টর চাইতেও বেশি। আর এবারই প্রমাণ হবে আসলে সেই ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো কতটা

খাটি। শীটটা পকেটে ভরে লিভিংরুমে চলে এলেন চিন্তিত জেনারেল পেত্রোভস্কি। শেষ হয়ে গেছে কার্টুন। উইলি কয়োট শেষ পর্যন্ত সাপারের জন্যে রোডরানারকে ধরতে পেরেছিল কি না জানা হলো না তাঁর।

'আমি অফিসে যাচ্ছি,' স্ত্রীকে বললেন পেত্রোভস্কি। 'রাতে ফিরব না। কাল সারাদিনে ফিরতে পারব কি না তাও বলতে পারছি না।'

স্বামীর কাজের পদ্ধতি জানেন মহিলা, কাজেই বিনা প্রশ্নে মাথা দোলালেন। 'গুড হান্টিং, ইউরি।'

শীতকালে মস্কো সিটি কর্পোরেশন গোর্কি পার্কের সমস্ত রাস্তা-ওয়াকওয়েজ ডুবিয়ে দেয় পানি দিয়ে। খুব দ্রুত সে পানি জমে পুরু, পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় দেশের সবচেয়ে বড় আইস রিঙ্ক। কয়েক মাইল দীর্ঘ হয় সে রিঙ্ক, সেখানে মস্কোবাসী স্কেট করে অবসর কাটায়। এটা তাদের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় এক খেলা।

রিঙ্কের এখানে-ওখানে বরফমুক্ত স্থানও আছে কিছু, গাড়ি পার্কিঙের কাজে ব্যবহার হয়। এরকম এক জায়গায় লোকটার সাথে মিলিত হলো কর্নেল বুদানিন। যার যার দামী মার্সিডিজ থেকে বের হলো তারা। হেভি গ্রেটকোট আর শাপকায় আস্ত দুই মেরু ভালুকের মত লাগছে দু'জনকে।

গাড়ি থেকে নেমে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল তারা জড়োসড়ো দুই পাশ বালিশের মত আড়ষ্ট হয়ে। ঘন গাছপালা ঘেরা এক জায়গায় বরফমুক্ত এক বেঞ্চ দেখে বসল।

লোকটা আকার গঠনে প্রায় বুদানিনের মতই, ইউক্রেনিয়ান। এক্স আর্মি মেজর। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জিআরইউর *স্পেৎস্নাজ* স্পেশাল ফোর্সের সদস্য ছিল। কড়া ইস্তিরি দেয়া চীজ। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় প্রায় রুশ ভাষার মতই অনায়াস দখল তার। জিআরইউর হয়ে পশ্চিম ইউরোপে দীর্ঘদিন চাকরি করার অভিজ্ঞতা আছে। সবচেয়ে বড় গুণ মশা-মাছির মত নির্বিচারে নরহত্যা করতে পারে সে।

রাশিয়ান আন্ডারওয়ার্ল্ডে এর নাম *মেখানিক*, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ মেকানিক। দোলগোরুকি মাফিয়ার একটা স্তম্ভ সে।

'শুনলাম আমাকে খুঁজছেন?' সমীহের সাথে বলল মেকানিক। মুখের সামনে বাষ্পের হালকা মেঘ সৃষ্টি হলো তার। কর্নেলকে যথেষ্ট সমঝে চলে সে। খুব ভালভাবেই অবহিত বুদানিনের ক্ষমতা সম্পর্কে। আর এক মাসের মধ্যে কর্নেল যে দেশের দ্বিতীয় নমস্য ব্যক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে, বিলক্ষণ জানে।

উত্তর দিল না বুদানিন। পকেট থেকে একটা বি-টু সাইজ ছবি বের করে তুলে দিল মেকানিকের হাতে। দেখল সে ছবির চেহারাটা, ওটা উল্টে পিছনে হাতে লেখা তার নাম ঠিকানা পড়ল। 'প্রিন্স!' বিড় বিড় করে বলল সে। 'মরেছি! রাজদ্রোহের দায়ে না পড়তে হয়।'

'তোমার সেন্স অভ হিউমার গিলে ফেলো,' চাপা, তবে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কর্নেল। 'খুব সহজ এক টার্গেট. কোন ব্যক্তিগত সিকিউরিটি নেই। বড়দিনের

মধ্যে এর মৃত্যু-সংবাদ চাই আমি।'

ভাবল খানিক মেকানিক। আর মাত্র দশদিন আছে বড়দিনের। এর মধ্যে ইউরোপ পৌঁছে একে শেষ করা কঠিন, খুব হুড়োহুড়ি হয়ে যাবে। এত দ্রুত সম্ভব নয়। সতর্ক হয়ে, দেখেশুনে পা ফেলতে অভ্যস্ত বলেই আজও মুক্ত আছে সে। 'সময় আরও কিছু বাড়ান, কর্নেল।'

'কতদিন?'

'এক সপ্তা। নিউ ইয়ার'স ডেতে জানতে পাবেন খবর।'

'ঠিক আছে। কত?'

যা মুখে এল বলে বসল মেকানিক।

মাথা দোলাল বুদানিন। 'আমি রাজি।'

সাদা রঙের ধোঁয়াটে বাষ্পের মত নিঃশ্বাস ছাড়ছে তারা দু'জন। কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে দেখা এক ফাদারের কথা খেয়াল হলো মেকানিকের, লোকটা দেশবাসীর কাছে জার এবং ঈশ্বরকে পুনর্বাসিত করার আবেদন জানাচ্ছিল বিশাল এক জনসমাবেশে। তার সাথে এই প্রিন্সের প্রতি কর্নেলের হঠাৎ আগ্রহের যোগসূত্র কোথায়, বুঝে নিতে দেরি হলো না চতুর ইউক্রেনিয়ানের। ফী-টা আরও কেন বেশি দাবি করল না সে ভেবে আফসোস হলো। 'আর কিছু না?'

'আর কিছু জানতে চাওয়ার যদি না থাকে তোমার, তাহলে না।'

'ওয়েল, নেই,' ছবিটা পকেটে রাখল মেকানিক। 'এরচে' বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই আমার।' হাসল সে। 'আপনার সাথে ব্যবসার মজাই অন্য রকম, কর্নেল।'

ঘুরে লোকটার বাহু মুঠো করে ধরল কর্নেল বুদানিন। চোখ নামিয়ে তার গ্লাভ পরা হাতের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মেকানিক। বিরক্ত। কারও স্পর্শ পছন্দ নয় মেকানিকের। তার মনোভাব টের পেয়ে হাত নামিয়ে নিল কর্নেল।

'টার্গেট আর টাইমিঙের ব্যাপারে কোন ভুল হয় না যেন।'

'ও ধরনের ভুল আমার হয় না কখনও, কর্নেল, আপনি তা ভাল জানেন।' পকেট থেকে একটা নেম কার্ড বের করে তার উল্টোদিকে কিছু লিখল ইউক্রেনিয়ান। কর্নেলকে দিল সেটা। 'আমার লিয়েখটেনস্টেইনের অ্যাকাউন্ট নাম্বার। গুড ডে টু ইউ, *পলকভনিক* (কর্নেল)।'

মাঝরাতের দু'ঘণ্টা পর মাসুদ রানার দেয়া ছয় ঠিকানায় একযোগে শুরু হলো জেনারেল পেত্রোভস্কির তাণ্ডব নৃত্য।

এর আগে দুই বিশ্বাসঘাতক অফিসারকে সোবর ব্যারাকের অফিসার্স ক্লাবে দেয়া তাঁর প্রাইভেট ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান জেনারেল। তাদের খাওয়ানোর চাইতে ভদকা গেলানোর দিকে নজর বেশি ছিল পেত্রোভস্কির, নিজ হাতে বার বার দু'জনের গ্লাস ভরে দিয়েছেন তিনি। দশটার মধ্যে পুরো আউট হয়ে গেল লোক দুটো। জেনারেলের নির্দেশে ক্লাবেই তাদের রাত কাটানোর আয়োজন করা হলো। দু'জনের রুমের দরজায় চার গার্ড বসিয়ে আসল কাজে নামলেন তিনি।

বারোটার দিকে একসার বন্ধ গ্যারেজে সম্পূর্ণ প্রস্তুত কয়েক ডজন ট্রুপস্ ক্যারিয়ারে উঠে পড়ল তাঁর সুসজ্জিত সোবর কম্যান্ডো বাহিনী। দুই ঘণ্টা অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকার পর ক্যারিয়ার ড্রাইভারদের কোথায় যেতে হবে, সে ঠিকানা সরবরাহ করা হলো। ডিটেইল কমান্ডারদের জানানো হলো তাদের মিশন। ওই এক ধাক্কায় কম করেও ছয় মাস পিছিয়ে গেল দোলগোরুকি।

তিন ওয়্যারহাউসে বিশেষ কোন বাধার মুখে পড়তে হলো না আরআরএফ বাহিনীকে। চারজন করে মোট বারোজন অস্ত্রধারী মাফিয়া গার্ড ছিল ওগুলোর পাহারায়। তাদের মধ্যে বাধা দিতে গিয়ে চারজন মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হলো, অন্যরা আত্মসমর্পণ করায় প্রাণে বেঁচে গেল। ভেতর থেকে উদ্ধার করা হলো বারো বোতল কেসের দশ হাজার কেস আমদানী করা ভদকা। ডিউটি ছাড়াই পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড থেকে এসব আমদানী করেছিল দোলগোরুকি।

গত দু'বছর রাশিয়ার গমের ফলন মার খাওয়ায় রাশিয়ানদেরই আবিষ্কার ভদকা তিন-চার গুণ বেশি দামে আমদানী করতে হচ্ছিল ওই দুই দেশ থেকে।

আর যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে আছে কয়েক কোটি ডলারের বিলাস পণ্য সামগ্রী। ডিশ ওয়াশার, ওয়াশিং মেশিন, রিফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, ভিডিও মেশিন আর কয়েক হাজার কম্পিউটর—আমেরিকান, জার্মান, ব্রিটিশ। দুই অস্ত্র গুদামে পাওয়া গেল অবিশ্বাস্যরকম বিশাল মজুত। দুটো ফুল স্ট্রেঙথ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের জন্যে পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ। সাধারণ পিস্তল-অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে শুরু করে শোল্ডার-বোর্ন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট এবং ফ্লেম থ্রোয়ার পর্যন্ত সবকিছু।

ক্যাসিনো অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন জেনারেল নিজে। দুটো বিশে যখন সেখানে পৌঁছলেন তিনি সদলবলে, জুয়াড়ীদের কলগুঞ্জনে মুখরিত ছিল ক্যাসিনো। সশস্ত্র সোবর কম্যান্ডোদের ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকতে দেখে যে যেদিকে পারে, দৌড়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল তারা তারস্বরে বাবা-মাকে ডাকতে ডাকতে। ক্যাসিনো ম্যানেজার কয়েক মিনিট জেনারেলকে বাধা দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল তার ক্যাসিনো বেআইনী নয়, লাইসেন্স আছে ইত্যাদি বলে।

কিন্তু যেই তার ডেস্ক সরিয়ে কার্পেট তোলার হুকুম দিলেন পেত্রোভস্কি, প্রতিবাদের ভাষা আওয়াজ হারিয়ে ফেলল ম্যানেজারের। যে মুহূর্তে বেজমেন্ট কুঠরির ট্র্যাপ ডোর বেরিয়ে পড়ল, নিজেকেই হারিয়ে ফেলল মানুষটা, বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়ল এক মেজরের গায়ের ওপর। ক্যাসিনো থেকে বের হলো দোলগোরুকির অসংখ্য কাঠের বাক্স বোঝাই ফিনান্সিয়াল রেকর্ড।

ক্যারিয়ার বোঝাই করে সে সব নিয়ে যাওয়া হলো ৬ নম্বর শাবোলভকা স্ট্রীটে, জিইউভিডির হেডকোয়ার্টার্সে। ওখানে এক্সপার্টদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হবে ওগুলো।

সকাল ন'টায় এমভিডি বা ইন্টিরিয়র মিনিস্ট্রির দুই প্রেসিডিয়াম জেনারেল টেলিফোনে প্রথম অভিনন্দন জানালেন পেত্রোভস্কিকে। এরপর শুরু হলো অভিনন্দনের পর অভিনন্দন আসার পালা।

দুপুরের আগেই তাঁর ইতিহাস সৃষ্টির খবর রেডিও-টিভির মাধ্যমে জেনে গেল

সবাই। টিভি পুরো রিপোর্ট প্রচার করল। সোবর বাহিনীর ঝটিকা অভিযানে গ্যাঙস্টারদের মৃতের সংখ্যা ছাব্বিশে দাঁড়িয়েছে জানানো হলো। অন্যদিকে সোবরদের মধ্যে মাত্র একজন মারাত্মক আহত হয়েছে। দাবি করা হলো সাতাশ জন *মাফিয়োসি* বা মাফিয়া সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ সংখ্যাটা ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে প্রকাশ করেছেন জেনারেল, দোলগোরুকি ক্ল্যান চীফদের আতঙ্কিত করে তোলার জন্যে। ঘটলও তাই।

দুপুরের আগে আরখানজেলস্কোই ব্রিজের দেড় মাইল দূরের এক সুরক্ষিত ম্যানসনে জড়ো হলো আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত দোলগোরুকি নেতারা। তাদের কেউ কেউ জানতে পেরেছে, ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর এক বাচাল সিনিয়র অফিসার ফাঁস করে দিয়েছে তাদের সমস্ত গোপন ঠিকানা। তাদের অবশ্য জানা নেই যে এই গুজব বাজারে বপন করেছে উসমানভ, মাসুদ রানার নির্দেশে। কোথায় খবর ছাড়লে তার পাখা গজায় তা সে জানে ভালই।

জমায়েতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এ বিষয়ে ভাল করে খোঁজ খবর নিতে হবে। আর ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক ফোর্স দলের ফান্ডে এরপর একটি টাকাও চাঁদা দেয়ার আগে কর্নেল বুদানিনকে এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আনাতোলি শেপিলভের পিছনে ঢালছে দোলগোরুকি, আর তারই লোক কি না এভাবে ডোবাল তাদের! সোবরের সেই দুই শালারই বা কি হলো ভেবে পেল না তারা। এতবড় এক অভিযানের খবর কি তাদের জানানো উচিত ছিল না সময় থাকতে?

দুই

দুপুরের পর কড়া বডিগার্ড পরিবেষ্টিত উমার গুনায়েভ এল রানার সাথে দেখা করতে। আনন্দ আর ধরে না তার, মুখে এ-কান ও-কান বিস্তৃত হাসি। 'কি করে এ কাজ সম্ভব করলে জানি না, বন্ধু,' বলল সে। 'তুমি জানো না কতবড় ঝামেলা থেকে বেঁচেছি এ যাত্রা। ধন্যবাদ তোমাকে।'

'এ জন্যে ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই, উমার। কাজটা করেছি আমি আত্মসন্তুষ্টির জন্যে। তাছাড়া জেনারেল পেত্রোভস্কিও উপরওয়ালাদের খুশি করার জন্যে মুখিয়ে ছিলেন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডেলিগেশনের মস্কো উপস্থিতির সময় বাজে কিছু ঘটতে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি, দ্যাট'স অল।'

'ওয়েল, গ্যাঙ ওয়রের খায়েশ ছয় মাসের জন্যে শিকেয় তুলে রাখতে হবে এখন দোলগোরুকি ভায়াদের। ক্ষতিপূরণের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'সেই সাথে বাচাল ব্ল্যাক গার্ড অফিসারটিকেও খুঁজবে তারা,' বলল রানা।

এক কপি দৈনিক *সেগোদনায়া* ওর হাতে তুলে দিল উমার গুনায়েভ। 'তিন নম্বর পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখো।'

দেখল মাসুদ রানা। রাশিয়ার নেতৃস্থানীয় নির্বাচনী জনমত জরীপকারী সংস্থার

এক রিপোর্ট ছাপা হয়েছে সেখানে, যাতে দেখা যাচ্ছে গত তিন সপ্তাহে সত্তর থেকে পঞ্চাশে নেমে গেছে ইউপিএফ পার্টির জনসমর্থন। আরও নামছে।

'এ আসলে শহুরে জনমতের প্রতিফলন,' বলল ও। 'গ্রামের খবর এরা রাখে না। শহরেরটা সংগ্রহ করা সহজ আর সুবিধেজনক বলে এগুলোই ছাপে। এর ওপর বিশেষ ভরসা রাখা যায় না।'

'তুমি বলতে চাইছ গ্রামে তার জনপ্রিয়তা বেশি?'

'না, কম। শহরে বেশি।'

'তোমার কি মনে হয় এত কিছুর পরও শেপিলভের জয়ী হওয়ার কোন আশা আছে?'

'এখনও নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি।'

চেচেন নেতাকে বলা যাবে না যে নির্বাচনে শেপিলভকে পরাজিত করা ওদের লক্ষ নয়, ভাবল রানা। ওদের উদ্দেশ্য তাকে একের পর এক ডিজ-ইনফর্মেশনের ফাঁদে ফেলা, ব্যতিব্যস্ত করে তোলা, সন্ত্রস্ত করে তোলা। যাতে এক সময় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয় শেপিলভ। বেরিয়ে আসে খোলস ছেড়ে।

'আজ রাতে প্যাট্রিয়ার্কের সাথে দেখা করতে যাব আমি শেষবারের মত,' বলল রানা। 'তোমার সাহায্য চাই।'

'ওখানে পৌঁছে দেয়ার আয়োজন করতে হবে?'

মাথা দোলাল রানা। 'আমাকে সুস্থ দেহে বের করে আনার আয়োজন করতে হবে।'

'অর্থাৎ?' ভুরু তুলল চেচেন নেতা।

'আমার সন্দেহ চিস্তি পেরেলুকে একটা ফুটো আছে। আমি গেলে কর্নেল বুদানিনকে খবরটা জানাতে পারে সে। তখন একা আমার পক্ষে বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

'এসো তাহলে, এখনই প্ল্যান সেরে ফেলি।'

রাত বারোটা ত্রিশ। কর্নেল বুদানিন আরামদায়ক, উষ্ণ বিছানায় সবে পিঠ ছুঁইয়েছে, এই সময় বেজে উঠল তার মোবাইল ফোন। সেট কানে ঠেকানোমাত্র ও প্রান্তের কণ্ঠধারীকে চিনে ফেলল সে। ফাদার ভ্যাসিলি।

'ওই লোক আবার এসেছে!' ভয়তাড়িত চড়া পর্দায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আবার এসেছে লোকটা, কর্নেল!'

'কে?'

'প্রথম রাতে যে এসেছিল ফাদারের ছদ্মবেশে, সেই...'

তড়াক করে উঠে বসল সে। 'কোথায় এখন লোকটা?'

'প্যাট্রিয়ার্কের সাথে কথা বলছে।'

'একা এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ফাদারের ছদ্মবেশে...'

'না, কালো সিভিলিয়ান সুট পরে এসেছে। আজও ওকে আশা করছিলেন

হিজ হোলিনেস।'

'আপনি কোথায়?'

'প্যানট্রিতে, কফি তৈরি করছি ওদের জন্যে। আমি এখন রাখি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেউ এসে পড়তে পারে।'

কেটে গেল লাইন। ভেতরের উত্তেজনা আর উল্লাস চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল কর্নেল। এতদিনে হারামজাদা বাংলাদেশী স্পাইটা হাতের মুঠোয় এসেছে তাহলে! দ্রুত নিজের ডেপুটির সাথে যোগাযোগ করল সে। 'এই মুহূর্তে দশজন লোক রেডি করো। তিনটা গাড়ি, দশটা মিনি উজি, এখনই! চিস্তি পেরেলুকের দুই মাথা সীল করে দাও, আমি না পৌঁছা পর্যন্ত ওই গলি থেকে একটা পিঁপড়েও যেন বেরোতে না পারে।'

ওদিকে ঠিক একটা দশে আসন ছাড়ল রানা, বিদায় জানাল প্যাট্রিয়ার্ককে। 'মনে হয় আর কখনও দেখা হবে না আমাদের, ইয়োর হোলিনেস। আশা করব আপনি আপনার মাতৃভূমি আর প্রিয় দেশবাসীর ভালর জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করবেন।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব, বাকি ঈশ্বরের কৃপা। গুড বাই, মাই সন। আমার ঈশ্বর আপনার সুরক্ষা করবেন।'

স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজার বাইরে ওর গ্রেট কোট হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্যাট্রিয়ার্কের মোটা খানসামা, ফাদার ভ্যাসিলি।

'কোট প্রয়োজন নেই, ফাদার। ধন্যবাদ।' ওই কোট পরলে গতিবিধি ধীর হয়ে যাবে, তা ও চায় না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে একটা নম্বর ট্যাপ করল রানা, প্রথম রিঙেই সাড়া দিল ও প্রান্ত।

'ইয়েস?' বলল উসমানভ।

'রানা।'

'পনেরো সেকেন্ড।'

সেট পকেটে রেখে ফাদার ভ্যাসিলির দিকে তাকাল ও। আবছা আলোয় মনে হলো যেন কোন কারণে ভীত হয়ে আছে মানুষটা। ভবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। সামনের গেট চার ইঞ্চি ফাঁক করে উঁকি দিল। ওর ডানদিকে, ছোট, সরু গলির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মার্সিডিজ সেলুন। ভেতরে চারটা মাথা দেখা যাচ্ছে কাছের স্ট্রীট লাইটের আলোয়। তাদের তিনজনের হাতে তিনটে মিনি উজি। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটির দু'হাত হুইলে। এগজস্ট পাইপ থেকে সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে মার্সিডিজের, এঞ্জিন চালু আছে।

গলির আরেক মাথায় খুদে একটা স্কয়ার। জায়গাটা আবছা অন্ধকারমত। দুটো কালো কার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যেদিক থেকেই হোক, গলি ছেড়ে বের হতে হলে কর্নেলের অ্যামবুশের মুখোমুখি হতেই হবে রানাকে।

ডানদিকে আরেকটা গাড়ি উদয় হলো এই সময়। ওটা ট্যাক্সি, মাথায় হলুদ আলো জ্বলছে। ধীরগতিতে চিস্তি পেরেলুকে নাক ঢোকাল ট্যাক্সি মার্সিডিজের পাশ ঘেঁষে, বাধা দিল না কেউ। তাদের জানা আছে ওটা শিকারকে নিয়ে যেতে এসেছে। বেচারা ট্যাক্সি ড্রাইভার, ভাবল মার্সিডিজের চার আরোহী, ওকেও আজ

মরতে হবে তাদের শিকারের সাথে। ট্যাক্সির পিছনের বুটের ডালা যে সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, তা ওদের কারও নজরেই পড়ল না।

মার্সিডিজের পাশ কাটানোর সময় একটা হাত মুহূর্তের জন্যে বের হয়ে এল সেই ফাঁক দিয়ে। কবুতরের ডিমের মত একজোড়া ধাতব কিছু মৃদু ঠক্-ঠক্ শব্দে পড়ল রাস্তার ওপর, গড়িয়ে চলে গেল অপেক্ষমাণ গাড়ির পেটের নিচে। ঠিক সেই মুহূর্তেই দ্রুত হলো ট্যাক্সির গতি, সাঁ করে গলিতে ঢুকে পড়ল ওটা। ওদিকে একই মুহূর্তে গলির আরেক মাথায় উদয় হলো দৈত্যাকার এক ট্রাক, দুই কালো কারের পথ আগলে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

এপাশের দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ল ওটার চালক, হান্ড্রেড মিটার স্প্রিন্ট দিল সে এ মাথার ট্যাক্সি লক্ষ্য করে। তাকে দেখামাত্র কিছু একটা সন্দেহ হলো মার্সিডিজের এক আরোহীর। পিছনের দরজা খুলে বের হওয়ার উদ্যোগ নিল সে। ঠিক তখনই নিচের ডিম দুটো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে রাস্তা ছেড়ে দু'হাত আন্দাজ উঠে পড়ল সেলুন। দড়াম করে আছড়ে পড়ল। গাড়ি আর ভেতরের আরোহীরা দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করল মশালের মত।

প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ও মাথার ট্রাকটাও বিস্ফোরিত হলো, ক্যাবের ওপরের অংশ ও পিছনের ক্যারিয়ারের সাইড-টেইল বোর্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। এটা বহুগুণ জোরাল ছিল। পথ আগলে দাঁড়ানো ট্রাকটা কেন এল, কর্নেল বুদানিন তা ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল এত কিছু। বড়জোর তিন সেকেন্ডের মধ্যে ওপাশে আটকা পড়ে হাবার মত তাকিয়ে থাকল সে।

প্যাট্রিয়ার্কের বাড়ির গেট ঘেঁষে কড়া ব্রেক কষল ট্যাক্সি, পিছনের দরজা আগেই মেলে ধরেছে কেউ ভেতর থেকে। ঘর্মাক্ত ফাদারের দিকে শেষবারের মত তাকাল মাসুদ রানা, নিচু হয়ে কয়েক পা ছুটে গিয়ে ডাইভ দিল পিছনের সীট লক্ষ্য করে। একই মুহূর্তে ট্রাক ড্রাইভারও সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। ষাট মাইল বেগে ব্যাক করল ট্যাক্সি।

তখনই কাজ শুরু করল কর্নেল বুদানিনের অকেজো ব্রেন, চেঁচিয়ে গুলি চালাবার নির্দেশ দিল ডেপুটিকে। তার কমান্ড শেষ হতে না হতে দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরিত হলো ট্রাক, জ্বলে উঠল নতুন দুটো মশাল। ওদিকে তখন বড় রাস্তায় প্রায় পৌঁছে গেছে ট্যাক্সি। মার্সিডিজের এক আধপোড়া মশাল বেরিয়ে এসে তার মিনি উজি তুলেছিল কেবল ট্যাক্সি সই করে, রিয়ার ফেন্ডারের ভয়ানক এক গুঁতো খেয়ে পাখা গজাল তার। দশ-পনেরো হাত উড়ে গিয়ে মাথা নিচু অবস্থায় আছড়ে পড়ল সে পথের ওপর। মড়াৎ করে ভেঙে গেল ঘাড়।

গলির আরেক মাথা থেকে ভেসে এল মিনি উজির একটানা ক্যাট্ ক্যাট্ আওয়াজ। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে ব্যাটারা, একটাও লাগল না ট্যাক্সির গায়ে। ব্রেক ঠেসে ধরে ট্যাক্সির নাক ঘোরাল উসমানভ, তুষারমোড়া রাস্তায় স্কিড্ করল গাড়ি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেমে দাঁড়াল, তারপর ঘোড়ার মত ঝাঁপ দিল সামনে।

গিয়ার বদল করে পিছনে তাকাল উসমানভ। খুশিতে বত্রিশ পাটি দাঁত বের হয়ে আছে। 'আমাদের জীবন বড় উপভোগ্য করে তুলেছেন আপনি, মিস্টার রানা। বহুদিন এমন মজা পাইনি কাজ করে।'

ওদিকে জ্বলন্ত ক্যারিয়ারের ফাঁদে আটকা-পড়া কর্নেল দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে উজবুকের মত চেহারা করে। এমন নিশ্চিত শিকার জীবনে এই প্রথম ছুটে যেতে সক্ষম হলো তার হাত থেকে। ও-মাথার মৃত চার ব্ল্যাক গার্ড আর বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর তাকাল সামনে পড়ে থাকা আরও দুই মৃতের দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করল সে, টপাটপ্ নম্বর পাঞ্চ করল। দ্বিতীয় রিঙের পর সাড়া দিল এক আতঙ্কিত, চাপা কণ্ঠ। 'দা?'

'হারামজাদা পালিয়েছে। আসল কাজ করেছেন?'

'দা।'

'সকাল দশটায় জায়গামত থাকবেন।'

অল সেইন্টস ইন খুলিশকির ভেতরটা প্রায় ফাঁকা। দিনের এই সময় সাধারণত ফাঁকাই থাকে খুদে চার্চ।

ভেতরে ডানদিকের দেয়ালঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ফাদার ভ্যাসিলি। চার্চের মেইন ডোর সংলগ্ন দোকান থেকে কিনে আনা মোমবাতি জ্বলছে হাতে। চোখ বুজে প্রার্থনা করছে ফাদার। দশটা পাঁচে এল কর্নেল। গম্ভীর চেহারা। চোখমুখ ফোলা–ঘুম হয়নি রাতে।

'পারলাম না ব্যাটাকে ধরতে,' বিড় বিড় করে বলল সে।

'আমি দুঃখিত, কর্নেল।'

'লোকটা কি করে টের পেল বুঝতে পারছি না।'

'আমিও না। তবে কিছু যে সন্দেহ করেছিল তা তার আচরণ দেখেই বুঝেছি। খুবই সতর্ক মানুষ।'

'তার সন্দেহ টের পেলেন কি করে আপনি?'

'বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার গ্রেট কোট পরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম আমি, পরল না সে। বলল প্রয়োজন নেই। তারপর পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে কাকে যেন ফোন করল লোকটা।'

'প্রথম থেকে শুরু করুন, ফাদার।'

'বারোটা দশে পৌঁছায় সে। আমি তখন শুতে যাচ্ছিলাম। হিজ হোলিনেস তাঁর স্টাডিতে বসে কি যেন করছিলেন। ডোরবেলের শব্দ শুনতে পাইনি, কোসাক গার্ড গেট খুলে ভেতরে ঢোকায় লোকটাকে। অপরিচিত গলা শুনে রুম থেকে বের হয়ে আসি আমি, দেখি হলরুমে দাঁড়িয়ে আছে সে।'

'তারপর?'

'ওপর থেকে হিজ হোলিনেস আমার নাম ধরে ডেকে বললেন তাকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসতে, তাই করলাম। স্টাডিতে ঢোকার আগে লোকটা কফি খেতে

চাইল। আপনাকে ফোন করার সুযোগ পেয়ে দেরি করিনি আমি, তক্ষুণি চলে যাই প্যানট্রিতে। তারপর তো...'

'কতক্ষণ লেগেছে আপনার কফি নিয়ে ফিরতে?' অচেনা এক প্রিস্টকে ঢুকতে দেখে ওয়াল পেইন্টিং দেখায় মন দিল বুদানিন।

'বেশি না, মিনিট পাঁচেক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসি আমি।'

'আমার টেপ-রেকর্ডার?'

'ক্যাসকের পকেটে ছিল। ওটা অন করে ভেতরে ঢুকি আমি।'

'গুড! তারপর?'

'আমাকে দেখে আলোচনা বন্ধ করে দেন হিজ হোলিনেস। ট্রে থেকে কফির সরঞ্জাম টেবিলে সাজাবার সময় ইচ্ছে করে কিছু চিনির কিউব মেঝেতে ফেলে দেই আমি। তারপর ওগুলো তোলার ফাঁকে টেপ রেকর্ডার টেবিলের নিচে রেখে উঠে আসি।'

'গুড, গুড!'

'হিজ হোলিনেস অবশ্য চিনি পরে তুললেও চলবে বলেছিলেন, কিন্তু আমি না শোনার ভান করি।'

'তারপর কি হলো?'

'তারপর সোয়া একটার দিকে বেরিয়ে এল লোকটা। আমি গ্রেট কোট পরিয়ে দিতে গেলাম, বলল, "কোট প্রয়োজন নেই, ফাদার। ধন্যবাদ"। লোকটাকে তখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। ট্রাউজারের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন রিঙ করল। একবার কেবল বলল "রানা"।'

'আর কিছু না?'

'না, কর্নেল। শুধু "রানা"। তারপর অন্য প্রান্তের বক্তব্য শুনল। আমি চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পাইনি, কারণ সেটটা কানের সাথে চেপে ধরে ছিল সে। তারপর সেট পকেটে রেখে বেরিয়ে গেল বিল্ডিং থেকে, সামনের গেট সামান্য খুলে উঁকি দিল রাস্তায়।'

আপনমনে মাথা দোলাল কর্নেল। খুব সম্ভব হোটেল লিমুজিনের সূত্র ধরে সে যে মারভিন লংফেলোর অবস্থান বের করে ফেলেছিল, তা টের পেয়েই সতর্ক ছিল কাল মাসুদ রানা। তাই কি? 'বলে যান, ফাদার।'

'বাইরে হঠাৎ জোরাল কার-এঞ্জিনের আওয়াজ শুনলাম, তারপর কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল। গুলিও হলো। ভয় পেয়ে দরজার কাছ থেকে সরে যাই আমি।'

স্মার্ট, রানার কথা ভাবল কর্নেল, ভারী স্মার্ট ব্যাটা। দ্বিতীয়বারের মত মুঠোয় এসেও পিছলে বেরিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। চিতার মত ক্ষিপ্র মানুষটা, শেয়ালের মত ধূর্ত, আর বাইম মাছের মত পিচ্ছিল। ওর মত এত ঘোল তাকে আজ পর্যন্ত খাওয়াতে পারেনি কেউ।

'রেকর্ডারটা কোথায়?'

আলখাল্লার পকেটে হাত চালিয়ে দিল ফাদার, বের করে আনল কর্নেলের দেয়া মিনিয়েচার রেকর্ডারটা। 'এই যে।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ, ফাদার। *রোডিনার* বিরুদ্ধে বিদেশী

ষড়যন্ত্রকারীদের পাকড়াও করার জন্যে যে সহযোগিতা করে চলেছেন আপনি, তার কোন তুলনা হয় না। আশা করব নির্বাচন পর্যন্ত আপনি এই মহান দায়িত্ব পালন করে যাবেন।'

'অবশ্যই, কর্নেল।'

তোমার মত বেঈমানকে প্রথম সুযোগে খালি হাতে গলা টিপে খুন করব আমি, মনে মনে বলল কর্নেল। অফিসে ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ল তার। ছয় জন বাছাই করা যোদ্ধা হারিয়েছে সে। হারিয়েছে হারামজাদা স্পাইটাকে পাকড়াও করার সুবর্ণ এক সুযোগ। বিনিময়ে যা পেয়েছে, তার মূল্যও অবশ্য কম নয়। এতে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আছে, রেকর্ডারটা হাতের তালুতে নাচাতে লাগল কর্নেল। একদিন, প্রতিজ্ঞা করল সে, বিশ্বাসঘাতক প্যাট্রিয়ার্ক আর মাসুদ রানা, দু'জনকেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

দিনের শুরুটা মন্দ গেছে ঠিকই, ভাবল বুদানিন, তবে শেষটা নিঃসন্দেহে ভাল হবে। হতেই হবে।

নিজের অফিসরুমের দরজা লক করে কাজে লেগে পড়ল সে। একটানা বিকেল পর্যন্ত কাজ করল টেপ রেকর্ডার নিয়ে। আলেক্সেই টু আর রানার টেপ হওয়া একটা শব্দও মিস হলো না তার। পরিষ্কার উঠেছে প্রতিটি কথা প্রতিটি শব্দ।

রেকর্ডিং শুরু হয়েছে দরজা খোলার আওয়াজের মধ্যে দিয়ে। ওটা নিশ্চয়ই কফির ট্রে নিয়ে ফাদার ভ্যাসিলির স্টাডিতে ঢোকার শব্দ, ভেবেছে কর্নেল। আওয়াজটা চাপা। এর কারণও পরিষ্কার, তখন তার ক্যাসকের পকেটে ছিল জিনিসটা। ডেস্কের ওপর ট্রে রাখার আওয়াজ শুনল কর্নেল, তারপর টুং-টাং এবং পরক্ষণেই ভ্যাসিলির আফসোস্ সূচক মৃদু 'আহ্!'

এরপর আরেক চাপা কণ্ঠ। 'থাক, ফাদার। এখন তোলার দরকার নেই।' আলেক্সেই টু-র গলা হবে, চিনি তুলতে বারণ করছে। 'হয়ে গেছে, ফাদার,' ফাদার ভ্যাসিলিকে বলতে শোনা গেল। তার 'ফাদার' শব্দটা শোনাল একদম পরিষ্কার। কারণটাও পরিষ্কার। পকেট থেকে রেকর্ডার বের করে ফেলেছে সে সুযোগ বুঝে।

'ধন্যবাদ, ফাদার,' বলে উঠলেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'এবার আপনি আসুন।' খানিক নীরবতা। দূরে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ উঠল—বেরিয়ে গেল ভ্যাসিলি।

'এবার আপনি শুরু করতে পারেন, মিস্টার রানা,' বললেন আলেক্সেই টু। 'শুনি আপনাদের পরিকল্পনাটা।'

বলতে আরম্ভ করল মাসুদ রানা। অনর্গল রুশ ভাষায় বলে চলেছে লোকটা, কোথাও সামান্যতম 'অ্যাঁ' 'ও' পর্যন্ত নেই। তবে অন্যরকম একটা টান যে আছে, তা বোঝা যায়। অন্য ভাষায় যতই ওস্তাদ হোক, মাতৃভাষার টান যাবে কোথায়?

চল্লিশ মিনিট স্থায়ী রেকর্ড করা কথাবার্তা পর পর তিনবার শুনল কর্নেল মন দিয়ে, তারপর লিখতে শুরু করল। কাজটা কঠিন, তবু নিজেকেই করতে হবে। যত বিশ্বস্তই হোক, সেক্রেটারিকে দিয়ে লেখাবার ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্নই আসে না। পাতার পর পাতা লিখে চলল সে নিরলস। মাঝে মাঝে থেমে টেপ রিওয়াইন্ড

করছে, সেট কানের কাছে তুলে ভাল করে শুনে নিয়ে ফের শুরু করছে কলম চালানো। তিনটের দিকে যখন বোঝা গেল একটা শব্দও বাদ পড়েনি, ক্ষ্যান্ত দিল কর্নেল।

টেপ শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে মেঝেতে চেয়ারের পা ঘষার আওয়াজ আছে, তারপর রানার শেষ কথা। 'মনে হয় আর কখনও দেখা হবে না আমাদের, ইয়োর হোলিনেস। আশা করব আপনি আপনার মাতৃভূমি ও প্রিয় দেশবাসীর ভালর জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করবেন'।

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব,' বললেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'বাকি ঈশ্বরের কৃপা। গুড বাই, মাই সন। আমার ঈশ্বর আপনার সুরক্ষা করবেন'।

দরজা খোলার আওয়াজ উঠল, তার দশ সেকেন্ড পর ফুরিয়ে গেল টেপ। হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল বুদানিন। অন্যমনস্ক। যে জ্ঞান সে আহরণ করল এতক্ষণ ধরে, তা তার সমস্ত আন্দাজ-অনুমানের বাইরে ছিল। সুগভীর এক চক্রান্তের নীল নকশা আছে ওই টেপে। এতটা সে ভুলেও আশঙ্কা করেনি। কোন মানুষের মাথায় অন্যের ক্ষতি করার এত সমস্ত চমকপ্রদ আইডিয়া আসে কি করে, ভেবে ভারী বিস্মিত হলো কর্নেল বুদানিন। এত সিস্টেমেটিক, ঠাণ্ডা মাথায় চক্রান্ত করে কি করে মানুষ?

রানা যে ধুরন্ধর, তা অনেক আগে মরে প্রমাণ করে গেছে তার কাজিন, কর্নেল আইভান গরস্কি। কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেও দু-দু'বার পেয়েছে তার প্রমাণ। তাই বলে এত?

শেপিলভের গাধা সেক্রেটারি বি.আই. নিকিতিনের একটা ভুলের জন্যে এরই মধ্যে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে তাকে, দলকে, সবাইকে। তারপর যদি এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর হয়, নির্বাচনে জয় তো দূরের কথা, দলের অস্তিত্বই থাকবে না। রানার পরিকল্পনাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে। ওর এক নম্বর হচ্ছে শেপিলভের বিরুদ্ধে প্রচারণা যুদ্ধ।

আগামী নতুন বছর উদযাপনের পর শুরু হবে তা। লাগাতার প্রচারণার মাধ্যমে ইউপিএফ পার্টির ক্ষমতায় যাওয়ার পথ রুদ্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হবে।

জেনারেল ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভ খবরের কাগজ, রেডিও ও টেলিভিশনে একের পর এক ইন্টারভিউর মাধ্যমে শেপিলভের জনপ্রিয়তা খর্ব করার লড়াইয়ে নামবেন। দেশের প্রতিটি সৈনিক, এক্স সৈনিককে আহ্বান জানাবেন তিনি অন্য কোনও প্রার্থীকে ভোট দিতে, মাফিয়া তোষণকারী শেপিলভকে প্রত্যাখ্যান করতে। রাশিয়ার একশো দশ মিলিয়ন ভোটারের মধ্যে এদের সংখ্যা বিশ মিলিয়ন, কোন সন্দেহ নেই আঙ্কেল মোছুয়ার আবেদনে এদের বেশিরভাগই সাড়া দেবে। সে ক্ষেত্রে ক্ষতি যা হবে তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেইই।

টিভিতে আর নিজের ক্যাম্পেন চালাবার সুযোগ পাবে না শেপিলভ, আলোচনার সময় আলেক্সেই-টুকে জানিয়েছে মাসুদ রানা। কারণ ইউপিএফের ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো দেখার পর বড় বড় ব্যাংকগুলোর ইহুদী পরিচালকরা রেগে

আগুন হয়ে গেছে। তারা শেপিলভের ধ্বংস দেখার অপেক্ষায় আছে। ব্যাঙ্কারদের দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মস্কোভস্কি ফেডারেলের চেয়ারম্যান লিওনিদ বার্নস্টেইন।

কর্নেল বুদানিনের জন্যে এ তথ্যটা নতুন। এতদিন যা ছিল অনুমান, সন্দেহ, আজ তা খোলাসা হলো। নিশ্চিত জানা গেল কেন হঠাৎ করে টিভি তাদের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছিল। পুরানো হলেও এটাই এ মুহূর্তে সবচে বড় ধাক্কা, তাই এটাকে দু'নম্বর ধরে নিয়েছে কর্নেল। এই সাথে নিজেদের প্রেসকেও যুক্ত করে নিয়েছে সে। যদিও তাদের প্রেসের 'দুর্ঘটনা' সম্পর্কে টেপের কোথাও রানার কোন বক্তব্য নেই। তবু বুদ্ধিমান কর্নেল আগেই বুঝে বসে আছে যা বোঝার।

এরপর রানার তিন নম্বর কৌশল–দোলগোরুকি মাফিয়ার পিছু লাগা। কর্নেলের চোখে অনেক আগে থেকেই ওরা দেশের জঞ্জাল। ভবিষ্যতে ওদের দিয়ে দেশের নতুন নতুন লেবার ক্যাম্পের ঘানি টানাতে হবে, সে অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছে বুদানিন। তবু এ মুহূর্তে ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছে তার দল। কারণ একটাই, টাকা। দোলগোরুকির অর্থের সীমা-পরিসীমা নেই, কৌশলে ওদের টাকা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে শেপিলভ। সময় এলে ঠিকই মণি উল্টে নেবে সে।

দোলগোরুকিকেই যদি রাশিয়ার আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভবিষ্যৎ সব ক্ষমতা দেয়া হবে, তাহলে ব্ল্যাক গার্ড আর ইয়াং কমব্যাট্যান্টদের যে সব ছেলে আজ দেশের জন্যে কাজ করছে, তারা কি করবে? আঙুল চুষবে?

রাশিয়া বিশাল এক দেশ। তার দুর্গম আনাচে-কানাচে জয়ের জন্যে প্রচারণা চালাতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন রুবল প্রয়োজন, কেবল সেই জন্যেই ওদের খাতির করা।

গতকাল জিইউভিডি ওদের বিরুদ্ধে যে ছয়টা অভিযান চালিয়েছে, তার মধ্যে একটা নিয়ে শঙ্কিত বুদানিন। ক্যাসিনো অভিযান। ওখান থেকে মিলিশিয়া নাকি প্রচুর ফিনান্সিয়াল ডকুমেন্টস উদ্ধার করেছে–প্যাট্রিয়ার্ককে বলেছে মাসুদ রানা। এ-ও বলেছে সে, কোন এক সিনিয়র ব্ল্যাক গার্ড অফিসার নাকি দোলগোরুকি মাফিয়ার ওই ছয় গোপন আড্ডার খবর জেনারেল পেত্রোভস্কিকে জানিয়েছে। মারাত্মক দুশ্চিন্তার কথা।

তারই অধীনস্থ একজনকে সরাসরি অভিযুক্ত করা হচ্ছে এ ব্যাপারে। এ নিয়ে যে জোর গুজব চলছে বাজারে, আগেই কর্নেলের কানে এসেছে তা। এবং জোর দিয়ে এর সম্ভাবনা নাকচও করেছে কর্নেল। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হচ্ছে ঘটনা যদি বাই চান্স সত্যি হয়ে দেখা দেয় কখনও, দোলগোরুকি ক্ল্যান চীফরা যদি এর প্রমাণ দেখাতে পারে, তখন কি হবে? নিঃসন্দেহে মৈত্রী ভেঙে যাবে দু'পক্ষের মধ্যে–অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে ওরা।

আরও দুশ্চিন্তার কথা, টেপ শুনে জেনেছে কর্নেল যে একদল অভিজ্ঞ ফিনান্সিয়াল এক্সপার্ট নাকি ক্যাসিনো থেকে উদ্ধার করা ডকুমেন্টস পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লেগে পড়েছে এরই মধ্যে। ওসবের মধ্যে দোলগোরুকি-ইউপিএফের মধ্যে লেনদেনের কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না, খুঁজছে তারা। এক্সপার্টদের কেউ কেউ নাকি নিশ্চিত যে আগামী নববর্ষের প্রথম দুই-এক দিনের

ভেতরেই সে সূত্র বের করে ফেলবে তারা, এবং সমস্ত প্রমাণপত্র তুলে দেবে অ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের হাতে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে জেনারেল পেত্রোভস্কি দোলগোরুকির বিরুদ্ধে রেইডের পর রেইড চালিয়ে যাবে।

যদি তাই হয়, হিসেব করে দেখল কর্নেল বুদানিন, ওদের আস্থা পুরোপুরিই হারাতে হবে তাকে। যতই সে এসবের সাথে তার ব্ল্যাক গার্ড অফিসারের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করুক না কেন, কাজ হবে না। বিশ্বাস করবে না ওরা।

সবচেয়ে ভয়ের কথা, এসবের সাথে প্যাট্রিয়ার্কের নিজেকে জড়াবার সিদ্ধান্ত। নববর্ষের ছুটি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মস্কোর বাইরে কাটাবেন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট, ইভান মারকভ। রাজধানীতে ফিরবেন ৩ তারিখ। সেদিনই প্যাট্রিয়ার্কের সাথে এক একান্ত বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। বৈঠকে আনাতোলি শেপিলভকে অযোগ্য ঘোষণা করার আবেদন জানাবেন আলেক্সেই-টু। জানা কথা, এর মধ্যে যদি দোলগোরুকি-ইউপিএফের মধ্যেকার লেনদেনের কোন সূত্র পেয়ে যায় এক্সপার্টরা, এবং তা জানানো হয় প্রেসিডেন্টকে, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হবে না তাঁর।

মারকভ নিজেও আগামী নির্বাচনের প্রার্থী, তিনি জানেন জনপ্রিয়তায় শেপিলভ তাঁর চেয়ে অনেক এগিয়ে। অতএব প্রথম সুযোগেই যে তাকে তিনি ছাঁটাই করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি?

চার বিশ্বাসঘাতক, দাঁতে দাঁত পিষে ভাবল কর্নেল বুদানিন। ১৬ জানুয়ারির নির্বাচনের পর যে নিউ রাশিয়ার অভ্যুদয় হবে, সেখানে এই চার বিশ্বাসঘাতকের স্থান হবে না। সারাজীবনই বলতে গেলে কেটেছে তার বিশ্বাসঘাতকদের ধাওয়া আর বধ করে। সে জানে কি করে ডীল করতে হয় এসব দুষ্কৃত।

ল্যাপটপ কম্পিউটরে সতর্কতার সাথে একটা মেসেজ টাইপ করল মাসুদ রানা। লন্ডন পাঠাতে হবে। সব ঠিক থাকলে এর পর আর মাত্র একটা মেসেজ পাঠাতে হবে ওকে, তারপর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে এ জিনিসের।

টাইপ শেষ হতে বার্তাটা পড়ল ও, তারপর 'এনকোড' লেখা বোতাম টিপে দিল। উধাও হয়ে গেল লেখাগুলো, পরেরবার ইন টেল কর স্যাটেলাইট রাশিয়ার আকাশসীমা ঘুরে যাওয়ার সময় বার্তাটা আপনাআপনি উগরে দেবে ওটার 'ভিসা কার্ড' ডিস্ক।

কিন্তু দুর্ভাগ্য রানার, সময় মত সঠিক কাজ করতে ব্যর্থ হলো ল্যাপটপ। বার্তা প্রত্যাখ্যান করল স্যাটেলাইট। আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যের কলাম্বিয়া শহরের এক তরুণ, রিকি টেলরকে চেনে না রানা, কোনদিন পরিচয় হবেও না দু'জনের, কিন্তু সে-ই আজ প্রাণে বাঁচিয়ে দিল ওকে, সম্ভবত। সেদিক থেকে ভাবতে গেলে বরং সৌভাগ্যবান মাসুদ রানা।

সতেরো বছরের রিকি কম্পিউটর অ্যাডিক্ট। সাত বছর বয়স থেকে কম্পিউটর তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মত সর্বক্ষণের সঙ্গী। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় কাটায় সে খুদে ফ্লুরেসেন্ট স্ক্রীনে চোখ রেখে। অনেক আগেই সাদা জগতের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে রিকি, ও জগতে হ্যাকিঙের কিছুই বাকি রাখেনি। বর্তমানে তার নজর

সমস্ত অত্যন্ত গোপনীয়, ওয়েল গার্ডেড ডাটা ব্যাঙ্কের ওপর। এর অন্যতম হচ্ছে ইন টেল কর কম স্যাটের আলট্রা সিক্রেট যত প্রোগ্রাম।

মুশকিল হচ্ছে ওদের প্রোগ্রামে ইন করতে গেলে যে পরিমাণ ফী লাগে, তা রিকির পকেট খরচের টাকার চাইতে অনেক বেশি। তাই পিছন দরজা দিয়ে ওদের মেইনফ্রেমে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে গত কয়েকদিন ধরে। তার অভিজ্ঞতা বলছে, সাফল্যের দোরগোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছে সে।

আজও যথারীতি কী বোর্ড টেপাটিপি করছে রিকি টেলর। এক সময় সত্যি সত্যি জায়গামত পৌঁছল সে, মস্কোর আট টাইম জোন পশ্চিমে তার কম্পিউটর স্ক্রীন ফ্ল্যাশ করল: অ্যাকসেস কোড প্লীজ। যে উত্তর সঠিক হবে বলে মনে হলো রিকির, তাই ট্যাপ করল সে। দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাশ করল স্ক্রীন: অ্যাকসেস ডিনাইড।

ওই সময় আনাতোলিয়া পর্বতমালার দক্ষিণে কোথাও ছিল ইন টেল স্যাটেলাইট, উত্তরে চলেছে ওটা মস্কোর দিকে।

প্রত্যাখ্যাত হয়েও হাল ছাড়ল না কম্পিউটর অ্যাডিক্ট, চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। নিরলস প্রচেষ্টা সফল হলো তার এক সময়, ঢুকে পড়ল সে মেইনফ্রেমে, আর ঠিক তখনই রানার ল্যাপটপের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল স্যাটেলাইট। 'খোকা, তুমি আছ ওখানে'?

জবাবে ওর মেসেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রান্সমিট হওয়ার কথা, কিন্তু তা হতে পারল না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই মেইনফ্রেমে ওর পথ আগলে বসে ছিল রিকি, মেসেজের পরিবর্তে সে স্যাটেলাইটের প্রশ্নের জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আছি,' বলে। দ্বিধায় পড়ে গেল স্যাটেলাইট, কারণ এ ধরনের জবাব আসবে এমন কথা নেই তার মেমোরিতে। অতএব পরের করণীয় করতে দেরি করল না সে। বুঝে ফেলেছে কোন হ্যাকার ঢুকে পড়েছে ফ্রেমে। রিসিভ করল না সে রানার মেসেজ। কারণ এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে সে রকমই করার নির্দেশ আছে তার মেমোরিতে।

ওদিকে ফ্যাপসির সিনিয়র সায়েন্টিস্ট মস্কোর আকাশে স্যাটেলাইটের আগমন-নির্গমন সবই টের পেল, পেল না কেবল কাঙ্ক্ষিত 'ব্লিপ'। হতাশ হলো সে। 'ব্লিপ' না পেলে কর্নেলের মক্কেলকে স্পট্ করবে কি করে তার কম্পিউটর?

খানিক পরে রানা যখন চেক করতে গেল ল্যাপটপ, দেখল পর্দায় ফিরে এসেছে ওর মেসেজ। বেশ বিস্মিত হলো রানা। এর মানে তার মেসেজ প্রত্যাখ্যান করেছে স্যাটেলাইট, কিন্তু কেন? কারণটা জানা হলো না, তবে এটুকু বুঝল, বেকার হয়ে গেছে ওর ল্যাপটপ। ওটা আর ব্যবহার করা যাবে না। রানা মেসেজ পাঠাতে চাইলেও স্যাটেলাইট আবারও তা প্রত্যাখ্যান করবে।

এখন ওর একমাত্র ভরসা সেই ঠিকানায় যোগাযোগ করা, যে ঠিকানা লন্ডন ত্যাগ করার আগে ওকে দিয়েছিলেন মারভিন লংফেলো।

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা। ভেঙে পড়েছে ওর খবর দেয়া-নেয়ার মাধ্যম। তবু শেষ পর্যন্ত খেলে যেতে হবে ওকে। স্রেফ অনুমান, মনের জোর আর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে।

*

কাগজগুলো ওয়েট দিয়ে চাপা দিল আনাতোলি শেপিলভ। মুখের রঙ কাগজের মত সাদা তার। ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপছে। মুখে কথা নেই। চাউনি অভিব্যক্তিহীন, অনিশ্চিত। 'খুব খারাপ,' দীর্ঘ সময় পর বলল সে কোনমতে।

মাথা দোলাল কর্নেল। 'তুমি অনুমতি দিলে এদের চারজনকে শেষ করে দিতে পারি আমি।'

'চারজনকেই?'

'অবশ্যই! এরা প্রত্যেকে বিশ্বাসঘাতক, একটাকেও ছাড়া যাবে না।'

'কিন্তু কোথাও কোন সূত্র যেন থেকে না যায়।'

'প্রশ্নই আসে না,' জোর দিয়ে বলল কর্নেল। 'ব্যাঙ্কারের কথা ধরো। গত দশ বছরে কত ডজন ব্যাঙ্কার মরেছে, হিসেব রেখেছে কেউ? একটা হত্যাকাণ্ডেরও কোন কিনারা হয়েছে? হয়নি। কারণ খুনীদের কেউ চিনতে পারেনি। মুখোশ পরা থাকলে চিনবে কি করে? এর বেলায়ও তাই ঘটবে।

'এরপর ধরো জেনারেল পেত্রোভস্কির কথা। তাকে হত্যা করার অনুমতি পেলে দোলগোরুকি বরং খুশি হবে। তার জন্যে ওদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, ওরা যদি তার প্রতিশোধ নিতে চায়, নিক না! আমাদের কি আসবে-যাবে?

'আর জেনারেল ভরোশিলভ?' হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'একদল চোর চুরি করতে গিয়ে যদি গৃহকর্তার চোখে ধরা পড়ে যায়, যদি হঠাৎ ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে তারা, কি করার আছে? এ তো হামেশাই ঘটছে।'

মুখের রঙ একটু একটু করে ফিরে আসতে শুরু করেছে শেপিলভের। বন্ধুর দিকে তাকাল সে। 'আর প্যাট্রিয়ার্ক?'

'তার ওখানেও একই ঘটনা ঘটবে, হঠাৎ করে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে চোর। প্যাট্রিয়ার্কের খানসামা নিজে সে "দুর্ঘটনার" সাক্ষী দেবে।'

'তাহলে লেগে পড়ো না কেন?'

'পড়ব, তোমার অনুমতি পেলে।'

'দেয়া হলো অনুমতি। তবে খেয়াল রেখো, উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে না যায়। তাহলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে।'

'সিট টাইট, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। সেরকম কিছুই ঘটবে না, খুব সহজে মিটে যাবে সমস্ত ঝামেলা।'

তিন

স্পার্টাক হোটেলের ৪০৮ নম্বর রুমের গেস্ট রুম ত্যাগ করল, তার নাম কুঝিচকিন। সেন্ট পিটার্সবার্গের বড় এক ব্যবসায়ী, আজই মস্কো এসেছে সে। নিচতলায় লবির এক প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়ানো কয়েকটা ফোন বুদের দিকে এগোল কুঝিচকিন, এক বুদের সামনে তার রুমের চাবি হাতবদল হলো, চলে গেল মাসুদ রানার পকেটে। ততক্ষণে হোটেলের লবি, সিঁড়ি এবং নিচ আর চারতলার

লিফটের কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে জনাদশেক চেচেন।

ওপরে উঠে এল রানা, ঢুকে পড়ল ৪০৮ নম্বর রুমে। এ রুমের টেলিফোন সেটটা স্পেশাল, একটানা বিশ মিনিট কথা বললেও ট্রেস হওয়ার চান্স নেই। যদি সে চেষ্টা করা হয়, দেখা যাবে নম্বরটা শহর কেন্দ্রের বাইরের এক ড্রাগ স্টোরের। নম্বর ট্যাপ করল ও।

'জেনারেল পেত্রোভস্কি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি...'

'চিনতে পেরেছি। আবার কি?'

'আপনাকে অভিনন্দন জানাতে ফোন করেছি।'

খানিক নীরব থাকলেন জেনারেল। 'আমি জানি না ঠিকানাগুলো কোথায় পেয়েছেন আপনি, তবে প্রত্যেকটা সঠিক ছিল।'

'জানতাম থাকবে। তবে শেপিলভ আর কর্নেল বুদানিন বিষয়টা সহজে মেনে নেবে বলে মনে হয় না।'

'দোলগোরুকি?'

'কপাল চাপড়াচ্ছে। কিন্তু আসল বিপদ বুদানিন আর তার ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী। দোলগোরুকি ওদের ইচ্ছেমত নাচে।'

'আমার রেইডের জন্যে ওদের এক সিনিয়র অফিসার দায়ী, খবরটা বাজারে আপনিই ছেড়েছেন নিশ্চই?'

'আমার কিছু বন্ধু।'

'স্মার্ট।'

'ইউপিএফের আসল দুর্বলতা আপনি ক্যাসিনো থেকে যে সব ডকুমেন্টস উদ্ধার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে, জেনারেল। ওর মধ্যে খুঁজলে হয়তো দোলগোরুকির সাথে ওদের লেনদেনের একটা সূত্র পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, সে কাজ ওদিকে চলছে।'

'গুড, এদিকে আপনিও অন্য কাজ করুন।'

'মানে?'

'আপনার স্ত্রী, তাতিয়ানা কোথায়, বাসায়?'

'অবশ্যই, কেন?'

'ওদের শহর থেকে সরিয়ে ফেলুন, জেনারেল, আজ রাতের মধ্যেই। নিরাপদ কোন স্থানে। আপনিও সরে পড়ুন।'

'কি বলছেন আপনি!'

না শোনার ভান করল ও। 'সবচে' ভাল হয় যদি সোবর ব্যারাকে গিয়ে থাকতে পারেন।'

'অসম্ভব! আপনি...'

'প্লীজ, জেনারেল! সময় বেশি নেই, সরে পড়ুন বাসা ছেড়ে।'

আবারও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন জেনারেল, কিন্তু রানা লাইন কেটে দিয়েছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন। চিন্তিত মনে তাকিয়ে থাকলেন দেয়ালের দিকে।

ওদিকে লাইন বিচ্ছিন্ন করে আধ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর আরেক নম্বরে যোগাযোগ করল। 'দা?'

'মিস্টার বার্নস্টেইন?'

'কে বলছেন?' সতর্ক প্রশ্ন ভেসে এল ও মাথা থেকে।

'আমি লন্ডন রথচাইল্ড ব্যাংকের ভুয়া প্রতিনিধি।'

'আচ্ছা, কি ব্যাপার?'

'আপনার ফ্যামিলি লন্ডন থাকে, আই বিলিভ?'

'কেন জানতে চাইছেন?'

'প্লীজ, উত্তর দিন।'

'ওয়েল, হ্যাঁ।'

'গুড। আপনিও চলে যান, আজই।'

'বুঝলাম না,' খানিক ইতস্তত করে বললেন ব্যাংকার।

'আজই এ দেশ ত্যাগ করুন আপনি, নইলে বিপদ হতে পারে।'

'কিসের বিপদ?'

'আমার সন্দেহ শেপিলভ জেনে গেছে যে আপনার চাপেই টেলিভিশন তার বিজ্ঞাপন দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে।'

'আপনি সে খবর পেলেন কোথায়?'

'দয়া করে কোন প্রশ্ন করবেন না, স্যার। কিছুদিনের জন্যে মস্কোর বাইরে থেকে আসুন। প্রাণ বাঁচান।'

'আপনি জানেন, কাল কত জরুরী কাজ আছে আমার ব্যাংকে?'

'যত জরুরীই হোক, পিছিয়ে দিন। সময় থাকতে সরে পড়ুন।'

লাইন কেটে তৃতীয় কল করল রানা। 'ইয়োর হোলিনেস?'

'হ্যাঁ।'

'আমার গলা চিনতে পেরেছেন?'

'পেরেছি।'

'আজ রাতের মধ্যে জাগরস্ক মনেস্টারিতে চলে যান, ইয়োর হোলিনেস। কয়েকদিন ওখানে থেকে আসুন।'

'কেন?'

'আপনার নিরাপত্তার জন্যে। গত রাতে যা ঘটে গেল, তারপর অন্তত কয়েকদিন সরে থাকা উচিত আপনার। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু...কিন্তু কাল যে দালিনোভস্কি ম্যাসে থাকার কথা আমার।'

'মেট্রোপলিটনকে যেতে বলুন ওখানে, আপনি যাবেন না।'

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'আচ্ছা।'

দশ রিঙের পর সাড়া দিল ওর চতুর্থ ও শেষ নম্বর। মোটা, কর্তৃত্বপূর্ণ এক কণ্ঠ বলল, 'দা?'

'জেনারেল ভরোশিলভ?'

'কে...ও, বুঝতে পেরেছি। সেই বাংলাদেশী।'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

'ওয়েল, আবার কি? আর কোন ইন্টারভিউ দিতে পারব না। একবার আপনার কথা রেখেছি, আর না।'

'আমি সে জন্যে ফোন করিনি।'

'তো কি জন্যে?'

'একটা বিশেষ খবর দেয়ার জন্যে, জেনারেল। কয়েকদিনের জন্যে বাসা ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে থাকুন। আপনার ভাগ্নের বেজে চলে যান।'

'কেন?' গম্ভীর হয়ে গেলেন আঙ্কেল মোছুয়া।

'আপনার স্টেটমেন্ট অনেকেই পছন্দ করেনি। আমার সন্দেহ ওরা হয়তো...'

'আমার ওপর হামলা করবে? পরোয়া করি না।'

'কিন্তু, জেনারেল! কিছু...'

আবারও বাধা দিলেন বৃদ্ধ। 'জীবনে কোনদিন পিছু হটিনি আমি, ইয়াং ম্যান। আমি যা বলেছি সত্যি বলেছি। সে জন্যে যদি মরতে হয়, মরব। তবু পিছু হটার প্রশ্নই আসে না।'

'কিন্তু...'

'প্লীজ, এ নিয়ে আর একটা কথাও নয়। গুড ডে টু ইউ।'

কেটে গেল লাইন। বেকুবের মত রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। আরেকবার বৃদ্ধকে ফোন করবে কি না ভাবল, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ইচ্ছে ত্যাগ করতে হলো। টাইম লিমিট পেরিয়ে এসেছে রানা, বিশের জায়গায় পঁচিশ মিনিট প্রায় একনাগাড়ে কথা বলে ফেলেছে। আর সম্ভব না। বিপদ ঘটে যেতে পারে।

পরদিন, ২১ ডিসেম্বর গভীর রাতে চার দল ব্ল্যাক গার্ড খুনী একযোগে হামলা চালাল চার জায়গায়।

বড় হামলাটা ঘটল ব্যাংকার লিওনিদ বার্নস্টেইনের কঠোর নিরাপত্তাধীন বাসভবনে। এক ডজন সশস্ত্র গার্ড পাহারায় ছিল সে বাড়ির। কালো পোশাক আর একই রঙের মুখোশ পরা বিশ জনের এক দল অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। পুরু স্টীলের বিদ্যুৎচালিত মেইন গেট শেপড় চার্জের সাহায্যে উড়িয়ে দিল তারা।

চতুর্দিক থেকে মিনি-উজির ব্রাশ ফায়ারে নিহত হলো বাড়ির চার গার্ড। ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীও হারাল দুই সঙ্গী। অবশিষ্ট গার্ড-স্টাফদের অস্ত্রের মুখে কিচেনে এনে জড়ো করা হলো। গার্ড কমান্ডারকে বেদম মারধর করা হলো। সে যত বলে চেয়ারম্যান সাহেব দেশে নেই, গতকাল লন্ডন চলে গেছেন হঠাৎ করে, ততই বাড়ে পিটুনির মাত্রা। একদল ভেতরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল ভবনের প্রতিটি ইঞ্চি। অবশেষে বোঝা গেল ঘটনা সত্যি, নেই ব্যাংকার।

রিট্রিট করল ব্যর্থ ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী। মৃত দুই সঙ্গীকে ট্রাকে উঠিয়ে সরে পড়ল জায়গা ছেড়ে। হতাশ।

দ্বিতীয় বড় আক্রমণটা চালানো হলো কুটুযভস্কি প্রসপেক্টের এক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে। প্রথমে একটা কুচকুচে কালো মার্সিডিজ এসে দাঁড়াল ব্যারিয়ারের সামনে।

সামনের সীটে দুই আরোহী। পিছনেও আছে দু'জন, ফ্লোর বোর্ডে বসে আছে নিচু হয়ে, দেখা যায় না। এক ওমন গার্ড এসে আরোহীদের কাগজপত্র চাইল। নিঃশব্দে পিছনের দরজা খুলে গেল খানিকটা, দরজা আর জানালার ফ্রেমের মাঝে যেটুকু ফাঁক হলো, সেই ফাঁক দিয়ে পিছনের একজন সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করল তাকে। সরাসরি কণ্ঠনালীতে, বডি আর্মার যেখানে শেষ হয়েছে, তার সামান্য ওপরে।

দ্বিতীয় গার্ড হাট থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেল না, ভেতরেই খুন হয়ে গেল। দূরে দাঁড়ানো আরেক চইকা এসে যোগ দিল মার্সিডিজের সাথে। দলে মোট দশজন ছিল ওরা, প্রথম দলের মতই কালো ভূত একেকটা। গ্রাউন্ড লবিতে যে গার্ড থাকে, তাকেও মরতে হলো। চার ব্ল্যাক গার্ড রয়ে গেল নিচে, অন্যরা লিফটে চড়ল।

আটতলায় আজ কোন গার্ড নেই, ফাঁকা। এর কারণ অবশ্য বুঝল না খুনীর দল। জেনারেল পেত্রোভস্কির অ্যাপার্টমেন্টের ভারী স্টীলের কিনারা মোড়া দরজা হাফ পাউন্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হলো। কিন্তু যার জন্যে এত কিছু, তিনি নেই। সাদা জ্যাকেট পরা এক স্টুয়ার্ড ছাড়া ফ্ল্যাট ফাঁকা। মৃত্যুর আগে আক্রমণ-কারীদের একজনের ঘাড় মটকে ভেঙে রেখে গেল লোকটা।

সঙ্গীর লাশ নিয়ে ফিরে গেল হতাশ, ব্যর্থ ব্ল্যাক গার্ড স্কোয়াড।

প্যাট্রিয়ার্কের বাসভবনে হামলার প্রথম অংশ ছিল ভদ্রগোছের। একজন সরাসরি দরজায় নক করল। তার সঙ্গী ছয়জন গেটের দু'পাশে দেয়ালের আবডালে বসে থাকল হাঁটু গেড়ে।

ভেতরের কোসাক গার্ড পীপ হোল দিয়ে বাইরে তাকাল, স্ট্রীট ইন্টারকমের মাধ্যমে জানতে চাইল কে এসেছে। 'পুলিস,' জবাবে বলল লোকটা। পীপ হোলের সামনে একটা ভ্যালিড মিলিশিয়া আইডিও তুলে ধরল। দরজা খোলার এক মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হলো হতভাগ্য কোসাকের।

কিন্তু এখানেও তাদের একই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হলো। এ বাড়িও প্রায় শূন্য। ভেতরে এক কুমড়ো সাইজ ফাদার ছাড়া কেউ নেই। নাইট গাউন পরা ফাদার আঁতকে উঠল সাত কালো পোশাকধারী দেখে। 'কারা! কি চাই?'

'আলেক্সেই কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল তাদের একজন।

'তিনি নেই,' কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে বলল ফাদার ভ্যাসিলি। 'সেইন্ট সেরগিয়াস মনেস্টারিতে গেছেন।'

ফিরে গেল ব্যর্থ খুনীর দল।

মিনস্ক হাইওয়ের পাশের নিঃসঙ্গ কটেজে হানা দিল চার ব্ল্যাক গার্ড। একজন নক করল, অন্যরা সামনের অন্ধকার আঙিনায় গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

দরজা খুলল জেনারেলের খোঁড়া খানসামা। পরক্ষণে বুকে গুলি খেয়ে লিভিং রুমের মাঝ পর্যন্ত উড়ে গেল সে। ভেতরে ঢুকে পড়ল দলের সবাই। ফায়ারপ্লেসের সামনে শুয়ে ছিল জেনারেলের উলফহাউন্ড, দলনেতার কণ্ঠনালী সই করে লাফ দিল সে পিলে চমকানো এক হুঙ্কার ছেড়ে। গলা নাগালে পেল না

হাউন্ড, আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে বাঁ হাত তুলেছিল লোকটা মুখের সামনে, সে হাতের কব্জির হাড়ে খচ্ করে বসিয়ে দিল দাঁত।

পাশ থেকে গুলি করে ওটার খুলি উড়িয়ে দিল অন্য একজন। এই সময় রুমে ঢুকলেন জেনারেল, হাতে একটা সার্ভিস ম্যাকারভ। তাঁর ছোঁড়া প্রথম গুলিটা মিস্ হলো, দরজার ফ্রেমে সেঁধিয়ে গেল। পরেরটা সোজা গিয়ে বিঁধল দলনেতার মাঝকপালে।

হাউন্ডের হত্যাকারীর দিকে পিস্তল ঘোরাতে গেলেন তিনি, কিন্তু হলো না। বুকে পর পর তিনটা বুলেট আঘাত করল তাঁকে, উড়ে গিয়ে সোফার ওপর আছড়ে পড়লেন। এক মুহূর্ত পর মারা গেলেন বৃদ্ধ আঙ্কেল মোছুয়া।

সকাল দশটায় এল উমার গুনায়েভের ফোন। 'রানা, খবর শুনেছ?'

'কি?'

'কুটুযভস্কি প্রসপেক্টের সব রাস্তা ব্লক করে রেখেছে মিলিশিয়া।'

'কেন?'

'জেনারেল পেত্রোভস্কির ফ্ল্যাটে গতরাতে হামলা হয়েছে। তিনি অবশ্য ফ্যামিলিসহ অন্য কোথাও ছিলেন।'

'কোন হতাহত?'

'চারজন। গেটের তিন গার্ড আর জেনারেলের স্টুয়ার্ড মারা গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি!' আপনমনে বলল রানা।

'কি বললে?'

'আমার আরেকটা সেফ ফোন প্রয়োজন, উমার।'

'যেটা আছে ওটায় অসুবিধে কি?'

'ট্রেসেবল্।'

'ওকে, আধ ঘণ্টা সময় দাও। ব্যবস্থা করছি।'

এক ঘণ্টা পর নতুন এক সেফ হাউসে সরে এল রানা। এক এঞ্জিনিয়ার সবে সেখানে ফোন লাইন জোড়ার কাজ শেষ করেছে। 'দুটো কাটআউটের সাথে জুড়ে দিয়েছি এটার লাইন,' বলল সে। 'কেউ ট্রেস করতে গেলে দু'মাইল দূরের এক কাফের নাম্বারে গিয়ে পৌঁছবে প্রথমে। তাতেও যদি সন্তুষ্ট না হয়, খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যায়, পরেরবার পৌঁছবে গিয়ে এক পাবলিক বুদে। ততক্ষণে টের পেয়ে যাব আমরা।'

বেরিয়ে গেল এঞ্জিনিয়ার। বাইরে থেকে রুমের দরজা টেনে দিল উসমানভ। জেনারেল ভরোশিলভের নম্বরে ফোন করল ও, সাড়া দিল এক পুরুষ কণ্ঠ। 'জেনারেলকে দিন।'

'কে বলছেন?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন,' বলল মাসুদ রানা।

খানিক ইতস্তত করল লোকটা। 'আমি দুঃখিত, জেনারেলকে এখন পাওয়া যাবে না। কে আপনি?'

'জেনারেল ম্যালেনকভ, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি। কি হয়েছে, পাওয়া যাবে না কেন

তাঁকে? আপনিই বা কে?'

'আমি ইন্সপেক্টর সুরায়েভ, জেনারেল। হোমিসাইড ডিভিশন, মস্কো মিলিশিয়া। আমি দুঃখিত...'

'হোমিসাইড?' শক্ত হয়ে গেল রানা।

'হ্যাঁ, জেনারেল। জেনারেল নিকোলাই মারা গেছেন।'

'কি! কি বলছেন আপনি?'

'গত রাতে হামলা হয়েছে তাঁর বাসায়। গুণ্ডা বদমাশের কাজ বলে মনে হচ্ছে। জেনারেল, তাঁর খানসামা আর কুকুরটাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

'কি বলব, বুঝতে পারছি না,' থেমে থেমে বলল ও।

'আমি দুঃখিত, জেনারেল ম্যালেনকভ।'

'অল রাইট, ইন্সপেক্টর,' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল রানা। 'কাজ করুন, আমি মিনিস্টারকে জানাচ্ছি খবর।'

রিসিভার রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও। তাহলে শেপিলভ শেষ পর্যন্ত খোলস ছেড়েছে! স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে! এই লক্ষ্যেই কাজ করেছে রানা এতদিন। ও জানত এই ঘটবে, জেনারেলকে সে-জন্যে সতর্কও করেছিল, শুনল না মানুষটা। একটা অপরাধবোধ খোঁচাতে থাকল রানাকে। দু'মিনিট পর জিইউভিডি হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করল ও। 'জেনারেল পেত্রোভস্কির লাইন দিন, কুইক!'

'তিনি মীটিঙে আছেন,' বলল অপারেটর। 'ব্যস্ত। কে বলছেন?'

'ওখানেই লাইন দিন,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'বলবেন তাতিয়ানার ব্যাপারে জরুরী কথা আছে।'

দশ সেকেন্ড পর সাড়া দিলেন জেনারেল। গলা শুনে মনে হলো ঘাবড়ে গেছেন। 'পেত্রোভস্কি। কে?'

'আমি, বিদেশী।'

'ড্যাম ইউ! আমি ভেবেছি বুঝি আমার মেয়ের কিছু হয়েছে।'

'ওদের শহরের বাইরে রেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ। সময়মত সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'কি ঘটেছে?'

'আট-দশজন হামলা চালিয়েছিল আমার ফ্ল্যাটে। তিনজন গার্ড আর আমার স্টুয়ার্ডকে হত্যা করেছে ওরা।'

'নিশ্চই আপনার খোঁজেই গিয়েছিল খুনীরা।'

'হ্যাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কারা ওরা?'

'এখনও বুঝতে পারছেন না, জেনারেল?'

'দোলগোরুকি!'

'না, ব্ল্যাক গার্ড।'

'কি করে নিশ্চিত হলেন?'

হাসি ফুটল রানার মুখে। অন্যরকম হাসি। 'যে ভাবে সেই ঠিকানাগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলাম।'

'কিন্তু কেন? আই মীন, ওরা কেন?'

'ক্যাসিনো থেকে উদ্ধার করা আপনার কাগজপত্র, জেনারেল। ওদের ভয় ওগুলো থেকে আপনি জেনে যাবেন যে দোলগোরুকির সাথে ইউপিএফের লেনদেনের সম্পর্ক আছে।'

'কিন্তু ওগুলো তা নয়। বেশিরভাগই ক্যাসিনো রিসিপ্ট।'

'আপনি জানেন তা,' আবার হাসল রানা। 'শেপিলভ বা বুদানিন জানে অন্য কিছু। আপনি আঙ্কেল মোছুয়াকে চেনেন নিশ্চই?'

'দ্যা গ্রেট ট্যাঙ্ক জেনারেল? হ্যাঁ, কেন?'

'তাঁকে হত্যা করা হয়েছে গতরাতে। আরেক দল খুনী গিয়েছিল জেনারেলের ওখানে।'

'ওহ্, গড!'

'শেপিলভের বিপক্ষে বলেছিলেন পত্রিকায়, তাই মরতে হলো তাঁকে।'

'হ্যাঁ, পড়েছি আমি।'

'জেনারেল, মিলিশিয়া কলেজিয়ামের অনেকেই তো আপনার পরিচিত।'

'হ্যাঁ। নিশ্চই!'

'আঙ্কেল মোছুয়ার মৃত্যু সংবাদটা তাদের আপনার জানানো উচিত। বলবেন, নিজের আন্ডারওয়ার্ল্ড সোর্স থেকে খবরটা পেয়েছেন আপনি।'

লাইন কেটে দিয়ে মস্কোভস্কি ফেডারেল ব্যাংকে ফোন করল মাসুদ রানা। চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী ইলিয়া, সেই তুখোড় ইংরেজি বলিয়ে যুবকের নম্বরে।

'কে বলছেন?'

'রথচাইল্ড ব্যাংকের ভুয়া প্রতিনিধি,' ইংরেজিতে বলল ও।

'ওহ্, চিনেছি।'

'আপনার বস্ নিরাপদ?'

'হ্যাঁ, হাজার মাইল দূরে।'

'আরও কিছুদিন দূরেই থাকতে বলবেন তাঁকে।'

'আপনিই সরে পড়তে বলেছিলেন বসকে?'

'হতে পারে।'

'বড় উপকার করেছেন, মিস্টার। গত রাতে বসের বাসায় রেইড চালিয়েছিল কালো ড্রেস পরা একদল ডাকাত।'

'ক্যাজুয়ালটিজ?'

'আমাদের চার গার্ড মরেছে, ওদের দুই।'

'পরিচয় জানতে পেরেছেন ওদের?'

'না।'

'ব্ল্যাক গার্ড।'

'হোয়াট!' লাফিয়ে উঠল ইলিয়া। 'আপনি শিওর?'

'হান্ড্রেড পারসেন্ট।'

'কিন্তু ওরা কেন...'

'প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। আপনার বসের চাপে টেলিভিশন ইউপিএফ পার্টির বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে, তাই।'

'এ জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওদের,' দাঁতে দাঁত চাপল ইলিয়া। 'আমার বস্ ছেড়ে দেয়ার মানুষ নন।'

'চাইলে দূরে বসে এখনই কিছু করতে পারেন তিনি।'

'কি ভাবে?'

'কমার্শিয়াল টিভি কোম্পানিকে মিলিশিয়া কলেজিয়ামের কিছু হোমরাচোমরার সাক্ষাৎকার প্রচারের অনুরোধ করে। আমার ধারণা অনেকেই সাক্ষাৎ দিতে উৎসাহ বোধ করবেন।'

'কিন্তু প্রমাণ ছাড়া...'

'সব ক্ষেত্রে প্রমাণ প্রয়োজন হয় না, ইলিয়া। সাংবাদিকের কাজ গন্ধ শুঁকে গর্তে ঢুকে সংবাদ বের করে আনা। তারা যদি এ হামলার পিছনে ব্ল্যাক গার্ডের হাত আছে কি না জানার চেষ্টা করে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বরং মাঝখান থেকে এমন এক জঘন্য কাজে ব্ল্যাক গার্ডের জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা টিভির পর্দায় আলোচিত হলে শেপিলভের মান-ইজ্জত নিয়ে নতুন করে টানাটানি পড়ে যাবে।'

'দি আইডিয়া!' খুশি হয়ে উঠল যুবক। 'আমি বসকে জানাব আপনার পরামর্শের কথা।'

'জানান। গুড বাই।'

এরপর যোগাযোগ করল রানা *ইজভেস্তিয়ায়*। 'সিনিয়র রিপোর্টার রেপিনকে দিন, প্লীজ।' এই লোকই জেনারেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল।

'কে বলছেন?'

'তার এক বন্ধু।'

এক মিনিট পর সাড়া দিল রেপিন। 'ইয়েস?'

'আঙ্কেল মোছুয়াকে গত রাতে হত্যা করা হয়েছে, জানেন?'

সশব্দে আঁতকে উঠল লোকটা। 'অ্যাঁ! কি!! কে বলছেন আপনি?'

'নেভার মাইন্ড। আপনি জেনারেলের বাসা চেনেন?'

'না।'

'মিনস্ক হাইওয়ে ধরে কোবিয়াকোভো গ্রামে গিয়ে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে এখনই চলে যান।'

এবার *প্রাভদা*। অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা। বর্তমান নিউ কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যালিস্ট ইউনিয়নের সমর্থক কেবল। অতীতের দুর্গন্ধ দেহ থেকে মুছে ফেলার জন্যে বর্তমানে গেনাদি জুগানভের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থোডক্স চার্চের কড়া সমর্থক—*প্রাভদাও* তাই।

'দা?' সাড়া দিল অপারেটর।

'চীফ ক্রাইম রিপোর্টার পামফিলভকে দিন, প্লীজ।'

'তিনি অফিসে নেই।'

খুব স্বাভাবিক, ভাবল রানা, নিশ্চয়ই কুটুযভস্কি প্রসপেক্টে গেছে। 'তার

মোবাইল ফোন আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু নাম্বার দেয়া যাবে না, সরি। আপনার নাম্বার দিন, ফিরলে তাঁকে বলব যোগাযোগ করতে।'

'তার সাথে কথা বলুন, জানাবেন তার মিলিশিয়া কন্ট্যাক্ট আমি। খুব গুরুত্বপূর্ণ এক খবর দিতে চাই। পাঁচ মিনিট পর ফোন করব আবার।'

পরেরবার যোগাযোগ করামাত্র পামফিলভের মোবাইলের নম্বর জানিয়ে দিল অপারেটর। 'উনি এখনও বাইরে আছেন। আপনি কথা বলুন।'

যোগাযোগ করল মাসুদ রানা। 'পামফিলভ?'

'আপনি কে?'

'আমাকে চিনবেন না, আপনার নাম্বার পাওয়ার জন্যে মিথ্যে বলতে হয়েছে আমাকে। কোথায় আপনি, কুটুযভস্কি প্রসপেক্টে?'

'আমাকে কি প্রয়োজন আপনার!' কঠোর শোনাল সাংবাদিকের কণ্ঠ।

'ওখানকার চাইতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে গত রাতে।'

'হোয়াট! কোথায়?'

'প্যাট্রিয়ার্কের বাসভবনে। তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল কেউ।'

'পাগল হলেন নাকি! প্যাট্রিয়ার্ককে কে হত্যা করতে চাইবে?'

'ওখানে গিয়ে নিজেই জানার চেষ্টা করুন না।'

'দানিলোভস্কি মনেস্টারিতে?'

'তিনি ওখানে থাকেন না, থাকেন পাঁচ নম্বর চিস্তি পেরেলুকে।'

নিজের কারে বসে থাকল পামফিলভ। স্তম্ভিত হয়ে গেছে খবর শুনে। তার কর্ম-জীবনে এত ভয়ঙ্কর ঘটনা আর ঘটেনি। অজ্ঞাত কলারের সংবাদ যদি অর্ধেক সত্যিও হয়, সে হবে তার জীবনের সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংবাদ।

চিস্তি পেরেলুকের গলিমুখে পৌঁছে রোড ব্লকের সামনে থামতে হলো ক্রাইম রিপোর্টারকে। ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পথ। গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে এগোল পামফিলভ। ভেতরে পরিচিত এক হোমিসাইড ইন্সপেক্টর, হ্যান্ডসাম পেত্রোচেঙ্কোকে দেখে খুশি হলো। 'কি হে! কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'আর বোলো না!' চেহারা কোঁচকাল ইন্সপেক্টর। 'চোর-ছ্যাঁচোড়দের জ্বালায় অস্থির আছি।'

'চোর ধরতে হোমিসাইড?'

'হ্যাঁ, মানে নাইটওয়াচ লোকটা খুন হয়েছে।'

'প্যাট্রিয়ার্কের কিছু হয়নি তো?'

'প্যাট্রিয়ার্ক! তিনি এখানে থাকেন জানলে কি করে?'

'নেভার মাইন্ড। আমি শুনেছি হামলা আসলে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশেই চালানো হয়েছে। সত্যি নাকি?'

দুশ্চিন্তা ফুটল পেত্রোচেঙ্কোর চেহারায়। 'কে দিল তোমাকে এ খবর?'

'বাদ দাও। তুমি কি জেনেছ বলো দেখি!'

'পুরো বাড়ি সার্চ করেছে একদল লোক। মেরে রেখে গেছে কোসাক গার্ডকে। এই পর্যন্তই।'

'বুঝেছি। বয়, হোয়াট আ স্টোরি!'
'সাবধান!' সতর্ক করল তাকে ইন্সপেক্টর। 'প্রমাণ ছাড়া যা-তা লিখে বোসো না যেন।'
কে শোনে কার কথা! হাওয়ায় ডানা মেলে ছুটল পামফিলভ।

চার

২৩ তারিখ দুপুরের আগেই মিডিয়ার প্রচারণা বিপাকে ফেলে দিল ইউপিএফকে। প্রায় প্রতিটি প্রভাবশালী পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হলো মাসুদ রানার সরবরাহ করা কাহিনী। চার সুপরিকল্পিত হামলাকে এক সূত্রে গেঁথে ছেপেছে সবাই।

টেলিভিশন সকালের খবরে প্রচার করল সে সবের সারমর্ম। বলা হলো, সম্পূর্ণ সৌভাগ্যবশত বেঁচে গেছে অন্য তিনজন। জেনারেল ভরোশিলভ আর প্যাট্রিয়ার্কের বাসভবনের দুটো ঘটনাকে 'চুরি-ডাকাতি' বলে ধামাচাপা দেয়ার যে চেষ্টা করেছিল মিলিশিয়া, পত্রিকা-টিভি তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল। সাংবাদিকদের সবারই এক কথা, পেনশনভুক এক জেনারেলের বাসায় এমন কোন মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী থাকার কথা নয় যা চুরি করার জন্যে সশস্ত্র চোর হানা দেবে সেখানে।

প্যাট্রিয়ার্কের ব্যাপারেও একই কথা–কেন হিজ হোলিনেসের বাসভবনে হানা দেবে চোর? কোন মূল্যবান রত্ন ভাণ্ডারের আশায়? জেনারেল পেত্রোভস্কির ফ্ল্যাটে একই সময় হামলা চালিয়েছিল কারা? ব্লকের অসংখ্য সিনিয়র অফিসারদের বাদ দিয়ে শুধু তাঁর ফ্ল্যাটেই কেন হামলা হলো?

একমাত্র বিত্তশালী লিওনিদ বার্নস্টেইনের বেলায় এ ধারণা সত্যি বিবেচনা করা যেত, যদি ঘটনা অন্যরকম হত। সাংবাদিকদের স্থির বিশ্বাস, ওটাও সুপরিকল্পিত এক অভিযান ছিল, ব্যাংকারকে হত্যা করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছিল। বার্নস্টেইনের বাসভবনের বেঁচে যাওয়া গার্ডদের প্রায় সবার বক্তব্য ছেপেছে পত্রিকাগুলো। একই বক্তব্য তাদের–আক্রমণকারীরা প্রত্যেকে কালো পোশাকধারী ছিল। কালো স্কি মাস্কে ঢাকা ছিল মুখ। কেবল লিওনিদ বার্নস্টেইনের খোঁজ জানতে চেয়েছে তারা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঘরের একটা জিনিসও স্পর্শ করেনি।

তাদের আসা-যাওয়া, অপারেশন ইত্যাদি সবই ছিল পুরো সামরিক কায়দার। সামরিক ট্রেনিং পাওয়া গ্যাঙস্টার দল কবে জন্ম নিল রাশিয়ায়? কার নেতৃত্বে?

দুই ক্রাইম রিপোর্টার মন্তব্য করল, অর্গানাইজড ক্রিমিন্যালরা স্বভাবতই ধ্বংস চায় জিইউভিডি জেনারেল পেত্রোভস্কির, কারণ তিনি প্রভূত ক্ষতি করেছেন ওদের। কাজেই তাঁকে হত্যার চেষ্টা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতীতে যে-সমস্ত কারণে অসংখ্য ব্যাঙ্কারের মৃত্যু হয়েছে রাশিয়ায়, যদি ধরে নেয়া যায় সেই একই কারণে মস্কোভস্কি ফেডারেলের চেয়ারম্যানকেও হত্যা করতে চেয়েছে মাফিয়া অথবা অন্য কেউ, অসম্ভব নয় তাও।

কিন্তু একজন জাতীয় বীর, তিন তিনটা পদক পাওয়া এক বৃদ্ধ, পেনশনভুক জেনারেল, সবার প্রিয় আঙ্কেল মোছুয়া কার কি ক্ষতি করেছিলেন? কেন নির্মম মৃত্যুবরণ করতে হলো তাঁকে? কে হত্যা করতে চাইবে প্যাট্রিয়ার্ককে? কেন? কার কাছে কি অপরাধ করেছেন আলেক্সেই-টু?

ওদিকে মাসুদ রানা প্রস্তুত হলো ওর দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে। মুখের মধ্যে দু'দিকে দুই টিস্যু পেপারের দলা *ঠেসে* বন্ধ ঘরে একা একা কথা বলল ও কিছুসময়। যখন নিশ্চিত হলো কালকের কণ্ঠের সাথে আজকের কণ্ঠ মিলছে না, চেনার উপায় নেই আগের দিনের '*অজ্ঞাত কলারকে*', রিসিভার তুলে নিল ও। প্রথমে যোগাযোগ করল *প্রাভদার* পামফিলভের সাথে। শুরু করে দিল কাজ।

'আপনি আমাকে চিনবেন না। এবং আমি আমার নাম বলতেও চাই না, তাহলে সপরিবারে মরতে হবে আমাকে।'

'ওয়েল, আপনার পরিচয়?' প্রশ্ন করল পামফিলভ।

'আমি বুদানিনের ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর এক হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসার। আমি কিছু মেসেজ দিতে চাই।'

'বলুন, বলুন!'

'ব্ল্যাক গার্ড অফিসার ঠিকই, সেই সাথে আমি একজন প্র্যাকটিসিং ক্রিশ্চানও। গত কয়েক মাস ধরে ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক ফোর্স দলের ভেতরের প্রত্যেকের, বিশেষ করে শেপিলভ ও কর্নেল বুদানিনের অ্যান্টি ক্রিশ্চান—অ্যান্টি চার্চ মনোভাব, এবং তা নিয়ে খোলামেলা চর্চা ইত্যাদি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমি। শেপিলভ জনসভায় যা বলে, তা কেবলই তার মুখের কথা। মনে মনে চার্চ এবং গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে সে। তার পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতে রাশিয়ায় একদলীয়, নাজী স্টাইলের সরকার প্রতিষ্ঠা করার।

'এসব দেখে বিবেকের তাড়নায় মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছি আমি আজ। অনেক হয়েছে, আর এসব সহ্য করা যায় না। আপনারা জানেন না, কর্নেল বুদানিনের নির্দেশে ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীই জেনারেল ভরোশিলভকে হত্যা করেছে।'

'হোয়াট!!!'

'প্লীজ, শেষ করতে দিন আমাকে। আঙ্কেল মোছুয়া নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন শেপিলভের মনের কথা, তাই তার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি *ইজভেস্তিয়ায়*। আপনি নিশ্চই জানেন, প্রমাণ ছাড়া ফালতু কথা বলার মানুষ জেনারেল ছিলেন না। তিনি যা যা বলেছেন, সব সত্যি।

'ব্যাঙ্কার লিওনিদ বার্নস্টেইনকেও ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীই হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ, যা দেখেই হোক, তিনিও জেনারেলের মত শেপিলভের মনের কথা জানতে পারেন। এবং তারপরই তাঁদের কনসোর্টিয়ামের সাহায্যপুষ্ট কমার্শিয়াল টিভি সেন্টারকে বাধ্য করেন শেপিলভের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে দিতে। সেই রাগে তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় কর্নেল।'

'ও বয়!' ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল ক্রাইম রিপোর্টার।

'হিজ হোলিনেস প্যাট্রিয়ার্ক সম্ভবত তার মনের কথা জেনে গেছেন এবং

রাজনীতিতে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছেন, এই আশঙ্কায় তাঁকেও শেষ করতে চেয়েছিল শেপিলভ।'

'আর জেনারেল পেত্রোভস্কিকে?'

'সেইম আউট-ফিট, ব্ল্যাক গার্ড। কয়েকদিন আগে দোলগোরুকি মাফিয়ার বড় কয়েকটা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিলেন তিনি। দোলগোরুকি ইউপিএফের সমস্ত খরচ জোগায়। ওদের ক্ষতি মানেই ইউপিএফের ক্ষতি। কাজেই বুঝতেই পারছেন।'

'এই চার হামলার জন্যেই ব্ল্যাক গার্ড দায়ী বলতে চাইছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি যে সত্যি বলছেন তার প্রমাণ কি?'

'গত কয়েকদিনের পত্র-পত্রিকা পড়ুন, অসংখ্য প্রমাণ আপনি নিজেই বের করে ফেলতে পারবেন।'

লাইন কেটে দিয়ে *ইজভেস্তিয়ায়* ফোন করল রানা, সিনিয়র রিপোর্টার রেপিনকে। তারপর একে একে আরও পাঁচ পত্রিকায়।

সাত-সাতজন সিনিয়র সাংবাদিককে বাক্‌রুদ্ধ, স্তম্ভিত করে দিয়ে ফোন রাখল রানা। যখন তাদের হুঁশ ফিরল, সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে লেগে গেল সবাই। লিওনিদ বার্নস্টেইন দেশে নেই, কিন্তু সে জন্যে কাজ আটকাল না তাদের। ইলিয়া জানিয়ে দিল যা জানাবার। মাসুদ রানার ফোন পাওয়ার পর বসের সাথে যোগাযোগ করেছে সে, তিনি অনুমতি দিয়ে রেখেছেন প্রয়োজনে মুখ খোলার। তার ওপর টিভি কোম্পানিগুলোও কিছুই চেপে রাখার চেষ্টা করল না।

জেনারেল ভরোশিলভ মৃত, কিন্তু কিছুদিন আগে *ইজভেস্তিয়ায়* দেয়া তাঁর সাক্ষাৎকার এবং তার এক সপ্তাহের মধ্যে শেপিলভের জনপ্রিয়তার পতনই প্রমাণ করে অজ্ঞাত ব্ল্যাক গার্ড অফিসারের দাবি কতটা খাঁটি। ওদিকে দোলগোরুকি যে ইউপিএফের অর্থ জোগায়, সে তো জেনারেলই ফাঁস করে গেছেন। তাদের বিরুদ্ধে পেত্রোভস্কির এক রাতে পর পর ছয়টি সফল অভিযান যে তাঁকে হত্যা করতে চাওয়ার ব্ল্যাক গার্ডের কারণ হতেই পারে, কে না বোঝে?

কেবল প্যাট্রিয়ার্কের নাগাল পেল না মিডিয়া, কোথায় আছেন তিনি জানা গেল না। এ বলে অমুক মনেস্টারিতে, ও বলে তমুক মনেস্টারিতে। তাঁকে খোঁজা বাদ রেখেই আসল কাজ শুরু করে দিল সাংবাদিকরা।

পরদিন বিরাট ব্যানার হেডিঙে *ইজভেস্তিয়া* ছাপল, *এই জন্যেই কি মরতে হলো তাঁকে? প্রাভদার* ব্যানার হেডিং, *রাশিয়ার আকাশে ভয়াবহ দুর্যোগের পূর্বাভাস* ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিন দুপুরের আগেই কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল কিসেনলি বুলেভার্ডের ইউপিএফ হেড অফিসে। ভাষা নেই কর্মকর্তা-কর্মচারী কারও মুখে, প্রত্যেকে আতঙ্কিত। পুতুলের মত বসে আছে যে যার আসনে। একমাত্র প্রচারণা ও প্রেস সচিব আনাতোলি কপিতভ ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। নিজের অফিসে বসে আছে সে, শার্টের হাতা গোটানো। দুই বগল থেকে দর দর করে ঘাম ঝরছে। হাতের তালু ভেজা, পিচ্ছিল। থেকে থেকে খসে পড়ে যেতে চাইছে রিসিভার।

অনেকদিন আগে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিল কপিতভ, আজই ফের ধরেছে নতুন করে। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে, তার সাথে সমানে লড়ে চলেছে নিজ ডেস্কের এক প্লাটুন টেলিফোনের সাথে। মুহূর্তের জন্যেও বিরতি দিচ্ছে না যন্ত্রগুলো, ঘরের হাওয়া গরম করে রেখেছে তাদের বিরতিহীন রিঙের আওয়াজ। এ মুহূর্তে এক সাথে দুটো ফোনে কথা বলছে সে। কথা বলছে না, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

'না, এসব সত্যি নয়!' তোতার মুখস্থ বুলির মত বারবার একই কথা আউড়ে চলেছে কপিতভ। 'একদম বাজে কথা! ডাহা মিথ্যে কথা! যে এসব গুজবে কান দিয়ে আমার পার্টি এবং পার্টি প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী রিপোর্ট প্রচার করবে, তার বা তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।...কি? না, কোন মাফিয়া দলের সাথে আমার দলের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থনৈতিকভাবে তো নয়ই, অন্য কোন...যে মানুষ স্বয়ং রাশিয়া থেকে সব ধরনের অপরাধের মূলোৎপাটনের প্রকাশ্য অঙ্গীকার করেছেন, তাঁকে নিয়ে এ সমস্ত...হোয়াট? কিসের কাগজপত্র পরীক্ষা করছে জিইউভিডি?

'...আমাদের তা নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। ভয় পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।...হ্যাঁ, জেনারেল নিকোলাই ইউপিএফের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেছেন। যে কেউ তা করতে পারে। জেনারেল বৃদ্ধ, জাতীয় বীর ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে আমরাও সবার মত দুঃখিত, ব্যথিত। কিন্তু তাঁর হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার পার্টিকে জড়ানোর নোংরা...হোয়াট! না, আপনারা এ কথা বলতে পারেন না! হিটলারের সাথে আমার নেতার কোনরকম তুলনা করার চেষ্টা যে করবে, তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে!...কোন্ সিনিয়র ব্ল্যাক গার্ড অফিসার সে? কি নাম তার?'

ওদিকে নিজের অফিসে অসংখ্য সমস্যার সাথে কুস্তি লড়ছে ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী প্রধান, কর্নেল ভাদিম বুদানিন। কেজিবির সেকেন্ড চীফ ডিরেক্টরেটে কাজ করার সময় কোনদিন কোন কাজে ব্যর্থ হয়নি সে। ধাওয়া করে দেশী বিশ্বাসঘাতক আর বিদেশী স্পাই পাকড়াও করা এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ—মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ইত্যাদি ছিল তার মূল কাজ। কখনও হতাশ হতে হয়নি, ব্যর্থতা কাকে বলে জানত না কর্নেল।

আজ জেনেছে। এবং ব্যর্থতা কি জিনিস, তা হাড়ে হাড়ে টেরও পাচ্ছে। মাসুদ রানাই প্রথম বিদেশী স্পাই যে তার নাকের পানি চোখের পানি এক করে ছেড়েছে। রাশিয়ায় বসে তারই চামড়া দিয়ে ডুগডুগি তৈরি করে আড়ালে বসে তা বাজাচ্ছে আর তামাশা দেখছে। হাজারো সমস্যা নিয়ে এমনিতেই কর্নেলের জান পেরেশান। চোখেমুখে আঁধার দেখছে।

তার সাথে যোগ হয়েছে এই নতুন যন্ত্রণা। বুদানিনের নিজ হাতে গড়া একান্ত বিশ্বস্ত, এলিট, ফ্যানাটিক্যাল ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর এক সিনিয়র অফিসার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না তার। এ কী করে সম্ভব? এই বাহিনীর প্রত্যেকে, অফিসার-জোয়ান মিলিয়ে ছয় হাজার, প্রত্যেকে কর্নেলের নিজের বাছাই করা। সে নিজে নিয়োগ দিয়েছে সবাইকে। তাদের মধ্যে একজন

প্র্যাকটিসিং ক্রিশ্চান? এবং এমন এক সময় দলের পিঠে ছুরি বসাল সে, যখন কি না রাশিয়ার ভবিষ্যৎ ইউপিএফের মুঠোয় ধরা দিতে যাচ্ছে? অসম্ভব!

এ কোন কথা হলো? না হয় থাকলই একজন প্র্যাকটিসিং ক্রিশ্চান। কেন সে দলের এতবড় ক্ষতি করবে এই সময়? কিসের অভাব তার? কতটা সিনিয়র সে? বুদানিনের পরে আছে তার ডেপুটি, তার অধীনে দশজন সিনিয়র অফিসার, তাদের অধীনে চল্লিশজন, এর পরের ধাপে আছে প্রায় একশো। এদের ভেতরে সে কে? কোন্ জন? বের করতে হলে প্রচুর সময় প্রয়োজন। কিন্তু এখন সময় নেই। নির্বাচন হয়ে যাক ভালয় ভালয়, তারপর কর্নেল নিজে দেখবে বিষয়টা। এবং একদিন, দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করল সে, একদিন এর হিসেব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে সে তার কাছ থেকে। নেবেই নেবে।

মাসুদ রানা! ভাবল কর্নেল, সমস্ত নষ্টের গোড়া এই লোকটা। ইঁদুরের মত গর্তে বসে যত নোংরা খেলা খেলছে হারামজাদা। রাখো, তোমারও ব্যবস্থা হবে।

ওদিকে, পাঁচটার খানিক আগে শেপিলভের রুমে যাওয়ার অনুমতি আদায় করল কপিতভ অনেক কষ্টে। পুরো দুই ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়েছে তাকে এ জন্যে। চিন্তার খোলস ছেড়ে কিছুতেই বের হতে চাইছিল না তার আদর্শ, আনাতোলি শেপিলভ। যাকে সে প্রায় ঈশ্বরের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

আমেরিকার শিক্ষা জীবন কপিতভকে শিখিয়েছে পাবলিক রিলেশন বা রাশিয়ায় যাকে বলে প্রোপাগাণ্ডা, কত বড় এক অস্ত্র। সে জানে মুখের কথা আর তা বলার ভঙ্গির ক্ষমতা কি অপরিসীম। রাজনীতিক এবং আইনজীবীদের মত কপিতভেরও দৃঢ় বিশ্বাস, যে-কোন সমস্যা, তা যত কঠিনই হোক, স্রেফ কথা দিয়ে জলবৎ তরলং করে ফেলা যায়।

এই টেকনিক এতদিন খাটিয়েছে আনাতোলি কপিতভ। দলের ফিলম্ মেকিং জিনিয়াস আইভান মেলেখের হাত সাফাই আর নিজের লেখা ভাষণের স্ক্রিপ্টের সাহায্যে প্রায় অখ্যাত এক প্রকৌশলীকে চার বছরে এমন এক পর্যায়ে তুলে এনেছে সে, যে এখন দিনকে রাত করতে পারে ইচ্ছে করলেই। সে ক্ষমতা বোধহয় আজ দেখানোর সময় হয়েছে। কপিতভ সঠিক জানে না ভেতরে ভেতরে কি চলছে, তবে কোথাও যে তাল কেটে গেছে, সেটুকু বোঝার মত জ্ঞান তার আছে।

রাশিয়ান মিডিয়ার প্রকৃতি কিছুটা আলাদা। এরা সব সময় রাস্তার গুজবকে গুরুত্ব দেয়, তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে। ছোটবেলা থেকেই এসব দেখে এসেছে সে। তাই ঘাবড়ায়নি। তার বিশ্বাস, ভেতরে যাই ঘটে থাকুক, তা যত খারাপই হোক না কেন, শেপিলভ একবার মুখ খুললে আবার তা ঠিক হয়ে যাবে। এ দেশের মিডিয়া গুজবকে যেমন মাথায় তুলে নেয়, তেমনি ছুঁড়েও ফেলে মুহূর্তে। শেপিলভ এ সমস্ত অভিযোগ যদি উড়িয়ে দেয়, তাল আবার ঠিক হয়ে যাবে।

তার রুমে পা রাখামাত্র ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা খেল আনাতোলি কপিতভ। সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েক গণ্ডা দৈনিক পত্রিকা। সবার আজ প্রায় একই ব্যানার হেডিং অভিযোগ শেপিলভ আর বুদানিনের বিরুদ্ধে। এসব পড়া আছে

কপিতভের, পড়েছে সে নিজের অফিসে বসে। কতবড় আস্পর্ধা! শেপিলভের বিরুদ্ধে জেনারেল নিকোলাইকে হত্যার অভিযোগ, দোলগোরুকি মাফিয়ার কাছ থেকে টাকা নেয়ার অভিযোগ, আরও কত কিছু। কী দুঃসাহস!

চোখ তুলে শেপিলভকে দেখল সে। মূর্তির মত স্থির বসে আছে মানুষটা, চেহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। চাউনি অন্তঃসারশূন্য–কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। বেদনায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল কপিতভের।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' মৃদু কণ্ঠে, বিনীত ভঙ্গিতে বলল সে। 'আপনি অনুমতি দিলে আমি একটা মেজর প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করি।'

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখল শেপিলভ, মনে হলো যেন তার বক্তব্যের অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করছে। নিজের চার বছরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে কখনোই সরাসরি কোন প্রেস কনফারেন্স করেনি শেপিলভ। প্রি-অ্যারেঞ্জড্ কনফারেন্স করেছে, সে সবের আয়োজন কপিতভ নিজে করেছে। সে-ই সব সময় তাকে সরাসরি প্রেসের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে এসেছে এতদিন। আর আজ কি না সে নিজেই…!

'তুমি জানো আমি প্রেস পছন্দ করি না,' বলল সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

'কিন্তু, স্যার, এ মুহূর্তে ওপেন কনফারেন্স ছাড়া কোন পথ নেই। মিডিয়ার চাপ অসহ্য হয়ে পড়েছে, আমি ঠেকাতে পারছি না। কেউ পারবে না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, একমাত্র আপনি ছাড়া। আপনি যদি একবার মুখ খোলেন, সব মিটে যাবে, আমি জানি। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'তুমি জানো, কপিতভ, আমি প্রেসকে ঘৃণা করি।'

'জানি, স্যার। কিন্তু এ মুহূর্তে আর কোন পথ খোলা নেই। চিন্তা কি? আমি আপনার পাশেই থাকব। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর আমি শিখিয়ে দেব, আপনি শুধু বলে যাবেন। এসব মিথ্যে প্রচারণা এখনই বন্ধ করতে হবে, স্যার।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল শেপিলভ। 'লেটেস্ট জরিপ রিপোর্ট দেখেছ আজকের?'

'জ্বি। আমাদের সমর্থন পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টে নেমে গেছে, আরও নামছে। মাত্র তিন সপ্তা আগে যা ছিল সত্তর পার সেন্ট। জুগানভের রেটিং আটাশ, আরও বাড়ছে। অ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের সমর্থনও বাড়ছে একটু একটু। স্যার, আমার হিসেবে গত দু'দিনে দশ পার সেন্ট জনসমর্থন কমে গেছে আমাদের। এ পতন ঠেকাতে হলে প্রেস কনফারেন্স করতেই হবে আমাদের।'

দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার পর অবশেষে মাথা দোলাল ইউপিএফ প্রেসিডেন্ট। 'বেশ। ব্যবস্থা করো।'

পরদিন এগারোটায় মেট্রোপল হোটেলের প্রকাণ্ড ব্যাঙ্কোয়েট হলে আয়োজন করা হলো কনফারেন্সের। জাতীয় এবং মস্কোর প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এল। এল টিভি ক্যামেরা। কপিতভ সহাস্যে বরণ করল তাদের। দেখতে দেখতে প্রায় ভরে উঠল হল। আমন্ত্রিত সাংবাদিকরা আসন নেয়ার পর ঘোষণা করা হলো, 'এখন বক্তব্য রাখতে আসছেন মহান রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট, আনাতোলি ইভানোভিচ শেপিলভ।'

ভারী কার্টেন ঢাকা স্টেজের পিছনদিক থেকে বেরিয়ে এল ইউপিএফ নেতা। দৃঢ় পায়ে লেকটার্নের পিছনে এসে দাঁড়াল। পাশেই রইল তার প্রেস সচিব। সব সময় যে ভাবে শুরু করে, আজও সেভাবেই করল শেপিলভ। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটে খেই হারিয়ে ফেলল। এত নীরব কেন সবাই? কোথায় তার সেই উল্লাসমুখর সঙ্গীরা, যারা নেতার প্রতি বাক্যে আকাশে হাত তুলে গগনবিদারী ধ্বনি দেয়, তারা? হাততালি নেই কেন? তার নামে জয়ধ্বনি নেই কেন? ক্রমে গলা মিইয়ে আসতে শুরু করল শেপিলভের।

পাশ থেকে কপিতভ নিচু কণ্ঠে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু কাজ হলো না। এত শত্রুভাবাপন্ন সাংবাদিক আর তাদের ক্যামেরার অনবরত ফ্ল্যাশের সামনে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হলো শেপিলভ। অসহায়ের মত কেবল মুখ খোলে আর বোজে, কথা বের হয় না।

কপিতভের আতঙ্কিত চেহারা দেখে শেষ চেষ্টা করল সে মরিয়া হয়ে। এলোমেলো ভাষায় ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করল। মহান রাশিয়ার অতীত বর্ণনা করল খানিক। আক্ষেপ করল, আজ তার দেশ, তার প্রাণপ্রিয় *রোডিনা* কিছু বিদেশী ব্যাঙ্কার, মুনাফাখোর ও অপরাধীদের মুঠোয় বন্দী হয়ে আছে। তাদের নিগড় থেকে দেশকে মুক্ত করার মহান ব্রত নিয়েই সে নির্বাচনে নেমেছে। কিন্তু শত্রুর তা সহ্য হচ্ছে না, তাই তারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত কথার পরও যখন কাজ হলো না, তাকে সম্মান দেখানো বা হাত তালি দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল না একজনও, পুরোপুরি চুপ মেরে গেল শেপিলভ। তাকে উদ্ধারে এগিয়ে এল কপিতভ। 'এবার আপনারা প্রশ্ন করুন,' সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলল সে।

এটা ছিল প্রথম ভুল। অডিয়েন্সের এক তৃতীয়াংশ সাংবাদিকই বিদেশী। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, লন্ডন টাইমস, ডেইলি টেলিগ্রাফ, বিবিসি, সিএনএনসহ অন্য প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই রুশ ভাষায় ওস্তাদ। চতুর্দিক থেকে একযোগে শেপিলভকে ঠেসে ধরল তারা।

'মিস্টার শেপিলভ,' বলে উঠল লস অ্যাঞ্জেলিস টাইমসের মস্কো প্রতিনিধি। 'আমার হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণায় এ পর্যন্ত প্রায় দুইশো মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ করেছেন আপনি, এ এক বিশ্বরেকর্ড। এত টাকা কোত্থেকে এসেছে, স্যার?'

চোখ গরম করে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এইসব বেয়াড়া প্রশ্ন করে বলেই এদের দু'চোখে দেখতে পারে না শেপিলভ। পাশ থেকে ফিস্ ফিস্ করে শিখিয়ে দিল কপিতভ, 'রাশিয়ার দেশ-দরদী মহান জনগণের দেয়া চাঁদা থেকে এসেছে।'

উত্তর পছন্দ হলো না প্রশ্নকর্তার। 'স্যার, এই অঙ্ক রাশিয়ার সমস্ত চাকরিজীবীর পুরো এক বছরের বেতনেরও বেশি। আসলে কোত্থেকে এসেছে এ টাকা?'

এবার অন্যরাও তাল দিল তার সাথে, তারস্বরে একই প্রশ্ন করতে লাগল সবাই।

'এ কথা কি সত্যি, আপনি বহুদলীয় রাজনীতি বন্ধ করে দেশে একদলীয়

শাসন চালু করতে চান?'

'আপনি জানেন, কেন জেনারেল ভরোশিলভকে হত্যা করা হয়েছে? কারা দায়ী সে জন্যে?'

'গত একুশ তারিখের চার সন্ত্রাসী হামলার সাথে আপনার ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী জড়িত, তা কি অস্বীকার করেন আপনি?'

একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে থাকল শেপিলভ। প্রতিটি টিভি ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন ঘুরে বেড়াচ্ছে হলময়, সমস্ত প্রশ্নকারীকে ফিতেয় বন্দী করা চাই-ই চাই ওগুলোর, প্রশ্নও মিস করা চলবে না।

ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ল এবার। এই পত্রিকারই সাংবাদিক, মার্ক জেফারসনকে মস্কোর রাস্তায় হত্যা করা হয়েছিল।

'মিস্টার শেপিলভ, আপনি ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো নামের এক গোপন ডকুমেন্টের কথা শুনেছেন কখনও?'

পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এল হলে। রাশিয়ান মিডিয়া বা বিদেশী সাংবাদিক, কারও ধারণা পর্যন্ত নেই ওই জিনিস সম্পর্কে। আরও সত্যি কথা, যে প্রশ্নটা করেছে, সে নিজেও জানে না ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো কি। সে কেবল এক অজ্ঞাত কলারের শিখিয়ে দেয়া প্রশ্ন করেছে। ওদিকে প্রশ্নটা কানে যাওয়ামাত্র কাগজের মত সাদা হয়ে গেল শেপিলভের চেহারা। দু'হাতে লেকটার্ন আঁকড়ে ধরে নিজেকে খাড়া রাখার সংগ্রাম করতে থাকল সে।

কপিতভকেও বড় এক ঝাঁকি দিয়ে গেল প্রশ্নটা। পালা করে ফ্যাকাসে শেপিলভ আর প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

'কিসের ম্যানিফেস্টো?'

আরেক মারাত্মক ভুল।

'আমার জানামতে ওটা আপনার একান্ত গোপনীয় পার্টি ম্যানিফেস্টো। ওতে আপনার এ দেশে এক দলীয় শাসন কায়েম করার পরিকল্পনা আছে। আপনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের লেবার ক্যাম্পে নির্বাসন, দুই লাখ ব্ল্যাক গার্ড সদস্য দিয়ে দেশ শাসন এবং যে সব স্টেট '৯১ সালের পর রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আগ্রাসনের মাধ্যমে সেগুলোকে পুনর্দখল করার পরিকল্পনার কথা লেখা আছে।'

হলের নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল। ইউক্রেন, বেলারুস, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া এবং আর্মেনিয়ান জনা পঞ্চাশেক সাংবাদিক স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল শেপিলভের দিকে। এইবার চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটল শেপিলভের। তৃতীয় এবং শেষ ভুলটা ঘটল তখনই। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এই সমস্ত নোংরা প্রশ্ন শোনার জন্যে এখানে আসিনি আমি!' বলে দ্রুত নেমে গেল স্টেজ থেকে। তার পিছন পিছন ছুটল হতভম্ব, অসহায় কপিতভ।

মস্কো সেন্ট্রাল জোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, মস্কভা নদীর ধার ঘেঁষে বিশাল এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেডিইভেল আমলের এক কনভেন্ট–*নোভোদেভিচি*। কনভেন্টের সুউচ্চ দেয়ালের ছায়ায় বিশ একর জায়গা নিয়ে আছে গত দুই

শতকের নামকরা রুশ ব্যক্তিত্বদের কবর।

পাইন, বার্চ, উইলো আর লাইমের ছায়ায় ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে আছে প্রায় বাইশশো কবর। দেয়াল দিয়ে তিন ভাগে ভাগ করা এগারোটা বড় বাগান নিয়ে তৈরি এই কবরস্থান। এক থেকে চার পর্যন্ত আছে উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত বিখ্যাতদের কবর। পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশে আছে কমিউনিস্ট আমলের যত বিখ্যাত-কুখ্যাতরা। মার্শাল, রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, অ্যাকাডেমিশিয়ান, লেখক এবং মহাশূন্যচারীরা।

বিশ্বের প্রথম নভোচারী, ইউরি গ্যাগারিনের কবর আছে এই অংশে। গলা পর্যন্ত ভদকা গিলে এক প্রটোটাইপ চালাতে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। কয়েক গজ দূরে আছে ন্যাড়া, গোল মাথার নিকিতা ক্রুশ্চেভের আবক্ষ পাথরের মূর্তি। এ অংশের প্রায় প্রতিটি কবরের মাথার দিকেই আছে মৃতের আবক্ষ মূর্তি। তার সামনে অ্যারোপ্লেন, রকেট, বন্দুক ইত্যাদির পাথরের গড়া মডেলও আছে, ওগুলো দেখে বোঝা যায় কে কোন ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ছিল।

এর পরের অংশ নয়, দশ ও এগারো। নতুন কবর খোঁড়ার মত জায়গা প্রায় নেই-ই বলা চলে। অনেক খুঁজে জেনারেল ভরোশিলভের জন্যে জায়গা বের করা হয়েছে এখানে। বড়দিনের পরদিন দুপুরের দিকে সেখানে তাঁকে দাফন করল ভাগ্নে, মেজর জেনারেল মিশা আঁদ্রিয়েভ।

মামা যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল বুটভ, উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিশজন জেনারেল, এবং জেনারেল মিশার নিজ ট্যাঙ্ক ডিভিশন *তামানস্কায়ার* আট জোয়ান। মস্কোর অফিশিয়েটিং দুই মেট্রোপলিটন বিশপ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। মৃতের মূর্তি থাকল না ওপরে, থাকল কেবল গ্র্যানিট পাথরের এক ক্রুশ। ওটার পায়ের কাছে উৎকীর্ণ করা দুটো মাত্র শব্দ, *রাসকি সোলদাত* বা রাশিয়ান সৈনিক।

একজন বিশপ বাইবেলের পবিত্র বিদায়-বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন। মিশা তখন কফিনের ওপর এক এক করে পরম শ্রদ্ধার সাথে সাজিয়ে রাখল ম্যাজেন্টা রঙের তিনটে রিবন ও হিরো অভ দা সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন সোনার চকচকে পদক।

বিদায়-বাণী আওড়ানো শেষ হতে এগিয়ে এল তামানস্কায়ার আট জোয়ান। সসম্মানে কবরে নামিয়ে দিল কফিন। এক পা পিছিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল মেজর জেনারেল মিশা, ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকল তার পৃথিবীর একমাত্র বন্ধন, বাবা-মা-ভাই-বোন-বন্ধু, জেনারেল নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভের কফিনের দিকে।

বিউগলের করুণ লাস্ট-পাস্ট ভারী করে তুলল নোভোদেভিচির শীতার্ত পরিবেশ। স্যালুট করল জেনারেল মিশা। দুই মন্ত্রী, বিশ জেনারেল অনুসরণ করলেন তাকে। এরপর বিদায়ের পালা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল বুটভ কাছে এসে একটা হাত রাখলেন শোকাহত ভাগ্নের কাঁধে। 'আমরা দুঃখিত। ব্যথিত।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' চোখের পানি মুছে বলল মিশা। মনে মনে বলল, ওদের

আমি খুঁজে বের করব একদিন। করবই।

এক এক করে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করল সে। চলে গেল সবাই। একা মামার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল ভাগ্নে। চোখে পানি, তার ভেতরে ভাসছে মামার সমস্ত স্মৃতি। ফিরে যাওয়ার জন্যে যখন পা বাড়াল মিশা, তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। শীতকালের অসময়ের সন্ধে। সে যখন কবরস্থানের গেট দিয়ে বের হচ্ছে, তার পাশ ঘেঁষে বিশাল এক ফুলের তোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকল এক দীর্ঘদেহী। তার পিছনে আরও পাঁচজন আছে।

তোড়া হাতের লোকটির সাথে চোখাচোখি হলো মেজর জেনারেলের। সন্দেহ হলো মানুষটি এ দেশী নয়। চেহারা, গায়ের রং অন্যরকম। তবে তার সঙ্গী প্রত্যেকে এ দেশী হবে। চেহারা তাই বলে।

কার কবরে ফুল দিতে এসেছে এরা? দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না মেজর জেনারেল, তাড়াতাড়ি বেজে ফেরা উচিত। স্টাফ কারে ওঠার আগে শেষবারের মত পিছন ফিরে তাকাল সে। বিস্ময়ের রেখা ফুটল কপালে। আশ্চর্য! লোকগুলো তার মামার কবরেই ফুল দিচ্ছে! কারা ওরা?

তোড়াটা সসম্মানে কবরের ওপর রেখে সোজা হলো দীর্ঘদেহী লোকটি, ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি একবার মিশার দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই কবরের দিকে নজর দিল। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা প্রত্যেকে, মনে হয় প্রার্থনা করছে নতমুখে।

হয়তো কোন ট্যাঙ্ক ম্যানের ছেলে হবে লোকটা, ভাবল মিশা, মামার অধীনে চাকরি করত হয়তো তার বাবা, বা আর কেউ। কিন্তু ওই চেহারা···ভাবতে ভাবতে গাড়ি স্টার্ট দিল সে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার ফেরা উচিত।

পাঁচ

একই সময়ে পাঁচ মাইল দূরে, অল সেইন্টস ইন খুলিশকিতে মিলিত হলো কর্নেল বুদানিন ও ফাদার ভ্যাসিলি।

'আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, ফাদার?'

মাথা দোলাল মোটা খানসামা। 'ভয় করছে খুব।'

'কোন ভয় নেই, ফাদার ভ্যাসিলি। লোকটা শেষ সময়ে পালিয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। তবে আর সেরকম ঘটবে না, কথা দিচ্ছি আমি। সেদিন লোকটা ওরকম করল কেন বলুন তো!'

'ঠিক জানি না। ২১ তারিখ সকালে ট্রিনিটি সেইন্ট সেরগিয়াস থেকে একটা ফোন আসে প্যাট্রিয়ার্কের, আমি পরে জেনেছি সে খবর। হিজ হোলিনেসের সেক্রেটারি ধরেছিল ফোন।'

'তারপর?'

'সেক্রেটারি আমাকে বলল প্যাট্রিয়ার্কের সুটকেস গুছিয়ে দিতে। লোকটা পরে

বলেছে, পরদিন খুব ভোরে সেইন্ট সেরগিয়াসে ফাদার গ্রেগর এক সারমনে বক্তৃতা দেবেন বলে জানানো হয় প্যাট্রিয়ার্ককে। ব্যস্, খবর পেয়েই তিনি সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।'

'নিজের অফিশিয়াল অথরিটি গোপনে গ্রেগরের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে,' রাগে গরজে উঠল কর্নেল। 'বুঝেছি। যাতে তাকে দিয়ে নিজের কথা বলানো যায়, ষড়যন্ত্রের ইন্ধন জুগিয়ে দল ভারী করার অপচেষ্টা।'

'যাই হোক, আমি সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকেও যেতে হবে কি না। সে বলল প্রয়োজন নেই। সেক্রেটারি আর কোসাক গার্ডদের একজনকে নিয়ে চলে যান প্যাট্রিয়ার্ক।'

'আমাকে খবরটা জানানো উচিত ছিল আপনার।'

'আমাকে তো বলেননি যে ওই রাতেই হানা দেবে আপনার লোক।'

'তাও বটে। তারপর?'

'ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মিলিশিয়াকে খবর দেই আমি, ওরা এসে মৃত কোসাকের দেহ নিয়ে যায়। এরপর সেইন্ট সেরগিয়াসে ফোন করে প্যাট্রিয়ার্কের সেক্রেটারিকে ঘটনা জানালাম।'

'কি জানালেন?'

'আমাদের ওখানে সশস্ত্র বার্গলারির চেষ্টা হয়েছে, এক গার্ডকে হত্যা করা হয়েছে, এইটুকুই। মিলিশিয়াও প্রথমে ঘটনাটাকে বার্গলারি বলে মেনে নিল, অথচ পরদিন এক সাংবাদিক এসে ঘুরে যাওয়ার পর সব উল্টে গেল। মিলিশিয়া নিজেই ওটা হিজ হোলিনেসকে হত্যার অপচেষ্টা ছিল বলে দাবি করতে থাকল।'

'তারপর?'

'সেক্রেটারি রিং ব্যাক করে জানাল কোসাক গার্ডের মৃত্যুতে হিজ হোলিনেস খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

'এখন কোথায় সে?'

'চিস্তি পেরেলুকে। কাল সকালেই ফিরে এসেছে গার্ডের শেষকৃত্যে যোগ দেয়ার জন্যে। গার্ডের মৃতদেহ...'

'সে চিন্তা তার আত্মীয় স্বজনরা করুক, ফাদার,' বিরক্ত হলো কর্নেল বুদানিন। 'আপনি বলুন আমাকে খবর দিয়েছেন কেন? প্যাট্রিয়ার্কের ফিরে আসার খবর দেয়ার জন্যে, এই তো?'

'না, সে খবর তো টেলিফোনেই দিতে পারতাম।'

'তাহলে?'

'ইলেকশনের ব্যাপারে কথা বলতে।'

'ইলেকশন নিয়ে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, ফাদার। শত্রু যত ক্ষতি করার চেষ্টা করুক, ফার্স্ট রাউন্ডে অ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের আশা-ভরসা বরবাদ হয়ে যাবে। জুগানভও যাবে রান-অফ রাউন্ডে। শেপিলভের প্রেসিডেন্ট হওয়া ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই, ফাদার। কারও নেই।'

'আমি সেই বিষয় নিয়েই কথা বলতে চাইছি,' অধৈর্যের মত মাথা দোলাল ফাদার ভ্যাসিলি।

'যেমন?'

'আজ সকালে হিজ হোলিনেস স্টারায়া প্লোশাদে গিয়েছিলেন।'

'কেন?'

'অ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে। প্রেসিডেন্ট তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ওখানে যেতে।'

চোখ আপনাআপনি পিট পিট করে উঠল কর্নেলের। 'প্রেসিডেন্ট নিজে যেতে বলেছে তাকে?'

'হ্যাঁ। দশ-বারোজন মিলিশিয়া জেনারেলও ছিল সেখানে। জরুরী এক মীটিং ডেকেছিলেন প্রেসিডেন্ট। আরও কারা কারা যেন ছিল মীটিঙে।'

'আপনি এ খবর জানলেন কি করে?'

'মীটিং থেকে ফিরে নিজের স্টাডিতে সেক্রেটারির সাথে লাঞ্চ খেয়েছেন হিজ হোলিনেস। আমি খাবার সার্ভ করি। সে সময়ে তাঁকে এ ব্যাপারে সেক্রেটারির সাথে আলোচনা করতে শুনেছি। আজ আলোচনায় এতই মগ্ন ছিলেন হিজ হোলিনেস যে আমার উপস্থিতি খেয়ালই করেননি। প্রেসিডেন্টের নতুন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি।'

'সেটা কি?'

বাঁশ পাতার মত থর-থর করে কাঁপতে আরম্ভ করল ভ্যাসিলি। তার হাতে ধরা মোমবাতির আলোও কাঁপছে, দেয়ালের কুমারী মেরী ও তাঁর শিশু পুত্রের মুখের ওপর নাচছে মৃদু আলোটা।

'শান্ত হোন, ফাদার। ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

'আমি পারছি না। কর্নেল, আপনি নিশ্চই আমার অবস্থান বুঝতে পারছেন। আপনাকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করেছি, কারণ শেপিলভের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনার ওপর আমার গভীর আস্থা আছে। কিন্তু আর হয়তো কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে, কর্নেল। প্যাট্রিয়ার্কের বাসভবনে হামলা, তারপর আজকের মীটিং...পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিপজ্জনক...'

শক্ত মুঠোয় ফাদারের বাহু আঁকড়ে ধরল কর্নেল। 'বোকার মত কথা বলবেন না, ফাদার। আপনি এ কাজে এতই জড়িত হয়ে পড়েছেন যে এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। যাবেনই বা কেন? আর তো মাত্র একুশটা দিন, তারপর এ দেশের ক্ষমতা চলে আসবে আমাদের হাতের মুঠোয়, প্যাট্রিয়ার্কের পদ তখন আপনার হবে। এ রকম সময়ে কোন্ বোকা পিছিয়ে যেতে চায়, বলুন! সে যাক, অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

নিচু কণ্ঠে বলল ফাদার, 'নির্বাচন হবে না।'

'কি!!!' মাথা ঘুরে আছড়ে পড়ার অবস্থা হলো বুদানিনের। 'কি বললেন?'

'না, মানে হবে নির্বাচন, তবে শেপিলভ তাতে অংশ নিতে পারবে না।'

'অ-সম্ভব! এ সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ সমর্থন করে ইউপিএফকে, শেপিলভকে। তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার সাহস প্রেসিডেন্টের হবে না।'

'শুধু তা-ই নয়, কর্নেল। এখানেই সব নয়, আরও আছে। জেনারেল ভরোশিলভকে হত্যার জন্যে উপস্থিত জেনারেলরা দৃঢ়ভাবে আপনাকে দায়ী করেছেন। পুলিসও। হিজ হোলিনেস তাই প্রেসিডেন্টকে সবার হয়ে অনুরোধ করেছেন আপনাদের সবাইকে...' থেমে গেল ফাদার।

'কি, সবাইকে কি?'

'পহেলা জানুয়ারির দিন সবার মত আপনারাও নববর্ষ উদযাপনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবেন। তখনই...' আবার থেমে গেল ভ্যাসিলি।

'কি তখনই?' ধমকে উঠল কর্নেল বুদানিন।

'শেপিলভকে, আপনাকেসহ আপনাদের দলের প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হবে। এ জন্যে বিভিন্ন বাহিনীর চল্লিশ হাজার হাইলি ট্রেইনড যোদ্ধাকে নিয়ে বিশেষ বাহিনী গঠন করা হবে। প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড, র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্স, সোবর, ওমন, এমভিডি ট্রুপ সবাই থাকবে সে বাহিনীতে।'

'অসম্ভব!' ফিস্ ফিস্ করে বলল কর্নেল, কপালে উদ্বেগের চিহ্ন তার। 'হতে পারে না।'

'আপনাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে। ব্ল্যাক গার্ড আর ইয়াং কমব্যাট্যান্টদের প্রতিটি সদস্যকে যার যার ব্যারাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।'

'অসম্ভব! আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না সরকার। আর উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া...'

'এই প্রশ্ন হিজ হোলিনেসের সেক্রেটারিও তুলেছিল, কর্নেল। জবাবে প্যাট্রিয়ার্ক বলেছেন, কোন এক সিনিয়র ব্ল্যাক গার্ড অফিসার নাকি আপনাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছে।'

খাম্বার মত দাঁড়িয়ে থাকল কর্নেল। চেহারা দেখে মনে হলো বুঝি বৈদ্যুতিক চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তার মস্তিষ্কের এক অংশ বলল, এ হতে পারে না। আইভান ম্যাকারভের মত এক মেরুদণ্ডহীন প্রেসিডেন্টের এতবড় হিম্মত হতেই পারে না। অন্য অংশ বলল, পারে।

আনাতোলি শেপিলভ কোনদিন *দুমার* সদস্য হতে পারেনি, হওয়ার চেষ্টাও করেনি। সে স্রেফ একজন দলীয় নেতা। ফলে পার্লামেন্টারি ইমিউনিটির যে আইনগত মর্যাদা বা গুরুত্ব আছে, তা তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না। যত বড় দলীয় নেতাই হোক না কেন, সাধারণ নাগরিকের মত মস্কো স্টেট প্রসিকিউটর চাইলে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা যখন-তখন জারী করতে পারে। যদি সত্যিই কোন ব্ল্যাক গার্ড অফিসার সাক্ষী দেয় দলের নেতার বিরুদ্ধে। সে ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট তাকে আটক করার নির্দেশ দিতে পারে, নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিটেনশনে রাখতে পারে।

আবোল-তাবোল চিন্তায় মাথার মধ্যে গণ্ডগোল হয়ে গেল কর্নেলের। বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। 'ঠিক আছে, ফাদার। আপনি চলে যান। মনে রাখবেন, এখন আপনি আমাদের সাহায্য করতে বাধ্য। পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই আপনার। প্যাট্রিয়ার্কের বাড়িতে কি ঘটে, কি আলোচনা হয়, সবকিছুর দিকে কড়া নজর রাখবেন। সময়মত জানাবেন আমাকে।'

কর্নেলের সামনে থেকে পালাতে পেরে যেন বাঁচল ফাদার ভ্যাসিলি। ছয় ঘণ্টার মধ্যে তার বৃদ্ধ মাকে গুরুতর অসুস্থ হতে হলো, জরুরী ভিত্তিতে ছুটি প্রার্থনা করতে হলো তাকে। মায়ের অসুখ, কি আর করা! ছুটি মঞ্জুর করতেই হলো হিজ হোলিনেসকে। অনির্দিষ্টকালের ছুটি। গাট্টি বোঁচকা নিয়ে ঝিতোমিরের রাতের মেইল ট্রেনে উঠে হাঁপ ছাড়ল ফাদার ভ্যাসিলি। সে তার সাধ্যমত করেছে, ভাবল ফাদার, তার কাছে যতটা আশা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে সে। এরপর আর কিছু করার নেই ফলাফল দেখে যাওয়া ছাড়া।

একবার যখন স্যাটেলাইট মেসেজ প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আবারও করবে, জানা কথা। তাই অবশিষ্ট দুটো মেসেজ এক সঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল রানা। বড় করে ক্যাপিটাল লেটারে লিখল ও মেসেজ, দুই ফুলস্ক্যাপ শীট ভরে।

উমার গুনায়েভের দেয়া এক পিচ্চি ক্যামেরার সাহায্যে কাগজ দুটোর ছবি তুলল কয়েকটা। তারপর কাগজের পোড়া ছাই কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করল। ঘর অন্ধকার করে ক্যামেরা থেকে এক্সপোজড ফিলম্ বের করল রানা। এক্সপোজড অংশটুকু গোল করে পেঁচিয়ে কাগজে মুড়ে বাঁধল সুতো দিয়ে। কড়ে আঙুলের ওপরের গাঁটের আকার পেল ওটা দৈর্ঘ্যে।

রাত সাড়ে এগারোটায় মারভিন লংফেলোর দেয়া ঠিকানায় রওনা হলো মাসুদ রানা। উসমানভ যথারীতি সঙ্গে থাকল সদলবলে। জায়গাটা *নোভোদেভিচির* ঠিক উল্টোদিকে, মস্কোর দক্ষিণ-পুব উপশহরের নাগাতিনো জেলায়। ঠিকানাটা জীর্ণ এক কাঠের ঘরের, এরা যাকে বলে *ইজবা*।

নক শুনে দরজা খুলল শীর্ণ এক বৃদ্ধ। সারা গালে গিজগিজে দাড়ি। চেহারায় প্রকট হয়ে ফুটে আছে অভাবী মানুষের ছাপ।

রানা জানে, কোন এক কালে মস্কো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন মানুষটি, পিওতর ভ্যাসিলিয়েভিচ সলোমিন। '৮০ সালে ভার্সিটির ছাত্রদের মাঝে বিলি করার জন্যে গোপনে এক পত্রিকা ছেপেছিলেন ইনি, 'সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র উত্তম' নামে এক আর্টিকেল ছিল ওতে। ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে কেজিবির সেকেন্ড চীফ ডিরেক্টরেট বের করে ফেলে কুকাজটির হোতাকে।

সলোমনের সৌভাগ্য যে তারপরও এত বছর প্রাণে বেঁচে আছেন। শাস্তি হিসেবে চাকরি আর অ্যাপার্টমেন্ট হারান প্রফেসর। এরপর প্রায় এক যুগ রাস্তায় ঝাঁট দেয়ার চাকরি করতে হয় তাঁকে পেটের দায়ে। এসবই ঘটত তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে। কমিউনিজমের বিরোধিতা করলেই ঘাড় ধরে পথে নামিয়ে দেয়া হত। চাকরি-বাসস্থান, ছেলেমেয়ের স্কুলে-কলেজে পড়ার সুযোগ কেড়ে নেয়া হত। সোভিয়েত ব্লকভুক্ত সব দেশেই এভাবে শাস্তি দেয়া হত ভিন্ন মতাবলম্বীদের। এই সিস্টেমের কারণে একদিন চেক প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার দুবচেককেও কাঠ ফাড়াইয়ের কাজ করে পেট চালাতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

প্রফেসর সলোমিন আত্মহত্যা করে বাঁচতে চেয়েছিলেন, পারেননি প্রায় সমবয়সী এক ইংরেজের কারণে। তিনি লংফেলো। সে সময় মস্কো ছিলেন তিনি, গ্রীষ্মকাল ছিল তখন। একদিন ভোরে রাস্তা ঝাঁট দেয়ার সময় দু'জনের পরিচয়।

অবশ্য লংফেলোর নাম-ধাম জানেন না প্রফেসর আজও। শুধু *লিজা* বা ফক্স নামে জানেন তাঁকে। মাঝেমধ্যে প্রয়োজন হলে এটা-ওটা সাহায্য করার অনুরোধ জানান তিনি প্রফেসরকে, এক কথায় রাজি হন তিনি। মস্কোর ব্রিটিশ দূতাবাস প্রতিমাসে ভাতা দিয়ে থাকে তাঁকে এ জন্যে।

দরজায় দাঁড়ানো যুবককে দেখলেন প্রফেসর। 'বলুন!'

'লিজার জন্যে একটা পার্সেল এনেছি,' বলল রানা।

হাত বাড়ালেন প্রফেসর। 'দিন।'

দিল রানা জিনিসটা। ওটা পকেটে পুরে পিছিয়ে গেলেন সলোমিন, আর একটা কথাও না বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মাঝরাতের খানিক পর *ইজবার* পিছনের আঙিনায় বাঁধনমুক্ত করা হলো খুদে মারটিকে। তার ডান পায়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে রানার পার্সেল। ট্রেনিং পাওয়া কবুতর মারটি। কয়েক সপ্তাহ আগে মিচ আর কিয়ারানের সাথে ফিনল্যান্ড থেকে এ দেশে এসেছে।

কয়েক মুহূর্ত করণীয় নিয়ে নিজের খুদে মাথা ঘামাল মারটি, বার বার গলা সামনে বাড়িয়ে আবছা আলো-আঁধারে পুঁতির মত চোখ বোলাচ্ছে। তারপর পাখা মেলল সে, অল্প জায়গা নিয়ে পাক খেতে খেতে উঠে গেল হিম শীতল মস্কোর অন্ধকার আকাশে। এক হাজার ফুট ওপরে উঠে পড়ল মারটি, যেখানে মানুষের দেহ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে।

ঠিক তখনই ইন টেল কর স্যাটেলাইট উদয় হলো মস্কোর দিগন্তে। ট্র্যাক করতে লেগে গেল। প্রোগ্রাম রি-সেট করা হয়নি, তাই থেকে থেকে অদৃশ্য বীম ছুঁড়তে লাগল সে নিচের দিকে, 'খোকা, তুমি আছ ওখানে'? খেয়ালই নেই যে সে নিজহাতে হত্যা করেছে তার ইলেক্ট্রনিক শিশুকে।

ওদিকে মস্কোর বাইরে ফ্যাপসির লিসনিং পোস্টের সবগুলো কম্পিউটর স্ক্যানিঙের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হন্যে হয়ে কর্নেল বুদানিনের কাঙ্ক্ষিত বিদেশী স্পাইটির হদিস বের করতে লেগে গেল। প্রতিটি ট্রায়েঙ্গুলেটর গোপন ট্রান্সমিশনের স্থান স্পট করার জন্যে প্রস্তুত। সেই সিনিয়র সায়েন্টিস্টের এক হাত ফোনের রিসিভারে—সাড়া পেলেই কর্নেলকে ফোন করবে।

দীর্ঘ সময় নিয়ে মস্কোর আকাশ ঘুরে গেল স্যাটেলাইট, কোন ব্লিপ ধরা পড়ল না স্ক্যানারে।

মারটির খুদে মস্তিষ্কের কোথাও পিনের মাথা সমান এক চৌম্বক ইমপালস জানান দিল, তার বাড়ি, যেখানে তিন বছর আগে জন্মেছে সে, উত্তরে। তীক্ষ্ণ ছুরির মত ধারাল, অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাস *ঠেলে* উত্তরে ঘুরল সে। তারপর শুরু হলো চলা। অন্ধকার *ঠেলে* ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম ডানা ঝাপ্‌টে চলল মারটি বাড়ি ফেরার ঐকান্তিক তাগিদে।

কেউ দেখল না তাকে, দেখার কথাও নয়। শহরের আকাশ ত্যাগ করল সে সেন্ট পিটার্সবার্গের আলো ঝলমলে উপকূল ডানে রেখে। চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে পড়ল খুদে পাখি, কাহিল হয়ে পড়ল শীতে, কিন্তু কঠোর ট্রেনিং আর বাড়ির চিন্তা *ঠেলে* নিয়ে চলল তাকে। একটানা ষোলো ঘণ্টা ওড়ার পর ক্লান্তিতে ঝাপ্‌সা হয়ে আসা দৃষ্টিতে হেলসিঙ্কির পরিচিত বাড়িটি চোখে পড়ল তার। কয়েকটা উষ্ণ হাত

সেখানে অভ্যর্থনা জানাল মারটিকে। খাদ্য-আশ্রয় মিলল।

তিন ঘণ্টা পর তার বয়ে আনা মেসেজ লন্ডনে বসে পড়লেন মারভিন লংফেলো। হাসলেন। আর একটা মাত্র কাজ বাকি আছে মাসুদ রানার। এবং সেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ভীষণরকম বিপজ্জনক কাজ। লংফেলো এমনকি অনুমানও করতে পারছেন না কি করে তা শেষ করবে মাসুদ রানা।

কিসেনলি বুলেভার্ডে ইউপিএফ হেড অফিস। শেপিলভের রুমে তার মুখোমুখি বসে আছে কর্নেল বুদানিন। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মড়ার মত ফ্যাকাসে লাগছে শেপিলভের চেহারা। অল্প অল্প কাঁপছে সে।

কর্নেল এইমাত্র সব বলেছে তাকে, ফাদার ভ্যাসিলি যা যা বলেছে, সব জানিয়েছে। কাপড় ময়লা হয়ে গেলে যেমন খেপে যায়, কর্নেলের কথা শুনে তেমনি খেপে গেছে শেপিলভ। দেখে মনে হয় তার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কে যেন শুষে নিয়েছে। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেছে শেপিলভ।

লক্ষণটা ভাল নয়, কর্নেল জানে। পুরোপুরি ভেঙে পড়ার পূর্বাভাস। এই সেদিনও যে ছিল অপ্রতিরোধ্য, এ দেশের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট, আজ তাকেই সুকৌশলে গ্রেফতার করার চক্রান্ত চলছে। নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার পাঁয়তারা চলছে, এ শুনলে যে-কারও ভেঙে পড়ারই কথা।

ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো খোয়া যাওয়ার পরও যখন নিরুপদ্রব কাটল কিছুদিন, কর্নেল ভেবেছে চুকেবুকে গেছে বিষয়টা। তারপর হঠাৎ এক বিদেশী স্পাই এসে দিনে দিনে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এল, যা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। নিজেদের দুই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল, আঙ্কেল মোছুয়া বিপক্ষে চলে গেল, বার্নস্টেইন গেল, প্যাট্রিয়ার্ক গেল, টিভির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, একমাত্র মিত্র দোলগোরুকির সাথে সম্পর্ক যায় যায় অবস্থা। এখন দেখা যাচ্ছে নিজেদের ব্ল্যাক গার্ডের এক অফিসার পর্যন্ত বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য! একা একজন মানুষ, কী মারাত্মক সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়ল। চেষ্টা করেও ধরা গেল না লোকটাকে, ঠেকানো গেল না। তাদের সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ করে তবে ছাড়ল হারামজাদা।

এখন আর উপায় নেই কর্নেল বুদানিনের। জান বাঁচানোর একটাই মাত্র পথ খোলা আছে সামনে, সে পথে যেতে হবে। না গিয়ে উপায় নেই। সোজা আঙুলে ঘি যখন উঠলই না, আঙুল বাঁকা করা ছাড়া কি আর করার আছে?

'আমার কথা মন দিয়ে শোনো,' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বসল বুদানিন। 'আমি যা বলব, সেটাই এখন আমাদের বাঁচার একমাত্র পথ। কাজেই খুব মন দিয়ে শোনো।'

অনিশ্চিত দৃষ্টি তুলে কর্নেলকে দেখল শেপিলভ। 'বলো।'

বলতে আরম্ভ করল বুদানিন। নিচু কণ্ঠে একনাগাড়ে আধ ঘণ্টা ধরে নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করল সে।

'স্ট্রাইক!' হতভম্ব হয়ে গেল ইউপিএফ প্রেসিডেন্ট। 'বলো কি?'

'এ ছাড়া তোমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই, আনাতোলি। আমার

কথামত চলো, ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসে যাবে।'

'তাই বলে...'

'অন্য পথ যদি থাকত, এ কথা ভাবতাম না আমি। নেই কোন পথ। আর কোনভাবে এ বিপদ ঠেকানোর উপায় নেই। ওরা যেদিন আমাদের ওপর আঘাত হানার কথা ভাবছে, আমরাও ঠিক সেদিনই পাল্টা আঘাত হানব। তুমি অনুমতি দিলে সব মিলিয়ে কম করেও আশি হাজার যোদ্ধার ব্যবস্থা করতে পারব আমি। ওদের দ্বিগুণ। পহেলা তারিখ রাতে সরকারি সৈন্য-পুলিস আনন্দে মেতে থাকবে, গলা পর্যন্ত ভদকা গিলে পুরো মাতাল হয়ে যাবে। আঙুল পর্যন্ত নাড়ার ক্ষমতা থাকবে না একজনেরও। সেই সুযোগে আঘাত হানব আমরা, ভোরের দিকে। শুধু মস্কো দখল করতে পারলেই পুরো দেশ তোমার মুঠোয় এসে যাবে।'

'অভ্যুত্থান?'

'হ্যাঁ। আগেও এ দেশে এটা ঘটেছে। '৯১ সালে গরবাচেভের বিরুদ্ধে ইয়াযভ আর ক্রিউচকভ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, যদিও পরিকল্পনায় ভুল ছিল বলে সফল হতে পারেনি তারা। ইউরোপের, এশিয়ার বহু দেশে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে আঘাত করো, পুরো দেশ তোমার হাতে চলে আসবে। মুসোলিনি রোম দখল করতেই সমগ্র ইটালি তার মুঠোয় চলে গিয়েছিল। তেমনি তুমিও করো, এ দেশ তোমার হবে।'

মন্দ নয়, ভাবল আনাতোলি শেপিলভ, ক্ষমতা দখল করে টেলিভিশনে একবার ভাষণ দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশ-বিরোধী বিদেশী চক্রান্ত ঠেকানোর জন্যে বাধ্য হয়ে তাকে ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে বললেই চলবে। নিশ্চয়ই জনগণ অবিশ্বাস করবে না তাকে।

'পারবে সব দিক ম্যানেজ করতে?' প্রশ্ন করল সে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এই মহা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে এমন কিছু নেই যা ম্যানেজ করা যাবে না বা যায় না। তুমি শুধু অনুমতি দাও, পহেলা জানুয়ারি দুপুরের আগে তোমাকে ক্রেমলিনের স্টেটস অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে আসব আমি, দেখো।'

ঝাড়া দশ মিনিট হাতে থুতনি রেখে চিন্তা ভাবনা করল শেপিলভ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ, তাই করো। তবে মনে রেখো, আর কোন ঝুট ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি। অনেক হয়েছে।'

'আমিও তাই বলি, অনেক হয়েছে। সে জন্যেই তো রাজনীতির আঁকাবাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে যেতে চাইছি।'

ছয়

জানা তথ্যগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল কর্নেল বুদানিন। পহেলা জানুয়ারি রাতে তার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দেখা দেবে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড—পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ত্রিশ

হাজার সৈনিকের এক বাহিনী। কর্নেলের ভাগ্য ভাল যে তাদের মাত্র ছয় হাজার থাকে মস্কোয়, আরও এক হাজার গার্ড বাড়তি আছে ওদের, ক্রেমলিনের নিরাপত্তার দায়িত্বে। বাকি তেইশ হাজার থাকে শহর থেকে দূরে এক ব্যারাকে। এদের কমান্ডার সের্গেই কোরিন—জেনারেল কোরিন।

এরপর ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রি বা এমভিডির নিজস্ব দেড় লাখ সৈনিকের বাহিনী—এমভিডি ট্রুপস্। এদেরও মাত্র পাঁচ হাজার থাকে মস্কোয়, অন্যরা সারাদেশে ছড়িয়ে আছে।

ধরে নেয়া ভাল মাসুদ রানা এসব বাহিনী প্রধানদের ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো দেখিয়ে খেপিয়ে তুলেছে। সে ক্ষেত্রে প্রাণপণ লড়াই করবে এরা। কারণ শেপিলভ ক্ষমতায় বসলে এদের না কোন অফিসার, না কোন সৈনিক, কারও স্থান হবে না মুক্ত নিউ রাশিয়ায়—পরিষ্কার উল্লেখ আছে তা ম্যানিফেস্টোয়। ঝাড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ফেলা হবে এদের *গুলাগ* লেবার ক্যাম্পে।

ম্যানিফেস্টো দেখে থাকলে এদের কমান্ডাররা নিজেদের ভবিষ্যৎও পড়েছে ওতে। অতএব এদের কঠিন বাধার মুখে পড়তে হতে পারে বুদানিনের বাহিনীকে। যদিও তার ভরসা আছে তেমনটা ঘটবে না। নববর্ষের প্রথম রাত আনন্দ হুল্লোড়ে ব্যস্ত থাকবে সবাই, আশা করা যায় কাজ সারতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

এরপর আছে এমভিডির গ্যাঙ-বুস্টার ডিভিশনগুলো। জিইউভিডি, এবং তার দুই র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্স বাহিনী, সোবর ও ওমন। সোবরের কমান্ডার, জেনারেল পেত্রোভস্কির ব্যাপারে দোলগোরুকি মাফিয়াকে কথা দিতে হয়েছে তাকে যে তার ভাগ্যে লেবার ক্যাম্পও জুটবে না। ধরামাত্র গুলি করে হত্যা করতে হবে তাকে। তাতে বরং খুশিই হয়েছে কর্নেল বুদানিন।

অভ্যুত্থান শেষে একটা এক্সিকিউশন কোর্ট গঠন করবে সে নিজেকে প্রধান করে। সেখানে বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করা হবে। সর্বনিম্ন শাস্তি আজীবন নির্বাসন, লেবার ক্যাম্পে, সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড—তাৎক্ষণিকভাবে।

আর্মিদের সমস্ত ব্যারাক মস্কোর বাইরে। এ-ও এক প্লাস পয়েন্ট। জানতেও পারবে না তারা কখন কি ঘটে গেল। বিজয় যখন শেপিলভের মুঠোয় এসে যাবে, তখন জানলেও ওদের কিছু করার থাকবে না।

যা হোক, সরকারী বিভিন্ন বাহিনীর বিপরীতে কর্নেলের নিজের আছে ছয় হাজার ব্ল্যাক গার্ড আর বিশ হাজার টীন এজেড ইয়াং কমব্যাট্যান্ট। প্রথমটা এলিট বাহিনী। এদের প্রত্যেকে কড়া সামরিক প্রশিক্ষণ পাওয়া, অবসরপ্রাপ্ত স্পেশাল ফোর্স, প্যারাট্রুপার, মেরিন আর এমভিডির সদস্য। বেশিরভাগই লাথি-খাওয়া বা অবসরপ্রাপ্ত। তা হোক, চাকরি গেলেও ট্রেনিং তো যায়নি।

এদের সযত্নে নতুন করে তৈরি করেছে কর্নেল। প্রত্যেকে ফ্যানাটিক, নির্দয়, চরম দক্ষিণপন্থী। অবশ্য এদের মধ্যে একটা বেঈমান আছে, সম্ভবত মাসুদ রানার টাকা খেয়ে···সে যাই হোক, ওটা পরে দেখা যাবে। কর্নেলের অনুমান, বেঈমান যে-ই হোক, তৃতীয় র‍্যাঙ্কের চল্লিশ সিনিয়র অফিসারের মধ্যেই কেউ হবে সে। তাই তাদের চল্লিশজনকেই আটাশ ডিসেম্বর রাতে ক্লোজ

করবে সে। আটক করে রাখবে ব্যারাকে।

তাদের বদলে অপারেশনে নেতৃত্ব দেবে তরুণ, জুনিয়র অফিসাররা। প্রমোশন-বোনাসের আশায় তারা বরং ভাল কাজ করবে। অবশ্য সুপিরিয়রদের যে ক্লোজ করা হয়েছে, তা ওদের জানানো যাবে না। তাতে মন ভেঙে যাবে ওদের। সন্দেহ-অবিশ্বাস দেখা দেবে। কর্যোদ্ধারের স্বার্থে বিষয়টা তাই চেপে রাখতে হবে।

মস্কো *ওব্লাস্তের* প্রকাণ্ড এক স্কেল ম্যাপের ওপর ঝুঁকে বসল কর্নেল বুদানিন, শুরু করে দিল তার রণকৌশল নির্ধারণ করার কাজ।

নববর্ষের উৎসব রাশিয়ার সবচেয়ে বড় উৎসব। ৩১ ডিসেম্বর দুপুরের আগেই সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। যার যার ভদকার মজুত নিয়ে সপরিবারে বেরিয়ে পড়ে সবাই ঘর ছেড়ে। অথবা ঘরেই বন্দী করে ফেলে নিজেদের। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। দুনিয়াদারীর কোন খেয়াল থাকে না তখন মস্কোবাসীর। ওইদিন সাড়ে তিনটের দিকে সন্ধে ঘনায়। একান্ত জরুরী যে-সব সার্ভিস, যেমন টেলিফোন-টেলিগ্রাম, বিদ্যুৎ-গ্যাস ইত্যাদি, তাদের নাইট শিফটের কর্মচারীরাও যার যার অফিসে উৎসব করে সেদিন। চারটের আগেই রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা হয়ে যায়।

ছ'টার দিকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়–দফতর জনশূন্য হয়ে পড়বে। নাইট ওয়াচম্যান, কোথাও বা কিছু সশস্ত্র আর্মি গার্ড থাকবে বটে। তবে রাত দশটার মধ্যে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে তারা, জানা আছে কর্নেলের। ব্যারাকের অফিসার-সৈনিকরাও। ইচ্ছে থাকলেও নিজেদেরই তারা রক্ষা করতে পারবে না তখন, শহর তো দূরের কথা।

কর্নেল বুদানিনের প্রথম কাজ হবে মস্কোয় ঢোকার সমস্ত রাস্তায় গার্ড বসিয়ে সীল করে দেয়া। কেউ ঢুকতে পারবে না শহরে, বের হতেও পারবে না। এ কাজ ইয়াং কমব্যাট্যান্টদের দিয়ে করাবে সে। বাহান্নটা মেজর ও সেকেন্ডারি রাস্তা আছে মস্কোয়, কংক্রিট ব্যালাস্ট বোঝাই একশো চারটা হেভি ট্রাক হলে সবগুলো ব্লক করে দেয়া সম্ভব। প্রতিটি রাস্তার মুখে আড়াআড়ি দুটো ট্রাক দাঁড় করিয়ে দিলেই চলবে।

ট্রাক যতগুলো সম্ভব মস্কোর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে ভাড়া নিতে হবে। তাতে কুলোবে না, কাজেই বাকি ট্রাক ছিনতাই করতে হবে। ইয়াং কমব্যাট্যান্টদের একশো চার ভাগে ভাগ করল কর্নেল, প্রতিটি গ্রুপের নেতৃত্বে থাকবে একজন করে অভিজ্ঞ ব্ল্যাক গার্ড অফিসার। নির্দেশিত সময় যার যার অবস্থানে চলে যাবে তারা, ব্যারিকেড খাড়া করে অচল করে দেবে সমস্ত হাইওয়ে। কর্নেলের 'সৈনিকদের' ব্যারাক শহরের বাইরে হওয়ায় আরেক দারুণ সুবিধে হয়েছে। এত মানুষ, ক্যারিয়ারের অস্বাভাবিক মুভমেন্ট চোখে পড়বে না শহরবাসীর।

প্রতিটি মেজর হাইওয়ের প্রান্তে মস্কোর সীমানা নির্দেশ করার জন্যে আছে একটা করে এমভিডি মিলিশিয়া পোস্ট। চারজন করে সৈনিক আছে পোস্টে, একটা টেলিফোন আছে, আর আছে একটা করে পেট্রল কার। আর্মার্ড পার্সোনেল

ক্যারিয়ার। যে গেট দিয়ে শহরে ঢুকবে বুদানিনের বাহিনী, সে সব গেটে হয়তো খানিকটা ক্ষমতার মহড়া দেখাতে হবে। যেগুলোর প্রয়োজন পড়বে না, সেগুলো বাদ। পোস্টের যথেষ্ট দূরে নিজেদের ব্লকিং ট্রাক পার্ক করে বসে থাকবে ইয়াং কমব্যাট্যান্টরা। এমভিডি গার্ডরা ভদকা গিলছে, না মাথায় ঢালছে, দূরে বসে দেখবে কেবল। যখন পুরো মাতাল হয়ে যাবে ওরা, তখন এগোবে, ওদের ঘুমের আয়োজন করে দেবে।

তারপর, প্রায় দুইশো কমব্যাট্যান্ট গ্রুপ পজিশন নেবে, অনুমান রাত বারোটার দিকে। যদি কোন সাহায্যকারী সরকারী ইউনিট পৌঁছতে চায় মস্কো, বাধা দেবে তারা।

শহরের ভেতরে মোট সাতটা টার্গেট কর্নেলের–তিনটে প্রাইমারি এবং চারটা সেকেন্ডারি। আনাতোলি শেপিলভের বাসভবন পাহারা দেয়ার জন্যে ব্ল্যাক গার্ডের ছোট একটা বাহিনী আছে, এদের ব্যারাক শহরের ভেতরেই। ৩০ তারিখ সকাল থেকে, মস্কোর উত্তর-পুবের মূল ব্যারাক থেকে ছয় হাজার ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আসা হবে সেখানে। দফায় দফায়, এক-দুই ট্রাক করে। যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করতে পারে।

এদের দুই হাজার কর্নেলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ওস্তানকিনো টিভি সেন্টার দখল করবে। দুই ট্রাকের এক কনভয় গিয়ে দখল করবে রেডিও সেন্টার। বাকি চার হাজার ব্ল্যাক গার্ড যোদ্ধা স্বয়ং তার নেতৃত্বে যাবে আসল জায়গা, ক্রেমলিন দখল করতে। সূর্যোদয়ের আগেই ক্রেমলিন দখল করবে সে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে এক হাজার প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড বাহিনীর প্রত্যেককে। দখল করে নেবে ওদের রেডিও রুম।

এরপর তেভারস্কায়া স্ট্রীটের মেয়রের অফিস। ঝিতনি স্কয়ারের ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রির কমিউনিকেশন নেটওয়র্ক–যাতে ওরা নিজেদের বাহিনীর কাছে আক্রান্ত হওয়ার খবর বা সাহায্যের আবেদন পাঠাতে না পারে।

তারপর সংলগ্ন ওমন ব্যারাক। স্টারায়া প্লোশাদের প্রেসিডেন্সিয়াল ও মিনিস্টেরিয়াল ভবন। খোদিস্কা এয়ারফিল্ড–যেখানে মজুত আছে অ্যান্টি গ্যাঙ প্যারাট্রুপার বাহিনী। ওটা বিপজ্জনক। ওই বাহিনীর প্রত্যেকে প্রাক্তন আর্মি ইন্টেলিজেন্স বাহিনী জিআরইউর সদস্য। বাধা যদি আসেই, আসবে ওমন ব্যারাক আর খোদিস্কার প্যারাট্রুপারদের তরফ থেকে। কাজেই ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে প্রথম চোটে। তা নিয়ে অবশ্য কোন চিন্তা নেই কর্নেলের।

তারপর আরবাটস্কি স্কয়ারের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি। ওদের কমিউনিকেশন হেডকোয়ার্টার্স–যেখান থেকে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায় দেশের যে কোন আর্মি-নেভি বেস অথবা এয়ারফোর্স বেসের সাথে। ওই জায়গায় সৈন্য পাঠাবে না কর্নেল বুদানিন, বিশেষ পরিকল্পনা আছে তার ওখানকার ব্যাপারে। এরপর জেনারেল পেত্রোভস্কির সোবর ব্যারাক।

সবশেষে আছে এফএসবি বা ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের দুই নিজস্ব বাহিনী–আলফা গ্রুপ ও *ভিমপেল* বা ব্যানার।

এই দুই বাহিনী এক সময় ছিল রাশিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন স্পেশাল

ফোর্স ইউনিট। এখন অবশ্য সে ইজ্জত নেই একটিরও। ১৯৯১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়াযভ এবং কেজিবি চেয়ারম্যান ক্রিউচকভ, প্রেসিডেন্ট গরবাচভের বিরুদ্ধে যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, তার পিছনে এই দুই বাহিনীর সমর্থন ছিল বলে জানা যায় পরে। সেই থেকে আলফা ও *ভিমপেলের* বিশ্বস্ততা নিয়ে নানান গুঞ্জন।

সুযোগটা নিয়েছে কর্নেল বুদানিন। ওদের প্রত্যেকে তার এক্স কোলিগ। দুই বাহিনীর দুই কমান্ডিং অফিসার তো তার এক গ্লাসের দোস্ত বলা চলে। শেপিলভের নিউ রাশিয়ায় প্রত্যেকের জন্যে প্রমোশন এবং দ্বিগুণ বেতনের টোপ ফেলে তাদের হাত করেছে কর্নেল বুদানিন। ওরা তার কাজে বাধা তো দেবেই না, বরং সহযোগিতা করবে।

ভিমপেল বাহিনীর ওপর দায়িত্ব পড়েছে ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি, এই দু'দিন খোদিঙ্কা এয়ারফিল্ড ও প্যারাট্রুপারদের বেস গার্ড দেয়ার। গার্ড ওরা দেবে ঠিকই, তবে উল্টো অর্থে, এই যা।

২৯ ডিসেম্বর বিকেলে দোলগোরুকি মাফিয়ার সুপ্রীম কাউন্সিল *'সখদ'* এর সাথে বৈঠকে মিলিত হলো কর্নেল ভাদিম বুদানিন। ব্ল্যাক গার্ডের 'লীক' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা চাওয়ার কথা ছিল, সে কথা বেমালুম ভুলে গেল সবাই তার বক্তব্য শুনে। যখন সে জানাল, শেপিলভকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার পাঁয়তারা চলছে, ঠাণ্ডা মেরে গেল সুপ্রীম কাউন্সিল। এরা প্রত্যেকে তার প্রচারণার জন্যে লাখ লাখ ডলার ঢেলেছে, খবর শুনে স্বভাবতই ভুলে গেল তারা সে কথা।

উল্টো কি করা যায় জানতে চাইল কর্নেলের কাছে। ব্যাখ্যা করল বুদানিন, তারপর সমর্থনের আশায় এক এক করে তাকাল ক্ল্যান চীফদের স্তম্ভিত চেহারার দিকে। চোখ কপালে তুলে তাকে দেখতে থাকল সবাই। ডাকাতি-গুণ্ডামী, জাল-জোচ্চুরি, কালোবাজারী, খুন, বেশ্যাবৃত্তি পরিচালনা করা এদের পেশা। তাই বলে আস্ত একটা দেশ ছিনতাই করা! কাউন্সিলের সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল. প্রথম 'হ্যাঁ' আর কেউ বলুক, সবারই সেরকম ইচ্ছে।

'যদি সাহায্য না করেন,' বলল কর্নেল। 'জীবনভর জিইউভিডির ধাওয়া খেয়ে বেড়াতে হবে। সোবরের পায়ের নিচে পিষ্ট হতে হবে। আর যদি করেন, *যেমলিয়া* (দেশের মাটি) আপনাদের হবে।'

দীর্ঘ সময় বিচার বিবেচনা শেষে সম্মতি দিল *সখদ*। বিনা আপত্তিতে প্রয়োজনীয় ফান্ড সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিল। সেই সাথে কর্নেলকে 'তৃতীয় বাহিনী' জোগান দেয়ার নিশ্চয়তা। মস্কোর আটশো প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির মধ্যে দুইশো দোলগোরুকির। তারা দেবে দুই হাজার সশস্ত্র এক্স-সোলজার। এদের আটশো ঝটিকা অভিযান চালাবে হোয়াইট হাউস, বা *দুমা* ভবনে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দখল করে রাখবে ভবন। বাকি বারোশো স্টারায়া প্লোশাদের প্রেসিডেন্সিয়াল ও মিনিস্টেরিয়াল ভবন কব্জা করবে। ওই সময় দুটো ভবনই যদিও প্রায় জনশূন্য থাকবে, তবু কাজটা করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মুঠোর বাইরে রাখা যাবে না কিছুতেই।

হৃষ্টচিত্তে কিসেনলি বুলেভার্ডের অফিসে ফিরে চলল কর্নেল বুদানিন। রিপোর্ট

করতে হবে আনাতোলি শেপিলভকে।

ওইদিন জেনারেল পেত্রোভস্কিকে ফোন করল মাসুদ রানা। তিনি তখনও সোবর ব্যারাকে। 'ইয়েস?'

'আমি বাংলাদেশী, জেনারেল। কি করছেন?'

'তা জেনে আপনার প্রয়োজন?'

'ছুটিতে যাওয়ার জন্যে বাঁধাছাঁদা করছেন?'

'কি করে বুঝলেন?'

হাসল ও। 'সবাই তাই করছে, আপনি কেন করবেন না?'

'দেখুন, এক ঘণ্টা পর বিমান ছাড়বে আমার। বউ-বাচ্চার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি আমি।'

'আমার মনে হয় যাত্রা বাতিল করলেই ভাল করবেন, জেনারেল। কারণ এদিকে অন্যরকম নববর্ষের অনুষ্ঠান হবে। বরং তাতে যোগ দিন। থেকে যান।'

কপাল কুঁচকে উঠল জেনারেলের। 'কিসের কথা বলছেন?'

'আজকের খবরের কাগজ দেখেছেন?'

'দুই-একটা দেখেছি, কেন?'

'লেটেস্ট রেটিঙের কথা বলছি আমি, চল্লিশ পারসেন্টে নেমে গেছে শেপিলভের জনপ্রিয়তা। আরও নামছে।'

'তার মানে সে হারবে। গুড। হেরে যাক। ওর বদলে জুগানভ প্রেসিডেন্ট হবে, ক্ষতি কি? তা জেনে আমারই বা লাভ কি?'

'জেনারেল, আপনি কি মনে করেন শেপিলভ এত সহজে হার মেনে নেবে? আমি তো বলেছি সে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নয়।'

'জনগণ যদি তাকে না চায়, হার মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কি তার?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। 'যেদিন আপনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, একটা কথা বলেছিলেন সেদিন আপনি।'

'কি?'

'যদি রাশিয়া আক্রান্ত হয়, সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে।'

'মনে আছে। কিন্তু এ কথা কেন?'

'কারণ আমার সন্দেহ। বেশ কয়েক সপ্তা এ দেশে কাটালাম, এই সময়ের মধ্যে আপনাদের কিছু কিছু বিশেষত্ব আমার মধ্যেও আসন গেড়ে বসেছে, জেনারেল। যার প্রধান হচ্ছে, সন্দেহ। আপনি তো জানেন, সন্দেহ হচ্ছে রাশানদের বিশেষত্ব।'

নীরবে কয়েক মুহূর্ত মাউথপীসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন পেত্রোভস্কি। কপাল কুঁচকে আছে। 'কি সন্দেহ?'

'তেমন নির্দিষ্ট কিছু নয়। ধরুন, উৎসবের রাতে সবাই যখন ভদকা গিলে মাতাল হয়ে যাবে, তখন যদি শেপিলভ কিছু করে বসে, এই আর কি!'

হতাশ চোখে বিছানার ওপর পড়ে থাকা খোলা সুটকেস আর পাশের কাপড়-চোপড়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্রাইম-বাস্টার। তারপর অনেকটা

আপনমনে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! এতবড় সাহস ওর কোনদিন হবে না। কারও কোনদিন হবে না।'

'ইয়াযভ আর ক্রিউচকভের হয়েছিল, জেনারেল।'

'একানব্বইতে দেশের রাজনীতি অন্যরকম ছিল।'

'ঠিক। তাছাড়া, তাদের পরিকল্পনাও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু তাদের তুলনায় কর্নেল বুদানিন অনেক সফল পরিকল্পনাকারী।'

'ড্যাম ইউ!' এছাড়া আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না তিনি।

'দেশের স্বার্থে এবারের ছুটি না হয় বাতিলই করলেন, জেনারেল। যদি বলে একটা কথা আছে না?'

লাইন কেটে যাওয়ার শব্দে সচকিত হলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সুটকেস, কাপড়-চোপড় তুলে রাখলেন কাবার্ডে।

৩০ ডিসেম্বর। এক বীয়ার বারে গোপন বৈঠকে বসেছে কর্নেল বুদানিন এবং নিউ রাশিয়া মুভমেন্টের দল নেতা। এনআরএমের সাহায্য প্রয়োজন কর্নেলের।

সারা দেহে উদ্ভট উল্‌কি আঁকা, ন্যাড়া মাথার এক মাস্তান বাহিনী এরা। নোংরা ভূত। একনাগাড়ে কতদিন যে গোসল করে না, কে জানে! বিশ্রী দুর্গন্ধ গায়ে। বেশ বড় দল। চরম দক্ষিণপন্থী। এদের পেশা চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই। দলের প্রত্যেকে দীর্ঘদেহী, পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। এদের সামনে যদি কোন ইহুদী বা চেচেন বেকায়দা পরিবেশে পড়ে যায় দুর্ভাগ্যবশত, তার আর রক্ষে নেই। ডিএমডিএস, অর্থাৎ দেখামাত্র দফা সারা তার। পুরুষ-মহিলার কোন ভেদাভেদ নেই।

এই একটি কারণে এনআরএমকে পছন্দ কর্নেলের। দলনেতার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ছয় ফুট চারের নিচে নয় মানুষটা, স্বাস্থ্য শ্রেফ এক বুনো শুয়োরের মত। গলার আওয়াজও তেমনি—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কথা বলে।

'বিনিময়ে কি পাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সে।

হাতের ব্রীফকেস টেবিলে রেখে ডালা খুলল কর্নেল। ঘুরিয়ে দিল ওটা তার দিকে। 'এগুলো।'

চরম বিস্ময়ের সাথে ভেতরে সাজানো থাক্ থাক্ ডলারের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। বাপের জন্মেও এক সঙ্গে এত টাকা দেখেনি, তাও ডলার। একটা ঢোক গিলল সে। 'সব?'

'হ্যাঁ। পাঁচশো লোক চাই।'

'দেব।'

'আমার ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর পাঁচজন অফিসারের নির্দেশে কাজ করতে হবে সবাইকে। তাদের কমব্যাট অর্ডার অনুসরণ করতে হবে বিনাপ্রশ্নে।'

কমব্যাট শব্দটা পছন্দ হলো এনআরএম নেতার। মিলিটারি মিলিটারি গন্ধ আছে। এরা নিজেরাও নিজেদের নিউ রাশিয়ার সৈনিক বলেই দাবি করে থাকে, যদিও ইউপিএফের সাথে তাদের ব্যবধান হাজার মাইলের। কোনরকম শৃঙ্খলা বা নিয়মতান্ত্রিকতার ধার ধারে না এরা। আগে ধারত।

'কাজটা কবে করতে হবে?'

'৩১ ডিসেম্বর রাতে।'

'টার্গেট?'

'মেয়রের অফিস।'

'কি করতে হবে?'

'ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অফিস দখল করতে হবে। পরদিন দুপুর পর্যন্ত দখলে রাখতে হবে।'

'আমি রাজি।'

'একটা শর্ত আছে,' লোকটাকে ব্রীফকেসের দিকে হাত বাড়াতে দেখে বলে উঠল কর্নেল। শূন্যে থেমে গেল তার হাত।

'কি?'

'পরদিন সকাল পর্যন্ত মদ খেতে পারবে না কেউ তোমরা।'

খানিক ভাবল এনআরএম নেতা। গুণ্ডা হলেও কর্নেলের ইচ্ছে বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। বুঝে নিয়েছে কি ঘটাতে যাচ্ছে ইউপিএফ। ঝুঁকে ব্রীফকেসটা নিজের দিকে টেনে আনল সে।

'তারপর? কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে নিশ্চই পাছায় তোমার বুটের লাথি খেতে হবে আমাদের?'

মৃদু হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'সবাই একটা করে বিশেষ পুরস্কার পাবে আমার তরফ থেকে।'

'ডান।'

নিজের পরিকল্পনা লোকটাকে জানাল কর্নেল। মাথা দুলিয়ে তাতে সম্মতি জানাল বুনো শুয়োর। পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে চলল বুদানিন। আপাতত কাজ শেষ। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। আপনমনে হাসল সে। সত্যিই একটা করে বিশেষ উপহার দেবে সে এনআরএমের প্রত্যেককে–একটা করে বুলেট। কারণ তার চোখে এরাও মুসলিম আর ইহুদীদের মতই জঞ্জাল, এদের সাফ করা জরুরী।

না, গিয়ার বদলের সাথে চট্ করে সিদ্ধান্তও বদল করল বুদানিন, তারচেয়ে বরং পুবমুখী ট্রেনে তুলে দেবে সে এদের। দেশের কাজে লাগবে। মেরে ফেললে তো গেল শেষ হয়ে।

তাই সই। ভরখুতা লেবার ক্যাম্পে পাঠাবে সে উলকিওয়ালা, ন্যাড়া মাথার নোংরা শুয়োরগুলোকে।

৩১ ডিসেম্বর। দিন হয়েছে ঘড়ির কাঁটার হিসেবে, কিন্তু বাইরে তাকালে মনে হয় এখনও রাত। গাঢ় মেঘে ঢাকা মস্কোর আকাশ। তামাটে-ধূসর রঙের মেঘ, দেখলে ভয় জাগে মনে। সাথে জোরাল বাতাস। এগারোটার সময় সোবর ব্যারাকে ফোন করল রানা।

'কেমন আছেন, জেনারেল?'

'ফের? আবার কোন সন্দেহের কথা জাগল মনে?'

হাসল ও। 'আপনাদের চপার আছে নিশ্চই?'

'আছে।'

'এই ওয়েদারে উড়তে পারবেন?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন পেত্রোভস্কি। 'মেঘের নিচ দিয়ে হয়তো ওড়া যাবে, কেন?'

'শহরের বাইরে ব্ল্যাক গার্ডদের যে ব্যারাক আছে, চেনেন জায়গাটা?'

'অবশ্যই।'

'একবার উড়ে আসুন না ওগুলোর ওপর দিয়ে। শহরের ভেতর যেটা আছে তার ওপরও নজর বোলাবেন একবার।'

'কেন?'

'ওরা যদি দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক হয়ে থাকে, জেনারেল, আজকের এই আনন্দের দিনে ব্যারাকেই থাকার কথা সবার। খাবে, পান করবে, উৎসবে মেতে থাকবে। দেখে আসুন না ওরা তা করছে কি না। আমিও একটু বের হচ্ছি, চার ঘণ্টা পর যোগাযোগ করব আবার।'

পরেরবার যখন ফোন করল রানা, জেনারেল তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। টেলিফোনের পাশে বসে আছেন গালে হাত দিয়ে।

'কি দেখলেন, জেনারেল?'

'চারটা ব্যারাকই অন্ধকার। মনে হলো পরিত্যক্ত। শহরের ভেতর যে ব্যারাক আছে, তাতে পিঁপড়ের মত গিজ গিজ করছে কয়েক হাজার ব্ল্যাক গার্ড। সবাইকে বোধহয় এক ক্যাম্পে জড়ো করেছে কর্নেল বুদানিন। কয়েকশো ক্যারিয়ারের সার্ভিসিং চলছে ওখানে মনে হলো।'

'কেন তা করবে সে, জেনারেল?'

'আপনি বলুন।'

'আমি জানি না। তবে ব্যাপারটা পছন্দও হচ্ছে না। হতে পারে আমার সন্দেহ হয়তো সত্যি হতে যাচ্ছে। মস্কোর প্রতিটি সৈনিক, মিলিশিয়া আজ মাঝরাতের আগেই আউট হয়ে যাবে মদ খেয়ে, যদি সময় থাকতে তাদের মদ্যপান না করার নির্দেশ দেয়া হয়। অপ্রিয় এক অর্ডার অবশ্য। জেনারেল, ওমনের কমান্ডিং অফিসার তো আপনার বন্ধু।'

'হ্যাঁ। জেনারেল কযলভস্কি।'

'আর প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি গার্ডের সিও?'

'তিনি আমার সিনিয়র। জেনারেল কোরিন।'

'আপনাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ?'

'খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু কেন?'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন, জেনারেল, ওঁরা নিশ্চই মস্কোর বাইরে আছেন এখন ছুটিতে?'

'হ্যাঁ।'

'জেনারেল, যদি কোন অপকর্ম আজ সত্যিই ঘটিয়ে বসে কর্নেল বুদানিন এবং শেষ পর্যন্ত যদি জয়ী হয়, কি ঘটবে আপনাদের সবার ভাগ্যে, সে তো

বোঝেনই। হতে পারে এবারের নববর্ষের আনন্দ আপনাদের মাটি হবে, হয়তো। কিন্তু যদি সতর্ক থাকেন, বুদানিনকে পরাজিত করতে পারেন, আগামী জীবন সুখময় হবে আপনাদের সবার, এ দেশের।'

'কি করতে বলছেন?' গম্ভীর হয়ে উঠলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি। লোকটা যা বলছে মেনে নিতে চায় না মন। আবার অবিশ্বাস করতেও পারছেন না। অতীতে তাকে বিশ্বাস করে ঠকতে হয়নি, সেটাই একমাত্র ভরসা।

'ওঁদের সাথে কথা বলুন, প্লীজ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে বলুন মস্কোয়।'

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন পেত্রোভস্কি। লাইন কেটে দিয়েছে লোকটা। ওদিকে ডায়াল টোন ফিরে আসতেই উমার গুনায়েভকে ফোন করল রানা।

'শেষবারের মত তোমার সাহায্য চাই, উমার।'

'শেষবার মানে?'

'আশা করি আজকের পর আর কোন সাহায্য প্রয়োজন হবে না।'

কৌতুকের সুর ফুটল চেচেন নেতার কণ্ঠে। 'খেলা শেষ?'

'আজ রাতে জানতে পারবে, বন্ধু।'

'অল রাইট। বলো, কি চাই?'

'টেলিফোনসহ একটা কার। আর একটা হ্যান্ডগান।'

'হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কি হ্যান্ডগান চাই? বিশেষ কোন...'

'সুইস সিগ সাওয়ার আছে? ওটা হলে দারুণ হয়।'

আবার হাসি শোনা গেল উমার গুনায়েভের। 'দেখি আমার খাটের তলায় খুঁজে পাই কি না এক আধটা।'

'ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, উসমানভদের আজ আর প্রয়োজন নেই আমার। অনেক করেছে ওরা। বাকি কাজ আমি একাই করতে পারব।'

'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি, বন্ধু। ভেবো না, আজ কেউ আমার ক্ষতি করবে না। সবাই যার যার ধান্ধায় ব্যস্ত কি না! তাছাড়া ওদের আজকের আনন্দ বরবাদ করতে চাই না আমি।'

খানিক ভাবল চেচেন। 'তুমি শিওর, রানা?'

'হান্ড্রেড পারসেন্ট।'

'ওকে, তাহলে কিছু বলার নেই।'

'গুড বাই, বন্ধু। কাল দেখা হবে।'

হাসি মুখে রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা।

মস্কোর দুই টাইম জোন পশ্চিমের আবহাওয়া একেবারেই অন্যরকম। ঝকঝকে নীল আকাশ। তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি।

ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছে *মেখানিক*। হাতে

বেহালার বাক্সের মত লম্বা একটা প্লাইউডের বাক্স। কর্নেল বুদানিনের দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী গত রাতে নরম্যান্ডি পৌঁছেছে সে। এখন চলেছে রাশিয়ার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জার সেমিয়নকে নিকেশ করতে। কাল রাতেই এখানে এক চক্কর মেরে গেছে সে, ম্যানর হাউসটার অবস্থান, তার পিছনদিকে পৌঁছার পথ-ঘাট চিনে রেখে গেছে।

কাল রাতেই যদি কাজটা করা যেত, এতক্ষণে দেশের পথে রওনা হয়ে যেতে পারত *মেখানিক*। হলো না তা। রাতে হোটেল থেকে প্রিন্সের নম্বরে ফোন করেছিল সে, পায়নি লোকটাকে। শহরের বাইরে কোথায় নাকি গিয়েছিল, জানিয়েছে তার মেইড সার্ভেন্ট, কখন ফিরবে ঠিক নেই।

আজ সকালে তাই আবার ফোন করেছে সে, জানা গেছে ফিরেছে। তক্ষুণি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। শুভ কাজে দেরি করতে নেই।

মস্কো থেকে সরাসরি গাড়িতে এসেছে লোকটা। হাতের বাক্সে যে জিনিস আছে, ওটা নিয়ে প্লেনে সফর করা সম্ভব নয় জানা কথা, সেই জন্যেই সময় কিছু বেশি নিয়েছিল মেকানিক। এবং ঠিক দিনেই পৌঁছেছে জায়গামত। বেলারুশ আর পোল্যান্ড অতিক্রম করেছে সে অনায়াসে। তার ভলভোর মস্কো নম্বর প্লেট আর রুশ ব্যবসায়ীর পরিচয়পত্র দেখে কোন প্রশ্নই করেনি বর্ডার গার্ড।

জার্মানি পৌঁছে সেখানকার প্রতিষ্ঠিত রাশান মাফিয়া গ্রুপের হাতে নিজের গাড়ি তুলে দিয়ে ওদের একটা মার্সিডিজ ধার নিয়েছে মেকানিক, সঙ্গে একটা টেলিস্কোপিক সাইটওয়ালা হান্টিং রাইফেল। ইউরোপভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বর্ডার বিষয়ক নতুন চুক্তির অধীনে অবস্থা এমন হয়েছে যে বর্ডার আছে কি না, তাই বোঝা মুশকিল। যতগুলো পোস্ট অতিক্রম করেছে মেকানিক, তার কোনটিতেই একজনের বেশি কাস্টমস অফিসার চোখে পড়েনি। এদের চাইতে বরং পোলিস বর্ডার গার্ড অনেক কড়া।

জায়গামত পৌঁছে থেমে দাঁড়াল মেকানিক। তার কয়েক গজ সামনে শেষ হয়ে গেছে জঙ্গল। তারপর পাহাড়ের ঢাল। তারপর সেই ম্যানর হাউস, অনুমান সাতশো গজ সামনে। একটা বার্চ গাছের চওড়া গুঁড়ি পছন্দ হলো, বসে পড়ল সে তার আড়ালে।

সূর্য উঠেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। চারদিক ঝলমল করছে। আরও আগেই পৌঁছে যেত সে এখানে, সম্ভব হয়নি প্রায় তিন মাইল পথ হেঁটে আসতে হয়েছে বলে। গাড়ি রেখে এত পথ হেঁটে এসেছে মেকানিক কেবলই সাবধানতার স্বার্থে। তারপরও মনটা আজ কেমন যেন করছে। খুঁতখুঁতে একটা ভাব, যা পরিষ্কার বোঝাও যায় না, আবার উড়িয়েও দেয়া যায় না। বিষয়টা ভাল ঠেকছে না। মস্কো থেকেই ভাবটা নিয়ে এসেছে সে। এখনও আছে, বরং যেন আগের থেকে জোরাল হয়েছে। মনে হয় অশুভ কিছুর পূর্বাভাস। আগে কখনও হয়নি এমনটা।

দূর! জায়গামত বসে পড়ল মেকানিক। বাক্স খুলে রাইফেল আর সাইট বের করে জুড়ল ব্যস্ত হাতে। চেম্বারে গুলি ঢুকিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে নিল। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর এক লোককে ঘর হতে বের হতে দেখে তাড়াতাড়ি

রাইফেল কাঁধে তুলল মেকানিক, সাইটে চোখ রেখে তাকাল। না, এ অন্য লোক। চাকর-বাকর হবে। পঞ্চাশের মত হতে পারে বয়স। মেকানিক যাকে চাইছে, তার বয়স সত্তরের ওপরে। ফায়ারপ্লেসের জন্যে বাড়ির পিছনের শেড থেকে এক ঝুড়ি লগ নিয়ে ফিরে গেল লোকটা, ঢুকে পড়ল ম্যানর হাউসে।

খানিকক্ষণ ভুলে ছিল, আবার সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা ফিরে এল। খোঁচাখুঁচি শুরু করে দিল। ভীষণ বিরক্ত হলো মেকানিক। এ সব কি! আগে তো কখনও হয়নি! ভুলে থাকার জন্যে আবার সাইটে চোখ রাখল সে। নজর বোলাতে লাগল শিকারের বাসস্থানের ওপর।

পিছনের কোর্টইয়ার্ডটা বেশ বড়। তার একদিকে আছে এক সারি স্টেবল। পাশাপাশি দুই লূজ বক্সে দুটো প্রকাণ্ড ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, হাফ ডোরের ওপর দিয়ে গলা বের করে রেখেছে। একটা বে, অন্যটা চেস্টনাট। আরও আধ ঘণ্টা পর এক মেয়ে উদয় হলো কোর্টইয়ার্ডে, ঘোড়া দুটোকে তাজা খড় খাইয়ে ফিরে গেল ঘরে। কোন কারণ নেই, তবু গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল মেকানিকের। রাইফেল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে নড়েচড়ে বসল সে, এমন লাগছে কেন, অনুধাবন করার চেষ্টায় লেগে পড়ল।

কাজ হলো না। যেই সে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে যায়, অমনি ভাবটা দূর হয়ে যায়। আবার যখন আসল কাজের কথা ভাবতে বসে, শুরু হয়ে যায় খচ্ খচ্। শালার যন্ত্রণা আর কাকে বলে!

বারোটার দিকে কোর্টইয়ার্ডে আরেক লোককে দেখে থাবা দিয়ে রাইফেল তুলে নিল মেকানিক। চোখ লাগাল সাইটে। পরমুহূর্তে হাসি ফুটল তার মুখে। এই তো যুবরাজ বাবাজী, সেমিয়ন। স্টেবলের হাফ ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে চেস্টনাটের গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সামনে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর চিত হয়ে থাকা ছবিটা শেষবারের মত ভাল করে দেখল মেকানিক–হ্যাঁ, কোন ভুল নেই। সেই লোকই। টুইড জ্যাকেট পরে আছে। মাথার পিছনে সামান্য যে ক'টা চুল আছে, তা এলোমেলো। হয়তো এখনই ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

হান্টিং রাইফেল কাঁধে ঠেকাল মেকানিক, প্রিন্সের বাঁ দিকের পিঠের ওপর স্থির করল দীর্ঘ নল। সেফটি ক্যাচ অফ করল, দম আটকে রেখে মনে মনে গুনল, এক…দুই…!

কানের পিছনে ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ অনুভব করে জমে গেল লোকটা, পিছন থেকে একটা সবল হাত এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল তার রাইফেল, পরক্ষণে শিরদাঁড়ার ওপর ভয়ঙ্কর এক সবুট লাথি খেয়ে ককিয়ে উঠল। এক গড়ান দিয়ে চিত হলো বিস্মিত, হতভম্ব লোকটা।

আধখানা চাঁদের মত তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চার ইউনিফর্মড্ পুলিস! চেহারায় কারও উল্লেখ করার মত কোন অভিব্যক্তি নেই।

'তোমার মত একজনকে আরও আগে থেকেই আশা করছিলাম আমরা,' বলল যে লোক রাইফেল কেড়ে নিয়েছে সে। 'দেরি হলো যে পৌঁছতে?'

আরেকজন দু'পা এগোল, হাতে চকচকে হ্যান্ডকাফ। 'তুমি পৌঁছতে দেরি করেছ তাতে কি? আমাদের খাতির যত্নে বিন্দুমাত্র দেরি হবে না। এসো।'

সতর্কতার সাথে হ্যান্ডকাফ পরানো হলো তাকে, নিপুণ হাতে সার্চ করা হলো। একটা পিস্তল পাওয়া গেল ওয়েস্ট হোলস্টারে, এছাড়া আর কিছু নেই।
পিছন থেকে ঠেলে গুঁতিয়ে নিয়ে চলল তাকে পুলিস।

সাত

সাতটার ঠিক পরপরই দেখা দিল প্রথম হেডলাইট। অন্ধকার ফুঁড়ে ধীর গতিতে এগিয়ে এল আলোজোড়া, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে ওস্তানকিনো টেলিভিশন সেন্টার কমপ্লেক্সের দিকে চলেছে।

উমার গুনায়েভের দেয়া নতুন কারে বসে দূর থেকে দৃশ্যটা দেখছে মাসুদ রানা। অন্ধকারে বসে আছে ও, গাড়ির সমস্ত আলো নেভানো। তবে হিটার চালু রাখার জন্যে এঞ্জিন বন্ধ করেনি। এগজস্ট পাইপ দিয়ে তাই অল্প অল্প সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে।

বুলেভার্ড আকাডেমিকা কোরোলেভার এক মাথায়, উল্টোদিকের এক সরু, জনহীন এবং প্রায় অন্ধকার গলিতে বসে আছে ও। সরাসরি সামনে, বাঁ দিকে টিভি সেন্টারের প্রিন্সিপল অফিস বিল্ডিং, দুশো গজ দূরে। ট্রান্সমিটিং টাওয়ার পিছনে। প্রথমটার খানিক পর দেখা দিল দ্বিতীয় হেডলাইট, তারপর আরও হেডলাইট, আরও। আলোর সুদীর্ঘ এক মিছিল। কার হেডলাইট নয়, ওগুলো ট্রাকের। থাবা দিয়ে এঞ্জিন অফ করে দিল রানা, পিছনের ধোঁয়ার জন্যে ওদের চোখে ফাঁস হয়ে যেতে পারে অবস্থান।

কম করেও ত্রিশটা ট্রাক আছে বহরে, অনুমান করল ও। তবে সবগুলো এল না, মাত্র তিনটে সোজা ঢুকে পড়ল কমপ্লেক্সের মেইন বিল্ডিঙের কার পার্কে। বিশাল স্ট্রাকচার টিভি ভবনের, পাঁচ তলা সমান উঁচু বেজ, তিনশো মিটার চওড়া। তারওপর দাঁড়িয়ে আছে একশো মিটার প্রশস্ত, আঠারোতলা আপার সুপারস্ট্রাকচার। সব সময় আট হাজার কর্মচারী কাজ করে এখানে, কিন্তু নববর্ষের ছুটির জন্যে আজ বড়জোর পাঁচশো লোক আছে। কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে যাদের থাকা একান্তই জরুরী, শুধু তারা।

ট্রাকগুলো থেকে ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নামল কালো ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র একদল মানুষ, কম করেও দেড়শো হবে তাদের সংখ্যা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত স্টাফদের পিছন দেয়ালে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল তারা, দূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। এরপর তাদের অস্ত্রের মুখে ভেতরের আর কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই ওর চোখের সামনে থেকে।

ওদিকে ভেতরে, এক সন্ত্রস্ত পোর্টারকে সামনে নিয়ে মেইন সুইচ রূমে ঢুকল ব্ল্যাক গার্ড কম্যান্ডিং অফিসার। বিস্মিত, হতভম্ব অপারেটরদের জানাল কি করতে হবে এখন তাদের। কাঁপতে কাঁপতে আসন ছাড়ল টেলিকম টেকনিশিয়ান, সবগুলো টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে এক ব্ল্যাক গার্ড বেরিয়ে এল সামনের রাস্তায়, দূরে অপেক্ষমাণ অন্য ট্রাকগুলোর উদ্দেশে সঙ্কেত দিল টর্চ লাইট জ্বেলে। নড়ে উঠল মিছিল, এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলল পুরো অফিস ব্লক–প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করল। আরও কয়েকশো ব্ল্যাক গার্ড পিল্ পিল্ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

দূর থেকে কাঁচের গায়ে ছায়া দেখে বুঝল রানা, স্টেশনের প্রতিটি ফ্লোর দখল করার কাজে ব্যস্ত এখন ওরা। মাত্র পনেরো মিনিটে অভিযানের প্রথম পর্ব সাফল্যের সাথে সমাধা করল ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী। জমে যাওয়া নাইট স্টাফদের সার্চ করে তাদের মোবাইল ফোনগুলো ছিনিয়ে নিল, তারপর সবাইকে আলাদা আলাদা ক্যানভাস ক্যারি অলে ভরে ফেলল। ফেলে রাখল এক কোণে স্তূপ করে।

রানার ডানে দিকে আরেকটা ছোট, সেকেন্ডারি বিল্ডিং, টিভি কমপ্লেক্সের এক্সটেনশন ভবন। অ্যাকাউনটেন্ট, এক্সিকিউটিভ, প্ল্যানারদের অফিস ওটা। আজ অন্ধকার–সবাই ছুটিতে।

কার ফোন তুলে নিল ও। সাতটা নম্বর পাঞ্চ করল দ্রুত হাতে। দু'বার রিং হতে সাড়া এল ওপাশ থেকে। 'পেত্রোভস্কি।'

'আমি বিদেশী।'

'কোথায় আপনি?'

'ওস্তানকিনোয়, বরফের মত ঠাণ্ডা এক গাড়িতে বসা।'

'কেন, হীটার নষ্ট? আমি আমার উষ্ণ ব্যারাকে আছি, পান করছি। ভাল কথা, আপনি ওখানে কেন, কি করছেন?'

'ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী এইমাত্র দখল করে নিল টিভি কমপ্লেক্স, বসে বসে তাই দেখলাম এতক্ষণ।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। 'কি বলছেন আপনি!'

'যা দেখেছি তাই বলছি, জেনারেল।'

'নিশ্চই ভুল দেখেছেন।'

'মাত্র দুইশো গজ দূর থেকে ওদের ত্রিশটা হেডলাইট ডীপ করা ট্রাকের আসা, কয়েকশো কালো ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র মানুষের টিভি কমপ্লেক্স ঘেরাও করা, দখল করা ইত্যাদি দেখা যদি ভুল দেখা হয়, তাহলে ভুলই দেখেছি।'

'জেসাস ক্রাইস্ট! হারামজাদা সত্যিই তাহলে...'

শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'আমি আগেই আপনাকে বলেছি, জেনারেল, শেপিলভ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নয়। ও সত্যিই আজ আপনার রোডিনাকে আক্রমণ করেছে। কেউ আছে তাকে রক্ষা করার, জেনারেল?'

'আপনার ফোন নাম্বার দিন,' ভয়ঙ্কর শীতল গলায় বললেন পেত্রোভস্কি। 'তারপর সরে পড়ন ওখান থেকে।'

দিল রানা নম্বর। 'আরেকটা কথা, জেনারেল, ওরা এখনই হয়তো হস্তক্ষেপ করবে না শিডিউলড্ প্রোগ্রামে। এদের রেকর্ড করা অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কি!'

'হ্যাঁ, তাই দেখছি আমি এখন এক নম্বর চ্যানেলে। কোসাক নৃত্য দেখানো হচ্ছে ওতে।'

'অভ্যুত্থান পুরো সফল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা, আমার মনে হয়। পরে কথা হবে, জেনারেল। শেপিলভের অন্য রকম নিউ ইয়ার'স নাইট কেমন উদযাপিত হচ্ছে ঘুরেফিরে দেখে আসি একটু।'

'হ্যাঁ, যান।' ফোন রেখে দিলেন পেত্রোভস্কি। কোন ধারণাই নেই, আর এক ঘণ্টার মধ্যে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে তাঁর ব্যারাক।

একেবারেই শান্ত ওস্তানকিনো এলাকা, বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই কোথাও। কর্নেল বুদানিনের আক্রমণ পরিকল্পনার প্রশংসা না করে পারল না মাসুদ রানা, নিখুঁত। আকাডেমিকা কোরোলেভা বুলেভার্ডের দু'পাশে প্রচুর ফ্ল্যাট বিল্ডিং, সবগুলোর জানালায় আলো জ্বলছে। ভেতরে নিশ্চয়ই পানীয়ের গ্লাস হাতে এই টিভি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানই উপভোগ করছে বাসিন্দারা। জানেও না, কয়েক গজের মধ্যে দাঁড়ানো তাদের বিনোদনের মাধ্যমটি একটু আগে ছিনতাই হয়ে গেছে।

গ্রেটার মস্কোর মুখস্থ ম্যাপটার ওপর মনে মনে নজর বোলাল রানা। মূল বুলেভার্ডে গেলে সেধে ঝামেলা ডেকে আনা হবে। দেখে ফেলবে ব্যাটারা। সবচেয়ে ভাল উপায় হলো ও যে গলিতে বসে আছে, গাড়ি ঘুরিয়ে সেই গলি ধরে পিছিয়ে যাওয়া, তারপর কোন এক সেকেন্ডারি রোড ধরে গেলে মোটামুটি নিরাপদে সরে পড়া যাবে।

তবে যেদিকেই যাক, *প্রসপেক্ট মিরা* বা পীস অ্যাভিনিউ এড়িয়ে যেতে হবে আজ ওকে। অন্তত আজকের রাত ওখানে যাওয়া চলবে না। সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ হতে গাড়ি স্টার্ট দিল ও, আলো জ্বালল না। ইউটার্ন নিয়ে গলির মধ্যে গাড়ি উল্টোমুখো করে রেখে নেমে এল। হাতে পছন্দের হ্যাণ্ডগান–সুইস সিগ সাওয়ার।

হাঁটু গেড়ে বসল ও, পুরো ম্যাগাজিন খালি করল টিভি ভবন আর সামনের কয়েকটা ট্রাক সই করে।

চমকে উঠল নীরব পরিবেশ। কয়েকটা কাঁচের জানালা চুরমার হয়ে গেল ভবনের, ঝন্ ঝন্ শব্দে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। এক ট্রাকের উইন্ডশীল্ড হাওয়া হয়ে গেল, আর একটা বুলেট গিয়ে এক ব্ল্যাক গার্ড জোয়ানের কান দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লাকি শট।

সঙ্গীর পরিণতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আরেক জোয়ান, মুহূর্তের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। অন্ধের মত নিজের কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে শূন্যে এক পশলা বুলেট ছড়িয়ে দিল সে। ফের চমকে উঠল ওস্তানকিনো।

মস্কোয় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা প্রতিরোধের জন্যে ডবল গ্লেজড্ জানালা ব্যবহার হয়–পুরু কাঁচের পর পর দুই জানালা। তারওপর সব বাড়িতেই আনন্দ হুল্লোড় চলছে আজ, টিভি চলছে, কাজেই কারও কানে গেল না গুলির আওয়াজ। কিন্তু আতঙ্কিত ব্ল্যাক গার্ডের এলোপাতাড়ি ছোঁড়া গুলিতে কয়েকটা ফ্ল্যাটের জানালা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়তে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল অনেকে, ভাঙা জানালায় একটা দুটো করে মাথা দেখা দিতে শুরু করল। বাইরে নজর বুলিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল তারা, ছুটল পুলিসে ফোন করতে।

ওদিকে ততক্ষণে ব্ল্যাক গার্ডরা অনুমান করে নিয়েছে আক্রমণ কোনদিক থেকে এসেছে। ওকে ধাওয়া করল তাদের কয়েকজন, লাফ দিয়ে গাড়িতে ঢুকে

পড়ল রানা, স্টার্ট দিয়েই গলি ধরে ছুটল হাঁ-হাঁ করে। শত্রু পালাচ্ছে বুঝতে পেরে থেমে গেল ধাওয়াকারীরা, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রানা গাড়ির আলো না জ্বাললেও এঞ্জিনের শব্দেই ওর অবস্থান বুঝতে পারছে তারা। কয়েকটা কালাশনিকভের সম্মিলিত বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। রানা তখন বেরিয়ে গেছে ওদের আওতা থেকে, বাঁক নিয়ে অন্য এক গলিতে ঢুকে পড়েছে।

ওর ইচ্ছে পূরণ হওয়ায় হাসছে মনে মনে। ব্ল্যাক গার্ড চেয়েছিল নীরবে কাজ সারতে, কেউ যেন টের না পায় তাদের উপস্থিতি। হলো না তা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র জানাজানি হয়ে যাবে এখন ব্যাপারটা।

ওদিকে ঝিতনি স্কয়ারের এমভিডি হেডকোয়ার্টার্সে নিজের অফিসে বসে আছেন ওমন রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার, জেনারেল ইভান কযলভস্কি। গতকাল ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মস্কো ছেড়ে, বন্ধু পেত্রোভস্কির অনুরোধে আজই আবার ফিরে আসতে হয়েছে। আরেক অজ্ঞাত কলারও যোগাযোগ করেছিল তাঁর সাথে খানিক আগে। সে বলছিল আজ নাকি খারাপ কিছু ঘটতে পারে মস্কোয়। তাঁর প্রস্তুত থাকা উচিত। একই কথা পেত্রোভস্কিও বলেছে।

সেই অজ্ঞাত লোকের সাথে এ মুহূর্তে কথা বলছেন জেনারেল। 'কি যা তা বলছেন! টিভি দেখছি আমি। কই, কোথায় গণ্ডগোল? সব তো ঠিকই আছে দেখছি।'

'না, জেনারেল,' বলল কলার। 'এই মুহূর্তে ওস্তানকিনোয় গোলাগুলি চলছে। পরিস্থিতি ভাল না।'

'কোথায় আছেন আপনি? কি করে...হোল্ড অন, হোল্ড অন!'

আরেক টেলিফোনের লাল বীকন লাইট টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে, অপারেটর ডাকছে ওমন কমান্ডারকে। থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। 'হ্যালো!'

'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত, জেনারেল,' নার্ভাস কণ্ঠে বলল লোকটা। 'এক ভদ্রলোক টেলিফোন করেছেন ওস্তানকিনো থেকে। বলছেন, তাঁর ওদিকে নাকি খুব গোলাগুলি চলছে। তাঁর ফ্ল্যাটের জানালায় লেগেছে গুলি।'

গলার স্বর বদলে গেল কযলভস্কির। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ডিটেলস জানো তার কাছ থেকে, তারপর আমাকে জানাও।'

'রাইট, জেনারেল।'

ওটা রেখে আগেরটায় কথা বলতে লাগলেন আবার তিনি। 'বোধহয় ঠিকই বলেছেন আপনি, মিস্টার। এইমাত্র ওখানকার একজন ফোনে একই রিপোর্ট করল। গেট অফ দা লাইন, ম্যান। আমি রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করতে যাচ্ছি।'

'খবরটা জেনারেল কোরিনকে জানালে ভাল হত না?'

'ভাল বলেছেন। এখনই কথা বলছি আমি তাঁর সাথে।'

পর পর আরও আটটা কল এল ওস্তানকিনো থেকে, সবাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—তাদের এলাকায় গ্যাঙ ওয়ার বেধে গেছে, প্রচুর গোলাগুলি চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ কলটা ছিল এক প্রকৌশলীর। টিভি সেন্টারের উল্টোদিকের এক অ্যাপার্টমেন্টের টপ ফ্লোরে থাকে। এক্স আর্মি।

জেনারেল কযলভস্কিকে ঘটনা জানাল সে। 'আমার জানালা থেকে সব

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল। কম করেও এক হাজার মানুষ, প্রত্যেকে কালো ড্রেস পরা। বেশিরভাগের হাতে কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল, আর আছে…খুব সম্ভব মিনি উজি। কম করেও পঁচিশটা ট্রাক নিয়ে এসেছে ওরা। কমপ্লেক্সের ভেতরের কার পার্কে তিনটা আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার দেখতে পাচ্ছি আমি। বিটিআর এইটি-এ, মনে হয়। বাকিগুলো সব বাইরে।'

গুড গড! ভাবলেন জেনারেল। আলাপের শুরুতেই লোকটির আগের পেশা সম্পর্কে জেনেছেন তিনি, অতএব সে যে অস্ত্র-বাহন সব ভালই চিনবে, তাতে সন্দেহ কি? বিটিআর এইটি-এ হচ্ছে দশ চাকার ট্রুপ ক্যারিয়ার, যাতে একটা করে ত্রিশ মিলিমিটার কামান থাকে। ওরা যদি কালো পোশাকের হয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে আর্মি নয়। সরকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে একমাত্র তাঁর ওমন বাহিনী পরে কালো পোশাক, কিন্তু তাদের সবাই এখন এই ব্যারাকেই রয়েছে।

যারা আগেই ছুটিতে চলে গেছে, তাদের বাদে মাত্র তিন হাজার ওমন যোদ্ধাকে মজুত পেয়েছেন তিনি আজ মস্কো ফিরে। এদেরও অনেকেরই চলে যাওয়ার কথা ছিল, ছুটি বাতিল করে আটকে দিয়েছেন কযলভস্কি।

এরা ছাড়া কালো ড্রেস আর একটি বাহিনীই পরে, সেটা হচ্ছে…ওহ্ গড! নিজ ইউনিট কমান্ডারদের তক্ষুণি কল করলেন জেনারেল। 'গেট রেডি!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন। 'এক্ষুণি ট্রান্সপোর্টসহ দুই হাজার সম্পূর্ণ সশস্ত্র জোয়ান প্রস্তুত চাই আমি। এক্ষুণি! বাকি এক হাজার এখানেই থাকবে ব্যারাকের পাহারায়। মুভ!'

এটা যদি কোন অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়, ভাবলেন কযলভস্কি, তাহলে নিঃসন্দেহে ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রি এবং তাঁর ব্যারাকের ওপর হামলা আসবে। ভাগ্য ভাল যে ওমন ব্যারাক দুর্জেয়, খুনী ব্ল্যাক গার্ডদের ক্ষমতা নেই এটা দখল করার। ওদিকে তখন কর্নেল বুদানিনের সাথে চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এফএসবির র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ট্রুপস–চরম দক্ষিণপন্থী, অ্যান্টি সেমিটিক, অ্যান্টি এথনিক মাইনরিটি এবং অ্যান্টি ডেমোক্র্যাসি, আলফা গ্রুপ। ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রি ও ওমন ব্যারাক কব্জা করতে আসছে। ঠিক ন'টায় আক্রমণ চালাবে তারা।

সাড়ে আটটায় দুই হাজার ওমন কম্যান্ডো ব্যারাক ত্যাগ করল। অবশিষ্টরা সীল করে দিল নিজেদের দুর্গ, প্রস্তুত হলো শত্রুর হামলা প্রতিহত করার জন্যে। ন'টায় শুরু হলো হামলা, আর্টিলারির সাহায্যে তার দাঁত ভাঙা জবাব দিল ওমন। পাল্টা আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল আলফা। এমন কথা ছিল না, কর্নেল বুদানিন বলে দিয়েছিল এই সময় প্রায় জনশূন্য থাকবে ওমন ব্যারাক। যারা থাকবে, তারা বেহেড মাতাল থাকবে। কিন্তু অবস্থা দেখে তা মনে হচ্ছে না এখন। বরং ওরা এ ধরনের কিছু ঘটবে বলে যেন তৈরি হয়েই ছিল দেখা যাচ্ছে।

গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজে থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো ঝিত্নি স্কয়ার। নিরাপদ আড়ালের খোঁজে ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিক ছুটল আলফা বাহিনী। আর্টিলারির জবাব যদি আর্টিলারি দিয়ে দেয়া যেত, ভাল হত। কিন্তু আফসোস! আলফার তা নেই।

একই সময়ে মাসুদ রানার নম্বরে ফোন করলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি। 'আপনি কোথায়?'

'পথে।'

'কোথায়? কি করছেন?'

'পৈতৃক প্রাণটা রক্ষার চেষ্টা করছি। গলিঘুঁচি ধরে দক্ষিণে ছুটছি ব্ল্যাক গার্ডের ধাওয়া খেয়ে।'

নিঃশব্দে হাসলেন জেনারেল। 'আমাদের ট্রুপস্ অ্যাকশনে নেমে পড়েছে। আমার এক হাজার, ওমনের দুই হাজার।'

'গুড। তবে একটা কথা, জেনারেল, ওস্তানকিনো হচ্ছে একটা অংশ মাত্র। আপনি বুদানিনের জায়গায় হলে এ ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ জায়গায় আক্রমণ চালাতেন সবার আগে?'

'এমভিডি, লুবিয়াঙ্কা।'

'এমভিডি ঠিক আছে, তবে লুবিয়াঙ্কা তালিকার বাইরে রাখুন, জেনারেল। ওখানে সবাই কর্নেলের এক্স কোলিগ, তাদের সে খোঁচাতে যাবে বলে মনে হয় না।'

'হয়তো আপনার ধারণাই ঠিক। ওকে, আর কোন্ কোন্ জায়গা?'

'অবশ্যই স্টারায়া প্লোশাদের গভর্নমেন্ট হেডকোয়ার্টার্স–প্রেসিডেন্সিয়াল, মিনিস্টেরিয়াল। তারপর হোয়াইট হাউস, দুমা। মেয়রের অফিস। আর যে সব জায়গা থেকে বাধা আসতে পারে, যেমন আপনার জিইউভিডি, খোদিঙ্কা এয়ারফিল্ড। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি। তবে পয়লা নম্বরে ক্রেমলিন। আইনগত সমস্ত বাধা এড়ানোর জন্যে শেপিলভকে ক্রেমলিন কব্জা করতেই হবে।'

'ওখানে সুবিধে করতে পারবে না হারামজাদা। জেনারেল কোরিন পুরোপুরি সতর্ক আছেন। মুশকিল যে বুদানিনের লোকসংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমাদের।'

'ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার।'

'ক্রাইস্ট! আমাদের তো সব মিলিয়ে অর্ধেকও হবে না।'

'কিন্তু অর্ধেক হলেও অনেক উন্নত মানের। এবং এরমধ্যেই অর্ধেক হেরে বসে আছে কর্নেলের বাহিনী।'

'সে কি রকম?'

'অপ্রত্যাশিত চমক। প্রতিরোধের মুখে এরমধ্যেই ওদের পঞ্চাশ ভাগ মানসিক পরাজয় ঘটে গেছে, জেনারেল। আমার তাই অনুমান। প্রতিরোধ আসবে এমনটা ওরা কল্পনা করেনি। অন্তত কড়া কিছু।'

ওদিকে প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি গার্ড রেজিমেন্টের কমান্ডার, কর্নেল-জেনারেল সের্গেই কোরিন ক্রেমলিন ওয়ালের ভেতরের ব্যারাক অফিসে বসে আছেন। চিন্তা এবং অসহ্য রাগে অবস্থা কাহিল তাঁর। মাত্র এক হাজার সৈনিক নিয়ে যতটা সম্ভব ক্রেমলিনের প্রতিরক্ষার আয়োজন করেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। মাল্টি ডিফেন্স *কুতাফিয়া* গেটের ভেতরে আছে আরেক গেট, *ট্রিনিটি টাওয়ার*। তারও ভেতরে তাঁর বাহিনী অবস্থান নিয়েছে।

তবু, শত্রুর আক্রমণ জোরদার হলে ওই দুই গেট যে টিকবে না, জানা আছে জেনারেলের। রিসিভার তুলে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে ফোন করলেন। 'সিনিয়র ডিউটি অফিসারকে দাও,' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

সামান্য বিরতির পর একটা পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল। 'ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার বলছি।'

'থ্যাঙ্ক গড, আপনি ওখানে আছেন। আমাদের ওপর আক্রমণ শুরু হবে যে কোন মুহূর্তে। ম্যানিজি স্কয়ারে শেপিলভের ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর বিশাল একটা দল অবস্থান নিয়েছে।'

'সে কি!' চমকে উঠলেন উপমন্ত্রী।

'হ্যাঁ। ওস্তানকিনো টিভি সেন্টার দখল করে নিয়েছে ওরা। এমভিডির ওপরও আক্রমণ চালিয়েছে।'

'ক্রেমলিনের কি অবস্থা?'

'আর্মার্ড কার-ট্রাকসহ বিশাল এক বাহিনী ওয়ালের বাইরে অবস্থান নিয়ে আছে। এই মুহূর্তে সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

'কি সাহায্য চান?'

'যত সাহায্য হাতের কাছে পাওয়া যায়, সব। প্রথমে দযেরঝিনস্কির স্পেশাল মেকানাইজড্ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন চাই আমার।' ওই বাহিনীটি '৯১ সালে গঠন করা হয়, শুধুমাত্র অভ্যুত্থান প্রতিহত করার জন্যে।

'কিন্তু ওরা তো এ মুহূর্তে রিয়াযানে। পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগবে যদি এখনই কল করা হয়।'

'এখনই কল করুন, প্লীজ। আমি এদের ঠেকিয়ে রাখব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসতে বলুন।' ওরা রিয়াযানে কেন? ভাবলেন জেনারেল, কে পাঠাল ওদের? কবে গেল? অবশ্য প্রসঙ্গটা তখনকার মত ভুলে গেলেন তিনি। 'সেই সাথে ভিডিভির সাথেও যোগাযোগ করুন।'

'করছি,' ব্যস্ত গলায় বললেন মন্ত্রী। 'যতদূর সম্ভব করছি। আপনি ওদিক ঠেকান দয়া করে।'

প্রথম দুই গেট দিয়ে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে বোরোভিতস্কি গেটের দিকে ছুটল বড়সড় এক দল ব্ল্যাক গার্ড। পিছনদিক থেকে হেভি মেশিনগানের সাহায্যে ব্রাশ ফায়ার করছে তাদের সঙ্গীরা, কাভার দিচ্ছে অগ্রগামী দলটিকে। গেটের কাছে পৌঁছে গেল তারা। গেটটা অবিশ্বাস্যরকম বড়, কাঠের। দুই দরজার কব্জায় চার পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সেট করল ব্ল্যাক গার্ড, তারপর আড়ালের আশায় ছুটল।

সুপ্রশস্ত ক্রেমলিন ওয়ালের ওপর অবস্থান নেয়া একদল প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড তাদের দুটোকে শুইয়ে দিল চিরতরে। তখনই ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বোরোভিতস্কি গেট। দশটনী একেকটা টিম্বারের দরজা ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল প্রথমে, তারপর একটু একটু করে হেলে পড়তে আরম্ভ করল, ওগুলোর পতনের আওয়াজ আর মাটির কাঁপুনি বিস্ফোরণের আওয়াজকেও ছাড়িয়ে গেল।

কর্নেল বুদানিনকে বহনকারী আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ারটা সাঁ করে ঢুকে

পড়ল ক্রেমলিনের সীমানায়। টিম্বার দরজার ওপাশে আছে আরেক বাধা, মোটা শিকের তৈরি গ্রিল। তার ওপাশ থেকে শত্রুর এপিসি তাক করে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল লঞ্চার তুলল এক প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড, কিন্তু ট্রিগার টানার সময় পেল না সে। তার আগেই এপিসির ত্রিশ মিলিমিটার কামান ছিন্নভিন্ন করে ফেলল লোকটাকে।

গ্রিলের বাধাও চার্জের সাহায্যে উড়িয়ে দিল ব্ল্যাক গার্ড। এবার সামনে ফাঁকা। ভেতরের দুর্বল বাধা অগ্রাহ্য করে পিল্ পিল্ করে ঢুকে পড়ল ব্ল্যাক গার্ডরা, পিছু হটতে বাধ্য হলো প্রতিরোধ-বাহিনী। ক্রেমলিনের তেয়াত্তর একর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এখানে-সেখানে অবস্থান নিয়ে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকল।

ক্যাথেড্রাল, ফুলের বাগান আর স্কয়ারে স্কয়ারে বেধে গেল হাতাহাতি যুদ্ধ। সৌভাগ্য ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর, কারণ সংখ্যায় একজন প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের সমান ওরা চারজন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে ফেলতে পারল তারা, পিছু হটতে শুরু করল সরকারী বাহিনী।

আট

দ্বিতীয় রিঙে সাড়া দিল চেচেন নেতা। রানার কণ্ঠ চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'রানা! কি হচ্ছে এসব চারদিকে? এত গোলাগুলি কিসের?'

'মস্কো নিজের পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করছে কর্নেল বুদানিন, মাই ফ্রেন্ড। তারপর ঢোকাবে পুরো রাশিয়া।'

'অভ্যুত্থান, ইউ মীন?' চমকে উঠল উমার গুনায়েভ।

'দ্যাট'স হোয়াট আই মীন, ডিয়ার।'

'ইয়াল্লা! তুমি ঠিক আছ তো?'

'এখন পর্যন্ত আছি।'

'কোথায় আছ?'

'ওস্তানকিনো থেকে দক্ষিণ দিকে ভাগছি জান বাজি রেখে। তাড়া করেছিল ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী।'

খেপে উঠল সে। 'এর মধ্যে বাইরে কেন তুমি বলো দেখি? কি করছ রাস্তায়?'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না, বন্ধু। আমি নিরাপদেই আছি।'

'শোনো, আমার এক লোক এইমাত্র তেভারস্কায়ার দিক থেকে এসেছে। তার মুখে শুনলাম নিউ রাশিয়া মুভমেন্টের গুণ্ডাদের বড় একটা দলকে মেয়রের অফিস ভাঙচুর করতে দেখে এসেছে সে।'

গুড, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। 'চেচনিয়ার ওপর ওদের বর্বর হামলার কথা মনে আছে তোমার?'

'তাই কি ভোলা যায়?'

'তাহলে এই চান্সে ওদের পাওনা কিছুটা মিটিয়ে দিতে পারো তুমি। জানো তো, বেশি ঋণী হয়ে থাকা ঠিক নয়।'

'লেগে পড়ি তাহলে, কি বলো?' বলল গুনায়েভ।

'পড়তে পারো, বন্ধু। এখন সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বাগড়া দেয়ার কেউ নেই।'

'অল রাইট।'

এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটা ট্রাক ও কারে চড়ে তেভারস্কায়া স্ট্রীটে পৌছল শ'চারেক চেচেন। নিঃশব্দে ঘিরে ফেলল মেয়রের অফিস-অডিটরিয়াম। অডিটরিয়ামের ভেতরে তখন মত্ত উল্লাসে মেতে আছে ন্যাড়া গুণ্ডার দল, মনের আনন্দে ভাঙচুর করছে। সিটি হলের দরজা-জানালা আগেই চুরমার করে ফেলেছে ওরা।

অফিস সোজা সামনের রোড আইল্যান্ডে এক কালচে প্রকাণ্ড পাথরের তৈরি ঘোড়ার ওপর বসে সে দৃশ্য দেখছেন মস্কোর প্রতিষ্ঠাতা, ইউরি দোলগোরুকি। তাঁর পাথুরে চোখে কিসের যেন আর্তি।

গ্রেট কোটের ভেতর থেকে যার যার অস্ত্র বের করল দুর্ধর্ষ চেচেনরা। দেড় হাত লম্বা, তীক্ষ্ণধার ককেশিয়ান ছোরা, পিস্তল, মিনি উজি ইত্যাদি। ভেতরের ন্যাড়া গুণ্ডার দলের প্রত্যেকে '৯৫ সালে আর্মিতে ছিল। চরম চেচেন বিদ্বেষী এক দল, এরাই সবচেয়ে বেশি অত্যাচার চালিয়েছে চেচনিয়ার ওপর। নির্বিচার হত্যা, নারী ধর্ষণে ছিল সবার ওপরে। সে কথা চেচেনরা ভোলেনি।

দলনেতা উমার গুনায়েভের নির্দেশে ভেতরে ঢুকে পড়ল তারা, সবার চাউনিতে রাজ্যের ঘৃণা আর জিঘাংসা। নির্বিচারে কচু কাটা করতে শুরু করল তারা। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে চেচেনদের ঠেকানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল এনআরএম, হলরুম ভরে গেল তাদের লাশে, মেঝেতে রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগল।

ওদিকে 'সিকিউরিটি এজেন্সির' যোদ্ধাদের হাতে প্রায় বিনা প্রতিরোধে পতন হলো রুশ পার্লামেন্ট দুমার। বাধা দেয়ার মত তেমন কেউ ছিলই না। যে ক'জন কেয়ারটেকার আর নাইট ওয়াচম্যান ছিল, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিল তারা। শূন্য দুমা ভবনে বীরদর্পে প্রবেশ করল আটশো দোলগোরুকি মাফিয়া সদস্য।

আরেকদিকে, স্টারায়া প্লোশাদের সরকারী সমস্ত অফিস কজা করার দায়িত্ব যে বারোশোর ওপর ছিল, তারা পড়ল ওমন কম্যান্ডোদের তোপের মুখে। আচমকা আক্রমণে দিশে হারিয়ে ফেললেও শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়াতে গিয়েছিল তারা, কিন্তু ওই পর্যন্তই। অফিসে অফিসে, রুমে রুমে ঢুকে পাকড়াও করা শুরু হলো তাদের। দলের লোকসংখ্যা ততক্ষণে তিন ভাগের এক ভাগে গিয়ে ঠেকেছে। সারা স্কয়ার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকল কয়েকশো মৃতদেহ, একেকটা একেক ভঙ্গিতে। তাজা রক্তে পুরো এলাকা সয়লাব।

খোদিস্কা এয়ারফিল্ডেও বেধে গেছে প্রচণ্ড লড়াই। অথচ সেখানে এ ধরনের কিছু ঘটার কথা ছিল না। কর্নেল বুদানিনকে *ভিমপেল* বাহিনী কথা দিয়েছিল,

রাত ন'টার মধ্যে গ্রু'র প্যারাট্রুপারদের বন্দী করে ফেলবে তারা। নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেবে এয়ারফিল্ড। কিন্তু ঝামেলা হয়ে গেল। সাড়ে আটটার দিকে কোন্ শালা যেন টেলিফোন করে সতর্ক করে দিয়েছে প্যারাট্রুপ্স বাহিনীর কমান্ডারকে। অফিসার্স ক্লাবে ছিল তখন তারা।

কি খবর পেয়েছে কমান্ডার কে জানে, গোপনে সতর্ক করে দিল সে তার ডেপুটিকে। ব্যস, তারপর মুহূর্তের মধ্যে এ-কান ও-কান হয়ে গেল অজ্ঞাতপরিচয় টেলিফোনকারীর সাবধানবাণী, এক এক করে ক্লাব থেকে কেটে পড়ল প্যারাট্রুপাররা। নিজেদের ব্যারাকে বন্দী করে ফেলল নিজেদের। তাদের পাকড়াও করতে এসে বিপাকে পড়ে গেল *ভিমপেল*। বহু চেষ্টা করেও তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারছে না, তুমুল বাধা আসছে অন্য তরফ থেকে।

মুহুর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে খোদিঙ্কা এয়ারফিল্ড। মরিয়া হয়ে উঠেছে *ভিমপেল*, প্যারাট্রুপাররা আরও মরিয়া।

আরবাট স্কয়্যারে পৌঁছে ব্রেক কষল মাসুদ রানা। সামনে তাকিয়ে থাকল দ্বিধাগ্রস্তের মত। পুরো স্কয়্যার জনহীন, ফাঁকা। পুব প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর গ্র্যানিট পাথরের তৈরি ছোট-বড় গোটাদশেক গম্ভীর চেহারার ভবনের একটা ব্লক। চেহারা-সুরতে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এগুলোর। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। চারদিকে এত গোলাগুলির মাঝে এখানকার এই অস্বাভাবিক নীরবতা অশুভ লাগছে। ভয়ঙ্কর অশুভ।

কেন? ভাবল ও, এখানে কেউ নেই কেন? গোলাগুলি তো পরের কথা, একটা কালো পোশাকধারীও নেই এখানে! অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা যে দেশেই নেয়া হয়, সবার আগে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি আক্রমণ করে অভ্যুত্থানকারীরা। তালিকার এক নম্বরে থাকে এই মিনিস্ট্রি—সব সময়, সব দেশে। অথচ মস্কোয় তা ঘটছে না কেন? মাত্র পাঁচশো গজ দূরের জামেনকা স্ট্রীট, বোরোভিতস্কি স্কয়্যারে ক্রেমলিন দখলের লড়াই চলছে, বিস্ফোরণের শব্দে কান পাতা দায়, অথচ ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ফাঁকা, নীরব। কেন?

মূল ভবনের ছাদের এরিয়ালের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। অন্যমনস্ক। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। ড্যাশ বোর্ডের ওপর থেকে পাতলা একটা অ্যাড্রেস বুক তুলে নিল ও, চোখ বোলাল ভেতরে। তারপর রিসিভার তুলে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির নম্বর পাঞ্চ করল।

'দা?'

'ডিউটি অফিসারকে দাও,' গম্ভীর গলায় বলল মাসুদ রানা।

'কে বলছেন?' আরেক গম্ভীর কণ্ঠ সাড়া দিল এবার।

'মেজর জেনারেল বরিস কুযনেতসভ।'

'আমি ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্ট্রার বিলিনভ। বলুন।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত, স্যার। আমি ছুটিতে সেন্ট পিটার্সবার্গে এসেছি। ইয়ে, শুনলাম মস্কোয় নাকি কি গণ্ডগোল চলছে, তাই...'

'গণ্ডগোল! কে দিল এ খবর? ও বুঝেছি, নিশ্চই কোন মাতালের কাণ্ড হবে।

এনজয় ইয়োরসেলফ, জেনারেল। এখানে সব ঠিক আছে।'

'ও, আচ্ছা। সরি।' ফোন রেখে দিল রানা। এইবার বোঝা গেল নীরবতার কারণ। আরেকবার কর্নেল বুদানিনের প্রশংসা করল ও, চমৎকার এক পথ বের করেছিল ব্যাটা! আবার রিসিভার তুলল রানা।

মস্কো-মিনস্ক হাইওয়ের পাশের কোবিয়াকোভা বেস। মেইন গেটের দুইশো গজ ভেতরে নিজের কোয়ার্টারে টাইয়ের নট ঠিক করল মেজর জেনারেল মিশা আঁদ্রিয়েভ। ক্লাবে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। ইউনিফর্ম পরে নববর্ষ পালনে বিরোধী সে। জানে, ভোরে যখন অফিসার্স ক্লাব থেকে ফিরবে সবাই, তখন দর্শনযোগ্য থাকবে না এগুলোর চেহারা। নোংরা হয়ে যাবে, এবং অবশ্যই ক্লীনারের কাছে যাবে। কিন্তু কি আর করা, এটাই আইন।

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে আঁদ্রিয়েভ, অমনি বেজে উঠল টেলিফোন। নিশ্চয়ই তার একজিকিউটিভ অফিসার, ভাবল সে, তাড়াতাড়ি ক্লাবে যেতে বলার জন্যে...হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল সে। 'ইয়েস?'

'জেনারেল আঁদ্রিয়েভ?'

অপরিচিত গলা শুনে চোখ কোঁচকাল সে। 'কে বলছেন?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না, জেনারেল। আমি আপনার মামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম।'

'আচ্ছা!'

'খুব ভাল মানুষ ছিলেন জেনারেল ভরোশিলভ।'

'আমারও তাই মনে হয়। সে যাক, ফোন করেছেন কেন?'

'জেনারেল, আনাতোলি শেপিলভ অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টায় মস্কোয় আক্রমণ চালিয়েছে আজ। তার হয়ে অপারেশন পরিচালনা করছে কর্নেল ভাদিম। শহরের সবখানে লড়াই চলছে।'

'ওকে। জোক অনেক হয়েছে, এবার ফোন ছেড়ে ভদকা ধরুন, রাত এখনও অনেক বাকি। যত্তোসব!'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে মস্কোয় আপনার পরিচিত যে কাউকে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন, জেনারেল। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় প্রচণ্ড লড়াই চলছে।'

'ফোন রাখুন!' ধমকে উঠল আঁদ্রিয়েভ।

'আরেকটা কথা, আপনি মাঝেমধ্যে নিশ্চই ভাবেন কারা হত্যা করেছিল আপনার মামার মত এক...'

'কাট ইট! আপনি কি জানেন সে ব্যাপারে?'

'খুনী কারা, কার নির্দেশে ঘটেছে হত্যাকাণ্ড, তা অন্তত জানি।'

দীর্ঘ সময় স্বর ফুটল না জেনারেলের। 'আপনি...আপনি আসলে কে বলুন তো, মিস্টার?'

'এমনিতে চিনবেন না, তবে নোভোদেভিচিতে আমাকে দেখেছেন আপনি।'

আবার নীরবতা। 'কার নির্দেশে, কারা হত্যা করেছে তাঁকে?' গলা শুনে মনে হলো মাউথপীস অনেক দূরে রেখে বলছে আঁদ্রিয়েভ। ভয়ঙ্কররকম শীতল।

'কর্নেল বুদানিনের নির্দেশে, ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী। শেপিলভের নানান অশুভ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা আপনার মামা জানতেন, তাই পত্রিকায় তার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই মরতে হয়েছে জেনারেলকে।'

চট করে মামার জন্মদিনের পার্টির কথা মনে পড়ল মিশা আঁদ্রিয়েভের। বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'যদি আমার কিছু হয়ে যায়...' অর্থাৎ তাঁর জানা ছিল আক্রমণ আসতে যাচ্ছে?

বেকুবের মত রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল আঁদ্রিয়েভ। লাইন কেটে দিয়েছে অজ্ঞাত কলার। চিন্তায় ডুবে গেল সে। মস্কোয় খারাপ কিছু যদি ঘটেই, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে? রাজধানী একশো কিলোমিটার চৌহদ্দির মধ্যে যত বেস আছে, সবখানে খবর দেবে তারা। কোবিয়াকোভো বেস তো মাত্র ছেচল্লিশ কিলোমিটার দূরে, কেন তাহলে ওদের অ্যালার্ট করেনি ডিফেন্স মিনিস্ট্রি? অন্তত তার এলিট ট্যাঙ্ক ডিভিশন *তামানস্কায়াকে* তো অবশ্যই খবর দেয়া উচিত ছিল!

রিসিভার রেখে দেয়ামাত্র আবার বেজে উঠল ফোন। 'কামন, মিশা! আর কত দেরি?' বলল একজিকিউটিভ অফিসার। 'এদিকে সবাই অস্থির হয়ে পড়েছে। করছ কি?'

'আসছি, কনি। পনেরো মিনিট।'

'তাড়াতাড়ি করো, নইলে কিন্তু...'

'বললাম তো!'

দ্রুত ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে ফোন করল মিশা আঁদ্রিয়েভ। জবাব এল প্রথম রিঙেই। 'কে বলছেন?'

'কমান্ডার তামানস্কায়া, মেজর জেনারেল আঁদ্রিয়েভ।'

'আমি ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার।'

'আহ্, সরি, স্যার। মস্কোয় সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'অবশ্যই! থাকবে না কেন?'

'দুঃখিত, মিনিস্টার। এইমাত্র একটা উড়ো খবর পেলাম কি নাকি গণ্ডগোল চলছে শহরে, তাই...'

'কোন গণ্ডগোলের প্রশ্নই আসে না, জেনারেল। উড়োখবরে কান দেয়ার মত বোকামি করবেন না। বেজে থাকুন। আনন্দ-ফুর্তি করুন। দ্যাট'স অ্যান অর্ডার।'

'ইয়েস, স্যার।'

ফোন রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল আঁদ্রিয়েভ। ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার? ৩১ ডিসেম্বর রাতে মিনিস্ট্রির সুইচবোর্ড রুমে? এ কী আজব কথা! কেন সে তার পরিবারের সাথে সময় কাটাচ্ছে না, অথবা বান্ধবী নিয়ে আর কোথাও গিয়ে মৌজ করছে না?

নিজের স্টাফ কলেজ মেট, কর্নেল দেমিদভের কথা খেয়াল হলো জেনারেলের। খোদিঙ্কা এয়ারফিল্ডে আছে সে—প্যারাট্রুপার। তাকে ফোন করে দেখবে নাকি একবার? দ্রুত ক্লাসিফায়িড মিলিটারি ফোন ডিরেকটরি বের করে নম্বরটা দেখল আঁদ্রিয়েভ, পাঞ্চ করল। রিঙ হচ্ছে ও প্রান্তে, ধরছে না কেউ। ঘড়ি

দেখল মিশা, এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই গলায় এসে ঠেকেছে ওদের ভদকা, ভাবল সে। তাই হওয়া উচিত।

ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল আঁদ্রিয়েভ, এমন সময় ও প্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। জবাব আসার আগেই ওদিকে ভয়ঙ্কর গোলাগুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সে। 'হ্যালো!' চেঁচিয়ে বলল কেউ।

'কর্নেল দেমিদভ আছে?'

'কি করে জানব? মাটিতে শুয়ে জান বাঁচানোর সংগ্রামে ব্যস্ত আমি। কে কোথায় আছে জানার উপায় নেই। আপনি ডিফেন্স মিনিস্ট্রির?'

'না।'

'যে-ই হোন আপনি, দয়া করে ওদের ফোন করুন। তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠাতে বলুন। এক ঘণ্টা আগে ফোন করেছি, এখনও পর্যন্ত কোন সাহায্য এল না। এদিকে ভিমপেলকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল জেনারেল, 'ওরা বলেছে সাহায্য পাঠাবে?'

'বলেছে তো! অনেক আগেই বলেছে! আপনি একটু যোগাযোগ করুন, ভাই। আমরা আর পারছি না। প্লী-ই-জ!'

'ওকে ওকে, আমি দেখছি।'

কেটে গেল লাইন। ডেড রিসিভার হাতে আহাম্মকের মত দাঁড়িয়ে থাকল মেজর জেনারেল। অজ্ঞাতপরিচয় লোকটার কথা তাহলে সত্যি? শেপিলভ ক্ষমতা দখল করতে চাইছে? ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়েছে? এই জন্যেই এমন দিনে সব ছেড়ে সে ওখানে সুইচবোর্ড পাহারা দিচ্ছে? খোদিঙ্কায় সাহায্য পাঠাবে বলেও বসে আছে চুপ করে? আঁদ্রিয়েভকে অর্ডার করছে সে বেজে থেকে আনন্দ-ফুর্তি করতে? ভিমপেল খোদিঙ্কা আক্রমণ করেছে?

ডবল গ্লেজড় জানালা দিয়ে মাত্র চল্লিশ গজ দূরের আলো ঝলমলে অফিসার্স ক্লাবের দিকে তাকাল মেজর জেনারেল। বহু বছর আগের এক মে দিবসের কথা মনে পড়ল তার। যেদিন আলেক্সান্দ্রোভস্কি পার্কের অজানা শহীদদের স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে খুদে ক্যাডেট, মিশা আঁদ্রিয়েভকে বলেছিলেন জেনারেল ভরোশিলভ, ওরা তোমাকে যত প্রতিশ্রুতি দিক, যত প্রমোশন-পদকের প্রলোভন দেখাক, নাম না জানা এইসব শহীদের কথা কখনও ভুলো না। সে দিনের সেই মুহূর্ত চোখের সামনে ভাসছে এখন তার।

ওরা তাকে পরোক্ষে প্রলোভন দেখাচ্ছে! ভাবল আঁদ্রিয়েভ, একজন চার তারকা জেনারেল, মন্ত্রী, তাকে অর্ডার করেছে বেজে থাকতে, আনন্দ ফুর্তি করতে? দেশের এমন এক দুর্দিনে? নির্দেশ মেনে চললে পদোন্নতি? মেডেল?

অসহ্য রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল মেজর জেনারেল মিশা আঁদ্রিয়েভের। ক্লাবে ফোন করল সে। অসংখ্য উঁচু নিচু পর্দার হাসি ছাপিয়ে ভেসে এল একজিকিউটিভ অফিসারের গলা। 'ইয়েস?'

'কনি, পার্টি ক্যানসেলড়!' থমথমে গলায় বলল কমান্ডার। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ঘাঁটির প্রত্যেকটা টি-এইটি আর বিটিআর প্রস্তুত চাই আমি সমস্ত সৈনিকসহ। ফুললি আর্মড স্কোয়াড।'

থতমত খেয়ে গেল একজিকিউটিভ অফিসার। 'বস্, এটা কি রিয়েল অর্ডার, না জোক?'

'ইট'স ফর রিয়েল, কনি। নো জোক। এক ঘণ্টা পর মস্কো রওনা হবে তামানস্কায়া ডিভিশন।'

নয়

মাঝরাতের এক মিনিট পর তামান গার্ডস বাহিনীর প্রথম ট্যাঙ্ক ঘড় ঘড় শব্দে গড়াতে আরম্ভ করল।

কোবিয়াকোভা বেজ থেকে বেরিয়ে মিনস্ক হাইওয়ের দিকে ঘোরাল তার পুরু, দীর্ঘ নল। হাইওয়ে পর্যন্ত তিন কিলোমিটার কান্ট্রি রোড কিছুটা সরু, সিঙ্গল ক্যারিজওয়ের। লম্বা জায়গা জুড়ে অবস্থান নিল ছাব্বিশটা টি-এইটি মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক এবং একচল্লিশটা বিটিআর-এইটি আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার।

লীডিং ট্যাঙ্কের টারেটে উঠল পুরো যুদ্ধের সাজে সজ্জিত কমান্ডার, পরেরটায় তার একজিকিউটিভ অফিসার। ধীর গতিতে এক সারিতে এগোল দীর্ঘ বহর। মস্কোয় কি ঘটছে জানাজানি হয়ে গেছে। কাজেই পার্টি ক্যানসেল হওয়ার আফসোস নেই এখন কারও মনে, সে কথা ভুলেই গেছে তামান বাহিনী। বদলে যুদ্ধের উন্মাদনা পেয়ে বসেছে তাদের, প্রত্যেকে অস্থির।

হাইওয়েতে এসে উঠল ট্যাঙ্ক সারির মাথা, সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল আঁদ্রিয়েভের নির্দেশে দু'ভাগ হয়ে গেল ওগুলো, প্রশস্ত রাস্তার দুই ক্যারিজওয়ে দখল করে নিল অগ্রবর্তী ট্যাঙ্ক বাহিনী। দ্বিতীয় কলামের মাথায় থাকল একজিকিউটিভ অফিসার, কনি। সর্বোচ্চ গতিতে ছুটল তারা ঊনচল্লিশ কিলোমিটার দূরের মস্কো অভিমুখে।

আবহাওয়া চমৎকার এ মুহূর্তে। আকাশ সুন্দর নীল, কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। পুরো জমিন জুড়ে জ্বল-জ্বল করছে হাজারো নক্ষত্র। দু'পাশের ঘন পাইন বনে ধাক্কা খেয়ে ট্যাঙ্কের ক্যাটারপিলারের বিদঘুটে আওয়াজ আরও বিদঘুটে হয়ে কানে আঘাত করছে। ষাট কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের বেগে ছুটছে তামানস্কায়া ডিভিশন। উল্টোদিক থেকে হঠাৎ উদয় হলো একটা কার। কাছাকাছি আসতে ওটার চালকের আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেল সামনে ভীতিকর চেহারার যন্ত্রদানবগুলোকে দেখে। পথ জুড়ে দু'দিক থেকে আসছে ওগুলো।

মাঝের ফাঁক দিয়ে যেতে সাহস হলো না বেচারার। দিশে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পাইন বনেই ঢুকে পড়ল সে।

মস্কোর দশ কিলোমিটার আগে বর্ডার মার্কিং মিলিশিয়া পোস্ট। মাটির অস্বাভাবিক কম্পন আর অসংখ্য ভারী এঞ্জিনের ক্রমঅগ্রসরমান আওয়াজে আগে থেকেই ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল পোস্টের চার মিলিশিয়া। মাথায় উঠেছিল আনন্দ। প্রথম ট্যাঙ্ক চোখে পড়তে পোস্ট ছেড়ে অন্য আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল তারা। ওর মধ্যেও যার যার ভদকার বোতল সঙ্গে নিতে ভুল হয়নি একজনেরও। দুনিয়া

কাঁপিয়ে ছুটে গেল তামান ডিভিশন।

আরও খানিকটা আগে বাড়তে বুদানিনের রোড ব্লকের ওপর চোখ পড়ল মিশা আঁদ্রিয়েভের। পথের মাঝে নাকে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকার দুই ট্রাক। পুরো রাস্তা বন্ধ। কলামের গতি রোধ করার মত সময় বা ইচ্ছে, একটিও নেই কমান্ডারের। কনির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। নিজের গানারকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়ল, 'ফায়ার!'

টি-এইটির দীর্ঘ মাযল থেকে এক ঝলক আগুন বর্ষণ করল একশো পঁচিশ এমএম গোলা, ভয়াবহ নিনাদের সাথে ছুটে গেল বাঁ দিকের ট্রাকের পেট বরাবর। চারশো কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে স্রেফ উড়িয়ে দিল ওটাকে। একই পথ অনুসরণ করল একজিকিউটিভ অফিসার, সামনের বাধা চুরমার করে দিয়ে এগিয়ে চলল দুর্বার গতিতে। ব্লকের ওপাশে ছিল ইয়াং কমব্যাটান্টদের নামকাওয়াস্তে অ্যামবুশ। হালকা অস্ত্রের সাহায্যে খামোকা ঠুস্-ঠাস্ করল ওরা খানিক, কিন্তু যেই তার জবাব দিল ট্যাঙ্ক নিজের বারো পয়েন্ট সাত এমএম হেভি মেশিনগানের সাহায্যে, যে যেদিক পারে ছুটল জান-প্রাণ মুঠোয় নিয়ে। দেখতে দেখতে রাতের আঁধারে মিশে গেল ওরা।

মস্কোর চার কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে কলামের গতি কমানোর নির্দেশ দিল জেনারেল আঁদ্রিয়েভ, অর্ধেকে নামিয়ে আনল। দুটো ডাইভার্শন তৈরি করল সে–পাঁচ ট্যাঙ্ক ও দশ এপিসির একটা বহরকে ডানে যেতে নির্দেশ দিল, খোদিস্কা এয়ারফিল্ডের দিকে। অন্য পাঁচ ট্যাঙ্ক এবং দশ এপিসির আরেক বহরকে পাঠাল বাঁয়ে, ওস্তানকিনো টিভি কমপ্লেক্সের দিকে। ওদের কোন সাহায্য প্রয়োজন কি না জানে না আঁদ্রিয়েভ, তবু পাঠাল হতে পারে ভেবে।

গার্ডেন রিং রোডে পৌঁছে বহরের অবশিষ্ট ষোলোটা টি-এইটি আর একুশটা এপিসি নিয়ে কুদরিনস্কি স্কয়ারের দিকে চলল কমান্ডার। এখন আবার এক সারিতে এগোচ্ছে তার কলাম, বিশ কিলোমিটার গতিতে। পাকা রাস্তায় অনবরত ধাতব আওয়াজ তুলছে চেইন। পিছনে রেখে যাচ্ছে চেইনের কামড়ের গভীর দাগ। স্কয়ারের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডানে, ক্রেমলিনের দিকে ঘুরল মিশা। আরবাট স্কয়্যারের ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সামনে দিয়ে যেতে হবে।

পাশ কাটাবার সময় পুরো নির্জন ধূসর ব্লকটার দিকে বিতৃষ্ণ চোখে এক পলক তাকাল কমান্ডার। কারও ছায়া পর্যন্ত নেই ব্লকের কোথাও। ওদিকে মিনিস্ট্রির বেজমেন্টের কমিউনিকেশনস রূমে বসা ডেপুটি মন্ত্রী আঁতকে উঠল মাথার ওপরের টানা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে। এ ধরনের আওয়াজ যার চলার সময় সৃষ্টি হয়, তাকে চেনে সে খুব ভাল করে। ওগুলো কেন মস্কো এল, কে আসতে বলল ওদের, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সে।

আরবাট পিছনে ফেলে এগোল তামান বহর, সোজা বোরোভিতস্কি স্কয়্যারের দিকে, শেষ মাথায় রয়েছে ক্রেমলিনের দেয়াল। স্কয়্যারের মুখেই অনেকগুলো পার্ক করা গাড়ির মধ্যে একটা লেটেস্ট মডেলের অডি নড়ে উঠল, বেরিয়ে এল তার আরোহী। লোকটা দীর্ঘদেহী। পরনে কুইল্টেড জ্যাকেট, পায়ে ভারী বুট। ধীরগতির তামান বহরের পিছু নিল সে, ক্রেমলিন তার গন্তব্য। জোয়ানদের কেউ

তাকে লক্ষ করল না। বহরের গতির সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটছে লোকটা।

ওদিকে, রোজি ও গ্র্যাডি রেস্টুরেন্টে নববর্ষের অনুষ্ঠান উদযাপন করছে মস্কো প্রবাসী আইরিশরা। তাদের মতে এত জমজমাট বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আগে কখনও হয়নি এ দেশে। চতুর্দিকে, বিশেষ করে ক্রেমলিন ও বোরোভিতস্কির সবখানে যে 'বাজী-পটকা' ফোটানো হচ্ছে, তা এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে এ বছর। পরিকল্পনা যারই হোক, দারুণ!

কেমন এক গুম্ গুম্ শব্দের সাথে কেঁপে উঠল রেস্টুরেন্ট, ফ্লোর কাঁপছে, ঝাড়বাতি দুলছে অল্প অল্প। ব্যাপার বোঝার জন্যে জানালার সামনে এসে উঁকি দিল মাঝবয়সী আইরিশ কালচারাল অ্যাটাশে, ঠিক তখনই জানালা ঘেঁষে চলে গেল জলপাই রঙের প্রথম টি-এইটি। ছোটখাট একটা লাফ দিল তার কলজে। বিশাল, ভীতিকর কাঠামোটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। আরও একটা ট্যাঙ্ক চলে গেল নাকের সামনে দিয়ে।

'জেইযাস!' অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল অ্যাটাশে। 'ট্যাঙ্ক! ওগুলো কেন এসেছে শহরে?'

দূর থেকে বোরোভিতস্কি গেটের সামনে পার্ক করা ব্ল্যাক গার্ডের একটা বিটিআর এইটি চোখে পড়ল কমান্ডার আঁদ্রিয়েভের। ওটার ত্রিশ এমএম ভারী ব্যস্ত। ক্রেমলিনের অস্বাভাবিক চওড়া দেয়ালের ওপর আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের অল্প কিছু ত্যাঁদড় কিসিমের জোয়ান, আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয় কিছুতেই। শুধুমাত্র ওদের জন্যে দখল সম্পূর্ণ করতে পারছে না বুদানিন। চার ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছে সে তাদের পিছু হটিয়ে দেয়ার, হচ্ছে না কাজ।

ওখান থেকে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে তারা ব্ল্যাক গার্ডদের। অপেক্ষায় আছে সাহায্যকারী বাহিনীর। তাদের অবস্থান ওই কামানের লক্ষ্য।

রাত তখন একটা। ক্রেমলিন পুরো কব্জা করে নিয়েছে বুদানিন, বাকি আছে কেবল আড়াই হাজার মিটার দীর্ঘ দেয়ালের ওই এক চিলতে জায়গা। পাশাপাশি পাঁচজন জোয়ান মার্চ করতে পারে, এতই প্রশস্ত ক্রেমলিনের দেয়াল। তার ওপর আরামসে শুয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করছে ব্যাটারা। বিরক্তি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বুদানিনের।

এক নজর দেখেই ঘটনা অনুমান করে নিল ট্যাঙ্ক কমান্ডার, পরমুহূর্তে তার একশো পঁচিশ এমএম গোলার ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল বুদানিনের আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার। প্রথম ট্যাঙ্কের মাযল ফ্ল্যাশ চোখে পড়ামাত্র ওদিকে ষাষ্ঠাঙ্গে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালচারাল অ্যাটাশে। ভয়াবহ কামান গর্জনের শব্দে পিলে চমকে গেল ভেতরের সবার। সোজা ক্যারিয়ারের ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিল আঁদ্রিয়েভ। একটা পাঁচ মিনিটে ক্রেমলিনের মূল ফটকের ভাঙা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তার ট্যাঙ্ক।

ট্যাঙ্কের নিরাপদ পেটের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে রাজি নয় মেজর জেনারেল, চারদিকের গোলাগুলি উপেক্ষা করে উন্মুক্ত টারেটে বসে থাকল সে

ঋজু ভঙ্গিতে। মাথায় প্যাডেড হেলমেট, চোখে গানারস গগলস্। তার ভেতর চঞ্চল দৃষ্টি, শত্রু খুঁজছে কমান্ডার। বুদানিনের একজোড়া ক্যারিয়ার দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, সময়মত জবাব দিল মিশার দুই গানার। সেভেন পয়েন্ট সিক্সটি টু লাইট ও টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন হেভি মেশিনগান ঝাঁঝরা করে দিল ও দুটোকে।

এরপর শুরু হলো আসল শিকার পর্ব। ট্যাঙ্ক বাহিনী সার্চলাইট জ্বেলে পালাতে ব্যস্ত ব্ল্যাক গার্ডদের খুঁজে বের করতে থাকল, ওদিকে ওপর থেকে লাইট আর হেভি মেশিনগান, দুটোই চলছে সমানে। পাখির মত ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ খোয়াতে থাকল ব্ল্যাক গার্ডরা। তামানস্কায়ার অপেক্ষাকৃত ছোট ও হাল্কা এপিসিগুলোও কাজে লেগে পড়ল এবার। যে-সব সরু অলিগলিতে ট্যাঙ্ক ঢুকতে পারে না, তার মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে থাকা বুদানিনের চ্যালাদের তাড়া করল ওগুলো। জান হাতে নিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো তারা আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের পালের মত। পড়ল অপেক্ষমাণ অপ্রতিরোধ্য দানবসদৃশ টি-এইটি ট্যাঙ্কের দুই মেশিনগানের মুখে।

দুর্ভাগ্য বুদানিনের, পরিকল্পনা করার সময় অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গানারির কথা মাথায়ই আসেনি তার। এলে এমন বেহাল দশা হত না। অবশ্য ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার বিলিনভের ওপর তার যথেষ্ট আস্থা ছিল। জানত, সে যদি মিনিস্ট্রি আগলে বসে থাকে, রিইনফোর্সমেন্টের আবেদন পৌঁছবে না কোন আর্মি বেসে। অথচ তারপরও··· দূর থেকে পরিস্থিতি দেখে রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকল সে।

ট্যাঙ্কের দানবীয় আকার এবং ভীতিকর গঠনের একটা আলাদা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট আছে, যা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক শত্রু বাহিনীর জন্যে ট্যাঙ্ক সত্যি সত্যি এক ভয়াবহ প্রাণ-সংহারী দানব। দেখলেই পিলে চমকে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ব্ল্যাক গার্ড বাহিনী, প্রতিরোধ করার মত কেউ থাকল না।

অবশিষ্ট যারা ছিল, ক্রেমলিনের ভেতরে, স্কয়্যারে ছড়িয়ে থাকা চার্চ-ক্যাথেড্রাল, যে যেখানে সুবিধে মনে করল, আত্মগোপনের সংগ্রামে মেতে উঠল অবস্থান ছেড়ে। অল্প কিছু প্রাণে বাঁচল শেষ পর্যন্ত, বাকি সবাই সরকারী বাহিনীর মেশিনগানের এলোপাতাড়ি বুলেট বৃষ্টির সামনে পড়ে মরল।

শহরের অন্যান্য ক্ষেত্রের যুদ্ধও ক্রমে পরিণতির দিকে এগোতে শুরু করেছে ততক্ষণে। ফেডারেল ইন্টিরিয়র মিনিস্ট্রি ও ওমন ব্যারাক ঘিরে অবস্থান গ্রহণকারী আলফা বাহিনী হতাশ। পয়লা চোটে ওমন আর্টিলারির গুঁতো খেয়ে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানেই থাকতে হলো তাদের শেষ পর্যন্ত। না পেরেছে এগোতে, না পিছাতে। রাত দুটোয় ধৈর্য হারাল তাদের কমান্ডার, অনর্থক বসে থাকার কোন মানে হয় না। ঠিক তখনই তার রেডিওর মাধ্যমে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ, আতঙ্কিত চিৎকার।

ক্রেমলিন থেকে সাহায্য পাঠানোর আবেদন জানাচ্ছে এক ব্ল্যাক গার্ড অফিসার। আবেদনে ভুল করে ট্যাঙ্ক বাহিনীর অতর্কিতে উপস্থিত হওয়ার কথা

বলে বসল আহাম্মকটা, চমকে উঠল স্পেশাল ফোর্স। সর্বনাশ, ট্যাঙ্ক! বলে কি? যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল আলফা, এর কোনটাই ছিল না কর্নেল বুদানিনের পরিকল্পনায়। যেখানে অস্ত্রের বলে দুর্বল, অপ্রস্তুত এবং প্রায় অসহায় সরকারী বাহিনীকে প্রথম চোটে তাদেরই জয় করার কথা, সেখানে ঘটেছে উল্টো। তার ওপর এসেছে ট্যাঙ্ক, অতএব মানে মানে এখনই সরে পড়া ভাল। দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল তারা।

মেয়রের অফিস আর সিটি হলে এনআরএমের একটা পাণ্ডাও আর বেঁচে নেই তখন। যারা কোনমতে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে, চেচেনদের আক্রমণের নিষ্ঠুরতা দেখে বহু আগেই পালিয়েছে। কাজ শেষ করে উমার গুনায়েভের বাহিনীও সন্তুষ্ট মনে ফিরে গেছে। দুইশোর বেশি মৃতদেহের বোঝা বুকে নিয়ে বসে আছে ওই দুই জায়গা। একই দৃষ্টিতে দেহগুলো দেখছেন ইউরি দোলগোরুকি।

ওদিকে স্টারায়া প্লোশাদে ওমন আর সোবর কম্যান্ডো বাহিনী তখন তাজা রক্তের নেশায় উন্মাদ। দোলগোরুকি মাফিয়ার সিকিউরিটি এজেন্সির বারোশো যোদ্ধার মধ্যে খুব অল্পই বেঁচে রয়েছে তখন পর্যন্ত। সোজাসাপ্টা অর্ডার জেনারেল পেত্রোভস্কির-আত্মসমর্পণ করলে আটক করো, বাধা দিলে গুলি করো। তাই করছে কম্যান্ডো বাহিনী। আক্রমণের তীব্রতা দেখে ভড়কে যাওয়া ভাড়াটে যোদ্ধাদের তাদেরই সঙ্গী-সাথীর মৃতদেহ আর রক্তের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলছে টপাটপ্। কম্যান্ডোদের সবুট লাথি বা কুঁদোর নির্দয় ঘা-গুঁতো খেয়েও টুঁ শব্দটি করছে না ওরা।

খোদিঙ্কা এয়ারফিল্ডের যুদ্ধের গতিও দিক পরিবর্তন করেছে। তামানস্কায়ার পাঁচ ট্যাঙ্ক আর দশ আর্মার্ড ক্যারিয়ার সীনে উদয় হওয়ামাত্র বদলে গেল দৃশ্যপট। প্যারাট্রুপারদের ব্যারাক ঘিরে থাকা ভিমপেল বাহিনী দিশে হারিয়ে দিগ্বিদিক ছুট লাগাল। মরল বটে কিছু, তবে বেশিরভাগই পালাল।

হোয়াইট হাউস দখলকারী সিকিউরিটি এজেন্সির আটশো মার্সেনারি পড়ল মহাফাঁপরে। না পারছে দখলদারিত্ব বজায় রাখতে, না পালাতে। রেডিওর মাধ্যমে চারদিক থেকে যে সব পিলে চমকানো খবর আসছে, তাতে এই মুহূর্তে পালাতে পারলে জীবন ধন্য হয় তাদের। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কারণ তীব্র আতঙ্কে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে সবার।

তারাও শুনেছে ক্রেমলিনের সাহায্যের আবেদন। এবং তখন থেকেই ট্যাঙ্কের অপরিসীম ক্ষমতার কথা ভেবে জমে বসে আছে। বহুক্ষণ পর পালাবার মত সাহস অর্জন করল লোকগুলো। কেউ তাদের চিনতে পারেনি, এই খুশিতে যে যার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে ভাগল দুমা ভবন ছেড়ে।

ওস্তানকিনো তখনও ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর দখলে। তবে সকালের প্রথম খবরে শেপিলভের রাশিয়া জয়ের যে আনন্দ সংবাদ প্রচারের কথা ছিল, তা বাতিল করতে হয়েছে তাদের। ভবনের প্রতিটি জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা অসহায়ের মত। হাঁ করে তাকিয়ে আছে নিচের বুলেভার্ডে অবস্থান নেয়া ট্যাঙ্ক ও বিটিআর বাহিনীর দিকে। ওগুলোর সামনে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টিকারী পঁচিশটা ক্যারিয়ারের ধ্বংসাবশেষ মশালের মত জ্বলছে। যত ফ্ল্যাট আছে এই

এলাকায়, তার এমুখো প্রতিটি জানালায় ভিড় করে আছে মানুষ—রেকর্ড করা অনুষ্ঠান ছেড়ে লাইভ অনুষ্ঠান দেখছে আগ্রহের সাথে।

ভাঙা বোরোভিতস্কি গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। হাতে হ্যান্ডগান। কেউ দেখেনি নিঃসঙ্গ কালো ছায়াটিকে। তবে ভেতরে খানিকটা পথ এগোতেই তীব্র একটা আলোর ঝাপ্‌টা এসে পড়ল ওর ওপর। ট্যাঙ্কের ফ্ল্যাশ লাইট। কিন্তু ওর গায়ের কুইল্টেড জ্যাকেট আর মাথার রাউন্ড ফারের টুপি দেখে ট্যাঙ্ক ক্রুরা ওকে নিজেদের মানুষ ভেবে অন্যদিকে মন দিল।

আলো সরে যেতে ফের এগোল রানা, বড় বড় পাইন গাছের দুই সারির মাঝখানের প্রশস্ত মূল পথ ধরে ক্রেমলিনের দিকে বিশ গজমত এগিয়ে নেমে পড়ল রাস্তা ছেড়ে, চওড়া গুঁড়িওয়ালা এক গাছের আড়ালে দাঁড়াল। চোখ প্রাসাদের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। ভোর হতে আর দেরি নেই বেশি।

ক্রেমলিনের আছে উনিশটা পেরিমিটার টাওয়ার, তার মধ্যে ব্যবহার যোগ্য গেট মাত্র তিনটে। ট্যুরিস্টদের জন্যে দুটো—বোরোভিতস্কি আর ট্রিনিটি। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে আছে স্পাসকি গেট। পরের দুটো বন্ধ এবং সরকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে, কেবল বোরোভিতস্কি উন্মুক্ত। কোন গার্ড নেই এই গেটে। পালাতে হলে তাকে এই পথ দিয়েই পালাতে হবে। এবং অবশ্যই পালাবে কর্নেল ভাদিম বুদানিন।

তার স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে রানা, এখন প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া কোন পথ নেই কর্নেলের। আলো ফুটলে প্রাসাদের ভেতর ঢুকে পড়বে সরকারী বাহিনী, ভেতরে লুকিয়ে থাকা প্রত্যেককে খুঁজে বের করবে। অতএব বাঁচতে চাইলে পালাতেই হবে তাকে এবং খুব শিগ্‌গিরই।

মাসুদ রানা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে ক্রেমলিনের ট্রেজার হাউস দেখা যায়। ওখানে সংরক্ষিত আছে রাশিয়ার হাজার বছরের ঐতিহাসিক সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী। কয়েক বিলিয়ন ডলার মূল্য। জার রাজাদের মুকুট, সিংহাসন, অস্ত্র, পরিধেয়, ঘোড়ার জিন, জুতো ইত্যাদি। প্রতিটি সোনা, রূপা, ডায়মন্ড, এমারেল্ড, রুবি, স্যাফায়ার আর মুক্তো দিয়ে মোড়া।

দোতলা মিউজিয়াম। নয়টা বিশাল হলে পঞ্চান্নটা শোকেসে সাজানো আছে এসব মহামূল্যবান সামগ্রী।

ট্রেজারির মূল প্রবেশপথ এ মুহূর্তে ভাঙা, দ্রুত ঘোরার সময় পিছন দিয়ে আঘাত করে দরজা ভেঙে ফেলেছে একটা ট্যাঙ্ক। কব্‌জার সঙ্গে কাত হয়ে কোনরকমে ঝুলে আছে ওটা।

অপেক্ষা করছে রানা। এদিকটায় পরিবেশ এখন মোটামুটি শান্ত। ধুপ্‌ ধাপ্‌ যা হচ্ছে, প্রাসাদের উত্তর-পুবদিকের সেনেট আর আর্সেনাল সেক্টরে হচ্ছে। এ অংশে ব্ল্যাক গার্ডদের কয়েকটা ক্যারিয়ার জ্বলছে কেবল, আর সব ঠাণ্ডা। দুটোর খানিক পর একটা ছায়া চোখে পড়ল রানার, গ্রেট প্যালেসের দেয়াল ঘেঁষে দৌড়ে আসছে ট্রেজারির ভাঙা দরজার দিকে। কালো পোশাক পরা। এক জ্বলন্ত এপিসির কাছে পৌঁছতে তাকে চিনতে পারল রানা—কর্নেল

বুদানিন! আগুনের আলোয় হলুদ দেখাচ্ছে চেহারা।

হাতে ভাঁজ করা স্টকের একটা কালাশনিকভ। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। হ্যান্ডগান তুলল। 'বুদানিন!'

চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল সন্ত্রস্ত কর্নেল। চোখ কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। সে-ও চিনল হলদেটে চেহারাটিকে, পরমুহূর্তে কালাশনিকভের নল ঘোরাল। গুলি করল রানা, প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাথে হাতে ধরা এ কে উড়ে গেল কর্নেলের। পেভমেন্টে আছড়ে পড়ে দুই-তিন লাফে অনেক দূরে চলে গেল ওটা। থতমত খেয়ে গেল কর্নেল। উজবুকের মত অস্ত্রটার দিকে তাকাল একবার, তারপর রানার দিকে।

'হ্যালো, কর্নেল!' কয়েক পা এগোল ও, হ্যান্ডগান নাচাল। 'আমার হাতের এই জিনিসটার ক্ষমতা তো দেখলেই। কাজেই নিজের আয়ু যদি দু'-চার মিনিট বাড়াতে চাও, স্থির থেকো।'

আরও কয়েক পা এগোল রানা। নজর সতর্ক। বুদানিনের দশ হাত দূরে থামল। 'তোমার নেতা, পার্টি, সবকিছু ধ্বংসের পিছনে কাদের হাত ছিল, কেন তারা তোমাদের পিছু নিয়েছিল, সে তো তুমি জানোই। কিন্তু আমি কেন তাদের সাথে যোগ দিলাম তা জানো?'

ভীত, আতঙ্কিত চোখে রানাকে দেখছে সে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেরই মাটিতে এক বিদেশী স্পাইর অস্ত্রের মুখে রয়েছে সে, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

'পুরনো এক ঘায়ের ওপর মলমের প্রলেপ লাগাতে, কর্নেল। প্রতিশোধ নিতে।'

'কিসের প্রতিশোধ?'

'মেজর ইগর বাদানভের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চই? কী নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিলে তুমি নিরপরাধ বাদানভের ওপর, মনে আছে? কি ভাবে শেষ করে দিয়েছিলে তার পরিবারের সমস্ত আশা-ভরসা, ভবিষ্যৎ? তার অসুস্থ কচি ছেলের ছোট্ট বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলে চিরদিনের জন্যে? বিধবা করেছিলে তার স্ত্রীকে? ইগর আমার বন্ধু ছিল, বুদানিন। মৃত্যুর আগে নিঝনি তাগিল লেবার ক্যাম্প থেকে চিঠি লিখেছিল ও আমাকে। কত ধরনের অত্যাচার তুমি ওর ওপর চালিয়েছ, সব আমি জানি।

'যেদিন বাদানভের চিঠি পাই, সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব। কথায় বলে, নিয়ত যদি সাফ হয়, ইচ্ছে একদিন পূরণ হয়। দেখো, আজ তাই হয়েছে। আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, বুদানিন।'

'ও...ও বিশ্বাসঘাতক ছিল,' কোনরকম উচ্চারণ করল কর্নেল। এত শীতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার। ঘন ঘন রানার হাতের সিপ সাওয়ারের ওপর চোখ বোলাচ্ছে।

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল রানা। 'ইগর এক দেশপ্রেমিক, সৎ অফিসার ছিল। অসুস্থ সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্যে কর্নেল ইয়েরজিনের কাছে গিয়েছিল ও এক আমেরিকান ওষুধ সংগ্রহের অনুমতির আশায়। সেই ওষুধ ছিল তার ছেলেকে সুস্থ করার একমাত্র ওষুধ। পায়নি অনুমতি। তাই নিয়ে সামান্য তর্ক করায় তাকে

বিশ্বাসঘাতক বানিয়ে দেয় সে কলমের খোঁচায়। বাদানভের মনের অবস্থা জানতে পেরে আমি কেবল ওষুধটা জোগাড় করে দেই তাকে। জীবনে দু'বার মাত্র দেখা হয়েছে আমার বাদানভের সাথে, আমার আর তার মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক ছিল না...' শেষ না করে থেমে গেল মাসুদ রানা। মাথা ঝাঁকাল আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে।

'এমন এক নষ্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আট দশক চলেছে এ দেশ, যেখানে অধস্তনদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠলেই তার বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে প্রশাসন। অভিযোগ সত্যি না মিথ্যে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি কোনদিন।'

'কিন্তু...'

'তোমার কাজিনের মৃত্যু সম্পর্কে তুমি যা জানো, তাও মিথ্যে। আমি তাকে হত্যা করিনি, সে মারা গেছে নিজের বোকামির কারণে। আমি জানি গরস্কি একজন সৎ, দেশপ্রেমিক অফিসার ছিল। তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কথা ভাবলে আজও দুঃখ হয়। তুমি তারই কাজিন, সে কথা ভাবলে আরও বেশি কষ্ট হয়। বাদানভের মৃত্যুর পর বহুদিন ভেবেছি, গরস্কির কাজিন এত মাথামোটা, এত নিষ্ঠুর-কসাই হয় কি করে? অহেতুক হাজারো মানুষের চোখের পানির কারণ হয় কি করে? মশা-মাছির মত মানুষ খুন করে কি করে সে? সে বার মস্কোয় যে মিশন নিয়ে এসেছিলাম আমি, তা সম্পন্ন করতে পারায় কেজিবির তখনকার চেয়ারম্যান নিজে আমাকে, আমার এজেন্সিকে লিখিতভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তুমি নিজেও কেজিবির ছিলে, চেষ্টা করলে আসল সত্য জানতে পারতে। অথচ তা না করে নিরাপরাধ বাদানভকে হত্যা করলে।

'এই মুহূর্তে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারি। কিন্তু করব না। তাতে তুমি বেঁচে যাবে। আমার ইচ্ছে, মৃত্যুর আগে তুমি নিজেকে দিয়ে জেনে যাও যে দৈহিক আর মানসিক নির্যাতন একজনের জন্যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। দেখো।'

গুলি করল মাসুদ রানা। কর্নেলের বাঁ হাঁটু চুরমার হয়ে গেল, জোর এক ঝাঁকি খেয়ে আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে। হাত লম্বা করে বাঁ দিকে পড়ে যাচ্ছে, আবার গুলি হলো, ডান হাঁটুর বাটি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল এবার, ভেঙেচুরে আছড়ে পড়ল বুদানিন। আধা জবাই হওয়া শুয়োরের মত দাপাদাপি করছে দেহটা, গোঙাচ্ছে, কাঁদছে। দুই হাতের তালু দিয়ে সজোরে মাটি চাপড়াচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণার সহজাত দৈহিক প্রতিক্রিয়া ওটা।

কাছে এসে তার বুকের ওপর এক পা তুলে চেপে ধরল নির্বিকার রানা। 'তোমার কষ্ট দেখে আমারও দুঃখ হচ্ছে, কর্নেল,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু বাদানভের কষ্টের তুলনায় এ যে কিছুই নয়, তা তুমিও নিশ্চই স্বীকার করবে? তোমাকে পঙ্গু করে দিতে হলো এই জন্যে যাতে তুমি জেনারেল পেত্রোভস্কির হাতে ধরা পড়ো। এখনই তাকে তোমার খবর জানাচ্ছি আমি। কিন্তু তার আগে...' বলতে বলতে দাও চালানোর মত করে অস্ত্রটা ওপরে তুলল রানা। '...তোমার দাঁত আর কয়েকটা হাড়গোড়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই।'

কুঁদো দিয়ে কর্নেলের মুখের ওপর মারল ও গায়ের জোরে। বিরতি না দিয়ে অন্ধের মত মেরে চলল। পাঁচ মিনিট পর যখন মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে, থেমে

হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে কম করেও পঁচিশটা দাঁত খুইয়েছে কর্নেল বুদানিন। তার সাথে দুই কলার বোন, রিব কেজের কয়েকটা হাড় ইত্যাদিও গেছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়েছে সে আরও আগেই।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল মাসুদ রানা। 'জেনারেল?'

'হ্যাঁ!' খুব খুশি মনে হলো পেত্রোভস্কিকে। 'কোথায় আপনি?'

'ক্রেমলিনের ভেতরে।'

'কি করছেন?'

'পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলাম।'

'তো?'

'হঠাৎ দেখি পথের ওপর মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছে কর্নেল বুদানিন। দুটো গুলি খেয়েছে।'

লাফিয়ে উঠলেন জেনারেল। 'কোথায় সে? কোন্ জায়গায়?'

'ট্রেজারি উইঙের সামনের রাস্তায়।'

'এক্ষুণি আসছি আমি। খবর দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলে ভাল করবেন, জেনারেল। ওর অবস্থা দেখে আমারই কাঁদতে ইচ্ছে করছে।'

'বলেন কি!' আনমনে বললেন তিনি, পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'ঠিক আছে, দেখছি আমি।'

লাইন কেটে দিল রানা।

আগের ঘটনা। ক্রেমলিন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে অন্য কাজে লেগে পড়ল মিশা আঁদ্রিয়েভ। ট্যাঙ্ক শব্দ বেশি করে, তাই এক ক্যারিয়ারে চেপে ঝড়ের বেগে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির মূল ভবনের সামনে পৌঁছুল সে। পিছন থেকে ঝুপ ঝাপ্ করে লাফিয়ে নামল দশজনের এক দল ডিসমাউন্ট সৈনিক, দ্রুত কমান্ডারকে অনুসরণ করল।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি চওড়া দশ-বারো ধাপ পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়ল তারা সামনের দীর্ঘ বারান্দায়। কেউ নেই। একদম ফাঁকা। হাতের ম্যাকারভ সার্ভিস পিস্তল বাগিয়ে চেনা করিডর ধরে ব্যস্ত পায়ে এগোল আঁদ্রিয়েভ। সৈনিকদের সবার হাতে সাব-মেশিনগান, ওগুলোও প্রস্তুত। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে তৈরি প্রত্যেকে।

বিনা বাধায় লম্বা করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছল দলটা। দুটো রুমের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল বেজমেন্টে যাওয়ার সিঁড়ির মুখে। দুই সরকারী গার্ড ছিল বন্ধ দরজার সামনে, জেনারেলকে দেখে নীরব বিস্ময় ফুটল তাদের চেহারায়।

'মিনিস্টার কোথায়?' স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল মিশা।

'নিচে, জেনারেল।'

'আর কে আছে?'

'কেউ না।'

স্বাভাবিক, ভাবল সে, এসব ব্যাপারে সাক্ষী না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজের সৈনিকদের ওপর গেটের দু'জনের ভার ছেড়ে দিয়ে তরতর করে নেমে গেল আঁদ্রিয়েভ। কমিউনিকেশনস্ রুমের দরজা খুলে ফেলল দড়াম করে। চমকে ঘুরে তাকাল ডেপুটি মন্ত্রী। পালাবার জন্যে তৈরি সে তখন। যুদ্ধের ফলাফল জানা হয়ে গেছে। বুদানিনের দেয়া রেডিওর মাধ্যমে সব খবরই পেয়েছে সে সময়মত।

'কে!'

পিস্তলের নল তার কপালে ঠেকাল কমান্ডার, শিউরে উঠল উপমন্ত্রী।

'আমি তামান ডিভিশনের কমান্ডার, যাকে তুমি কয়েক ঘণ্টা আগে উৎসবে মেতে থাকার অর্ডার করেছিলে।'

এক লাথিতে চেয়ারসুদ্ধ লোকটাকে ফেলে দিল কমান্ডার। 'তোমার নোংরা খেলা শেষ। ওঠো, দেখবে চলো বাইরের পরিস্থিতি।'

'এসব কি...' ধমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটা, আঁদ্রিয়েভের শক্ত হাতের ভয়ঙ্কর এক চড় খেয়ে মাথা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে সব কিছু বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল তার।

কলার ধরে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল তাকে আঁদ্রিয়েভ।

ওদিকে আরও আগেই ওস্তানকিনো নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে তার এলিট ট্যাঙ্ক বাহিনী। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

বোরোভিতস্কি স্কয়্যারে পার্ক করা নিজের অডিতে এসে উঠল রানা। চোখে মুখে তৃপ্তি আর সাফল্যের সন্তুষ্টি।

ধ্বংস করতে পেরেছে ও কর্নেল ভাদিম বুদানিনকে।

শেষ হয়ে গেছে মস্কোর যুদ্ধ।

দশ

পহেলা জানুয়ারি সকালে মস্কোবাসীর নেশা কাটল খুব দ্রুত। চারদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সবাই।

টেলিভিশনের পর্দায় কেবল ধ্বংসযজ্ঞের ছবি, ছড়ানো-ছিটানো লাশের ছবি। ক্রেমলিনের ভেতরের যে অবস্থা দেখল দেশবাসী, তা এক কথায় অবর্ণনীয়। প্রাসাদের দরজা-জানালা ভাঙা, দেয়ালের সর্বত্র পক্সের মত বুলেটের দাগ। ভেতরে মেঝে আর বাইরের আঙিনায় পড়ে আছে শুধু কাঁচ আর কাঁচ–ভোরের মিষ্টি রোদের ছোঁয়ায় চিক্ চিক্ করছে।

আর আছে অনেকগুলো ক্যারিয়ারের পোড়া কঙ্কাল। তখনও কালো ধোঁয়া উড়ছে কয়েকটা থেকে। সেনাবাহিনী ব্যস্ত মৃতদেহ আর ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারের কাজে। দূরে দাঁড়িয়ে জনতা অবাক চোখে দেখছে তাদের কাজ। যদিও মৃতের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই, কোনদিন জানবে না তারা সে সংখ্যা। আঁধার থাকতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বেশিরভাগ মৃতদেহ।

জানুয়ারির পাঁচ তারিখ রাশিয়ার উত্তর প্রান্তের ছোট বন্দর, ভয়বর্গের এক ডক সিকিউরিটি মিলিশিয়া ইতিহাসে পাদটীকা যোগ করল। পিওতর গ্রোমভ তার নাম। সূর্যোদয়ের খানিক পর, বন্দর ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত এক সুইডিশ ফ্রেইটার ইনগ্রিড বি-র দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিল সে। গোটেবর্গ যাবে ওটা।

দড়ি দড়া খুলে ফেলা হয়েছে, এখন শুধু গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক তোলা বাকি। এমন সময় ডকে স্তূপ করে রাখা এক পাহাড় ক্রেটের আড়াল থেকে নীল ডাঙ্কি জ্যাকেট পরা দুই নাবিক বের হয়ে এল। মাথা নিচু করে ইনগ্রিড বি-র দিকে হাঁটছে। ওদের হাঁটার ধরন দেখে মনে সন্দেহ জাগল গ্রোমভের। ফ্রেইটারের সমস্ত নাবিক আগেই উঠে পড়েছে জাহাজে, ওরা তাহলে কারা? ক্রেটের আড়ালে বসে কি করছিল?

'অ্যাই!' হাঁক ছাড়ল গ্রোমভ। 'দাঁড়াও!'

দাঁড়াল দুই নাবিক, তবে এদিকে তাকাল না। নিচু কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল, তারপর আচমকা দে ছুট্ জাহাজ লক্ষ্য করে। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল গ্রোমভ, আবার হাঁক ছাড়ল। কাজ হলো, জায়গায় জমে থাকল দুই ডাঙ্কি জ্যাকেট।

একজনের বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে, অন্যজনের আটাশ কি ত্রিশ। তাদের কাগজপত্র দেখল গ্রোমভ। দু'জনই সুইডিশ। বহুদিন ডকে কাজ করছে গ্রোমভ, সুইডিশ মোটামুটি জানে। সেই ভাষাতেই খেঁকিয়ে উঠল সে, 'পালাচ্ছিলে কেন?'

কথা নেই কারও মুখে। গ্রোমভের কথা বুঝতেই পারেনি ওরা। সন্দেহ আরও বাড়ল মিলিশিয়াটির, হাত বাড়িয়ে প্রথম লোকটার কান ঢাকা ফ্ল্যাপওয়ালা ফারের শাপকা টান মেরে খুলে ফেলল সে। চেহারাটা খুব চেনা লাগল গ্রোমভের, কোথায় যেন দেখেছে সে একে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জনে, গ্রোমভের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ।

হঠাৎ এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো সে। 'তোমাকে চিনেছি! তুমি···তুমি শেপিলভ! শা-লা!'

গ্রেফতার হলো শেপিলভ আর তার সঙ্গী, ইউপিএফের প্রোপাগান্ডা চীফ, কপিতভ।

ওইদিনই মস্কো নিয়ে যাওয়া হলো তাদের, জেলে পোরা হলো। সেখানে আগে থেকেই ছিল কর্নেল ভাদিম বুদানিন। জেলের ভেতরেই চিকিৎসাধীন আছে সে, সারা দেহ ব্যান্ডেজমোড়া। চেহারা চেনার উপায় নেই।

দুঃখজনক ঘটনা যে ওই জেলের নাম লেফোরতোভো। তার চেয়েও করুণ ব্যাপার, যে সেলে রাখা হয়েছে কর্নেলকে, সেই সেলে কয়েক বছর আগে মেজর ইগর বাদানভের ওপর রোজ আঠারো ঘণ্টা করে অমানুষিক নির্যাতন চালাত সে।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

ঢাকা। বিসিআই। নিজের অফিসরুমে বসে আছে মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক।

মস্কোর কথা ভাবছে ও।

মুষ্টিমেয় দুই-চারজন ছাড়া কেউ কোনদিন জানবে না এ পরিবর্তনের নেপথ্য কাহিনী। জানবে না কতবড় মিথ্যে আর ছলনার ফাঁদে ফেলে শেপিলভকে ধ্বংস করেছে ও, অবশ্য পরিকল্পনা ছিল মূলত মাস্টার স্পাই মারভিন লংফেলোর। ব্ল্যাক ম্যানিফেস্টো যখন খাঁটি প্রমাণ হলো, তখনই বৃদ্ধের কুটিল ব্রেন শুরু করে দেয় শেপিলভকে হটিয়ে দেয়ার পথ আবিষ্কারের কাজ। এরপর তার সাথে যোগ হয় আরেক কুটিল ব্রেন, ওটা মাসুদ রানার।

প্রথম যখন বুদ্ধিটা আসে লংফেলোর মাথায়, তখনই ওকে পাকড়াও করে ওর হাতে কাজের দায়িত্ব তুলে দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। রাহাত খানের সহযোগিতায় তাতে সফলও হন।

সম্ভাব্য ফ্যাসিস্ট শেপিলভকে নির্মূল করার জন্যে রানার সাথে পরামর্শ করে ছয়টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করেন লংফেলো। তার এবং তার মিত্র মাফিয়ার জানের শত্রু চেচেন, ইহুদী ও মিলিশিয়া। এরপর প্যাট্রিয়ার্ক আর রাশিয়ার জীবন্ত কিংবদন্তীর নায়ক জেনারেল নিকোলাই ইয়েফরেমোভিচ ভরোশিলভ। সবশেষে ছিল শত্রু শিবিরে ভুয়া তথ্য সরবরাহ করা। ডিসইনফর্মেশনের ফাঁদে ফেলে শেপিলভকে বিভ্রান্ত করা, স্বরূপে আত্মপ্রকাশে প্ররোচিত করা।

রানা মস্কোর উদ্দেশে যাত্রার আগে যখন ট্রেনিঙে ব্যস্ত, সেই সময় ট্রেনিং পাওয়া কবুতর নিয়ে প্রথম মস্কো ঘুরে আসে মিচ ও কিয়ারান। ওটাকে জায়গামত পৌছে দিয়ে আসে তারা, এবং লংফেলোর দুই লং টাইম লো লেভেল পীপার এজেন্টকে রিঅ্যাকটিভেট করে রেখে আসে। তাদের একজন মস্কো ইউনিভার্সিটির এক চাকরিচ্যুত প্রফেসর, অন্যজন তাঁরই একমাত্র পুত্র। প্রফেসরকে যখন চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়, তখন তাঁর ছেলেকেও ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হয়েছিল স্কুল থেকে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল ছেলের। বাধ্য হয়ে অর্থোডক্স চার্চে যোগ দেয় সে। নিজের যোগ্যতা আর বিশ্বস্ততার কারণে এক সময় প্যাট্রিয়ার্ক আলেক্সেই টু-র নজরে পড়ে তাঁর খানসামা পদে নিয়োগ লাভ করে। সে ফাদার ভ্যাসিলি। লংফেলো আর মাসুদ রানার 'বিরুদ্ধে' চারবার 'বিশ্বাসঘাতকতা' করে ফাদার, এবং প্রথমবারেই নিজেকে শেপিলভ ও তার দলের একনিষ্ঠ অনুসারী বলে কর্নেল বুদানিনের বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হয়।

চারবারের দু'বার ফাদার ভ্যাসিলির বিশ্বস্ততা রক্ষার স্বার্থেই মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হয়েছে রানা ও লংফেলোকে। বুদ্ধির লড়াইয়ে বুদানিনকে পরাজিত করে তার পাতা ফাঁদ থেকে বের হওয়ার পথ করে নিতে হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল শুধুই কর্নেলকে বোঝানো যে ফাদার ভ্যাসিলির তথ্য নির্ভুল। প্রথমবার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে কর্নেলকে আসলে তাঁর হোটেল রুমে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন লংফেলো। চেয়েছেন, ভেতরে ঢুকে দেখুক সে প্যাট্রিয়ার্কের লেখা চিঠি, ওটা পড়ে বুঝে নিক আসলে বিএসএস কি ঘটাতে চাইছে। ঘটেছেও ঠিক তাই।

যদিও চিঠিটা ছিল জাল। মিচ-কিয়ারানের প্রথম মস্কো সফরের সময়ে প্যাট্রিয়ার্কের রাইটিং প্যাডের দুটো পাতা গোপনে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল ফাদার ভ্যাসিলি, সাথে আলেক্সেই টু-র হাতের লেখার ক্যালিগ্রাফিক স্যাম্পলও। ওই স্যাম্পল দেখে লন্ডনে বিএসএস-এর এক এক্সপার্ট জালিয়াত লেখে ও চিঠি। কর্নেল যদি সন্দেহবশত হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে চাইত, নিঃসন্দেহে প্রমাণ হত ওটা আলেক্সেই টু-র হাতের লেখাই, আর কারও নয়।

ওটায় প্যাট্রিয়ার্কের পক্ষ থেকে নরম্যান্ডির আপেল খামার মালিক, দুশ্চরিত্র যুবরাজ সেমিয়নকে রাশিয়ার রাজার পদ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। আরেক মিথ্যে। ওটা করা হয়েছিল যদি কর্নেল এ ব্যাপারে কিছু করতে চায়, কোন পদক্ষেপ নেয়, যেন সে ভুল ঠিকানায় পৌছায়। হয়েছেও তাই। বিএসএসের আবেদনে সতর্ক ছিল ফরাসী পুলিস, সময়মত *মেখানিক*কে পাকড়াও করে তারা।

শত্রু শিবিরে আতঙ্ক, ত্রাস ইত্যাদি সৃষ্টির জন্যে দায়ী চিস্তি পেরেলুকে দ্বিতীয় সফরের সময়ে ফাদার ভ্যাসিলির হাতে রানার তুলে দেয়া 'রসদ'। ওটা ছিল লন্ডনে টেপ করা একটা মাইক্রো ক্যাসেট। রানা ও প্যাট্রিয়ার্কের ভুয়া কথাবার্তা রেকর্ড করা ছিল ওটায়। তাঁর কণ্ঠস্বরের 'স্যাম্পলও' রেকর্ড করে মিচ-কিয়ারানের হাতে তুলে দিয়েছিল ফাদার ভ্যাসিলি।

কণ্ঠস্বর নকল এবং রুশ ভাষায় ওস্তাদ বিএসএসের আরেক বিশেষজ্ঞের সাথে রানার নিজের কণ্ঠের পূর্ব পরিকল্পিত আলোচনা রেকর্ড করা ছিল ওটায়। দ্বিতীয়বার প্যাট্রিয়ার্কের সাথে যখন দেখা করতে যায় রানা, সবার অলক্ষে ক্যাসেটটা তুলে দেয় ফাদার ভ্যাসিলির হাতে। সে শুধু রেকর্ড করা কথাবার্তা রি-রেকর্ড করে বুদানিনের দেয়া রেকর্ডারের মাইক্রো ক্যাসেটে তুলে তার হাতে চালান করে দেয়।

তাতে কম্পিউটারাইজড সাউন্ড টেকনোলজির সাহায্যে দরজা খোলার, কফির কাপে চিনি নাড়ার এবং চিনি পড়ে যাওয়ার ফলে প্যাট্রিয়ার্কের 'আহ' ধ্বনি থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত যা যা ছিল, সবই খাস বিলেতি মাল। এবং আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একেবারেই কাল্পনিক, আষাঢ়ে।

দোলগোরুকি মাফিয়ার ওপর বিরতিহীন রেইড চালানোর মত কোন সূত্র ছিল না জেনারেল পেত্রোভস্কির হাতে। যে ক'টা সূত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল রানা, সবগুলোই জানিয়ে দেয় সে তাঁকে, তার পর এগোবার মত কিছু ছিলই না হাতে। তাছাড়া ক্যাসিনো থেকে উদ্ধার করা ডকুমেন্টস সম্পর্কে ক্যাসেটে যা বলা হয়েছে, তাও মিথ্যে। স্রেফ লিকার রিসিপ্ট ছিল সে সব। ইউপিএফ-দোলগোরুকি লেনদেন সম্পর্কিত কিছু নয়।

জেনারেল ভরোশিলভের কোন পরিকল্পনাই ছিল না শেপিলভের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্যে একের পর এক প্রেস কনফারেন্স করার। যা বলার ছিল একবারই বলে দিয়েছিলেন তিনি। আঙ্কেল মোছুয়ার মুখ থেকে একবার যা বের হয়েছে, তাই যথেষ্ট।

৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করার কোন পরিকল্পনা স্বপ্নেও

ছিল না প্যাট্রিয়ার্কের। প্রথমবারই তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবেন না। কাজেই শেপিলভকে আনফিট ঘোষণা করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে তাঁর অনুরোধ জানানোর প্রশ্নও একেবারেই অবান্তর।

এসব যে সাজানো নাটকের অংশ, ফাদার ভ্যাসিলি সে নাটকের অভিনেতা, জানার উপায় ছিল না শেপিলভ বা বুদানিনের। ভীত হয়ে চারটে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা করে কর্নেল, শেপিলভ তাতে সায় দেয়। রানার সন্দেহ ছিল ওর সযত্নে পাতা ফাঁদে পা দেবে ওরা, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, তাই যথাসময়ে লিওনিদ বার্নস্টেইনসহ অন্য তিনজনকেও সতর্ক করে দেয় ও। কাজও হয়েছে তাতে। শুধু জেনারেল ভরোশিলভ আত্মগোপন করতে রাজি হননি, তাই মরতে হয়েছে তাঁকে।

২১ ডিসেম্বরের চার কম্যান্ডো অভিযানই অনেকটা ডুবিয়েছে শেপিলভকে। যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারত, সত্যি সত্যি বড় রকমের ব্যবধানে ভোটে জয়ী হতে পারত সে।

বাকিটা ডুবিয়েছে তারই ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীর এক 'সিনিয়র অফিসারের স্বেচ্ছা স্বীকারোক্তি'। শেপিলভের যাবতীয় অপকর্মের স্বীকারোক্তি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত রাজনীতিতেও এক সাফল্য থেকে জন্ম নেয় আরেক সাফল্য, এক ব্যর্থতা জন্ম দেয় আরেক ব্যর্থতার। চারদিক থেকে ইউপিএফের তীব্র সমালোচনায় যতই মেতে উঠেছে রুশ মিডিয়া, ততই একের পর এক ভুল করে গেছে বুদানিন। তার সাথে শেপিলভের সায় ছিল। ফলে সবক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে থাকে তারা।

নববর্ষের আনন্দ উদযাপনের রাতে শেপিলভের ব্ল্যাক গার্ড বাহিনীকে ধ্বংস করার বা তাকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা সরকারের ছিল না। রানার শিখিয়ে দেয়া মুখস্থ বুলি কর্নেলের কানের কাছে উগ্‌রে দিয়ে এসেছে কেবল ফাদার ভ্যাসিলি।

তাকে সত্যি ভেবে, শক্তিশালী শত্রুকে আগেভাগেই শেষ করে দেয়ার জন্যে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে বসে বুদানিন। এবং মাসুদ রানার সর্বশেষ ডিসইনফর্মেশনের ফাঁদে ধরা দেয়।

রানার হুঁশিয়ারি বার্তা পেয়ে সতর্ক হয়ে ওঠে রুশ বিশেষ বিশেষ বাহিনী, সময়মত রোডিনাকে রক্ষা করেছে তারা।

তবে আর সব যা-ই হোক, নাকের ডগা চুলকে ভাবল মাসুদ রানা, রাশিয়ায় রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মারভিন লংফেলোর খাটা-খাটুনি মাঠে মারা গেছে। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি সে ক্ষেত্রে। ফের জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কারও সমর্থনই আদায় করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। খোদ মাসুদ রানারই সায় ছিল না। যদিও মুখে তা কখনও প্রকাশ করেনি ও। চেপে রেখেছিল।

মনে মনে নিশ্চিত জানত, লংফেলো অন্তত এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবেন। তাই কাজ করে গেছে মুখ বুজে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। ৩ জানুয়ারি মস্কো ফিরে এলেন প্রেসিডেন্ট মারকভ। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে দুমার

জরুরী অধিবেশন বসল। ঠিক হলো, নির্বাচন পূর্ব নির্ধারিত সময়ের এক মাস পর অনুষ্ঠিত হবে। সে জন্যে নতুন করে কেবল ব্যালট পেপার ছাপাতে হবে। বলা বাহুল্য, সে নির্বাচনে ইউপিএফ অংশ নিতে পারবে না। জারতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দুমার অধিবেশনে তোলার জন্যে প্রেসিডেন্টকে পরোক্ষে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। আমল দেননি তিনি। পাত্তাই দেননি। দেয়ার কথাও নয়। কারণ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শোপিলভের অনুপস্থিতিতে তাঁরই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন?

এমন সুযোগ স্বেচ্ছায় কে কবে ছেড়েছে?

***

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Groups :www.facebook.com/groups/boiliverspolapan